আয়াতুল
জিহাদ
القرآن الكريم

আয়াতুল জিহাদ

মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ

সংক্ষিপ্ত সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা বাকারা	০৯-৩৮
সূরা আলে ইমরান	৩৯-৮৩
সূরা নিসা	৮৪-১১৪
সূরা মায়েদা	১১৫-১৩২
সূরা আনফাল	১৩৩-১৭৮
সূরা তাওবাহ	১৭৯-২৭২
সূরা হজ্ব	২৭৩-২৮৩
সূরা নূর	২৮৪-২৯১
সূরা আহযাব	২৯২-৩১১
সূরা মুহাম্মদ	৩১২-৩৩৮
সূরা ফাত্হ	৩৩৯-৩৬২
সূরা হুজুরাত	৩৬৩-৩৭২
সূরা হাদীদ	৩৭৩-৩৮২
সূরা মুজাদালাহ	৩৮৩-৩৯২
সূরা হাশ্‌র	৩৯৩-৪০৬
সূরা মুমতাহিনাহ	৪০৭-৪১৮
সূরা সফ	৪১৯-৪৩০
সূরা মুনাফিকূন	৪৩১-৪৪০
শাহ আ. কাদের দেহলভী কর্তৃক বর্ণিত ২৩টি আয়াত	৪৪৭-৪৬০
মাক্কী সূরাসমূহে জিহাদের প্রতি ইশারা	৪৬১-৫০৯

আয়াতুল জিহাদ

[নতুন সংস্করণ]

মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ

মাকতাবাতুল কুরআন
নি র্ভু ল মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৩ঈ.
তৃতীয় প্রকাশ : জুন ২০১৬ঈ.

আয়াতুল জিহাদ ■ প্রকাশক. মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ
স্বত্ত্ব. প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
■ প্রচ্ছদ. আবু উমায়ের
কম্পোজ. আল-কুরআন কম্পিউটার গ্রাফিক্স সিস্টেম
ইসলামী টাওয়ার ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪০০ টাকা মাত্র

ইন্‌তিসাব

ইসলামের জন্য শাহাদাতবরণকারী, জানবাজ মুজাহিদ, সাহাবায়ে কিরাম ও বিজ্ঞ আলেমে দীন যারা দীনের জন্য জান-মাল কুরবানি করে চলে গেছেন মহান প্রভূর ডাকে সারাদিয়ে তাদের জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা প্রত্যাশায় এবং বর্তমান কঠিন মূহুর্তে যারা ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক, জানবাজ মুজাহিদ, যারা সকল ফিৎনা-ফাসাদ ডিঙ্গিয়ে, বৎসনাকারীদের বৎসনা উপেক্ষা করে দীনের পথে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে তাদের পরিপূর্ণ সুস্থতা ও দীর্ঘ হায়াত প্রত্যাশায় এ ক্ষুদ্র নিবেদন।

বিনীত

সগীর বিন ইমদাদ

সংক্ষিপ্ত সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা বাকারা	০৯-৩৮
সূরা আলে ইমরান	৩৯-৮৩
সূরা নিসা	৮৪-১১৪
সূরা মায়েদা	১১৫-১৩২
সূরা আনফাল	১৩৩-১৭৮
সূরা তাওবাহ	১৭৯-২৭২
সূরা হজ্ব	২৭৩-২৮৩
সূরা নূর	২৮৪-২৯১
সূরা আহযাব	২৯২-৩১১
সূরা মুহাম্মদ	৩১২-৩৩৮
সূরা ফাত্হ	৩৩৯-৩৬২
সূরা হুজুরাত	৩৬৩-৩৭২
সূরা হাদীদ	৩৭৩-৩৮২
সূরা মুজাদালাহ	৩৮৩-৩৯২
সূরা হাশ্র	৩৯৩-৪০৬
সূরা মুমতাহিনাহ	৪০৭-৪১৮
সূরা সফ	৪১৯-৪৩০
সূরা মুনাফিকূন	৪৩১-৪৪০
শাহ আ. কাদের দেহলভী কর্তৃক বর্ণিত ২৩টি আয়াত	৪৪৭-৪৬০
মাক্কী সূরাসমূহে জিহাদের প্রতি ইশারা	৪৬১-৫০৯

অবতরণিকা

সকল প্রশংসা পরাক্রমশালী সেই মহান বিশ্ব স্রষ্টার যিনি জিহাদের বিধান বিধিবদ্ধ করেছেন, দান করেছেন মুজাহিদ ও শহীদের সুউচ্চ মর্যাদা।

অসংখ্য দরূদ ও সালাম সর্বকালের সেরা রাষ্ট্রনায়ক সায়্যিদুল মুজাহিদীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরণে; যিনি বদর রণাঙ্গনে সিজদায় রত হয়ে, উহুদে দান্দান মুবারক শহীদ করে, খন্দকে উদরে পাথর বেঁধে, হুনাইনে চার হাজার তীরন্দাজের তীর বৃষ্টি পতিত হওয়ার স্থলে অটল-অবিচল দাঁড়িয়ে উম্মতকে জিহাদের সবক দিয়েছেন।

পরিপূর্ণ রহমত নাযিল হোক সাহাবায়ে কিরাম, আকাবীরে দীন, মুজাহিদীনে ইসলাম ও শুহাদায়ে কিরামের প্রতি; যারা আজীবন আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিয়ে জিহাদের মাধ্যমে ইসলামকে সম্পূর্ণ অক্ষতভাবে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এ কথা সর্বজনজ্ঞাত যে, ইহুদী-খৃষ্টান ও তাদের দোসর কর্তৃক গোটা মুসলিম উম্মাহ অমানবিক যুলুম-নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার। তারা মুসলমানদের আত্মরক্ষার মাধ্যম জিহাদকে নানাবিধ অপপ্রচার ও প্রপাগাণ্ডার দ্বারা কলঙ্কিত করার ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আক্ষেপের বিষয় হল, তাদের অন্ধ অনুকরণে মুসলমানরাও চেতনাহীনভাবে সঠিক জ্ঞানের অভাবে বা কাফিরদের চক্রান্তের শিকার হয়ে জিহাদ বিরোধী বক্তব্য দিচ্ছে। এবং মহান আল্লাহ তা'আলার অমোঘ বিধান ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৃত আমলকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আখ্যাদিয়ে নিজেদের মূল্যবান ঈমানকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

জাতির এহেন পরিস্থিতিতে যারা সত্যিই সঠিক জ্ঞানের অভাবে বা কাফিরদের চক্রান্তের শিকার হয়ে জিহাদ বিরোধী বক্তব্য দিচ্ছে বা জিহাদ থেকে বিরত থাকছে তাদেরকে এই ভুলপথ ও জিহাদ সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা থেকে ফিরিয়ে আনার মানসে এবং সত্য সন্ধানী ও জ্ঞান অন্বেষী সাথীদেরকে উক্ত চক্রান্তের হাত থেকে মুক্ত করে

সঠিক পথের সন্ধান দিতে, মুসলিম যুব সমাজের হারানো চেতনা পুনরুদ্ধারকল্পে, জ্ঞানের স্বল্পতা সত্ত্বেও চেষ্টা করেছি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-এর ন্যায় একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফরীযার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার অংশ হিসেবে কুরআনে বর্ণিত জিহাদের আয়াতগুলোকে **'আয়াতুল জিহাদ'** নামে বই আকারে রূপদিয়ে পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার প্রয়াস পেয়েছি।

বইটি করার ক্ষেত্রে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক, অসাধারণ বাকশক্তির অধিকারী, বিশ্বখ্যাত মুজাহিদ আল্লামা মাসউদ আযহার দামাত বারকাতুহু-এর ৪খণ্ডে রচিত 'ফাতহুল জাওয়াদ' নামক কিতাবটির অনুকরণ করা হয়েছে, এবং তাতে বর্ণিত 'খুলাসাটিকে' অনুবাদ করে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতগুলোর তরজমা নেয়া হয়েছে প্রখ্যাত তাফসীরকারক মাওলানা আমিনুল ইসলাম (রহ.)-এর রচিত তাফসীরের নুরুল কুরআন থেকে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উভয়ের কুরবানীকে কবুল করুন এবং তাদের কিতাব দু'টিকেও জাতির হিদায়েতের উসিলা করুন। আমিন।

জাতির এ দুঃসময়ে জিহাদী চেতনা ফিরিয়ে আনার লক্ষে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। বইটি পড়ে একজন মুসলমানের অন্তরেও যদি সামান্যতম জিহাদের স্পৃহা জাগে, একটি অন্তর থেকেও জিহাদের ব্যাপারে বিভ্রান্তির ধুম্রজাল দূর হয় তবে আমার এই শ্রম সার্থক মনে করব।

২২/০৫/২০১৩ঈ.
সকাল ১০.০০ মিনিট

সগীর বিন ইমদাদ

আয়াতুল জিহাদ

সূরা বাকারা

মাকতাবাতুল কুরআন
নিখুঁত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

সূরা বাকারা

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-২৮৬

জিহাদের আয়াত-৩৫

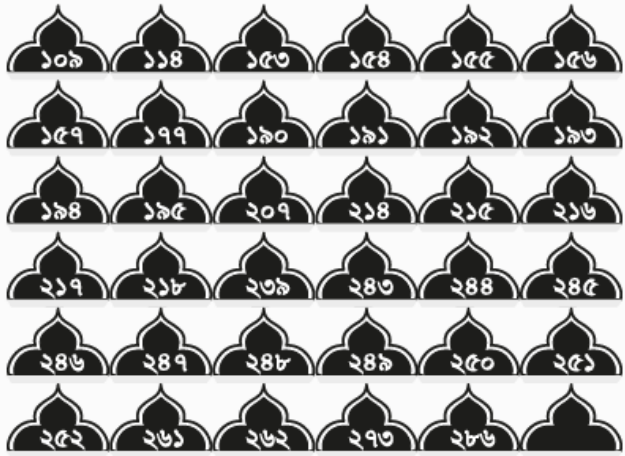

জিহাদ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

তরজমা.

আহলে কিতাবদের অনেকেই মুসলমান হবার পরও কোন প্রকারে তোমাদেরকে কাফিররূপে দেখতে চায়, তাদের সম্মুখে সত্য উদ্ভাসিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের অন্তর্নিহিত হিংসাবশতঃ অতএব তোমরা ক্ষমা করতে থাক, এবং যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা আদেশ জারী করেন সে পর্যন্ত অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আলাহ তা'আলা সর্ব শক্তিমান।[১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১.

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তাদের মুখোশ উম্মোচন করে দিয়েছেন যে, আহলে কিতাব (ইহুদী, খৃষ্টান) তোমাদের মুরতাদ বানানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। তারা তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় দুশমন, এবং তোমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।

২.

মুসলমান বর্তমানে ধৈর্যধারণ করবে এবং নামায ও যাকাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাথে নিজের সম্পর্ককে মজবুত করবে। এবং নিজ সম্প্রদায়কে এই ইবাদতের মাধ্যমে শক্তিশালী করবে।

৩.

ইসলাম এবং মুসমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের চিকিৎসা হলো জিহাদ-ফী-সাবীলিল্লাহ এর বিধানকে অবতীর্ণ করা। জিহাদ-ফী-সাবীলিল্লাহ গোটা বিশ্বে শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠাকারী বিধান।

৪.

মুসলমান নিজেদের দুর্বলতা এবং নিজেদের দুশমনের শক্তি দেখে ভীত হয়। কিন্তু যখন জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হবে আর মুসলমান তার উপর আমল

---

১. সূরা বাকারা-১০৯

করবে তখন মুসলমান একা থাকবে না, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে থাকবেন। তিনি সাহায্য করার ক্ষেত্রে এবং বিজয় দান করার ক্ষেত্রে পূর্ণ সক্ষম।

৫.

জিহাদ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ।

তদপেক্ষা অত্যাচারী কে?

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَ سَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۱۴﴾

তরজমা.

এবং তদপেক্ষা অত্যাচারী কে? যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ঘর মসজিদ সমূহে আল্লাহ তা'আলার নাম নিতে বাধা দেয়, আর তাকে উজাড় করতে চেষ্টা করে (অথবা) তাদের জন্যে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থা ব্যতীত সেই ঘরে প্রবেশ করাই উচিত নয়। তাদের জন্যে রয়েছে এ জগতে অপমান এবং পরজগতে কঠিন শাস্তি।[২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১.

মসজিদ আল্লাহ তা'আলার। যে ব্যক্তি তাকে যেকোন পদ্ধতিতে বিরান (পরিত্যক্ত) করার প্রচেষ্টা করে সে অত্যধিক বড় জালেম।

২.

মুসলমানদের উচিত সর্বদা মসজিদকে আবাদ রাখবে, তাকে হিফাজত করবে। এবং জিহাদের মাধ্যমে মসজিদ সমূহকে সংরক্ষিত রাখবে।

৩.

মসজিদকে বিরান (অকার্যকর) কারীদের জিহাদের মাধ্যমে দুনিয়াতে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং তাদের হুকুমতকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। যদি তারা কোন

---

২. সূরা বাকারা-১১৪

মসজিদের জায়গা দখল করে নেয় তবে তা জিহাদের মাধ্যমে উদ্ধার করে নিবে।

৪.

অতীতে যারাই মসজিদকে বিরান (অকার্যকর) করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঐ এলাকার রাজত্ব থেকে বঞ্চিত করেছেন।

৫.

এ সমস্ত লোকদের জন্য আখেরাতে অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তি প্রস্তুত করা হয়েছে।

সবর এবং নামায দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝١٥٣

তরজমা.

হে ঈমানদারগণ! সবর এবং নামায দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আলাহ তা'আলা সবর অবলম্বনকারীদের সাথেই আছেন।[৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে মুসলমানগণ! যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকে নিজের সাথে রাখতে চাও তবে সবর এবং নামাযের মাঝে নিজেকে খুব দৃঢ়তার সাথে সম্পৃক্ত রাখ। সবরের অর্থ হলো শরিয়তে ইসলামের উপর অটল অবিচল থাকা। আর এ সবর বা ধৈর্যের সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলার রাহে মৃত্যু বরণ করা মৃত্যু নয়

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۗ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝١٥٤

---

৩. সূরা বাকারা-১৫৩

তরজমা.

এবং যারা আল্লাহ তা'আলার রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে তাদেরকে কখনও মৃত বলোনা, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করনা।[৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১.

আলাহ তা'আলার রাহে মৃত্যু বরণকরা মৃত্যু নয় বরং তা হলো চিন্তা-পেরেশানী ও কষ্ট-ক্লেশহীন একটি অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন জীবন। অতএব, হে মুসলমান! মৃত্যুর ভয় থেকে নিজের জীবনকে পবিত্র করে নাও।

২.

আল্লাহ তা'আলার রাহে জীবন উৎসর্গ কারী শহীদ নিঃসন্দেহে জীবিত কিন্তু তোমরা তার জীবনের কোন প্রকার খবরই রাখনা। তাদের জীবন এতটাই উঁচু ও মর্যাদা সম্পন্ন যে, সে পর্যন্ত তোমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞান পৌঁছতেই পারে না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন 'بل احيا' বরং তারা জীবিত।

৩.

যখন মুসলমানদের কিবলা বাইতুল্লাহকে করে দেয়া হলো তখন ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দুশমনীতে লিপ্ত হলো। মুসলমান অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় ছিল আর ইহুদীরা প্রচুর শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি আবার মুনাফিকদেরও সহযোগিতা ছিল। এমতাবস্থায় মুসলমানরা খুবই শংকিত ছিল যে দীনের কি অবস্থা হবে? এই দীনতো নিজ মারকাজ বা কেন্দ্রভূমি মদীনাতেই এতো সমস্যা ও শত্রুতার শিকার। সুতরাং অন্যত্রে এর কি অবস্থা হবে? এ অবস্থার উপরই বলা হয়েছে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই আল্লাহ তা'আলা এই দীনকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছাবেন যেমনি ভাবে তিনি তোমাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। ইহুদীরা তো একথাও সহ্য করতে পারছে না। এখন তোমরা সবর, শুকুর, যিকির ও নামাযের মাধ্যমে এমন একজন মুসলমান হয়ে যাও এবং জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়, তোমাদের মধ্য হতে যে জিহাদের ময়দানে শাহাদাত লাভ করবে সে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ জীবন লাভ করবে। এবং যাকে কষ্ট প্রদান করা হল সে হিদায়েত ও প্রচুর সাওয়াব লাভ করবে। এই বস্তুই মুসলমানদেরকে মজবুত প্রাচীর এবং দীনের জন্য জীবন উৎসর্গকারী

৪. সূরা বাকারা-১৫৪

হিসেবে তৈরী করেছে। অতঃপর দুনিয়াবাসী লক্ষ করেছে যে, ইহুদী সম্প্রদায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে আর ইসলাম সারা দুনিয়াব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে।

আলাহ্ তা'আলা মৃত্যুর মাঝে জীবন সুপ্ত রেখে মুসলমানদেরকে মৃত্যুর ভয়াবহতা থেকে মুক্ত করেছেন। একথা চির সত্য যে, যারা মৃত্যুকে ভয় করে না, নিজ আগ্রহে মৃত্যুর পিছনেই ছুটতে থাকে, তাদের মোকাবিলা দুনিয়ার কেউ করতে পারে না।

নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۙ﴿۱۵۵﴾ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ؕ﴿۱۵۶﴾ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ ۟ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

তরজমা.

নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা ধন-সম্পদের ক্ষতিও প্রাণহানী এবং ফল শস্যের ক্ষতির দ্বারা। হে রাসূল! আপনি সুসংবাদ দিন সেই লোকদিগকে,

যাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ তা'আলারই জন্য এবং আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।

এমন লোকদের উপরই তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে অনুগ্রহ এবং রহমত নাযিল হয় এবং তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত।[৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১.

প্রথমত ঐসমস্ত লোকদের আলোচনা হয়েছে যারা ধৈর্যের সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করে নিয়েছেন অর্থাৎ শহীদ। এখন বর্ণনা করা হচ্ছে যে তোমাদের সাধারণ ভাবে সামান্য কষ্ট-মসিবত দিয়ে পরীক্ষা করে তোমাদের সবরকে দেখা হবে।

---

৫. সূরা বাকারা-১৫৫,১৫৬,১৫৭

ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া সহজ কথা নয়, শুরু থেকেই হুঁশিয়ার করা হচ্ছে।[৬]

২.

প্রথমে জিহাদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে পরে শাহাদাতের ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে, এখন বর্ণনা করা হচ্ছে যে, জিহাদ ও শাহাদাতের পথ এত সহজ নয় তার মাঝে কষ্ট-মসিবত এসে থাকে। যে ব্যক্তি এর মাঝে সবর করবে এবং অটল-অবিচল থাকবে তার জন্য বিশেষভাবে সুসংবাদ, হিদায়েত ও রহমতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

৩.

হক্বপন্থীদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পরীক্ষা করা হয়, এই পরীক্ষা তাঁর জন্য আযাব হিসেবে নয় বরং মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হয়ে থাকে একারণে কাউকে মসিবতে দেখলেই বাতেল ধারণা করা এবং নিজেকে হক্বপন্থী ধারণা করা উচিত নয়।

আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় দৃঢ় থেকে জিহাদ করতে থাকা

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

তরজমা.

এতে কোন পূণ্য নেই যে তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাও, বরং পূণ্য তার, যে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামতের দিনের প্রতি এবং ফিরিশতাগণ ও আসমানী কিতাব এবং নবীগণের প্রতি, আর যারা ধন-সম্পদের মায়া সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিখারী এবং

৬. তাফসীরে উসমানী

দাসত্ব মোচনের জন্যে (মানুষকে) দান করে, আর যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, আর যারা নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যারা দুঃখে-কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্য ধারণ করে তারাই সত্যপরায়ণ এবং তারাই পরহেজগার।[৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. এ আয়াতের মাঝে সর্ব প্রকার (মৌলিক ও অপরিহার্য) আমলের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এবং এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জিহাদের ময়দানে অবিচল থাকা এবং আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় দৃঢ় থেকে জিহাদ করতে থাকা।

২. ابواب البر অর্থাৎ পূণ্যের নেসাব রণাঙ্গনে দৃঢ় ভাবে জিহাদ করা ব্যতীত পরিপূর্ণ হয় না।

৩. সাদেকীন ও মুত্তাকীদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্য অন্য সমস্ত গুণাবলীর সাথে সাথে জিহাদের ময়দানে দৃঢ়পদ থাকা অত্যন্ত জরুরী।

তোমরা আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করো

وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

তরজমা.

এবং তোমরা আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করো তাদের সাথে, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। এবং সীমা লংঘন করোনা নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।[৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে মুসলমানগণ! নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কারীদের সমুচিত জবাব প্রদান করো এবং তোমরা আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করার জন্য সর্বাত্নক প্রস্তুতি গ্রহণ করো। যেমন ভাবে সেনা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ হতে থাকে। হ্যাঁ যুদ্ধের ক্ষেত্রে সীমা

---

৭. সূরা বাকারা-১৭৭
৮. সূরা বাকারা-১৯০

অতিক্রম করবে না তথা ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা চলবে না যাদের কোন ভাবেই এ যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ততা নেই। এবং নিজের নিয়তের মাঝে ভ্রান্তি ও অতিরঞ্জিত করা চলবে না তথা লোক দেখানো, নাম প্রকাশ করা, শক্তি ও বীরত্ব প্রদর্শন করার জন্য জিহাদ করা চলবে না। তোমাদের জিহাদ শুধু মাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই হওয়া চাই।

তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করো

وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَ لَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۹۱﴾

তরজমা.

এবং তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করো এবং তাদেরকে বহিষ্কার করো যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে। কারণ, অশান্তি সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুতর। যে পর্যন্ত কাফিরগণ কাবা শরীফের নিকট তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে সে পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ করোনা, তবে যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তোমরাও (সেখানেই) তাদেরকে হত্যা করো, এভাবেই হয় কাফিরদের শাস্তি।[৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ইসলামের ঐ সমস্ত দুশমন যারা সর্বদা তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে তাদের যেথায় পাও হত্যা করো এবং তাদেরকে মক্কাতুল মুকাররমা ও মসজিদে হারাম থেকে বহিষ্কার করে দাও যেমনি ভাবে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছিল। স্বরণ রেখ! লোকদের কুফরীর উপর অটল অবিচল থাকা, অন্যদেরকে কুফুরীর জন্য উৎসাহিত করা এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের শক্তির যোগান দেয়া এসকল অপরাধ হারামের মাঝে যুদ্ধ-জিহাদ

---

৯. সূরা বাকারা-১৯১

অপেক্ষা অধিক জঘন্য। বাইতুল্লাহ শরীফকে কাফির ও মুশরিকদের থেকে পবিত্র রাখা যদিও মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য তথাপি বাইতুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে নিজেদের পক্ষ হতে যুদ্ধের সূচনা করা সম্পূর্ণ নিষেধ। কিন্তু হ্যাঁ! যদি কাফিররা যুদ্ধের সূচনা করে তবে মুসলমানও পিছিয়ে আসবে না বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরই তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এই সমস্ত সীমা অতিক্রমকারী, হঠকারী কাফিরদের শাস্তি এটাই।

যদি ঐ ব্যক্তি কুফরী ও শিরকী থেকে ফিরে আসে

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٢﴾

তরজমা.

অতঃপর তারা যদি ক্ষান্ত হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।[১০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

অতঃপর যদি ঐ ব্যক্তি কুফরী ও শিরকী থেকে ফিরে আসে ঈমান আনয়ন করে (তার সাথে কোন প্রকার যুদ্ধ নেই) আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু (আরবের মুশরিক ব্যতীত বাকী সমস্ত কাফির যদি যুদ্ধ পরিহার করে মুসলমানদের অধিনস্ততাকে গ্রহণ করে, জিযিয়া প্রদান করে তবে তাদের সাথে কোন প্রকার যুদ্ধ করা হবে না)

যুদ্ধ করো যতক্ষণ না অশান্তি দূরীভূত হয়

وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾

১০. সূরা বাকারা-১৯২

তরজমা.

এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না অশান্তি দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুমত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, অতঃপর যদি তারা ক্ষান্ত হয় । তবে অত্যাচারীগণ ব্যতীত কারো সাথে শত্রুতা নাই ।[১১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

তোমরা ঐ সকল মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না তাদের শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সকল প্রকার শিরক খতম হয়ে আল্লাহ তা'আলার দীন পরিপূর্ণ কায়েম ও বাস্তবায়ন হয়ে যায় । অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে তবে কেবলমাত্র জালেমদের ব্যতীত অন্য কারো উপর কঠোরতা করা যাবে না ।

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কোন প্রকার অন্যায় হবে না

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹۴﴾

তরজমা.

এবং সম্মানিত মাসের বদলে সম্মানিত মাস এবং এই সম্মান সমূহ বিনিময়মূলক, অতএব, যে কেউ তোমাদের প্রতি নির্যাতন করলে তোমরাও তার প্রতি নির্যাতন কর, যেভাবে সে তোমাদের উপর নির্যাতন করেছে, আর আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক এবং নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ যে, আলাহ তা'আলা পরহেজগারদের সাথেই আছেন ।[১২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১.

গত বছর নিষিদ্ধ মাসে তথা ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলক্বদ মাসে তোমাদেরকে হারাম শরীফে প্রবেশ থেকে বাধা প্রধান করেছিল, আজ এ বছর ৭ম হিজরীর

১১. সূরা বাকারা-১৯৩
১২. সূরা বাকারা-১৯৪

জিলক্বদ মাসে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হারাম শরীফে প্রবেশ করিয়েছেন এমনি ভাবেই নিষিদ্ধ মাসে বাধা প্রদানের বদলা নিষিদ্ধ মাসে প্রবেশ করার মাধ্যমে হয়ে যায়।

২.

মক্কার কাফিররা জানত যে হারাম মাসে মুসলমানগণ যুদ্ধের সূচনা করবে না। তাই উমরাকে উপলক্ষ্য করে মুসলমানদের উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এ কারণে মুসলমান অত্যন্ত পেরেশান ছিল তাদের জন্যই বলা হয়েছে যে, মক্কার মুশরিক যদি কুফরী প্রতিষ্ঠার জন্য হারাম শরীফের হুরমাতকে লঙ্ঘন করতে পারে তবে তোমাদের ইসলামের জন্য হারাম মাসে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংশয় বা দুঃশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

৩.

মক্কার মুশরিকরা হারামের অভ্যন্তরে বসে শিরকী কার্যকলাপ করে গত বছর জিলক্বদ মাসে তোমাদের বাধা প্রদান করে হারামের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করেছে এখন তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কোন প্রকার অন্যায় হবে না।[১৩]

জিহাদকে পরিত্যাগ করে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা

وَ اَنۡفِقُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَ لَا تُلۡقُوۡا بِاَیۡدِیۡکُمۡ اِلَی التَّہۡلُکَۃِ ۚۛ وَ اَحۡسِنُوۡا ۚۛ اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنِیۡنَ ﴿۱۹۵﴾

তারজমা.

এবং তোমরা আল্লাহ তা'আলার রাহে ব্যয় কর আর নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা আর সৎকাজ কর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নেককার লোকদেরকে পছন্দ করেন।[১৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করতে নিজের অর্থ ব্যয় করো এবং জিহাদকে

১৩. তাফসীরে কাবীর

১৪. সূরা বাকারা-১৯৫

পরিত্যাগ করে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা। আন্তরিকতার সাথে, অত্যন্ত আগ্রহের সাথে নেককাজ করতে থাক আল্লাহ তা'আলা মুহসিনদের অত্যন্ত ভালবাসেন।

নিজের জীবন পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ۝

তরজমা.

কিছু সংখ্যক লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিক্রি করে দেয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর অত্যন্ত দয়ালু।[১৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কিছু সংখ্যক লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। অর্থাৎ মালিকের সন্তুষ্টির জন্য সর্বস্ব বিলীন করে দেয় আর আল্লাহ তা'আলা বান্দার এ অবস্থার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জিহাদ করার তাওফীক দান করেন এবং তাদের জানকে কবুল করে তাদেরকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন।

তোমরা কি ধারণা করছ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ

১৫. সূরা বাকারা-২০৭

الْبَاْسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ﴿۲۱۴﴾

তরজমা.

তোমরা কি ধারণা করছ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের সাথে সে সব কিছু ঘটবেনা, যা ঘটেছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের সাথে, দারিদ্র পীড়া তাদেরকে আক্রমণ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। এমন কি রাসূল ও তাঁর সাথের মুমিনগণ বলে উঠেছিল যে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কবে আসবে? নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য অতি নিকটবর্তী।[১৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যদি সফলতা এবং জান্নাত প্রত্যাশা করো তবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও এবং সে পরীক্ষার কারণে মনবল দুর্বল করো না। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কুরবানীর পরেই এসে থাকে।

অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইখলাসের প্রতি লক্ষ রাখবে

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلْ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۲۱۵﴾

তরজমা.

তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, তারা কি ব্যয় করবে? (হে রাসূল) আপনি বলে দিন তোমরা ধন-সম্পদ থেকে যা কিছু ব্যয় করনা কেন, তা তোমাদের পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন, এতিম এবং পথিক মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করবে। আর তোমরা যে উত্তম কাজই করনা কেন আল্লাহ তা'আলা তা খুব ভালভাবেই জানেন।[১৭]

১৬. সূরা বাকারা-২১৪
১৭. সূরা বাকারা-২১৫

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মাল ব্যয়ের সূচনা নিজের নিকটাত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু কর। তাতে করে সেও জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এবং অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে ইখলাসের প্রতি লক্ষ রাখবে যার সন্তুষ্টির জন্য তুমি ব্যয় করছ তিনি খুব ভালকরেই জানেন।

তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হলো

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

তরজমা.

তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হলো অথচ তা, তোমাদের অপছন্দনীয়, এবং হয়তো তোমরা কোন বস্তুকে অপছন্দ করবে তা'হবে তেমাদের জন্য উত্তম। পক্ষান্তরে তোমরা কোন জিনিসকে ভালবাসবে তা হবে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর এবং আল্লাহ তা'আলা জানেন, তোমরা জাননা।[১৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদ তথা কিতাল ফী সাবীলিলাহ মুসলমানদের উপর ফরজ। যেহেতু এই ফরজটি অত্যন্ত কঠিন, তাই এটা মানুষের সাভাবিক চলাফেরার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও অপছন্দনীয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর মাঝে মঙ্গল আর কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলাই জানেন, তোমরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ যে, বান্দার কোন্ কাজে মঙ্গল আর কোন্ কাজে অমঙ্গল।

১৮. সূরা বাকারা-২১৬

যারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে ব্যর্থ হলো

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌۢ بِهٖ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۬ وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَ لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۱۷﴾

তরজমা.

হে রাসূল! তারা আপনাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন তাতে যুদ্ধ করা অত্যন্ত অন্যায়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পথে বাধা দেয়া, আল্লাহ তা'আলাকে অমান্য করা, মসজিদে হারামে বাধা দেয়া, তার অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিস্কার করা আল্লাহ তা'আলার নিকট তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। আর অশান্তি সৃষ্টি করা হত্যার চেয়ে গুরুতর অপরাধ তারা সক্ষম হলে সর্বদা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে আর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে এবং সেই অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, অনন্তর তারাই সেই সব লোক যাদের পূণ্য সাধনা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে ব্যর্থ হলো, এবং তারাই জাহান্নামী, আর তারা চিরদিন সেথায় থাকবে।[১৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মক্কার মুশরিকরা সাহাবায়ে কিরামগণের পক্ষ থেকে রজব মাসে জিহাদের সূচনাকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত হট্টগোল শুরু করে দিল, সেসকল মুশরিকদেরকে বলা হলো যে, তোমরা সামান্য নিজেদের অন্যায় সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করো।

১. বনী আদমকে সর্বদা সত্য থেকে বিরত রাখা।
২. কুফর ও শিরকের মাঝে সর্বদা নিমজ্জিত থাকা।
৩. মসজিদে হারাম থেকে বাধা প্রদান করা এবং সেখানে কুফর শিরকের আড্ডা জমানো।
৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম যারা মসজিদে হারামের আসল উত্তরাধিকারী ছিলেন তাদেরকে তথা হতে বের করে দেয়া।

---

১৯. সূরা বাকারা-২১৭

৫. দীনে ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফেতনাবাজী করা এবং অস্ত্র ও ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে লোকদেরকে মুশরিক বানানো।

আল্লাহ তা'আলার নিকট এই সমস্ত অপরাধ অত্যন্ত জঘন্য। হে মুসলমানগণ! তোমরা স্মরণ রেখো এই সকল কাফির তোমাদেরকে দীন ইসলাম থেকে সরানোর জন্য সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। যদি তাদের মধ্যে শক্তি সামর্থ্য এবং ক্ষমতা অর্জিত হয় তাহলে তৎক্ষণাত তোমাদেরকে মুশরিক বানিয়ে দিবে। এখন তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের মান্য করবে এবং তাদের ভয়ে ভীত হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে এবং সে কুফরী ও মুরতাদী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামে অবস্থান করবে।

ঈমানের পর হিজরত এবং জিহাদ অত্যন্ত বড় নিয়ামত

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

তরজমা.

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করেছে শুধু তারাই আল্লাহ তা'আলার রহমতের আশা রাখে, আর আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল অতিশয় দয়ালু।[২০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঈমানের পর হিজরত এবং জিহাদ অত্যন্ত বড় নিয়ামত, যাদের ভাগ্যে এই নিয়ামত অর্জিন হয়ে যাবে তারা সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের প্রত্যাশী হয়ে থাকবে। তাদের জন্য পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বড় দয়া ও অতি রহমত নির্ধারিত রয়েছে। একারণেই সারিয়্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবেন জাহাশে (রা.) অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণের জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আনন্দিত হওয়া চাই।

২০. সূরা বাকারা-২১৮

আরোহী অবস্থায়ই নামায কায়েম কর

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٩﴾

তরজমা.

অনন্তর যদি তোমরা ভয় কর, (যুদ্ধের ময়দানে) তবে পদাতিক বা আরোহী অবস্থায়ই নামায কায়েম কর। অতঃপর যখন নিরাপদ হও, তখন আলাহ তা'আলাকে স্মরণ কর, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।[২১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদে এবং ভীতিকর পরিস্থিতিতে যেভাবে সম্ভব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা সওয়ারিতে আরহণ অবস্থায় নামায আদায় করে নাও। অতঃপর যখন নিরাপদ স্থানে চলে যাও তখন ইতমিনানের সাথে নামায আদায় করো এবং তাতে আল্লাহ তা'আলার অধিক পরিমাণ জিকির করো যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা প্রদান করেছেন।

নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য পলায়ন করা

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾

তরজমা.

হে রাসূল! আপনি কি তাদের কথা জানেননা? যে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর ভয়ে তাদের বাড়ী থেকে বের হয়েছিল? পরে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, তোমরা মরে যাও? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জীবিত

২১. সূরা বাকারা-২৩৯

করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেনা।[২২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুসলমানদেরকে জিহাদ ও ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ-এর বিধান প্রদানের পূর্বে পূর্বকার একটি ঘটনা শোনাচ্ছেন যে, সেকালে কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের জীবন রক্ষা করার জন্য পলায়ন করেছিল। কিন্তু তারা সকলেই মারা গেছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের পুনরায় জীবিত করেছেন, এতে করে তাদের বুঝে আসলো যে, মৃত্যু থেকে পালায়ন করার মাঝে কোন প্রকার ফায়দা নেই। আল্লাহ তা'আলা যদি ইচ্ছা করেন তবে জীবিত থাকার স্থানে মারা যাবে আর মারা যাবার স্থানে জীবিত থাকবে।

আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের জন্য উচিত নিজের জীবনকে রক্ষা করার চিন্তা করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার হুকুম জিহাদকে সব ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা এবং এর মাধ্যমে আলাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ অর্জন করা। কিন্তু অধিকাংশ লোক এটিকে মূল্যায়ন করছে না।

আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ কর

وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

তরজমা.

এবং আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ কর এবং নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।[২৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে মুসলমানগণ! পূর্বে বর্ণিত ঘটনার প্রতি গভীর ভাবে লক্ষ্য করো এবং আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করো। খুব ভাল করে জেনে রাখ আল্লাহ

২২. সূরা বাকারা-২৪৩
২৩. সূরা বাকারা-২৪৪

তা'আলা সমস্ত কিছু শোনেন এবং সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জানেন। অতএব, মৃত্যুকে ভয় করো না, সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ তথা জিহাদ ফী সাবীলিলাহকে স্বীয় জীবনের একটি অধ্যায় বানিয়ে নাও।

আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম ঋণ প্রদান করা

مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِیْرَةً ؕ وَ اللّٰهُ یَقْبِضُ وَ یَبْصُۜطُ ۪ وَ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ۝۲۴۵

তরজমা.

কে সেই ব্যক্তি? যে আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন আর আল্লাহ তা'আলাই রিযিক সংকোচিত করেন এবং বৃদ্ধি করেন আর তোমাদেরকে তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[২৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয় করে আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম ঋণ প্রদান করো তিনি একে বহু গুণে বৃদ্ধি করে তোমাদেরকে প্রদান করবেন। রিযিকে সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা কেবলমাত্র তাঁরই হাতে এবং তোমরা অতি নিকটবর্তী সময়ে তাঁর দিকেই পত্যাবর্তন করবে। অতএব, যা কিছু তুমি তাকে এখানে প্রদান করবে তার বহুগুণ বেশী সেখানে পাবে।

২৪. সূরা বাকারা-২৪৫

তাদের সকলেই পশ্চাদ অবলম্বন করল

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَ مَا لَنَاۤ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ قَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ اَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

তরজমা.

হে রাসূল! আপনি কি জানেন না? মুসা (আ.)-এর পরবর্তী বনি ইসরাঈলের নেতাদের সম্বন্ধে, যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের মধ্যে একজন বাদশাহ নিযুক্ত করুন, যেন আমরা আল্লাহ তা'আলার রাহে যুদ্ধ করতে পারি, তিনি বলেছিলেন, তোমাদের জন্য যুদ্ধ ফরজ হলে এমনও হতে পারে যে, তোমরা যুদ্ধ করবেনা। তারা বলেছিল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার রাহে যুদ্ধ করবনা, অথচ আমাদের ঘর-বাড়ী ও সন্তানগণ থেকে আমরা বিতাড়িত হয়েছি অতঃপর যখন যুদ্ধ ফরজ করা হলো, তখন অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তাদের সকলেই পশ্চাদ অবলম্বন করল, এবং আল্লাহ তা'আলা জালেমদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানেন।[২৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদের ফায়দা, তার শর্তসমূহ ও তার আদবসমূহ বুঝার জন্য বনি ইসরাঈলের এই ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করে ভালভাবে শিক্ষা গ্রহণ করা চাই? যখন জালুতের জালিমদের থেকে মুক্তি লাভের জন্য তারা জিহাদ শুরু করার ইচ্ছা পোষণ করল, এবং সে সময়কার নবীর নিকট এমন একজন আমীর নির্বাচন করার নির্দেশ দিলেন যার নেতৃত্বে তারা যুদ্ধ করবে। নবী তাদের বললেন, দেখ! এমন যেন না হয় যে তোমরা জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। তারা বলল, এটা কি করে সম্ভব? আমাদের ভিটে-মাটি ও সন্তান-সন্ততি দুশমনের কবলে এমতাবস্থায়ও কি করে আমারা মুখ ফিরিয়ে নিব? এটা হতে পারে না। কিন্তু নবী (আ.)-এর ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হলো, যখন তাদেরকে জিহাদের নির্দেশ প্রদান করা হলো তখন তাদের অধিকাংশ জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। আল্লাহ তা'আলা এধরনের জালেমদের সম্পর্কে অত্যন্ত ভালকরেই জানেন।

২৫. সূরা বাকারা-২৪৬

আমীর ও বাদশাহ 'তালুত'

وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْۤا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ؕ وَ اللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۴۷﴾

তরজমা.

এবং তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তালুতকে তোমাদের বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন, তারা বলেছিল, আমাদের উপর তার রাজত্ব কিভাবে সম্ভব হতে পারে? অথচ রাজত্বের জন্য আমরাই–তার চেয়ে অধিক উপযুক্ত এবং তাকে ধন-দৌলতও প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয় নাই। নবী বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তাকেই পছন্দ করেছেন, এবং তাকে জ্ঞান ও দৈহিক শক্তি বেশী দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বাদশাহী দিয়ে থাকেন, এবং আল্লাহ তা'আলা অতি উদার, তিনি মহাজ্ঞানী।[২৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

বনী ইসরাঈলের লোকেরা জিহাদের আমীর নির্ধারণের জন্য আবেদন করল, তখন তৎকালীন নবী (আ.) জানিয়ে দিলেন তোমাদের আমীর ও বাদশাহ 'তালুত'কে করা হয়েছে। এ ঘোষণা শুনে বনী ইসরাঈলের সরদার শ্রেণীর লোকেরা খেঁপে গেল এবং বলতে আরম্ভ করল, তালুত আমাদের আমীর কীভাবে হতে পারে? তার থেকে তো আমরাই অধিক যোগ্য এবং দায়িত্ববান কেননা তালুত তো অত্যন্ত গরীব সাদা-মাঠা লোক। নবী (আ.) বললেন আল্লাহ তা'আলার নির্বাচন এটাই। তালুতকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নির্বাচিত করেছেন, ইলম ও শারিরিক যোগ্যতার কারণে তাকে যোগ্য হিসাবে নির্বাচন করেছেন। আলাহ তা'আলা নিজ ইচ্ছায় যাকে চান হুকুমত দান করেন, আল্লাহ তা'আলাই জ্ঞান ও সকল প্রকার প্রশস্ততার মালিক।

২৬. সূরা বাকারা-২৪৭

তালুতের নেতৃত্বের নিদর্শন

وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖۤ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَ اٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝২৪৮

তরজমা.

এবং তাদের নবী তাদেরকে বলে দিলেন যে, নিশ্চয় তার বাদশাহীর লক্ষণ এই যে, তোমাদের নিকট একটি সিন্দুক উপস্থিত হবে, তাতে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে শান্তি এবং মুসা (আ.) ও হারুন (আ.)-এর বংশের অবশিষ্ট বস্তু সমূহ থাকবে ফিরিশতাগণ তা বহন করে আনবেন। যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে নিশ্চয় এতে রয়েছে তেমাদের জন্য উত্তম নিদর্শন।[২৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যমানার নবী বললেন তালুতের নেতৃত্ব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রকাশ্য আলামত হল, তোমাদের হারিয়ে যাওয়া সিন্দুক তোমরা ফিরে পাবে, যার মধ্যে তোমাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার বস্তু থাকবে এবং থাকবে তোমাদের পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের ছেড়ে যাওয়া অবশিষ্ট বস্তু। আল্লাহ তা'আলার ফিরশতাগণ তা বহন করে তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিবে। এতে ঈমানদারগণের জন্য বড় নিদর্শন রয়েছে।

বহু ছোটদল বড় দলের উপর জয়ী হয়েছে

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَ مَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْۤ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ ؕ

২৭. সূরা বাকারা-২৪৮

قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

তরজমা.

পরে যখন তালুত সৈন্যদেরকে সংগে নিয়ে বের হলো সে বললো যে নিশ্চয় আলাহ্ তা'আলা একটি নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা নিবেন, অতঃপর যে সেই নদী থেকে পানি পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয় এবং যে তা পান কববেনা তবে হাঁ শুধু মাত্র একটি অঞ্জলি যে পান করবে সে আমার দলভুক্ত থাকতে পারবে অতঃপর অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই তা পান করলো। অনন্তর যখন তিনি এবং তার সাথী মুমিনগণ নদী পার হলেন তখন তারা বললো আজকের দিনে জালুত এবং তার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। যারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হবে বিশ্বাস করেছিল তারা বললো, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় বহু ছোটদল বড় দলের উপর জয়ী হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা বিপদে ধৈর্য্য ধারণকারীদের সাথেই আছেন।[২৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

অতঃপর যখন বনী ইসরাঈলের নবী তালুতকে বাদশাহ হিসাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং জালুতের মোকাবেলা করার জন্য লোকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। তালুত নিজের সৈন্য বাহিনী নিয়ে নিজের বাসস্থান বাইতুল মাকদাস থেকে আমালেকার দিকে রওয়ানা করার পূর্বে মুজাহিদদের লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে একটি নদীর মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন। যারা সেখান থেকে পানি পান করে ফেলবে তারা আমার সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না। যারা সামনে অবস্থিত নদী থেকে পানি পান করবে না বা মাত্র একচুল্লু পরিমাণ পান করবে তারাই আমার সাথে যুদ্ধের ময়দানে জিহাদের জন্য যেতে পারবে। যখন এ বাহিনী নদীর নিকট পৌছল তখন সামান্য কয়েকজন ব্যতীত সকলেই পানি পান করে ফেলল, ফলে তারা সকলেই পিছনে রয়ে গেল। তালুতের সাথে ঐসমস্ত ঈমাদারগণ যারা শর্ত রক্ষা করেছে তারা নদী পার হয়ে জিহাদের ময়দানে পৌছে গেলেন। শর্ত ভঙ্গকারীরা যখন জালুতের বিশাল বাহিনী দেখতে পেল, নিজেদের সামান্য বাহিনীর ব্যাপারে হীনতা প্রকাশ করে বলতে আরম্ভ করল যে, আজ জালুত ও তার সৈন্য বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করার শক্তি আমাদের মধ্যে নেই। তখন তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ রাখে সেসকল

২৮. সূরা বাকারা-২৪৯

মুজাহিদগণ বলল যে, পূর্বে বহু বার এমন হয়েছে যে, ছোট ছোট বাহিনী আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে বহু বড় বড় বাহিনীর উপর বিজয় অর্জন করেছেন। যারা দৃঢ় থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথেই থাকেন।

জিহাদের ময়দানে দৃঢ়পদ থাকা

وَ لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

তরজমা.

এবং যখন তারা জালুত ও তার সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় উপস্থিত হলো তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে মোনাজাত করে বললো–হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে ধৈর্য্য দান করুন, এবং আমাদেরকে সুদৃঢ় রাখুন আর আমাদেরকে এই কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয় দান করুন।[২৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

যখন তালুত বাহিনীর সকলের অন্তর দৃঢ় হয়ে গেল, এবং জিহাদের ময়দানে জালুত ও তার বিশাল বাহিনীর সামনে সারিবদ্ধ হয়ে গেল তখন দু'আ করতে আরম্ভ করল, হে আমাদের রব! আমাদের অন্তরে ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার বৃষ্টি বর্ষণ করুন। জিহাদের ময়দানে দৃঢ়পদ রাখুন এবং কাফির বাহিনীর উপর আমাদের বিজয় দান করুন।

২৯. সূরা বাকারা-২৫০

জালুত ও তার বাহিনীর পরাজয়

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَ قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

তরজমা.

অনন্তর আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তারা জালুত ও তার বাহিনীকে পরাজিত করেছিল এবং দাউদ জালুতকে নিহত করেছিল, আর আল্লাহ তা'আলাই তাঁকে বাদশাহী এবং জ্ঞান দান করেছিলেন। যদি আল্লাহ তা'আলা একদলকে অন্যদল দ্বারা দমন না করতেন তাহলে পৃথিবীতে অশান্তি বিরাজ করতো কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীর প্রতি অত্যন্ত দয়াবান।[৩০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

হযরত শাহ আব্দুল কাদের (রহ.) বর্ণনা করেন, তিনশ' তেরজনের মধ্যে হযরত দাউদ (আ.)-এর পিতা,স্বয়ং দাউদ (আ.) এবং তাঁর ছয় ভাইও সাথে ছিলেন। হযরত দাউদ (আ.) পথিমধ্যে তিনটি পাথর পেয়ে তুলে নিলেন এবং বললেন, আমি এই তিনটি পাথর দ্বারা জালুতকে হত্যা করব। যখন মোকাবেলা শুরু হল তখন জালুত নিজেই বেরিয়ে আসল। সে বেরিয়ে বলল, তোমাদের সবার জন্য আমি একাই যথেষ্ট তোমরা আমার সামনে অগ্রসর হও। পয়গাম্বর (তালুত) হযরত দাউদ (আ.)-এর পিতাকে ডেকে বললেন, আপনার ছেলেদেরকে আমার সামনে উপস্থিত করুন। তিনি ছয় ছেলেকে দেখালেন যারা তখন উপস্থিত ছিল। হযরত দাউদ (আ.) উপস্থিত ছিলেন না, তিনি বকরি চড়াতে গিয়েছিলেন। পয়গাম্বর তাঁকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জালুতকে হত্যা করবে? তিনি উত্তর করলেন হ্যাঁ! আমি তাকে হত্যা করব। অতঃপর তিনি সামনে এসে ঐ পাথর তিনটিকে ফুলাখনে (তোপের যে স্থান থেকে পাথর নিক্ষেপ করা হয়) রেখে জালুতের প্রতি নিক্ষেপ করলেন, জালুতের শুধু মাথাটি খোলা ছিল আর বাকী সমস্ত শরীর লোহার পোষাকে ডাকা ছিল। হযরত দাউদ (আ.)-এর নিক্ষিপ্ত পাথরটি তাঁর মাথায় আঘাত করে একেবারে নীচ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।[৩১]

৩০. সূরা বাকারা-২৫১
৩১. মাউজুউল কুরআন

শক্তিশালী দুশমনের উপর বিজয় অর্জন করতে হবে

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٥٢﴾

তরজমা.

হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এই সমস্ত আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন যা সঠিকভাবে আপনার নিকট পাঠ করছি এবং নিশ্চয় আপনি রাসূলগণের অন্যতম।[৩২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

এ সমস্ত ঘটনা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন যা আমি আপনাকে সঠিকভাবে পাঠ করে শুনিয়েছি। আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার রাসূলদের মধ্যে থেকে অন্যতম। অতএব, আপনাকেও জিহাদের মাধ্যমে শক্তিশালী দুশমনের উপর বিজয় অর্জন করতে হবে, যার ফলে মানুষ কুরআনের সত্যতা এবং আপনার রেসালাতের উপর ঈমান আনবে।

জিহাদের ময়দানে অর্থ ব্যয়

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

তরজমা.

যারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। আল্লাহ অতিদানশীল, সর্বজ্ঞ।[৩৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

১. জিহাদের ময়দানে অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত সাওয়াব ও বরকতের কাজ।
২. জিহাদের ময়দানে খরচকৃত সম্পদকে আল্লাহ তা'আলা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করে প্রতিদান হিসাবে দান করেন।

৩২. সূরা বাকারা-২৫২
৩৩. সূরা বাকারা-২৬১

শংকা ও চিন্তা মুক্ত থাকা

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٢﴾

তরজমা.

যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করে, অতঃপর ব্যয় করার পর যে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।[৩৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

যারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ইখলাস ও সন্তুষ্টির সাথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার পর অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তারা সাওয়াব ও পুরস্কারের অধিকারী এবং শংকা ও চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

নিজের ধন-সম্পদ ঐ সমস্ত লোকদের জন্য খরচ করো

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۡ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢٧٣﴾

তরজমা.

খয়রাত ঐ সকল গরীব লোকের জন্যে, যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে-জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘুরাফেরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাচনা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত।[৩৫]

৩৪. সূরা বাকারা-২৬২
৩৫. সূরা বাকারা-২৭৩

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

নিজের ধন-সম্পদ ঐ সমস্ত লোকদের জন্য খরচ করো যারা জিহাদ ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণের জন্য জীবিকার সন্ধান করতে পারছে না। অতএব, তারা কারো নিকট না চাওয়ার কারণে অজ্ঞলোকেরা, তাঁদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। হে মুসলমানগণ! তোমরা তাঁদেরকে তাদের চেহারা দেখে চিনে নিবে। তাঁরা কারো নিকট ভিক্ষা করবে না, তোমরা যা কিছুই তাঁদের জন্য ব্যয় করবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তা জানেন।

কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعْفُ عَنَّا ۟ وَ اغْفِرْ لَنَا ۟ وَ ارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

তরজমা.

আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছে, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দান কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।[৩৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

হে আমাদের মাওলা! আমাদেরকে কাফেরদের উপর বিজয় দান করুন। হে আল্লাহ! আপনিই আমাদের একান্ত বন্ধু ও সাহায্যকারী।

৩৬. সূরা বাকারা-২৮৬

আয়াতুল জিহাদ

সূরা আলে ইমরান

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

সূরা আলে ইমরান

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-২০০

জিহাদের আয়াত-৬২

০১ ১৩ ২৮ ১১০ ১১১ ১১২

১১৮ ১১৯ ১২০ ১২১ ১২২ ১২৩

১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮ ১২৯

১৩৯ ১৪০ ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪

১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০

১৫১ ১৫২ ১৫৩ ১৫৪ ১৫৫ ১৫৬

১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ১৬০ ১৬১ ১৬২

১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮

১৬৯ ১৭০ ১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪

১৭৫ ১৭৬ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮

১৯৯ ২০০

অচিরেই তারা দুনিয়ার বুকে পরাভূত হবে

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

তরজমা.

হে রাসূল! আপনি কাফেরদেরকে বলে দিন যে অদূর ভবিষ্যতে তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে; আর তা অত্যন্ত মন্দ আবাসস্থল।[৩৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ইসলামের দুশমন কফিরদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন, অচিরেই তারা দুনিয়ার বুকে পরাভূত হবে। এবং আখেরাতে জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নেয়া হবে। ইসলাম দুনিয়ার বুকে বিজয়ী হবে এবং আখেরাতেও তা সফলতার ধারকবাহক অতএব ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করো।

আল্লাহ যাদের সাথে বিজয় তাদেরই পক্ষে

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿١٣﴾

তরজমা.

নিশ্চয়ই তোমাদের সম্মুখে দুটি পরস্পর সংঘর্ষরত বাহিনীর দৃষ্টান্ত (বদরের রণাঙ্গনে) অতিবাহিত হয়েছে। একটি বাহিনী আল্লাহর রাহে লড়াই করছিল; অপরটি ছিল কাফেরদের। তারা স্পষ্ট দৃষ্টিতে মুসলমানদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করে থাকেন। নিশ্চয়ই এতে শিক্ষা রয়েছে সেই সব লোকদের জন্যে যারা অন্তর দৃষ্টিসম্পন্ন।[৩৮]

৩৭. সূরা আলে ইমরান-১
৩৮. সূরা আলে ইমরান-১৩

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

বদর যুদ্ধে বিজ্ঞজনদের জন্য রয়েছে মহান নিদর্শন। ঐ দিন একটি খালেস জামা'আত আল্লাহ তা'আলার জন্য জিহাদ করছিল যাদের মোকাবেলায় কাফিরদের বিশাল জামা'আত উপস্থিত ছিল। ঐ দিন আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের অলৌকিক নমুনা বিকশিত হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি ছিল যে, কাফিরদের প্রত্যেকেই খালি চোখে তাদের প্রতিপক্ষকে দ্বিগুণ দেখছিল। নিঃসন্দেহে শক্তি এবং বিজয় তাদেরই অর্জিত হয় যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন। এ সমস্ত কিছু ঐ ব্যক্তিরাই বোঝে যাদের অন্তর চক্ষু খোলা রয়েছে।

কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸﴾

তরজমা.

মুমিনগণ যেন মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে, যে কেউ একাজ করবে তার সাথে আল্লাহ তা'আলার কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্ম-রক্ষার জন্যই সতর্কতা অবলম্বন কর (এমন ক্ষেত্রে বাধা নেই) আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন। আর আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৩৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কোন মুসলমান অপর মুসলমান ভাই ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। যদি তারা এ জুলুম করে তবে তারা আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত, নুসরত এবং সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হবে। হ্যাঁ, বিশেষ কোন অবস্থায় বাহ্যিক উত্তম আচরণ দ্বারা নিজকে সংরক্ষণ করা জায়েয আছে, যখন কোন বড় ক্ষতি হওয়ার শংকা থাকে। হে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বকারী! তোমরা সকলে তো

৩৯. সূরা আলে ইমরান-২৮

আল্লাহ তা'আলার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব শুধু তাকেই ভয় করো এবং তাঁর সাথেই বন্ধুত্ব করো।

পৃথিবীতে তোমরাই সর্বোত্তম ফল

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

তরজমা.

পৃথিবীতে প্রেরিত সকল উম্মতের মধ্যে (হে মুমিনগণ!) তোমরাই উত্তম দল কারণ তোমাদেরকে মানবজাতির উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা উত্তম কাজের নির্দেশ দিয়ে থাক এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আন। আর আহলে কিতাবরাও যদি ঈমান আনত তবে তাদের জন্যে ভাল হত। তাদের মধ্যে কিছু লোক মুমিন রয়েছে তবে তাদের অধিকাংশই নাফরমান।[৪০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত সমস্ত উম্মত অপেক্ষা উত্তম তাদের দায়িত্ব হলো তারা কল্যাণকর কাজকে বাস্তবায়ন করবে এবং মন্দ কাজের বিরোধিতা ও প্রতিরোধ করবে। দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে কল্যাণকর হল 'ইসলাম' আর সবচেয়ে মন্দ হল 'কুফরী'। এ উম্মতের ঈমান গ্রহণ যোগ্য ঈমান, যদি আহলে কিতাবগণ তাদের মত ঈমান আনত তবে তা তাদের জন্য অতি উত্তম হতো। তাদের মধ্যহতে কিছু সংখ্যক ঈমান এনেছে বাকীরা কুফরীর উপরই অবিচল রয়েছে।

৪০. সূরা আলে ইমরান-১১০

কাফেররা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেও অবশেষে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝

তরজমা.

মৌখিক কষ্ট দেয়া ব্যতীত তারা তোমাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না, আর তারা যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে (পলায়ন করবে) অতঃপর তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করা হবে না ।[৪১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যদিও আহলে কিতাবদের মধ্য হতে সামান্য কিছু লোকই ঈমান এনেছে আর অধিকাংশ লোক তোমাদের বিরুদ্ধাচারণকারী দুশমন । কিন্তু তাদের অধিক সংখ্যাক লোক তোমাদেরকে মৌখিক কষ্ট দেয়া ছাড়া অন্য কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না এবং সারা বিশ্বে তোমাদের ইসলাম পৌঁছানোর কাজে বাধা দিতে পারবে না । হ্যাঁ যদি তারা মৌখিক কষ্ট দেয়া এবং ধমকি দেয়া থেকে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করে তবে অবশ্যই পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে । তাদেরকে সাহায্য কারার জন্য কেউ অগ্রসর হবে না ।

অপমান ও লাঞ্ছনা তাদের জন্য অবধারিত

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ حَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَ بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

তরজমা.

তারা আল্লাহ তা'আলার অথবা মানুষের আশ্রয় ব্যতীত যেখানেই থাকে, তাদের প্রতি অপমান নির্ধারিত হয়ে আছে । তারা আল্লাহ তা'আলার গজবে পতিত হয়েছে ।

৪১. সূরা আলে ইমরান-১১১

আর পরমুখাপেক্ষিতা তাদের জন্য অবিচ্ছেদ্য করে দেয়া হয়েছে। কেননা, তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করেছে এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করেছে, আর এজন্যও যে, তারা নাফরমানি করেছে এবং সীমালংঘন করেছে।[৪২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ইহুদীরা আম্বিয়া আলাইহি ওয়াল্লামদের শহীদ করেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীকে নিজেদের কাজ বানিয়ে নিয়েছে। তারা দীনি, আখলাকী ও মানবীয় সভ্যতার পরিসীমা অতিক্রম করেছে এবং সবচেয়ে বড় অন্যায় হলো তারা আল্লাহ তা'আলার আসমানী কিতাবের ঘোর বিরোধী। তাদের এসমস্ত অন্যায়ের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অপমান-অপদস্ততা এবং হীনমন্যতা চাপিয়ে দিয়েছেন। এ অপমান থেকে তারা তখনই রক্ষা পাবে যখন তারা আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে চলে আসবে অথবা কোন শক্তিশালী মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে সন্ধি করে নিবে। এ সমস্ত লোক আল্লাহ তা'আলার গজবের উপযুক্ত।

তারা সর্বদাই তোমাদের অকল্যাণ প্রত্যাশা করে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۖ وَ مَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝۱۱۸

তরজমা.

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিতান্ত আপনজন ব্যতীত কোন লোককে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের সর্বনাশা করতে এতটুকুও কণ্ঠিত হবে না, তোমরা যেন বিপদগ্রস্ত হও তাই তারা কামনা করে। বস্তুতঃ তাদের মুখ থেকেই শত্রুতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তাদের অন্তরে যা গোপন করে তা অত্যন্ত জঘন্য। নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট নিগূঢ় কথা বর্ণনা করলাম যদি

---

৪২. সূরা আলে ইমরান-১১২

বুঝতে পার ।[৪৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে ঈমানদারগণ! মুসলমান ব্যতীত কোন কাফের ও মুনাফিককে নিজের একান্ত ও অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিও না । এ সমস্ত লোক সর্বদা তোমাদেরকে মন্দকর্ম এবং ফেৎনায় নিপতিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে । তোমাদের সাথে তাদের যে দুশমনী রয়েছে তার কিছু তাদের কথার মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়ে যায় কিন্তু আসল দুশমনী তো তারা তাদের অন্তরে লুকিয়ে রেখেছে । আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের দুশমনী এবং অনিষ্টতার সংবাদ পূর্বেই দিয়েছেন । এখন বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের উপর দৃঢ়ভাবে কাজ করো ।

তারা কিন্তু তোমাদেরকে ভালবাসে না

هٰٓاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَ لَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَ اِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۖۚ وَ اِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۱۹﴾

তরজমা.

হুঁশিয়ার! তোমরাই শুধু তাদেরকে ভালবাস, তারা কিন্তু তোমাদেরকে ভালবাসে না । এবং তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস কর এবং যখন তারা তোমাদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন একাকী হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশের কারণে আঙ্গুলী কাটতে থাকে ।[৪৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে মুসলমানগণ! তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো অথচ তারা তোমাদের ঘোর দুশমন । যখন তাদের ও তোমাদের পরস্পর দৃষ্টি ভঙ্গি এমন যে, তোমরা আসমানী সমস্ত কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আর তারা তোমাদের 'কুরআনে

৪৩. সূরা আলে ইমরান-১১৮
৪৪. সূরা আলে ইমরান-১১৯

কারীমের' উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না এতদ সত্ত্বেও তাদের সাথে বন্ধুত্ব কীভাবে হতে পারে? তারা বাহ্যিকভাবে তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ঈমানের কথা বলবে কিন্তু ভেতরে ভেতরে তোমাদের ধ্বংসের সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। তোমাদের উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে দেখে হিংসায় তারা নিজের আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। তাদের বলে দাও যে, তোমরা তোমাদের চিন্তা-চেতনা ও হিংসা-বিদ্বেষের আগুনে জ্বলেপুড়ে মরো। তোমরা এখন ইসলামের উত্থানকে ঠেকাতে পারবে না। প্রত্যেকের অন্তরের অবস্থা আল্লাহ তা'আলার ভালই জানা আছে।

তোমাদের কল্যাণে তারা দুঃখিত হয়

اِنۡ تَمۡسَسۡكُمۡ حَسَنَةٌ تَسُؤۡهُمۡ ۟ وَ اِنۡ تُصِبۡكُمۡ سَيِّئَةٌ يَّفۡرَحُوۡا بِهَا ؕ وَ اِنۡ تَصۡبِرُوۡا وَ تَتَّقُوۡا لَا يَضُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـئًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعۡمَلُوۡنَ مُحِيۡطٌ ﴿۱۲۰﴾

তরজমা.

যদি তোমাদের কোন কল্যাণ লাভ হয় তবে তারা দুঃখিত হয়, আর যদি তোমাদের কোন প্রকার অকল্যাণ হয় তবে তারা আনন্দিত হয়। এবং যদি তোমরা সবর কর এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের কার্যাবলীকে পরিবেষ্টন করে আছেন।[৪৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

দুনিয়ার কাফির তোমাদের সাথে এ পরিমাণ আদাওয়াতী ও দুশমনি পোষণ করে যে, তোমাদের যখন কোন উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হয় তখন তারা কষ্টের অনলে জ্বলে ভস্ম হয়ে যায় আর যখন তোমাদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত হয় তখন তারা আনন্দ-ফূর্তি করে থাকে। এ সমস্ত প্রতারক দুশমন ও মন্দ প্রকৃতির লোকদের থেকে বাঁচার পদ্ধতি এটা নয় যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিবে বরং তাদের থেকে বাঁচার উত্তম পদ্ধতি হল তোমরা দীনের দৃষ্টি ভঙ্গী ও শরীয়তের

৪৫. সূরা আলে ইমরান-১২০

পাবন্দির উপর অটল-অবিচল থাকবে। আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী থেকে বেঁচে গায়েবী সাহায্যকে নিজের সাথী বানিয়ে নিবে। শত্রু যতই শক্তিশালী হোকনা কেন আল্লাহ তা'আলার শক্তির সামনে কিছুই না।

জিহাদের উদ্দেশে আপন গৃহ থেকে বের হওয়া

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢١﴾

তরজমা.

হে রাসূল! স্মরণ করুন সেই সময়কে যখন অতি প্রত্যুষে আপনি ঘর থেকে বের হয়ে মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে কায়েম করছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা সর্বাজ্ঞ।[৪৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঐ সময় স্মরণীয় যখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের উদ্দেশে আপন গৃহ থেকে বের হয়েছেন, এবং নিজের মুজাহিদ সাহাবায়ে কিরামদের যুদ্ধ নীতি অনুযায়ী জিহাদের জন্য বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত কিছু শুনছিলেন এবং জানছিলেন।

শত্রুর শক্তি দেখে ভীত না হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করা

اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٢﴾

তরজমা.

আর স্মরণ কর সেই সময়কে যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারা হবার উপক্রম হয়েছিল অথচ আল্লাহ তা'আলা উভয় দলেরই সহায়ক ছিলেন।

৪৬. সূরা আলে ইমরান-১২১

আর মুমিনদের আল্লাহ তা'আলা উপরই নির্ভর করা উচিত ।[৪৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

গাযওয়ায়ে উহুদে মুনাফিকরা যুদ্ধের পূর্বেই পলায়ন করল তখন সঠিক আকীদা সম্পন্ন মুসলমানদের হিম্মতের মাঝেও সামান্য ভাটা পড়ে গেল । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপন অনুগ্রহে তা ঠিক করে দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে সুদৃঢ় করে দিলেন । মুসলমানদের জন্য উচিত জিহাদের ময়দানে কাফিরদের শক্তি ও মুনাফিকদের হীনমন্যতাকারী কোন কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে কেবল আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল এবং ভরসা করা ।

বদরে তোমাদেরকে সাহায্য করা হয়েছিল

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

তারজমা.

এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন যখন তোমরা অত্যন্ত দুর্বল ছিলে । অতএব, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর হয়ত তোমরা শোকরগুজার হবে ।[৪৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে মুসলমানগণ! বদর যুদ্ধে তোমরা দূর্বল ও কমজোর ছিলে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজের বিশেষ সাহায্যের মাধ্যমে বিজয় দান করেছেন । এ কারণে নিজের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি কর, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ মেনে চলো কাফির ও মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে বেঁচে খাক । আর তাকওয়া অর্জন কর । কারণ তাকওয়াই হল আসল কৃতজ্ঞতা । এ তাকওয়ার বরকতে তোমাদের অচিরেই এমন নেয়ামত ও বিজয় অর্জন হবে যে, তোমরা খুব শুকুর আদায় করবে ।

৪৭. সূরা আলে ইমরান-১২২
৪৮. সূরা আলে ইমরান-১২৩

ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করা

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿١٢٤﴾

তারজমা.

হে রাসূল! স্মরণ করুন সেই সময়কে যখন আপনি মুমিনদেরকে বলছিলেন যে, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে আসমান থেকে অবতরণকারী ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করবেন তা-কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?[৪৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তাকওয়া ও দৃঢ়তার বরকতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আসমান থেকে তিন হাজার ফিরিশতা নাযিল করেছেন। এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সুসংবাদ মুজাহিদ সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে শুনিয়েছেন।

আল্লাহ কর্তৃক বদরে পাঁচ হাজার ফিরিশতা প্রেরণ

بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا وَ يَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾

তরজমা.

হ্যাঁ, যদি তোমরা সবর কর এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং এমন সময় যদি কাফিররা দ্রুত গতিতে তোমাদের প্রতি আক্রমণ করে তবে তোমাদের প্রভূ তোমাদেরকে পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করবেন।[৫০]

---

৪৯. সূরা আলে ইমরান-১২৪
৫০. সূরা আলে ইমরান-১২৫

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যদি জিহাদের সময় তোমাদের সবর ও তাকওয়া সুদৃঢ় হয় এবং দুশমন সংখ্যায় বেশি পরিমাণে হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের সংখ্যা পাঁচ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন। যারা একটি বিশেষ ঝান্ডা ধারী হবে।

ফিরিশতা প্রেরণ সুসংবাদ মাত্র প্রকৃত সাহায্য তারই

وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰی لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ؕ وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۙ﴿۱۲۶﴾

তরজমা.

এবং শুধু তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ দেয়ার জন্য তা' করলেন এবং যেন তোমাদের মন নিশ্চিন্ত হয় (আর একথা জেনে রেখ) যে সাহায্য শুধু পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়। (এতদ্ব্যতীত তোমাদের জন্য আর কারো সাহায্য নেই।)[৫১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে মুসলমানগণ! জিহাদের ময়দানে ফিরিশতাদের অবতরণ কেবল মাত্র তোমাদের সুসংবাদ প্রদান ও অন্তরে প্রশান্তির জন্য। আসল সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই দান করেন, যিনি বিজয় দাতা ও হুকুম দাতা। অতএব, তাঁর সাথেই সম্পর্ক গড় এবং তার সাথেই সম্পর্ক অটুট রাখো। তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করবে না। তোমাদের যা কিছু অর্জিত হয়েছে তা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যেই হয়েছে এবং যা কিছু অর্জিত হবে তাও আল্লাহ তা'আলার সাহায্যেই হবে।

৫১. সূরা আলে ইমরান-১২৬

তোমাদেরে শক্তিদানের উদ্দেশ্য কাফিরদের শক্তি খর্ব করা

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾

তরজমা.

(আর তা) এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের এক অংশকে ধ্বংস করবেন অথবা তাদেরকে পরাজিত করবেন, যেন তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যায় ।[৫২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জিহাদের বিধান এজন্য প্রদান করেছেন এবং তোমাদের সাহায্য এজন্য করেছেন যাতে করে কাফিরদের সমস্ত শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, তাদের কোমর ভেঙ্গে যায় । কিছু সংখ্যক মুশরিক মারা যাক, কিছু অপদস্থ হয়ে বন্দী হোক আর বাকীরা অপমান ও ভীরুতার সঙ্গে ফিরে যাক ।

মুসলমান ঈমান ও জিহাদের উপর অবিচল থাকবে

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾

তরজমা.

হে রাসূল! এতে আপনার করণীয় কিছুই নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন নাকি শাস্তি দিবেন । কেননা, তারা অত্যাচারী ।[৫৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কারো তওবা কবুল করা, কাউকে আযাব প্রদান করা কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইখতিয়ারে । মুসলমান ঈমান ও জিহাদের উপর অবিচল থাকবে এবং কাফিরদের তাওবা অথবা আযাবের বিষয় আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দিবে ।

৫২. সূরা আলে ইমরান-১২৭
৫৩. সূরা আলে ইমরান-১২৮

তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

তরজমা.

আর আসমান জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ তা'আলার তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। আর আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।[৫৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত বস্তুর প্রকৃত মালিক এবং একক ক্ষমতার অধিকারী। যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা আযাবে নিমজ্জিত করেন। তিনি গুনাহগারকে ক্ষমাকারী এবং নিজ বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহকারী।

প্রকৃত মুমিন যারা বিজয় তাদেরই

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾

তরজমা.

তোমরা সাহসহারা হয়োনা আর চিন্তিতও হয়োনা, তোমরাই হবে বিজয়ী, যদি প্রকৃত মুমিন হও।[৫৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

উহুদের যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়ের ফলে জিহাদকে দূর্বল করে দেখনা, চিন্তা ও পেরেশানির পাহাড় তলে অবস্থান করো না, যদি তোমাদের ঈমান সঠিক

৫৪. সূরা আলে ইমরান-১২৯
৫৫. সূরা আলে ইমরান-১৩৯

থাকে তবে বিজয়ী তোমরাই হবে দুশমনরা নয়। ভবিষ্যত বিজয়ও তোমাদেরই জন্য যদি তোমরা কাপুরুষতা ও ভিরুতার কারণে ঈমান থেকে সরে না পড়।

তোমাদের কিছু সংখ্যককে তিনি শহীদ রূপে গ্রহণ করেন

إِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

তরজমা.

যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তারাও খেয়েছে। আর আমি মানুষের মাঝে দিন কাল পালাক্রমে পরিবর্তন করে থাকি যেন আমি (আল্লাহ) উত্তমরূপে অবগত হতে পারি যে, কে প্রকৃত মুমিন এবং তোমাদের মধ্য থেকে যেন তিনি কতককে শহীদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন, আর আল্লাহ তা'আলা জালেমদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না।[৫৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের যে অনাকাংখিত ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে তার মাঝেও আল্লাহ তা'আলার কয়েকটি হিকমত রয়েছে। প্রথম হিকমত হল, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বুকে জয়-পরাজয়কে মানুষের মাঝে পরিবর্তন করে দেন। প্রথম বছর বদর প্রান্তরে মুশরিকরা পরাজয়ের মাধ্যমে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে আর এ বছর মুসলমানদের উপর তা পতিত হয়েছে। দ্বিতীয় হিকমত হল, বিপদের সময় যেহেতু মুখলিস মুমিন ও মুনাফিকদের মাঝে পরীক্ষা হয়ে যায় তাই আল্লাহ তা'আলা এ যুদ্ধে সামান্য ঝাকুনি দিয়েছেন এটা বুঝার জন্য যে তাদের মধ্যে কারা সত্যিকারের মুমিন আর কারা মুনাফিক। তৃতীয় হিকমত হল, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্য হতে কতককে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছেন। 'বাকী অপর দু'টি হিকমত পূর্ব আয়াতে অতিবাহিত হয়েছে' আল্লাহ তা'আলা কুফর ও শিরিক কারী জালিমদেরকে পছন্দ করেন না। তারা তাদের এ সামান্য বাহ্যিক বিজয়ের কারণে যাতে এ ধারণা করতে না পারে

৫৬. সূরা আলে ইমরান-১৪০

যে আল্লাহ তা'আলা আমাদের মুহাব্বত করেন এবং আমরা সত্যের উপর থাকার কারণেই এ বিজয় অর্জন হয়েছে।

উহুদ যুদ্ধে বাহ্যিক পরাজয়ের হিকমত

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ۝١٤١

তরজমা

আর যে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে পবিত্র করেন এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করেন।[৫৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

যাতে করে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের অন্তরে যৎসামান্য গুনাহের ময়লা-আবর্জনা রয়েছে তা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলেন। আর যার আমল নামায় কোন প্রকার গুনাহ নেই তার মার্যাদা বৃদ্ধি করেন।

উহুদ যুদ্ধে বাহ্যিক পরাজয়ের আরেকটি হিকমত

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে মিটিয়ে দিয়েছেন এর দুটি দিক হতে পারে প্রথমত তারা বাহ্যিক বিজয়ের কারণে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে দ্বিতীয়বার মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্য আসবে আর তখন স্বমূলে উৎপাটিত হবে। দ্বিতীয়ত তারা মুসলমানদের উপর জুলুম নির্যাতন করে আল্লাহ তা'আলার গজবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে।[৫৮]

---

৫৭. সূরা আলে ইমরান-১৪১
৫৮. তাফসীরে বয়ানুল কুরআন

তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে?

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعۡلَمِ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ جٰهَدُوۡا مِنۡكُمۡ وَ يَعۡلَمَ الصّٰبِرِيۡنَ﴿۱۴۲﴾

তরজমা

তোমরা কি মনে করো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ এবং বিপদে ধৈর্যধারণকারী তা জেনে নিবেন না?[৫৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

মহান আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের যে উঁচু ও সম্মানিত স্থানে তোমাদের স্থান দিতে চান তোমরা কি অতি আরামেই সেখানে পৌঁছে যাবে? অথচ আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা নিয়ে দেখবেন না যে, তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদকারী এবং কে জিহাদের ময়দানে অধিক অটল-অবিচলতার সাথে অবস্থান কারী। মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে ঐ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী, যে আল্লাহ তা'আলার রাহে সর্ব প্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে সর্বোচ্চ কুরবানির মানসিকতা রাখে।

কবি বলেন-

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ❖ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں

সর্বোচ্চ পদমর্যাদা পেয়েছে সে
সানন্দে অমীয় সুরা পিয়েছে যে,
ফরিয়াদ কারী সকলের তরে
ফাঁসি ও দড়ি কোথায় পড়ে।[৬০]

৫৯. সূরা আলে ইমরান-১৪২
৬০. তাফসীরে উসমানী

শাহাদাতেরই প্রত্যাশা কর

وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۫ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿۱۴۳﴾

তরজমা.

তোমরা মৃত্যু আসার পূর্বেই তার আকাংখা করেছিলে এখনতো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখে নিলে ।[৬১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

তোমরা তো সর্বদা শাহাদাতেরই প্রত্যাশা কর অতঃপর যখন সে প্রত্যাশা পুরা হওয়ার সকল আসবাব সামনে চলে আসল তখন কেন তার থেকে পলায়ন করছ ।

তবে কি তোমরা জিহাদ ও ইসলাম থেকে ফিরে যাবে?

وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَ مَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَ سَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴۴﴾

তরজমা.

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন রাসূল মাত্র । তাঁর পূর্বে বহু রাসূল এ জগতে এসেছেন এবং চলে গেছেন । যদি তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন বা নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে এবং যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে সে বিন্দু মাত্রও আল্লাহ তা'আলার ক্ষতি করতে পারবে না । আর আল্লাহ তা'আলা অদূর ভবিষ্যতে কৃতজ্ঞ লোকদেরকে পুরস্কার দান করবেন ।[৬২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আল্লাহ তা'আলার একজন রাসূল মাত্র তার পূর্বেও তো আল্লাহ তা'আলার বহু রাসূল অতিবাহিত

৬১. সূরা আলে ইমরান-১৪৩
৬২. সূরা আলে ইমরান-১৪৪

হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ইন্তিকাল করেন বা শহীদ হয়ে যান তবে কি তোমরা জিহাদ ও ইসলাম থেকে ফিরে যাবে? তথাপি যে জিহাদ ও ইসলাম থেকে সরে দাঁড়াবে সে আল্লাহ তা'আলার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না বরং নিজেরই সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দিবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাহে দৃঢ়পদ থেকে শুকুর গুজার বান্দাদের অচিরেই উত্তম বদলা প্রদান করবেন। উদ্দেশ্য হল যত বড় থেকে বড় হাদেসাই সংঘঠিত হোক না কেন জিহাদ ও দীন থেকে দূরে যাওয়ার কোন প্রকার সুযোগ নেই।

জিহাদের কারণে মৃত্যু আসে?

وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَ مَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَ مَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَ سَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴۵﴾

তরজমা

আল্লাহ তা'আলর হুকুমে নির্ধারিত সময় ব্যতীত কেউ মৃত্যু মুখে পতিত হতে পারে না এবং যে দুনিয়ার পুরস্কার চায় আমি তাকে দুনিয়া থেকেই তা দান করবো, আর যে আখেরাতের পুরস্কার চায় আমি তাকে তা-ই দিব; আর আমি অদূর ভবিষ্যতে কৃতজ্ঞ লোকদেরকে পুরস্কার দান করবো।[৬৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যদি তোমাদের ধারণা এই হয় যে জিহাদের কারণে মৃত্যু আসে তবে এটা তোমাদের নিতান্তই ভুল ধরণা। কারণ মৃত্যুর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কেউ মৃত্যু বরণ করবে না। যদি কেউ জিহাদের ময়দানে মালে গনিমতের জন্য অংশগ্রহণ করে তবে আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দিয়ে থাকি আর যে ব্যক্তি শাহাদাত ও আখেরাতের প্রত্যাশী হবে তার চক্ষুদয় বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা তার পরই শুরু হবে আরাম-আয়েশ, রাজত্ব ও নযির বিহীন ভোগ-বিলাস।[৬৪]

৬৩. সূরা আলে ইমরান-১৪৫
৬৪. তাফসীরে হক্কানী

জিহাদের কাজে শক্তি, সাহস, ধৈর্য হিম্মতের সাথে অটল অবিচল থাকা

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَ هَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ مَا ضَعُفُوْا وَ مَا اسْتَكَانُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۴۶﴾

তরজমা

অনেক নবী ছিলেন, বহু আল্লাহ ওয়ালা লোক তাদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করেছে। আল্লাহ তা'আলার পথে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা সাহস হারা হয়ে ভেঙ্গে পড়েনি এবং নত হয়নি। আর আল্লাহ তা'আলা সবর অবলম্বনকারী লোকদের ভালবাসেন।[৬৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

তোমাদের পূর্বে অনেক আল্লাহ ওয়ালা নবীগণের সাথে একত্রিত হয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যার মাঝে তাঁরা অনেক দুঃখ-কষ্ট, কঠোরতা ও পেরেশানী সহ্য করেছেন। এ কঠিন মসিবতের মাঝেও তাদের মিশনের মাঝে কোন প্রকার দূর্বলতা, হিম্মতের মাঝে কোন ভাটা পড়েনি এবং দুশমনদের ব্যাপারে মুহূর্তের জন্য সামান্য নমনীয়তা আসেনি। আল্লাহ তা'আলা জিহাদের ময়দানে অটল-অবিচল ভাবে অবস্থান কারীদেরকে বিশেষ মুহাব্বত করেন। অতএব, মুসলমান যারা শ্রেষ্ঠ উম্মত তাদেরও উচিৎ জিহাদের কাজে শক্তি, সাহস, ধৈর্য হিম্মতের সাথে অটল অবিচল থাকা। এবং বাহ্যিক এবং সাময়িক পরাজয়ের কারণে হতাশ না হওয়া।

জিহাদের ময়দানে দৃঢ়পদ ছিলেন

وَ مَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِيْۤ اَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۴۷﴾

৬৫. সূরা আলে ইমরান-১৪৬

তরজমা

এ কথা ব্যতীত তাদের আর কোন কথা ছিলনা যে, তারা বলতো, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের গুনাহ সমূহ এবং আমাদের কার্যে সীমা লংঘন তুমি ক্ষমা কর, আর আমাদেরকে জয়ী কর।[৬৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

আম্বিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যেসমস্ত আল্লাহ ওয়ালাগণ জিহাদ করেছেন তারা কঠিন পেরেশানি ও দুঃখ-কষ্টের সময় একদিকে যেমন জিহাদের ময়দানে দৃঢ়পদ ছিলেন অপর দিকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ প্রার্থনা করছিলেন, ১. হে আল্লাহ আমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিন। ২. চলমান এ জিহাদের মাঝে আমাদের পক্ষ থেকে যে ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে তাও ক্ষমা করে দিন। ৩. আমাদেরকে জিহাদের ময়দানে দৃঢ়পদ রাখুন। ৪. আমাদেরকে দুশমনের উপর বিজয় দান করুন।

মুখলেস মুজাহিদগণের দৃঢ়তা

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۴۸﴾

তরজমা

ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতের পুরস্কার দান করেন এবং আল্লাহ তা'আলা নেককারদেরকে ভালবাসেন।[৬৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

মুখলেস মুজাহিদগণের দৃঢ়তা ও দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাদের দুনিয়াতে বিজয় ও সফলতার মাধ্যমে প্রতিদান দিয়ে থাকেন এবং আখেরাতে সাওয়াব ও জান্নাতের মাধ্যমে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। এবং আল্লাহ তা'আলা এ সকল মুহসিনীনদের ভালবাসেন।

৬৬. সূরা আলে ইমরান-১৪৭
৬৭. সূরা আলে ইমরান-১৪৮

আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের হেফাজতকারী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾

তরজমা

হে মুমিনগণ! যদি তোমরা কাফিরদের অনুসরণ কর তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে। বরং আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের অভিভাবক, আর তিনিই উত্তম সহায়ক।[৬৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বাহ্যিক পরাজয়ের সুযোগ নিয়ে দুশমন কাফির ও মুনাফিক তোমাদেরকে ভুল পথে পরিচালনার সমূহ প্রচেষ্টা করবে, তোমরা তাদের কথা কখনো শ্রবণ করবে না অন্যথায় তোমরা বিশাল ধ্বংসের মাঝে নিপতিত হবে। তোমাদের কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নেই কেননা আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের হেফাজতকারী ও সাহায্যকারী তাঁর সাহায্যই সর্বোৎকৃষ্ট।

অচিরেই আমি কাফিরদের অন্তরে ভয়-ভীতির সঞ্চার করবো

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥١﴾

তরজমা.

অচিরেই আমি কাফিরদের অন্তরে ভয়-ভীতির সঞ্চার করবো, যেহেতু তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করেছে, যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোন দলিল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং তাদের স্থান জাহান্নাম; আর তা জালেমদের জন্য অত্যন্ত মন্দ স্থান।[৬৯]

৬৮. সূরা আলে ইমরান-১৪৯,১৫০
৬৯. সূরা আলে ইমরান-১৫১

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মনিব, মুসলমানদের জন্য তাঁর সাহায্যই সর্ব উৎকৃষ্ট। অতএব, তিনি তাঁর বিশেষ সাহায্যে কাফিরদের অন্তরে মুসলমানের ভয়-ভীতি ঢেলে দিবেন। এটা এমনই সাহায্য যা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ করতে পারবে না। কাফিরদের অন্তরে এ ভয় এজন্য দেয়া হবে যে তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য বস্তুকে শরীক করে। শিরক করা অত্যন্ত বড় জুলূম আর এ জুলূমকারীদেরকে জহান্নামের অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থানে নিক্ষেপ করা হবে। বুঝা গেল একত্ববাদের আকীদা শক্তি বৃদ্ধি করে আর শিরক অন্তরকে দূর্বল করে দেয়।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর অঙ্গীকারকে পূর্ণ করেছেন

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۵۲

তরজমা.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে তাঁর অঙ্গীকারকে পূর্ণ করেছেন। যখন তাঁর হুকুমে তোমরা কাফিরদেরকে বিনাশ করেছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেরাই সাহসহারা হয়ে পড়লে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে পরস্পর মতবিরোধ করলে, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কাম্য এবং প্রিয়বস্তু দেখিয়েছিলেন তখন তোমরা নাফরমানী করেছিলে, তোমাদের মধ্যে কিছু লোক দুনিয়ার লাভ চায় আর কিছুলোক আখেরাতের সাফল্যের আকাঙ্খা করে, তখন তোমাদের ফিরিয়ে দেয়া হয় তাদের থেকে তোমাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন, আর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান।[৭০]

৭০. সূরা আলে ইমরান-১৫২

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

মুনাফিক তোমাদেরকে উহুদ যুদ্ধের বাহ্যিক পরাজয়কে সম্বল করে ভীতি প্রদর্শন করছে যাতে করে তোমরা ভবিষ্যতে দুশমনের মোকাবেলায় বীরত্ব প্রকাশ করতে না পার কিন্তু তোমরা তো ভাল করেই জান যে, উহুদের ময়দানে যা সংঘটি হয়েছে তার বাস্তবতা কি? আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের ওয়াদা তো সেখানেও বাস্তবায়িত হয়েছিল, তোমরা মক্কার মুশরিকদের হত্যা করেছিলে যার ফলে ইসলামের দুশমনদের পা উপড়ে গিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের শেষ প্রান্তে যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম অমান্য করেছিলে তখন তোমাদের মধ্যে দূর্বলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে তোমাদের বিজয় পরাজয়ে পরিণত হয়েছিল। এটা দুশমনের শক্তি বা সংখ্যাধিক্যের কারণে নয় যা দিয়ে মুনাফিক তোমাদেরকে ভয় দেখানোর প্রচেষ্টা করে। উহুদের এ অবস্থা তোমাদের কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং নিঃসন্দেহে ঈমানদারদের প্রতি বহু অনুগ্রহ করেছেন।

যখন তোমরা নির্লজ্জের ন্যায় পালাচ্ছিলে

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَ لَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّ الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْۤ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَ لَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝۱۵۳

তরজমা.

স্মরণ কর সে সময়কে যখন তোমরা উর্ধ্ব মুখে ছুটতে ছিলে, পিছন ফিরে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলেনা, আর আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে পেছন দিক থেকে ডাকছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কষ্টের পর কষ্ট দিলেন যাতে যা হস্তচ্যুত হয়েছে অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্যে তোমরা দুঃখ বোধ না কর। এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।[৭১]

৭১. সূরা আলে ইমরান-১৫৩

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

যখন তোমরা নির্লজ্জের ন্যায় পালাচ্ছিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের আহবান করা সত্ত্বেও তোমাদের পিছন ফিরে তাকানোর সাহস হচ্ছিল না তখনও আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। এটা এ করণে যাতে তোমাদের মধ্যে অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং ভবিষ্যতে তোমরা তা কখনও না কর।

সত্যিকার মুজাহিদগণের চক্ষু শীতল করেছেন

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَ طَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَ لِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۵۴﴾

তরজমা.

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর নাযিল করেছেন দুঃখের পর শান্তি তন্দ্রা রূপে, যা তোমাদের এক দলকে আচ্ছন্ন করেছিল। আর একদল তাদের জীবনের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হলো, তারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জাহেলী যুগের অজ্ঞ লোকদের ন্যায় অবাস্তব ধারণা করলো এই বলে যে এই কাজে আমাদের কি কোন অধিকার আছে? হে রাসূল আপনি বলুন, সমস্ত বিষয় আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে, যা তারা আপনার নিকট প্রকাশ করে না, তাদের অন্তরে তা গোপন রাখে, তারা বলে যদি এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকতো তবে আমরা এখানে এভাবে নিহত হতাম না, হে রাসূল! আপনি বলে দিন যে, যদি তোমরা স্বগৃহেও থাকতে আর যার সম্বন্ধে হত্যা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সে অবশ্যই তার হত্যার নির্দিষ্ট স্থানে বের হয়ে আসতো। আর তা এই জন্যে যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা'আলা তা পরীক্ষা করবেন।

আর তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা'আলা তা সংশোধন করবেন এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরের কথা ভাল ভাবেই জানেন।[৭২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

১.

আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ এবং সাহায্য, গাযওয়ায়ে উহুদের অত্যন্ত কঠিন মূহুর্তেও সত্যিকার মুজাহিদগণের চক্ষু শীতল করেছেন। তাদের শান্তি, নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা অর্জিত হয়েছে। যাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর দীনের জন্য চিন্তা এবং দরদ ছিল আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রশান্তি দান করলেন।

২.

কিন্তু ঐ সমস্ত মুনাফিক যাদের নিকট শুধু নিজের জীবন বাঁচানোর চিন্তা ছিল তারা ভয় ও পেরেশানিতেই লিপ্ত রইল এবং তাদের চক্ষু থেকে নিদ্রা দূর হয়ে গেল। তারা আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কেও ভুল ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করল।

৩.

মুনাফিকরা হাত জোড় করে বলছিল যে, এতে আমাদের কিছুই করার ছিলনা। বাহ্যত তো তাদের এ কথা ঠিকই আছে কিন্তু এ কথার পিছনে মুনাফিকদের উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, যুদ্ধের শুরুতেই যদি আমাদের কথা মেনে নেয়া হত তবে উহুদের এস্থানে এতগুলো প্রাণ দিতে হত না।

৪.

ঐ সকল মুনাফিকদের বলে দিন যে, নিঃসন্দেহে ইচ্ছা তো কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলারই চলে থাকে। বাকী যে পর্যন্ত তোমাদের পরামর্শের সীমা রয়েছে তার বাইরে কথা বলা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। যে ব্যক্তির মৃত্যু যখন যেথায় লিপিবদ্ধ রয়েছে ঠিক সে সময় সে স্থানেই মৃত্যু হবে। তোমরা যদি সারা জীবন আপন ঘরেও বসে থাক তথাপি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মৃত্যুর সময় মৃত্যুর স্থানে পৌঁছাবেনই।

৫.

উহুদের যুদ্ধে যা কিছু হয়েছিল তার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল কাট-ছাট করা ও পরিস্কার করা। কাট-ছাট জামাতের মধ্যে আর পরিস্কার অন্তরের মাঝে।

---

৭২. সূরা আলে ইমরান-১৫৪

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۵۵﴾

তরজমা.

নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে রণাঙ্গনে দুই দলে মোকাবেলা হওয়ার দিন যারা সরে পড়েছিল তাদের পাপের পরিণামে শয়তানই তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব সহিষ্ণু।[৭৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

যে সকল লোক উহুদের দিন নিজের স্থান থেকে সরে গিয়েছিল শয়তান তাদের কতেককে গুনাহে নিপতিত করেছিল, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অমান্য করে গিরিপথ ছেড়ে চলে এসেছিল। তবে আনন্দের বিষয় হল এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল অসীম দয়ালু।[৭৪]

আল্লাহ তা'আলাই জীবন ও মৃত্যু দান করেন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۵۶﴾

তরজমা.

হে মুমিনগণ! তাদের ন্যায় হয়োনা যারা কাফের, এবং তাদের ভ্রাতৃবৃন্দগণ যখন দেশে দেশে ভ্রমণ করে বা জিহাদে গমন করে তখন তারা বলে আমাদের

৭৩. সূরা আলে ইমরান-১৫৫
৭৪. তাফসীরে হক্কানী

নিকট যদি তারা থাকতো তবে মৃত্যুমুখে পতিত হতো না অথবা নিহত হতো না। এমন ধারণা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে আক্ষেপ সঞ্চার করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলাই জীবন ও মৃত্যু দান করেন, আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন।[৭৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ঈমানদারদের উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে যে, তোমাদের কথা যেন মুনাফিকদের মত না হয়ে যায়, এ জাতীয় কথা কেবল মাত্র ঈমান থেকে বঞ্চিত লোকেরাই বলতে পারে। তারা যখন দেখতে পায় যে, মুসলমান শাহাদাত লাভ করছে তখন অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলতে থাকে যে, হায়, যদি এ সমস্ত লোক জিহাদে না গিয়ে আমাদের সাথে ঘরে বসে থাকত তবে মৃত্যুবরণ করত না। তাদের কথা থেকে মনে হয় মৃত্যু কেবল জিহাদে যাওয়ার কারণেই হয়ে থাকে, ঘরে বসে থাকলে কারো মৃত্যু হয় না। মুনাফিকদের এ সকল কথার দ্বারা অন্তরে আক্ষেপ ও আফসোস সৃষ্টি হয়। যা অবান্তর অন্তরপীড়ার সৃষ্টি করে। জীবন-মৃত্যু কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে, এ কারণে সত্যিকারের মুমিন মৃত্যুকে ভয় করে না এবং কখনো মৃত্যুর ভয়ে স্বীয় উদ্দেশ্য থেকে পিছপা হয় না।

আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা ও রহমত প্রদান করেন

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

তরজমা.

আর যদি তোমরা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ কর, অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হও তবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং দয়া লাভ করবে। এ ক্ষমা এবং দয়া তাদের সঞ্চিত ধন সম্পদ থেকে অতি উত্তম।[৭৬]

৭৫. সূরা আলে ইমরান-১৫৬
৭৬. সূরা আলে ইমরান-১৫৭

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জিহাদের ময়দানে শাহাদাত বা মৃত্যু তোমাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী বিষয় কেননা এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা ও রহমত প্রদান করেন। এবং আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও রহমত দুনিয়ার ঐ সমস্ত নিয়ামতের চেয়ে উত্তম যার প্রত্যাশা দুনিয়ার মানুষ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে করে এবং জমা করে।

জীবন বাচানোর চিন্তা পরিহার করো

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِاَلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۱۵۸﴾

তরজমা.

যদি তোমাদের মৃত্যু হয় অথবা তোমাদেরকে নিহত করা হয় সকল অবস্থায় তোমাদিগকে আল্লাহ তা'আলার নিকট একত্রিত করা হবে।[৭৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জীবন বাচানোর চিন্তা পরিহার করো বরং এ কথার চিন্তা করো যে অবশ্যই একদিন তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হতে হবে। সেদিন দুনিয়ার বুকে কুরবানী প্রদান কারীদেরকেই সম্মানিত করা হবে।

যুদ্ধ-জিহাদের বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ করা

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿۱۵۹﴾

---

৭৭. সূরা আলে ইমরান-১৫৮

তরজমা.

হে রাসূল! আল্লাহ তা'আলার রহমতে আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন, যদি আপনি কর্কশভাষী ও কঠিনচিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার আশ-পাশ থেকে দূরে সরে পড়ত। অতএব, আপনি তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আর তাদের সাথে বিভিন্ন কাজে পরামর্শ করুন। অতঃপর আপনি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ভরসাকারীদেরকে ভালবাসেন।[৭৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক মুখলিস সাথী থেকে ভুল সংঘঠিত হয়ে গিয়েছিল, এ ভুলের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরতা করতে চাইলে তার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি অত্যন্ত বিনয় আচরণ করেছিলেন। বিনয় আচরণকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও রহমত এ জন্য বলা হয়েছে যে, বিনয় আচরণ একটি ইবাদত। ইবাদত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর হৃদয়ের অধিকারি হতেন তাহলে তাঁর নিকট থেকে সকলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। সাহাবায়ে কিরাম তাঁর ফুয়ূজ ও বারাকাত কীভাবে লাভ করতেন। অতএব, আপনার হুকুম পালনে তাদের যে ত্রুটি হয়েছে আপনি তা ক্ষমা করে দিন আর আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনে যে ত্রুটি হয়েছে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করুন। আপনার ইস্তিগফার তাদের সাথে আপনার সহানুভূতি অধিক প্রমাণিত হবে আর এতে তারাও অধিক আনন্দিত হবে। এবং আপনি যুদ্ধ-জিহাদের বিষয় সম্পর্কে তাদের থেকে পরামর্শ নিতে থাকেন যাতে করে উম্মতের মাঝে মাশওয়ারার সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানের জামাত সুদৃঢ় হয়। অতঃপর মাশওয়ারা গ্রহণের পর আপনি একদিকে সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করে নিন, চাই তা তাদের খেয়ালের পক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে কাজ করে ফেলুন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর ভরসা কারিদের মুহাব্বত করবেন।[৭৯]

৭৮. সূরা আলে ইমরান-১৫৯

৭৯. তাফসীরে বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন শরীফ

জয়-পরাজয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে

اِنۡ يَّنۡصُرۡكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡ ۚ وَاِنۡ يَّخۡذُلۡكُمۡ فَمَنۡ ذَا الَّذِىۡ يَنۡصُرُكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِهٖ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ۝

তরজমা.

যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে দুনিয়ার কোন শক্তিই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে সাহায্য না করেন, তবে তারপর কে তোমাদের সাহায্যকারী হবে? আর আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করা মুমিনদের একান্ত কর্তব্য।[৮০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জয়-পরাজয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে। যদি আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন তবে কেউ বিজয় প্রতিহত করতে পারবে না। আর যদি আল্লাহ তা'আলা সাহায্য উঠিয়ে নেন তবে কোন সাহায্যই কাজে আসবে না। অতএব, ঈমানদারদের জন্য একমাত্র কাজ হল আল্লাহ তা'আলা সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা এবং তাঁর উপরই পরিপূর্ণ ভরসা রাখা।

খিয়ানত একটি মস্তবড় গুনাহ

وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنۡ يَّغُلَّ ؕ وَمَنۡ يَّغۡلُلۡ يَاۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفۡسٍ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُوۡنَ ۝

তরজমা.

কোন নবীরই এটি স্বভাব নয় যে, তিনি গনিমতের মাল খেয়ানত করবেন, অথচ যে খেয়ানত করবে সে কেয়ামতের দিন খেয়ানত করা বস্তু নিয়ে হাজির হবে, অতঃপর প্রত্যেকেই তার কার্যাবলীর বিনিময় প্রাপ্ত হবে। আর তারা কোন অবস্থাতেই অত্যাচারিত হবে না।[৮১]

৮০. সূরা আলে ইমরান-১৬০
৮১. সূরা আলে ইমরান-১৬১

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান ও মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। পাশা-পাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমানতদারীতাও সর্বোচ্চমানের ও সকল প্রশ্রয় উর্ধ্বে। খিয়ানতের সামান্য ছিটা-ফাটাও তাঁর নিকটেও আসতে পারে না। একারণে খিয়ানত একটি মস্তবড় গুনাহ, যে ব্যক্তি খিয়ানত করবে কিয়ামতের দিন সে খিয়ানত ও খিয়ানতের সকল প্রকার খারাবি তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। খিয়ানতকারীকে খিয়ানতের পুরাপুরী শাস্তি প্রদান করা হবে কোন প্রকার কম-বেশি করা হবে না আবার সামান্যতম জুলুমও করা হবে না।

খিয়ানত কারী আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি অর্জন করে

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦٢﴾

তরজমা.

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির তাবেদার, সে কি ঐ ব্যক্তির অনুরূপ হবে, যে আল্লাহ তা'আলার গজবের উপযুক্ত তার আবাস জাহান্নাম, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তন স্থান।[৮২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করে থাকেন। তিনি শুধু ঐ কাজগুলোই করে থাকেন যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। খিয়ানতকারী তো আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি অর্জন করে জাহান্নামে নিজের ঠিকানা করে নিয়েছে। অতএব, এ দু'টি কখনো একত্রিত হতে পারেনা। আমানতদারিতা ও খিয়ানত তথা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি কখনো একত্রিত হতে পারে না।

৮২. সূরা আলে ইমরান-১৬২

তিনি যাবতীয় কার্যাবলী খুব ভাল করেই লক্ষ্য করেন

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝۱۶۳

তরজমা.

আল্লাহ তা'আলার নিকট মানুষের মর্যাদার বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের যাবতীয় কার্যাবলী লক্ষ্য করছেন।[৮৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

মানুষের মধ্যহতে প্রত্যেকের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার নিকট ভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে আর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেকের যাবতীয় কার্যাবলীকে খুব ভাল করেই লক্ষ্য করেন।

মুমিনদের প্রতি বিশেষ এহসান

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝۱۶۴

তরজমা.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি বিশেষ এহসান করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার আয়াত সমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দান করেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল।[৮৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ঈমনদারদের উপর মস্তবড় অনুগ্রহ করেছেন এবং তাদের নিকট এমনই একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদেরই মধ্যহতে

৮৩. সূরা আলে ইমরান-১৬৩
৮৪. সূরা আলে ইমরান-১৬৪

একজন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আয়াত তিলাওয়াত করে শুনান। এবং তাদের অন্তরকে শুধু পবিত্রই করেন না বরং সকল প্রকার খারাবী থেকে পবিত্র করেন। তিনি লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং হিকমতের তালিম প্রদান করেন এমতাবস্থায় যখন তারা সকলে গোমরাহিতে নিমজ্জিত ছিল।

পরাজয় তোমাদের নিজেদের তরফ থেকেই

اَوَ لَمَّاۤ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

তরজমা.

যখন তোমাদের উপর পরাজয়ের মসিবত আসল যার দ্বিগুণ তোমরা জয়লাভ করেছিলে তখন তোমরা বললে এই মসিবত কোথা থেকে আসলো? হে রাসূল! এই পরাজয় তোমাদের নিজেদের তরফ থেকেই অর্থাৎ তোমরাই এই পরাজয়ের জন্য দায়ী, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৮৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

উহুদের যুদ্ধে তোমাদের যে পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট পৌছেছে তার চেয়ে দ্বিগুণ পৌছেছে কাফির মুশরিকদের তথাপি কিছু সংখ্যক লোক বলে আমরা কেন পরাজিত হলাম? আমরা তো মুসলমান আর আমাদের সাথে তো জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উপস্থিত ছিলেন। তাদেরকে (হে নবী সা.) আপনি বলে দিন এ যা কিছু হয়েছে সকল কিছুই তোমাদের কারণেই হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তো সকল কাজের উপর সক্ষম।

৮৫. সূরা আলে ইমরান-১৬৫

উহুদ যুদ্ধ আল্লাহর অনেক বড় হিকমত

وَ مَاۤ اَصَابَكُمۡ يَوۡمَ الۡتَقَى الۡجَمۡعٰنِ فَبِاِذۡنِ اللّٰهِ وَ لِيَعۡلَمَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۙ﴿۱۶۶﴾

তরজমা.

রণাঙ্গনে যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের উপর যে বিপদ এসেছিল তা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ক্রমেই হয়েছিল এবং যেন আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত মুমিনদিগকে পরীক্ষা করে নেন।[৮৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

উহুদের যুদ্ধে যা কিছু সংঘঠিত হয়েছে তা আল্লাহ তা'আলা পক্ষ থেকে নির্ধারিতই ছিল, এর পিছনে আল্লাহ তা'আলার বহু হিকমতও নিহিত ছিল যার মধ্যে সবচেয়ে বড় হিকমত হল ঈমানদারদেরকে প্রকাশ করে দেয়া অর্থাৎ এ বিষয়ের চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া যে, কে মুমিন আর কে মুনাফিক।

আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করো

وَ لِيَعۡلَمَ الَّذِيۡنَ نَافَقُوۡا ۚ وَ قِيۡلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡا قَاتِلُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اَوِ ادۡفَعُوۡا ؕ قَالُوۡا لَوۡ نَعۡلَمُ قِتَالًا لَّا تَّبَعۡنٰكُمۡ ؕ هُمۡ لِلۡكُفۡرِ يَوۡمَئِذٍ اَقۡرَبُ مِنۡهُمۡ لِلۡاِيۡمَانِ ۚ يَقُوۡلُوۡنَ بِاَفۡوَاهِهِمۡ مَّا لَيۡسَ فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ ؕ وَ اللّٰهُ اَعۡلَمُ بِمَا يَكۡتُمُوۡنَ ۚ﴿۱۶۷﴾

তরজমা.

যেন কারা মুনাফিক তাও প্রকাশ্যে জেনে নেয়, আর যখন মুনাফিকদেরকে বলা হলো যে তোমরা এসো, আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করো অথবা শত্রুদেরকে রুখে দাঁড়াও। তখন মুনাফিকরা বললো, যদি আমরা কোন নিয়মতান্ত্রিক পন্থার যুদ্ধ দেখতাম তবে অবশ্যই তোমাদের সাথে আমরা অংশ গ্রহণ করতাম। এই মুনাফিকরা ঈমানের তুলনায় নাফরমানীর নিকটবর্তী হয়েছিল অনেক বেশী। তারা মুখে এমন সব কথা বলে যা তাদের অন্তরে নাই এবং আল্লাহ তা'আলা খুব ভালভাবেই জানেন যা তারা অন্তরে গোপন রাখে।[৮৭]

৮৬. সূরা আলে ইমরান-১৬৬
৮৭. সূরা আলে ইমরান-১৬৭

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় এ কারণে সংঘঠিত হয়েছিল যাতে করে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের অবস্থা পরিস্কার করে দেন এবং ঐসকল লোকদের মুখোশকেও উম্মোচন করে দেন যারা মুনাফিক। মুসলমাগণ উহুদের যুদ্ধে ঐ সকল মুনাফিকদেরকেও ডাকছিল যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করত। তাদেরকে বলা হল তোমরা চল আমাদের সাথে জিহাদ করা সম্ভব না হলে কমপক্ষে প্রতিহত তো করতে পারবে। মুনাফিকরা জবাবে বলল, এটা যদি কোন প্রকার যুদ্ধ হতো তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। এত বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে বের হওয়া আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দিন এ সকল মুনাফিকগণ বাহ্যিক ভাবেই ঈমানের চেয়ে কুফরীর অধিক নিকটবর্তী প্রমাণিত হল। তারা মুখে তো কিছু কিছু বলেই ফেলতো আর তার চেয়েও জঘন্য কিছু অন্তরে লুকিয়ে রাখত তাদের অন্তরের গোপন বিষয়াবলী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জানেন।

জিহাদের ময়দানে গেলে মৃত্যু হয়

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَ قَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۶۸﴾

তরজমা.

মুনাফিকরা তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলতো যদি তারা আমাদের কথা মেনে চলতো তবে তারা নিহত হতো না। হে রাসূল! আপনি বলে দিন যদি তোমরা তেমাদের এই দাবীতে সত্যবাদী হও তবে নিজেদের মৃত্যুকে দূরীভূত কর।[৮৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিকদের অপরাধের মাঝে এটাও একটি ছিল যে, তারা নিজেরাতো জিহাদে শরীক হতোই না উপরন্তু অন্যদিকে ঘরে বসে বসে জিহাদের ময়দানে শাহাদাত বরণকারী মুসলমানদের নিয়ে কুৎসা রটাতে থাকতো যে, হ্যাঁ! দেখেছ!

৮৮. সূরা আলে ইমরান-১৬৮

যদি তারা আমাদের কথা মেনে নিত তাহলে আজ এভাবে নিহত হতে হত না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হল আপনি বলে দিন, হে মুনাফিক সম্প্রদায়! তোমরা যদি এ কথার উপর বিশ্বাস করে থাক যে, জিহাদের ময়দানে গেলে মৃত্যু হয় তবে তোমরা ঘরে বসে থেকে আজীবন মৃত্যুর হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতো দেখি।

তারা প্রতিপালকের কাছ থেকে জীবিকাও গ্রহণ করছে

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۙ﴿۱۶۹﴾

তরজমা.

যারা আল্লাহ তা'আলার রাহে প্রাণ উৎসর্গ করেছে তাদের সম্পর্কে কোন দিনও এ ধারণা করো না যে তারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে জীবিকাও গ্রহণ করছে।[৮৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

হে শ্রোতাগণ! যাদেরকে আল্লাহ তা'আলার রাহে দীনের জন্য কতল করা হয় তাদেরকে অন্য সকল মৃত্যুবরণ কারীদের ন্যায় মৃত ধারণা করোনা বরং তারা একটি ভিন্ন হয়াতের দ্বারা জীবিত এবং নিজ পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে রিযিক প্রাপ্ত।

শাহাদাতের মর্যাদায় মুজাহিদগণ উৎসাহিত হয়

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۘ﴿۱۷۰﴾ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ﴿۱۷۱﴾

---

৮৯. সূরা আলে ইমরান-১৬৯

তরজমা.

তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ রহমতে যা দান করেছেন তাতে তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও আনন্দিত এবং সে সমস্ত লোকদিগকে সংবাদ দিচ্ছে যারা তাদের পশ্চাতে রয়েছে এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি এই সুসংবাদ যে তারা যেন ভীত ও চিন্তিত না হয় তথা নির্ভিকচিত্তে আল্লাহ তা'আলার পথে শাহাদাত বরণে প্রস্তুত হয়।

আল্লাহ তা'আলার অনন্ত অসীম দান ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে, আর তা এই কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রাপ্য ও প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।[৯০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

সকল শুহাদায়ে কিরাম অত্যন্ত আনন্দিত হবে এ বিষয়ের উপর যা মহান আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে শাহাদাতের পর তাদেরকে দান করেন। যেমন নৈকট্যশীলমর্যাদা, বেহিসাব খানা-পিনা, কল্পনাতীত আনন্দ-ফূর্তী। শহীদ নিজের উপর তো আনন্দিত হবেই পাশাপাশি ঐ সকল লোকদের জন্যও আনন্দিত হবে যারা এখনো দুনিয়াতে রয়েছে, শহীদ হয়নি। বস্তুত তাদের নিজেদের আনন্দ নতুনরূপে বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। আরো আনন্দি হবে আল্লাহ তা'আলার অনন্ত অসীম দান ও অনুগ্রহের জন্যে। আর তা এই কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রাপ্য ও প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পরও জিহাদে যাওয়া

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۚ

তরজমা.

আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পরও যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা নেক কাজ করে এবং তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে মহান পুরস্কার।[৯১]

৯০. সূরা আলে ইমরান-১৭০, ১৭১
৯১. সূরা আলে ইমরান-১৭২

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

উহুদ যুদ্ধের পর যে সকল সাহাবায়ে কিরাম আহত অবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালনে জিহাদের জন্য বের হয়েছে সে সকল মুখলেস ও মুহসিন মুমিনদের বিশাল প্রতিদান রয়েছে।

সাহায্যের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّ اتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ۝

তরজমা.

তাদেরকে লোকেরা যখন বললো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে বহু লোক সমবেত হয়েছে। অতএব, তাদেরকে তোমাদের ভয় করা উচিত। অতঃপর মুনাফিকদের এসব কথা মুসলমানদের ঈমানই বৃদ্ধি করেছে এবং তারা বলেছে আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট এবং কর্ম সম্পাদনায় তিনি অতি উত্তম।

অতঃপর তারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করে ফিরে এসেছে। তাদেরকে কোন কষ্টই স্পর্শ করেনি। যে পথে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, তারা সে পথেরই অনুসারী হয়েছে, আর আল্লাহ তা'আলা মহান দানের অধিকারী।[৯২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আহত অবস্থায় জিহাদের ময়দানে গমণকারী সাহাবায়ে কিরাম এতই মুখলেস ও বাহাদুর ছিলেন যখন তাদেরকে বলা হল তোমাদের দুশমন অত্যন্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে আছে এবং যুদ্ধসামগ্রীও অধিক পরিমাণ জমা করে রেখেছে তোমরা কি ভীতসন্ত্রস্ত হচ্ছ? এ কথা শুনে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়ে গেল এবং তারা বলতে আরম্ভ করল- حسبناالله ونعم الوكيل আমাদের সাহায্যের জন্য আল্লাহ

---

৯২. সূরা আলে ইমরান-১৭৩.১৭৪

তা'আলাই যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম কার্য সম্পাদনকারী। অতঃপর এ সকল সাহাবায়ে কিরাম যুদ্ধের ময়দান থেকে আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে অত্যন্ত সুস্থ্যতার সাথে ফিরে আসলেন। তাদের কোন প্রকার কষ্টই হয়নি তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিরই প্রত্যাশী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা অধিক সাহায্যকারী।

শয়তান তার বন্ধুদেরকে ভয় দেখায়

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۪ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَ خَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۵﴾

তরজমা.

তারা শুধু এইজন্যে যে, শয়তান তার বন্ধুদেরকে ভয় দেখায়, এতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় করোনা এবং শুধু আমাকেই ভয় করো। যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও।[৯৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে মুসলমানগণ! যে তোমাদেরকে কাফিরদের ব্যাপারে ভয় দেখায় সে হল শয়তান। তোমরা কখনো কাফিরদের ভয় করে জিহাদের ময়দানে দূর্বলতা প্রদর্শন করো না বরং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো এবং জিহাদের ময়দানে বাহাদুরির সাথে লড়াই করো যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

বিজয় ও আখেরাতের সফলতার ওয়াদা

رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۱۹۴﴾

তরজমা.

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোমার রসূলগণের মাধ্যমে যা ওয়াদা করেছ

---

৯৩. সূরা আলে ইমরান-১৭৫

তা আমাদেরকে দান কর এবং কেয়ামতের দিন আমাদিগকে অপমান করো না, নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাপ করো না।[৯৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের জন্য আপনার রাসূলের মাধ্যমে সাহায্য, বিজয় ও আখেরাতের সফলতার ওয়াদা করেছেন তা আমাদেরকে দান করুন। আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের অপদস্থতা থেকে রক্ষা করুন। নিঃসন্দেহে আপনি ওয়াদা পূর্ণ কারী।

জিহাদের ময়দানে আহত বা শহীদ হওয়া

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّیْ لَاۤ اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِیْ سَبِیْلِیْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹۵﴾

তরজমা.

অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কি পুরুষ কি নারী কারোই নেক আমল বিনষ্ট করি না। তোমরা একে অন্যের অংশ অতএব, যারা হিজরত করেছে এবং তাদের বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়েছে, আর আমারই পথে অত্যাচারিত হয়েছে ও জিহাদ করেছে এবং নিহত হয়েছে। নিশ্চয় আমি তাদের অন্যায়সমূহ দূরীভূত করবো। অবশ্যই আমি তাদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ থেকে বহু নহর প্রবাহিত হয়। এটি হলো আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে কর্মফল স্বরূপ; আর আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যই শ্রেষ্ঠতম এবং সর্বোত্তম কর্মফল।[৯৫]

৯৪. সূরা আলে ইমরান-১৯৪
৯৫. সূরা আলে ইমরান-১৯৫

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আকে কবুল করে নিয়েছেন কেননা তিনি কারো আমল ও প্রচেষ্টকে নষ্ট করেন না। এ আমল কোন পুরুষ করুক বা নারী, আল্লাহ তা'আলার নিকট পুরুষ ও নারী বরাবর। ঐ সকল মুসলমান যারা জিহাদের ময়দানে আহত বা শহীদ হয়েছে তাদের কারোরই আমল বিনষ্ট করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং উত্তম উত্তম বস্তু দ্বারা প্রতিদান প্রদান করবেন। তাদের আমলের উত্তম বদলা আল্লাহ তা'আলার নিকটই রয়েছে।

কাফিরদের শহরে বন্দরে গমনাগমন যেন প্রতারিত না করে

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ۝١٩٦ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۚ ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝١٩٧

তরজমা.

হে রাসূল! কাফিরদের শহরে বন্দরে গমনাগমন যেন আপনাকে প্রতারিত না করে। এতো অত্যন্ত সামান্য সম্পদ, অতঃপর জাহান্নামই হবে তাদের আবাসস্থল এবং কত নিকৃষ্ট সেই আবাসস্থল।[৯৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কাফিরদের দাম্ভিকতার সাথে দুনিয়ার শহরে শহরে ঘুরে বেড়ানো, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে উন্নতি করা যেন মুসলমাদেরকে ভ্রান্তিতে না ফেলে। কারণ এটা কেবলমাত্র তাদের জন্য কয়েকদিনের সুযোগ প্রদান। কেননা তাদের তো মৃত্যুর পর আর কোন নাম-নিশানা অবশিষ্ট থাকবে না তাদের ঠিকানা হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম, সেটা হবে অতি নিকৃষ্টই বিশ্রামাস্থল।

৯৬. সূরা আলে ইমরান-১৯৬,১৯৭

যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করবে

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

তরজমা.

কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করবে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে রয়েছে এমন সর্গোদ্যান সমূহ যার তলদেশে বহু নহর সমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তা হলো আতিথ্য। আর নেককারদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট যা কিছু রয়েছে তা অতি উত্তম।[৯৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুসলমানদের দৃষ্টি ঐ সমস্ত নিয়ামতের উপর যা আল্লাহ তা'আলা তার মুত্তাকী বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। চিরস্থায়ী জান্নাত ও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তম ও সর্বোচ্চ মানের মেহমানদারী।

আয়াতসমূহকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করা

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

তরজমা.

নিশ্চয়ই আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তোমাদের নিকট ও তাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাবেও তারা বিশ্বাস করে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এবং

৯৭. সূরা আলে ইমরান-১৯৮

আল্লাহ তা'আলার আয়াত সমূহকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে না। এই সমস্ত লোকের জন্যই তাদের পরওয়ারদিগারের নিকট পুরস্কার রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা অতিসত্বর হিসাব গ্রহণকারী।[৯৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন ভাল অন্তর ওয়ালা লোকও রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার উপর পরিপূর্ণ ঈমান রাখে। কুরআনে পাকসহ সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর ঈমান রাখে, তার অন্তর আল্লাহ তা'আলার আযমতের সামনে নত হয় এবং সে দুনিয়ার বিনিময়ে দীনকে বিক্রি করে না। এ ধরনের লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম প্রতিদান রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অতিদ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

ঈমানের হিফাজত ও দুনিয়া-আখিরাতের সফলতার বস্তু

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا ۟ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

তরজমা.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিপদে ধৈর্য ধারণ কর এবং ধৈর্য ও সহনশীলতায় প্রতিযোগিতা কর এবং সর্বদা প্রস্তুত থাক, আল্লাহকে ভয় কর। হয়ত তোমরা সফলকাম হবে।[৯৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঈমানের হিফাজত ও দুনিয়া-আখিরাতের সফলতার বস্তু।

১. সবর তথা দীনে ইসলামের উপর দৃঢ় থাকা। ২. মুসাবারা তথা জিহাদের ময়দানে দৃঢ়পদ থাকা। ৩. রাবেতা তথা সর্বদা জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকা। ৪. তাকওয়া তথা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষে নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা।

---

৯৮. সূরা আলে ইমরান-১৯৫
৯৯. সূরা আলে ইমরান-২০০

আয়াতুল জিহাদ

সূরা নিসা

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

সূরা নিসা

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-১৭০

জিহাদের আয়াত-৪২

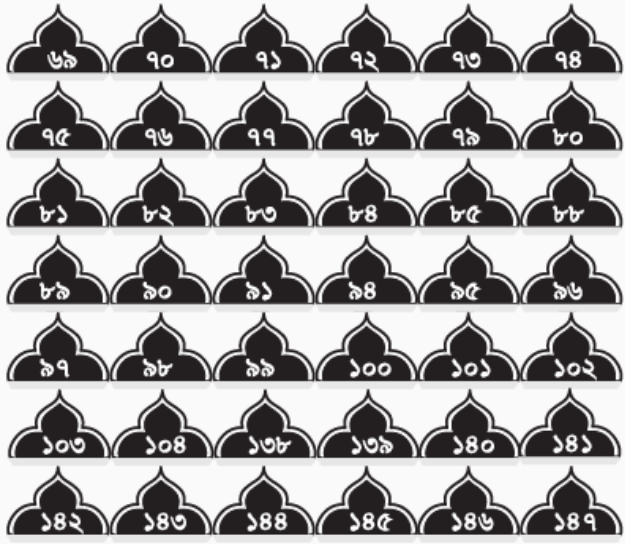

উত্তম ও উৎকৃষ্ট বন্ধু

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝

তরজমা

এবং যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে, তারা আখেরাতে সে সমস্ত লোকের সাথী হবে যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত দান করেছেন। যেমন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ, নেককারগণ এবং তারাই সর্বোত্তম সাথী। এটি আল্লাহ তা'আলার দান, আর জ্ঞানে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট।[১০০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যশীল বান্দাদের জন্য রয়েছে এমন যোগ্যতা যাদের পরকালে হযরত আম্বিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেককারগণের বন্ধুত্ব অর্জন হবে। নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার হল ঐ সমস্ত লোক যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন। পরকালে এ সকল লোকদের উত্তম ও উৎকৃষ্ট বন্ধু হতে পারা আল্লাহ তা'আলার মহান অনুগ্রহ।

আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ۝

তরজমা

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ কর। পরে বিভিন্ন দলভূক্ত হয়ে অথবা সমবেতভাবে জিহাদের অভিযান কর।[১০১]

১০০. সূরা নিসা-৬৯,৭০
১০১. সূরা নিসা-৭১

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র এবং প্রতিরক্ষা মূলক পরিপূর্ণ যুদ্ধসামগ্রী নিয়ে নাও। এবং প্রয়োজন অনুপাতে যুদ্ধনীতি অনুযায়ী ছোট ছোট দলে কিংবা বড় আকারে বেরিয়ে পড়।

জিহাদের ন্যায় কর্তব্য পালনে অবহেলা করা

وَ اِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿۷۲﴾ وَ لَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿۷۳﴾

তরজমা

এবং তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা জিহাদের ন্যায় কর্তব্য পালনে অবহেলা করে অতঃপর যদি তোমাদের উপর বিপদ উপস্থিত হয় তবে সে বলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার উপর নিয়ামত নাযিল করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না।

আর যদি আল্লাহ তা'আলার দান তোমাদের উপর হয় অর্থাৎ যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যুদ্ধে জয়ী করেন, তবে যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। সে বলে আহ! কি ভাল হতো যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমি এক বিরাট সাফল্য লাভ করতে পারতাম।[১০২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে মুসলমানগণ! তোমাদের মধ্যে এমন কিছু মুনাফিকও অনুপ্রবেশ করেছে যারা নিজেরা তো জিহাদে যায়ই না বরং অন্যদেরকেও জিহাদ থেকে বিরত রাখে। অতঃপর যখন যুদ্ধের ময়দানে তোমাদের পরাজয় বা কোন প্রকার মসিবত আসে তখন তারা নিজেরা জিহাদে শরীক না হওয়াকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিরাট মেহেরবানি মনে করতে থাকে। আর যখন

---

১০২. সূরা নিসা-৭২,৭৩

তোমাদের সফলতা ও বিজয় অর্জন হয় তখন তারা এমন হিংসার আগুনে প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে যেন তাদের সাথে মুসলমানের কোন প্রকার সম্পর্কই ছিল না। যদি তারা তোমাদের হিতাকাঙ্খী হতো তবে আবশ্যই তোমাদের বিজয়ের উপর হিংসা করার পরিবর্তে আনন্দিত হতো।

পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রি করা

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَ مَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

তরজমা

যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রি করে তাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করবে সে শহীদ হোক বা জয়ী হোক আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করবো।[১০৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যে ব্যক্তি আখেরাতের সফলতা অর্জনের প্রত্যাশা করে সে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করে সে হয়তো শহীদ হবে অথবা গাজী হবে। উভয় আবস্থায়ই সে ব্যক্তি সফলকাম।

দূর্বল পুরুষ, অসহায় নারী ও বচ্চাদের জন্য জিহাদ করা

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ

---

১০৩. সূরা নিসা-৭৪

الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾

তরজমা

এবং তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করো না? এবং পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা দুর্বল তারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ যার অধিবাসী অত্যাচারী তা থেকে আমাদিগকে অন্যত্র নিয়ে যাও, তোমার তরফ থেকে আমাদের জন্য কোন লোককে আমাদের অভিভাবক কর, এবং তোমার নিকট থেকে আমাদের জন্যে কোন সহায়ক প্রেরণ কর।[১০৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

তোমাদের জন্য কি এটা আযাব নয় যে তোমরা দূর্বল পুরুষ, অসহায় নারী ও বচ্চাদের মুক্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করছ না। জিহাদ করছ না ঐ সকল লোকদের জন্য যারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আহাজারী করে বলছে হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এ জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করুন কারণ এ জনপদের অধিবাসীরা অত্যাচারী এবং আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী প্রেরণ করুন।

ঈমানদার তারাই যারা আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করে

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾

তরজমা

যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করে, আর যারা কাফির তারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে। অতএব, তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে

১০৪. সূরা নিসা-৭৫

যুদ্ধে লিপ্ত হও। নিশ্চয়ই শয়তানের প্রচেষ্টা দুর্বল।[১০৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যেসকল লোক সত্যিকারের মুসলমান তারা মজলুমদের আহবানে আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করে আর যারা কাফির তারা শয়তান ও শয়তানী শক্তির পক্ষে যুদ্ধ করে। বাহ্যিক অবস্থা যখন এ দুটি অতএব, হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি, নৈকট্য প্রত্যাশীগণ তোমরা শয়তানী শক্তির মোকাবেলায় যুদ্ধ কর। সারা দুনিয়ার শয়তানী শক্তি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা তারা অত্যন্ত দূর্বল।

মুসলমান আল্লাহ তা'আলার বাহিনী আর কাফির তাগুতের বাহিনী। আল্লাহ তা'আলার পথে লড়াই করা মুসলমানদের কাজ আর শয়তানী শক্তির পক্ষে লড়াই করা কাফিরদের কাজ।

যখন তাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হলো

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ قِيۡلَ لَهُمۡ كُفُّوۡۤا اَيۡدِيَكُمۡ وَ اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ الۡقِتَالُ اِذَا فَرِيۡقٌ مِّنۡهُمۡ يَخۡشَوۡنَ النَّاسَ كَخَشۡيَةِ اللّٰهِ اَوۡ اَشَدَّ خَشۡيَةً ۚ وَ قَالُوۡا رَبَّنَا لِمَ كَتَبۡتَ عَلَيۡنَا الۡقِتَالَ ۚ لَوۡ لَاۤ اَخَّرۡتَنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيۡبٍ ؕ قُلۡ مَتَاعُ الدُّنۡيَا قَلِيۡلٌ ۚ وَ الۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۟ وَ لَا تُظۡلَمُوۡنَ فَتِيۡلًا ۝

তরজমা

হে রাসূল! আপনি কি তাদের কথা জানেন না যাদেরকে বলা হয়েছিল তোমাদের হাত সংযত রাখ। নামায ঠিক রাখ ও যাকাত আদায় করতে থাক। তবে যখন তাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হলো তখন একদল আল্লাহ তা'আলাকে যেমন ভয় করে তেমন অথবা তার চেয়ে অধিক মানুষকে ভয় করতে থাকল এবং তারা বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর জিহাদ কেন ফরজ করলে? কিছুদিন আমাদেরকে অব্যাহতি দিলেনা কেন?

১০৫. সূরা নিসা-৭৬

হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, পার্থিব জীবনের সম্পদ অতি তুচ্ছ, আর পরহেজগারদের জন্য আখেরাতই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবেনা।[১০৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কিছু সংখ্যক মানুষ জিহাদের নির্দেশ আসার পূর্বে জিহাদের অনুমতি চাচ্ছিল তখন তাদের বলা হল এখনো অনুমতি নেই এখন শুধু নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আদায় করো, অতঃপর যখন জিহাদের নির্দেশ দেয়া হল তখন তাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক ভীতসন্ত্রস্ত হল। কাফিরদেরকে ভয় পেতে লাগল যে পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার আযাবকে ভয় করা দরকার ছিল। কেউ কেউ তো কাফিরদেরকে তার চেয়েও অধিক পরিমাণ ভয় করতে লাগল। এবং মনে মনে কামনা করতে থাকলো যে, যদি আমাদের উপর এখনই জিহাদের হুকুম প্রদান না করে সামান্য অবকাশ প্রদান করা হত। তাদের অন্তরে জাগতিক নিয়ামতের প্রতি আগ্রহ এতই প্রকট হয়েছিল যে, সে নিয়ামত ত্যাগ করে জিহাদে যাওয়াটা তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ল। দুনিয়ার সকল নিয়ামত ক্ষণস্থায়ী, তার উপকারীতাও ক্ষণস্থায়ী। এ ক্ষণস্থায়ী বস্তুর পিছনে পড়ে জিহাদের মহান হুকুমকে মুলতবি করার উদ্দেশ্য কি হতে পারে? আসল নিয়ামত তো আখেরাতে মুত্তাকী ব্যক্তিদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেখানে তাদের আমলের পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করা হবে। অতএব, জিহাদের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত আর কি হতে পারে? তোমরা নিজেদের আখেরাতের জন্যই জিহাদ কর।

সুরক্ষিত দূর্গ ঠেকাতে পারবে না মৃত্যুকে

اَيۡنَ مَا تَكُوۡنُوۡا يُدۡرِكۡكُّمُ الۡمَوۡتُ وَ لَوۡ كُنۡتُمۡ فِىۡ بُرُوۡجٍ مُّشَيَّدَةٍ ؕ وَ اِنۡ تُصِبۡهُمۡ حَسَنَةٌ يَّقُوۡلُوۡا هٰذِهٖ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ۚ وَ اِنۡ تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٌ يَّقُوۡلُوۡا هٰذِهٖ مِنۡ عِنۡدِكَ ؕ قُلۡ كُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ؕ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الۡقَوۡمِ لَا يَكَادُوۡنَ يَفۡقَهُوۡنَ حَدِيۡثًا ۝

১০৬. সূরা নিসা-৭৭

তরজমা

তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদেরকে অবশ্যই পাবে যদিও তোমরা সুরক্ষিত দূর্গের মধ্যে থাক। আর যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ নাযিল হয় তখন তারা বলে এতো আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে এবং যদি কোন কিছু অকল্যাণকর হয় তবে তারা বলে এতো তোমার তরফ থেকে, হে রাসূল আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, সমস্ত কিছুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। তবে এ জাতির কি হল যে, তারা কথা বুঝার নিকটবর্তীও হয়না।[১০৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদে না গিয়ে কি তারা নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে? কখনো না। জিহাদের সাথে মৃত্যুর কোনই সম্পর্ক নেই তুমি যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু সেখানেই তোমার উপর আঘাত হানবে। জিহাদ থেকে পালায়ন করে মজবুত দূর্গে আত্মগোপন করলেও মৃত্যু সেখানে উপস্থিত হবে। ঐ সকল মুনাফিকদের আশ্চর্য অবস্থা তারা যখনই মুসলমানদের বিজয় ও গনীমত অর্জন হতে দেখে তখন তাকে তাকদীরের উপর অর্পণ করে আর যখন যুদ্ধে পরাজয় বা কোন প্রকার ক্ষয়-ক্ষতি হয় তখন (নাউজু বিল্লাহ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দোষারোপ করতে থাকে। তাদের বলে দিন যে, জয়-পরাজয় সমস্ত কিছুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। জানা নেই যে ঐ সকল মুনাফিকদের কি হয়েছে যে, তারা সত্য জিনিসটা উপলব্ধি করার নিকটেও পৌছে না।

বান্দার সকল কল্যাণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই

مَآ اَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۘ وَ مَآ اَصَابَكَ مِنۡ سَيِّئَةٍ فَمِنۡ نَّفۡسِكَ ؕ وَ اَرۡسَلۡنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوۡلًا ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيۡدًا ۝۷۹

তরজমা

যা কিছু তোমার জন্য কল্যাণকর হয় তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়

১০৭. সূরা নিসা-৭৮

এবং যা কিছু অমঙ্গলজনক হয় তা তোমারই কারণে হয়। হে রাসূল আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি এবং সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট।[১০৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে লোকসকল! তোমাদের উপর যে কল্যাণ কর অবস্থা আসে তা কেবল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে খাস মেহেরবানী। আর যে মন্দ পরিণতির শিকার তোমরা হও তা তোমাদেরই মন্দ কর্মের প্রতিদান হিসাবে এসে থাকে। অতএব, এ খারাপ অবস্থার জন্য শরীয়তের কোন হুকুম বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দায়ী করা সম্পূর্ণ জ্ঞানহীনতার কাজ। যেমন মুনাফিকরা করে থাকে নিজেদের উপর পতিত মসিবতের জন্য ইসলামের ফরয বিধান জিহাদ ও ইমামুল জিহাদ নবীউসসাইফ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দায়ী করে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী, মুনাফিক ও কাফিরদের মন্দ আচরণ ও কোন প্রকার দোষারোপ করার দ্বারা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার মাঝে কোন প্রকার কমতি আসবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের স্বাক্ষী হিসাবে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট।

রাসূলের তাবেদারী বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলারই তাবেদারী

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿٨٠﴾

তরজমা

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাসূলের তাবেদারী করে সে বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলারই তাবেদারী করে এবং যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয় হে রাসূল! তাতে আপনার চিন্তিত বা দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই, কেননা আমি তো আপনাকে তাদের রক্ষক করে প্রেরণ করিনি।[১০৯]

১০৮. সূরা নিসা-৭৯
১০৯. সূরা নিসা-৮০

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যে ব্যক্তি সায়্যিদুল মুজাহিদীন মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করল না তার জন্য আপনার কোন প্রকার পেরেশানী নেই কেননা তাদের জিম্মাদারী আপনার উপর নেই।

কার্য সম্পাদক রূপে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট

وَ يَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۫ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ؕ وَ اللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝۸۱

তরজমা

এবং তারা বলে থাকে যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তাবেদার। অতঃপর যখন আপনার নিকট থেকে দূরে সরে যায় তখন তাদের একদল লোক আপনার কথার বিরুদ্ধে কুপরামর্শ করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের পরামর্শকে লিখে রাখছেন। অতএব, হে রাসূল! আপনি তাদের আচরণ উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখুন, কার্য সম্পাদক রূপে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট।[১১০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঐ সকল মুনাফিকদের অবস্থা হল, তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত হয় তখন তাঁর পুরা অনুসরণ ও অনুকরণের ঘোষণা প্রদান করে আর যখনই মজলিস থেকে উঠে চলে আসে তখন তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সমস্ত কথাকেই লিপিবদ্ধ করে রাখেন। হে নবী! এ সকল মুনাফিক আপনার ও দীনে ইসলামের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না অতএব, আপনি তাদের অধিক প্রশ্রয় দিবেন না। তাদের শাস্তির সম্পূর্ণ বিষয়টি আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন, আমার উপর পূর্ণ ভরসা রাখুন। আল্লাহ তা'আলাই কর্মফল প্রদানে যথেষ্ট।

১১০. সূরা নিসা-৮১

তারা কি কুরআনের মধ্যে চিন্তা করেনা?

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۝٨٢

তরজমা

তারা কি কুরআনের মধ্যে চিন্তা করেনা? যদি তা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো তবে তাতে তারা অনেক গরমিল দেখতে পেতো ।[১১১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কি ব্যাপার! এ সকল লোকেরা কি আল্লাহ তা'আলার কুরআনের উপর চিন্তা ফিকির করে না? কেননা যদি এ কালাম আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো হতো তবে অবশ্যই তারা এতে প্রচুর পরিমাণ মতানৈক্য পেত ।

সংবাদ প্রচারে তারা ছিল তৎপর

وَ اِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ؕ وَ لَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَ اِلٰۤى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٨٣

তরজমা

এবং যখন তাদের নিকট শান্তির অথবা ভয়ের কোন সংবাদ পৌঁছে তখন তারা তা খুব প্রচার করে বেড়ায় আর যদি তারা তা রাসুল এবং নিজেদের কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতো তবে তাদের তথ্য সন্ধানীরা তা অনুসন্ধন করে দেখতো । আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান এবং রহমত যদি তোমাদের প্রতি না হতো তবে তোমরা অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই শয়তানের তাবেদারী করতে ।[১১২]

১১১. সূরা নিসা-৮২
১১২. সূরা নিসা-৮৩

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যখন ঐ সকল মুনাফিকদের নিকট নিরাপত্তা কিংবা ভীতির কোন সংবাদ পৌছত তথা মুসলমানদের কোন বাহিনী কোথাও যুদ্ধে গিয়ে বিজয় অর্জন করেছে বা কোথাও পরাজিত হয়েছে। এ উভয় সংবাদকেই তৎক্ষণাত লোকদের মাঝে প্রচার করে দিত। অনেক সময়ই তাদের সংবাদটি ভুল প্রমাণিত হত। আর কখনো সত্য প্রমাণিত হলেও তা রাষ্ট্রীয় অবস্থার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াতো।

মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উৎসাহ প্রদান করা

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَ اللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّ اَشَدُّ تَنْكِيْلًا ﴿۸۴﴾

তরজমা

অতএব, হে রাসূল! আপনি আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করুন; নিজের ভিন্ন অন্যের জন্যে আপনি দায়ী নন। এবং মুমিনগণকে জিহাদের জন্য উৎসাহী করে তুলুন। অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন এবং আল্লাহ তা'আলা জিহাদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন ও শাস্তিদানে অতিশয় কঠোর।[১১৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যখন জিহাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে অথচ আপনার সাথে জিহাদে যাওয়ার মত কাউকে পাওয়া যাচ্ছেনা, এমতাবস্থায় হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি একাই আল্লাহ তা'আলার রাহে কাফিদের সাথে কিতাল করতে থাকুন। যদি ধরে নেয়া হয় কেউ আপনার সাথে জিহাদের জন্য আসেনি তথাপি আপনি কোন প্রকার পেরেশান হবেন না। কেননা আমলের ব্যাপারে আপনার উপর অন্য কারো জিম্মাদারী নেই। আর মুসলমানদেরকে জিহাদের উপর উদ্বুদ্ধ করতে থাকুন, তার পরও যদি কেউ আপনার সাথে না আসে তবে আপনি তার জিম্মাদারী থেকে মুক্তি পাবেন।

১১৩. সূরা নিসা-৮৪

ভাল কাজের অনুরোধকারী ভাল অংশ পাবে

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيْتًا ۝

তরজমা

এবং যে ব্যক্তি অপরকে ভাল কাজের জন্য অনুরোধ করবে সে তা থেকে অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ কাজের জন্য সুপারিশ করবে সে সেই মন্দের বোঝার ভাগী হবে। এবং আল্লাহ তা'আলাই সব বিষয়ে শক্তি দানকারী।[১১৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যে ব্যক্তি কাউকে কোন প্রকার ভাল কাজের জন্য সুপারিশ করে সে তার একটি অংশ লাভ করবে আর যে কাউকে মন্দ কাজের উপর সুপারিশ করে সে ঐ মন্দ থেকেও একটি খারাপ অংশ পাবে। আল্লাহ তা'আলা তো সমস্ত কিছুর উপর দৃষ্টি রাখেন।

মুনাফিকদের ব্যাপারে দু'দলে বিভক্ত হওয়া

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝

তরজমা

হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু'দলে বিভক্ত হলে? অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের কৃত কর্মের জন্যে পুর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি চাও তাকে হিদায়েত করবে? আর মনে রেখো যাকে আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট করে রাখেন তোমরা তার জন্য কখনও কোন পথ পাবেনা।[১১৫]

১১৪. সূরা নিসা-৮৫
১১৫. সূরা নিসা-৮৮

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুসলমানদের জন্য উচিত নয় যে তারা মুনাফিকদের কথার উপর নিজেদের মধ্যে ইখতিলাফ বা মতনৈক্যে লিপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের মন্দ কর্মের অশুভ প্রতিক্রিয়া তাদেরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে দেন। যাকে আল্লাহ তা'আলা পথ ভ্রষ্ট করেন তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করার সাধ্য কারো নেই।

কাফিররা প্রত্যাশা করে তোমরাও তাদের ন্যায় হয়ে যাও

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَ لَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ۙ﴿۸۹﴾

তরজমা

কাফিররা এ আকাংখা করে যেন তোমরাও তাদের ন্যায় কাফির হয়ে যাও যেন তোমরাও আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিতে তাদের সমান হয়ে যাও। অতএব, তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ তা'আলার পথে হিজরত করে। তবুও যদি তারা না মানে তবে যেখানে তাদের পাও ধর এবং তাদেরকে হত্যা কর। আর তাদের মধ্য থেকে কোন লোককে তোমরা বন্ধু এবং সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করো না।[১১৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এ সকল মুনাফিক যাদের অন্তরে কুফর দৃঢ় অবস্থায় রয়েছে তারা ইসলাম কি গ্রহণ করবে তাদের অন্তরের বাসনা তো হল তোমরা যারা মুসলমান রয়েছ সকলে কাফের হয়ে সমতা ফিরিয়ে আন। এখন তোমাদের উচিত হল তারা যতক্ষণ না পরিপূর্ণরূপে ঈমান এনে নিজেদের ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করে তোমাদের নিকট চলে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে কোন ভাবেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। নিজেদের কোন কাজে তাদের শরীক করো না, তাদের কোন

---

১১৬. সূরা নিসা-৮৯

কাজেও তোমরা সাহায্য সহযোগিতা করো না। যদি ঐ সকল লোক (মুনাফিক ও কাফির) ঈমান ও হিজরতকে গ্রহণ না করে তবে তাদেরকে বন্দী কর এবং যেখানে সুযোগমত পাও হত্যা কর। তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক করো না, বরং সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন রাখ।

চুক্তি সম্পাদনকারীদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ না করা

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَ اَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝

তরজমা

কিন্তু তাদেরকে হত্যা করোনা, যারা এমন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে যাদের এবং তোমাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, অথবা যারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসে যে তোমাদের সাথে চুক্তি করতে তাদের অন্তর বাঁধা প্রাপ্ত হয়, অথবা তাদের স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে সংকোচ করে। আর তোমাদের এ কথা মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তোমাদের উপর তাদেরকে শক্তিশালী করতে পারতেন তবে তারা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতো, অতঃপর যদি তারা তোমাদের নিকট থেকে দূরে সরে থাকে ও তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে শান্তি রক্ষা করে তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোন পন্থা দেন নাই।[১১৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যে সমস্ত কাফির ও মুনাফিকদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করা থেকে কেবলমাত্র দু'টি অবস্থা ছাড়া কোন অবস্থাতেই নিষ্কৃতি দেয়া যাবে না। এক. তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ লোকদের সাথে সন্ধি থাকার কারণে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। দুই. ঐ সমস্ত যুদ্ধ অক্ষম

১১৭. সূরা নিসা-৯০

লোক যারা অপারগ হয়ে এ প্রস্তাব প্রদান করে যে, আমরা কখনো আমাদের গোত্রের পক্ষ হয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসব না আবার তোমাদের পক্ষ হয়েও আমাদের গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। কৃত এ অঙ্গীকারে উপর অটল অবিচল থাকার শর্তে এরা বন্দি বা হত্যা থেকে মুক্তি পাবে। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ কর তিনি তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে লাড়াই করা থেকে হেফাজত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাদেরকেও তোমাদের উপর বিজয়ী করতে পারতেন।

অবশ্যই তোমরা তাদের বন্দি করবে এবং হত্যা করবে

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَ يَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْۤا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَ يُلْقُوْۤا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُّوْۤا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَ اُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

তরজমা

তোমরা অনতিবিলম্বে এমন কিছু লোক পাবে যারা তোমাদের সাথে ও তাদের সম্প্রদায়ের সাথে শান্তি রক্ষা করে থাকতে ইচ্ছা করবে। যখনই তাদেরকে অশান্তির দিকে ফেরত আনা হয় তখন তারা তাতেই লিপ্ত হয়। অতএব, যদি এসব লোক তোমাদের নিকট থেকে দূরে থাকতে না চায় এবং তোমাদের সাথে শান্তি রক্ষা করতেও প্রস্তুত না হয় তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর, আর আল্লাহ তা'আলা এদের উপর তোমাদেরকে প্রকাশ্যে ক্ষমতা দান করেছেন।[১১৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কিছু সংখ্যক লোক এমনও রয়েছে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করার প্রতিজ্ঞা করে এবং নিজের গোত্রের সাথেও প্রতিজ্ঞা করে যাতে করে উভয় দিক থেকে নিরাপদে থাকতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই তারা আর সে প্রতিজ্ঞার উপর

১১৮. সূরা নিসা-৯১

অটল থাকতে পারে না যখনই নিজ সম্প্রদায়ের বিজয় দেখতে পায় তখন তাদের সাহায্যে ছুটে যায়। যদি ঐ সমস্ত লোকেরা এহেন অপকর্ম থেকে ফিরে না আসে এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত না থাকে তবে অবশ্যই তোমরা তাদের বন্দি করবে এবং হত্যা করবে। তবে শর্ত হল তোমাদের নিকট তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রমাণ থাকতে হবে যে, তারা নিজ থেকেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

তোমরা উত্তমরূপে অনুসন্ধান করে জিহাদ কর

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۡ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۭ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

তরজমা

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ কর তখন সকল বিষয়ে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করে কাজ কর এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে স্বীয় ইসলাম প্রকাশ করে, তাকে বলোনা যে, তুমি মুসলিম নও। তোমরা কি এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ধন সম্পদ চাও? তবে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রচুর পরিমাণে গনিমতের মাল রয়েছে। তোমরাও ইতিপূর্বে তাদেরই ন্যায় ছিলে অর্থাৎ কাফির ছিলে পরে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার তৌফিক দান করেছেন অতএব, উত্তমরূপে অনুসন্ধান করে কাজ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে খবর রাখেন।[১১৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় বের হয়ে তোমরা যা কিছু কর অত্যন্ত শতর্কতার সাথে করো। চাই সেটা কাফিরদের সাথে সরাসরি জিহাদ

---

১১৯. সূরা নিসা-৯৪

হোক বা অন্য কোন কাজই হোকনা কেন। তবে হ্যাঁ, অত্যন্ত ভাল করে লক্ষ করে যে, তোমাদের সামনে কাফিরদের মধ্য হতে কেউ যদি নিজের মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে দাবী করে তবে তোমরা তা গ্রহণ করে নিও এমন বলো না যে শুধু প্রাণ রক্ষা করার জন্য নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করছে। কারো ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দিও না আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণ গনীমতের সম্পদ মওজুদ রয়েছে। তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার কৃত অনুগ্রহকে ভুলো না এবং স্মরণ রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত খবর রাখেন।

গৃহে অবস্থানকারী ও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কখনো সমান নয়

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَ الْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۹۵﴾ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَّ رَحْمَةً ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۹۶﴾

তরজমা

যে মুমিনগণ কোন ওজর ব্যতীত বসে থেকে যারা যুদ্ধে না যায় তারা সেই বীর মুজাহিদগণের সমান হবে না যারা স্বীয় জান মাল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করেছে। যারা আল্লাহ তা'আলার রাহে স্বীয় জান-মাল দ্বারা জিহাদ করেছে তাদের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন সে সমস্ত লোকের উপর যারা বসে রয়েছে। অবশ্য প্রত্যেককেই আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন কল্যাণের প্রতিশ্রুতি তবে যারা জিহাদের সময় গৃহে বসে রয়েছে তাদের উপর মুজাহিদগণকে মহান প্রতিদান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই পদমর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া, আর আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।[১২০]

১২০. সূরা নিসা-৯৫,৯৬

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঐ সকল মুসলমান যারা কোন প্রকার ওজর ছাড়া জিহাদ থেকে বিরত থেকে নিজ গৃহে অবস্থান করেছে তার মর্যাদা কস্মিন কালেও ঐ সমস্ত লোকদের সমতুল্য হবে না যারা নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করে। জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা গৃহে অবস্থান কারীর চেয়ে অনেক বেশী। যদিও আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ঈমানদার ও নেককারদের ক্ষেত্রে মঙ্গলের ফায়সালা করেছেন কিন্তু জিহাদকরীর মর্যাদা সে সকল লোকদের উপর বহুগুণ বেশি প্রদান করেছেন। ঐ সকল মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উচ্চ মর্যাদা, মাগফিরাত ও রহমত দান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।

যেসকল মানুষ হিজরত ও জিহাদ পরিহার করে

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ۙ﴿۹۷﴾

তরজমা

নিশ্চয়ই যারা পাপ কার্য দ্বারা নিজেদের উপর অত্যাচার করে তাদের প্রাণ সংহার করার সময় ফিরিশতাগণ বলে তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে আমরা দুনিয়াতে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় ছিলাম। ফিরিশতাগণ বলে আল্লাহ তা'আলার দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিলনা যেখানে তোমরা হিজরত করতে পারতে? তাদেরই বাসস্থান দোজখ আর তা কত মন্দ বাসস্থান।[১২১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যেসকল মানুষ হিজরত ও জিহাদ পরিহার করে কাফিরদের সঙ্গ দিয়েছে এবং নিজের জানের উপর অত্যাচার করেছে, যখন ফিরিশতাগণ তাদের জান

১২১. সূরা নিসা-৯৭

কবজ করবে তখন তাদের জিজ্ঞাসা করবে নিজেদের দীনি ফরিযা পরিহার করে কোন অবস্থায় তোমরা দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করেছ। তারা উত্তর দিবে আমরা তো দুনিয়ার বুকে অপারগ-অক্ষম ছিলাম; ফিরিশতাগণ বলবেন আল্লাহ তা'আলার জমিন তো বিশাল প্রশস্ত ছিল তুমি তাতে হিজরত কেন করনি। অতএব, এমন অত্যচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

যে সমস্ত দুর্বল পুরুষ নারী হিজরত করতে সক্ষম নয়

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾ فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾

তরজমা

কিন্তু যে সমস্ত দুর্বল পুরুষ নারী হিজরত করতে সক্ষম না হয়, যারা কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং যারা পথেরও কোন সন্ধান পায় না তাদের কথা স্বতন্ত্র। এ সমস্ত লোক সম্বন্ধে আশা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত মার্জনাকারী, অতিশয় ক্ষমাশীল।[১২২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

অক্ষম পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা সত্যিকারেই দূর্বল হিজরত করতে অপারগ। তাদের নিকট হিজরতের কোন সুযোগ নেই এবং পথ খরচের কোন ব্যবস্থা নেই। তাদের জন্য কাফির ও জালেম রাষ্ট্রে অবস্থান করার বৈধতা রয়েছে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার পথে হিজরত করে

وَ مَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّ سَعَةً ؕ وَ مَنْ يَّخْرُجْ مِنْ

১২২. সূরা নিসা-৯৮,৯৯

بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَ قَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

তরজমা

এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার পথে হিজরত করে সে লাভ করবে বহু বিস্তৃত স্থান এবং স্বচ্ছলতা এবং যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ থেকে এজন্য বের হয়ে আসে যে, সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসুলের দিকে হিজরত করবে, অতঃপর তাকে মৃত্যু আক্রমণ করে, এমন অবস্থায় তার সাওয়াব আল্লাহ তা'আলার নিকট অবধারিত হয়ে থাকে। এবং আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দায়ময়।[১২৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় হিজরত করার ইচ্ছা করবে তাদের আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনেক প্রশস্ত বাসস্থান ও প্রচুর রিযিক মিলবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশে হিজরত করল কিন্তু মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হল না পথিমধ্যে কোথাও ইন্তেকাল হয়ে গেল তবে ক্ষমা ও রহমতের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাকে পূর্ণ হিজরতের সাওয়াব প্রদান করবেন। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দায়ময়।

নামায সংক্ষেপ করার দরূন কোন গুনাহ নেই

وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۝

তরজমা

এবং যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর কর তখন নামাজ সংক্ষেপ করলে কোন গুনাহ নেই। যদি তোমরা ভয় কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্থ করবে, নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১২৪]

১২৩. সূরা নিসা-১০০
১২৪. সূরা নিসা-১০১

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যখন তোমরা জিহাদ ইত্যাদির জন্য সফর করবে এবং তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন কাফিরদের পক্ষ থেকে কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকবে তখন তোমরা নামাযকে সংক্ষিপ্ত করো তথা চার রাকাত ওয়ালা নামাযকে দুই রাকাত আদায় করে নাও ।

আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অস্ত্র সঙ্গে রাখা

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ ۖ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۪ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۭ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝ فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝

তরজমা

হে রাসূল! যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন এবং তাদেরকে নামাযে দাঁড় করান তখন তাদের এক দল যেন আপনার সাথে নামাযে দাঁড়ায় এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সঙ্গে রাখে । অতঃপর যখন তারা সিজদা শেষ করে তখন যেন তারা আপনার পেছনে যায় এবং অন্য দল যারা নামায আদায় করেনি তারা যেন আপনার সাথে নামায পড়ে ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা স্বরূপ অস্ত্র যেন সঙ্গে রাখে আর কাফিররা চায় যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্র আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই সঙ্গে না রাখো । নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্যে অত্যন্ত অবমাননাকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন । অতঃপর যখন তোমরা নামায আদায় কর তখন আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ কর দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায় । পরে যখন তোমরা

নিরাপদ হও তখন নামায কায়েম কর, নিশ্চয়ই নামায মুমিনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ করা হয়েছে। [১২৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদের ময়দানে মুসলিম বাহিনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত রয়েছেন, অথবা মুসলমানদের এমন আমীর উপস্থিত রয়েছেন যার পিছনে মুজাহিদ সকলেই নামায আদায় করার আকাঙ্খা করে এমতাবস্থায় পুরো বাহিনীকে দুটি ভাগে ভাগ করবে । তাদের মধ্য হতে এক দল ইমামের পিছনে নামায আদায় করবে আর অপর দল দুশমনের মোকাবেলা করবে। নামায আদায়কারী মুজাহিদগণও অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে। এক রাকা'আত সমাপ্ত হওয়ার পর তারা দুশমনের মোকাবেলায় চলে যাবে আর দুশমনের মোকাবেলায় যুদ্ধকারীগণ এসে ইমামের সাথে নামাযে অংশ নিবে। তারাও নামাযের সময় নিজেদের অস্ত্র ও আত্মরক্ষার সমস্ত কিছু নিজেদের সাথে রাখবে। কেননা কাফিররা চায় তোমরা তোমাদের অস্ত্র থেকে গাফেল হয়ে যাও এ সুযোগে তারা তোমাদের উপর একযোগে হামলা করে বসে। তবে হ্যাঁ বৃষ্টি বা অসুস্থতার কারণে অস্ত্র কাধ থেকে নামিয়ে নামায আদায় করার অনুমতি রয়েছে কিন্তু আত্মরক্ষার অস্ত্র তখনও হাতের কাছে অবশ্যই রাখতে হবে। নামায আদায়ের পর সকল মুজাহিদগণ দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া যে অবস্থাতেই অবস্থান করুক না কেন অধিক পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার যিকির করবে। যখন সফর সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন নামায তার পূর্ব নিয়মেই আদায় করবে। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর তার ওয়াক্ত মত আদায় করা ফরয।

কাফিরদের অনুসন্ধান করে বের করা ও তাদের বন্দি করা

وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۭ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

তরজমা

এবং সেই কাফের দলের অনুসন্ধানে তোমরা সাহস হারা হয়ো না, যদি

১২৫. সূরা নিসা-১০২,১০৩

তোমাদের কষ্ট হয়ে থাকে তবে তাদেরও তো কষ্ট হয়েছে, যেমন তোমাদের কষ্ট হয়েছে। এবং তোমরা সেই কষ্টের বিনিময়ে সাওয়াবের আশা রাখ যে আশা তারা রাখেনা এবং আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।[১২৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কাফিরদের অনুসন্ধান করে বের করা ও তাদের বন্দি করার ক্ষেত্রে তোমরা সাহস হারা হয়ো না এবং অলসতাও করো না। যদি এ কাজ করতে গিয়ে তোমারা আহত কিংবা ব্যথিত হও তবে তারাও তো আহত বা ব্যথিত হবে। তোমরা তো তার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়ার বিজয় ও আখেরাতের সাওয়াব আশা করতে পার কিন্তু তারা তো কোন প্রকার প্রতিদানই পাবে না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আমলসমূহ ও সকল সমস্যাসমূহ খুব ভাল করেই জানেন। আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করার মাঝেই তোমাদের জন্য অধিক পরিমাণ ফায়দা ও হিকমত রয়েছে। দীন-দুনিয়ার ফায়দা অর্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলার উল্লেখিত হুকুমটি পালন করতে পারাটাকে মস্তবড় গনীমত মনে কর।

মুনাফিকদের সুসংবাদ প্রদান করুন

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ۙ

তরজমা

হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মুনাফিকদেরকে আপনি জানিয়ে দিন যে, তাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।[১২৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

নিজেকে মুসলমান দাবী করা সত্ত্বেও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ কারী আর কাফির বেঈমানদের নিকট ইজ্জত প্রত্যাশাকারী মুনাফিকদের জন্য সুসংবাদ প্রদান করুন যে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১২৬. সূরা নিসা-১০৪
১২৭. সূরা নিসা-১৩৮

মুনাফিকরা কি কাফিরদের নিকট সম্মান চায়?

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿۱۳۹﴾

তরজমা

সে মুনাফিক দল! যারা মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে এই মুনাফিকরা কি কাফিরদের নিকট সম্মান চায়? তবে সমস্ত সম্মানই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার।[১২৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিক যারা মুসলমানদের ছেড়ে কাফির-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাদের ধারণা হল কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করার দ্বারা দুনিয়াতে খুব সম্মান অর্জন হবে এটা তাদের সম্পূর্ণই ভ্রান্ত ধারণা কেননা ইজ্জত-সম্মান একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার নিকটই রয়েছে যা তার আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। যারা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোথাও ইজ্জত প্রত্যাশা করে তারা নিশ্চিত ভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে অপমানিত-অপদস্থ হবে।

আল্লাহর নির্দেশ অস্বীকার কারীদের মজলিসে কস্মিকালেও না বসা

وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۚ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَا ﴿۱۴۰﴾

১২৮. সূরা নিসা-১৩৯

তরজমা

এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাবে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি তোমরা শুনতে পাও যে, আল্লাহ তা'আলার আয়াতের অস্বীকার বা উপহাস হচ্ছে তবে যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় মশগুল হয় সে পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে উপবিষ্ট হয়ো না। অন্যথায় তোমরাও তাদের ন্যয় হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক এবং কাফিরদেরকে দোযখে একত্রিত করবেন।[১২৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে মুসলমানগণ! আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালমে পাকে তোমাদেরকে পূর্বেই নির্দেশ দিয়েছেন, যে মজলিসে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে অস্বীকার বা উপহাস করা হয় তাতে কস্মিকালেও বসবে না, যদি বস তাহলে তোমরাও তাদের অন্তর্ভূক্ত বলেই পরিগণিত হবে।

মুনাফিকরা তোমাদের অবস্থার উপর সুক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۝

তরজমা

মুনাফিকরা এরূপ যে তারা এর অপেক্ষায় থাকে যেন তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হয় যখন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তোমাদের জয়লাভ হয়, তখন তারা বলে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? আর যদি ভাগ্য কাফিরদের অনুকূল হয় তবে তারা বলে আমরা কি তোমাদেরকে ফিরিয়ে রাখিনি? এবং আমরা কি তোমাদিগকে মুমিনদের হাত থেকে রক্ষা করিনি? আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার করবেন এবং কাফিরদের জন্য আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখেননি।[১৩০]

১২৯. সূরা নিসা-১৪০
১৩০. সূরা নিসা-১৪১

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিকরা তোমাদের অবস্থার উপর সুক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে যখন তোমাদের বিজয় দেখে তখন তোমাদের হয়ে যায় এবং তোমাদের নিকট এসে বলতে থাকে আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর যখন কাফিরদের বাহ্যিক বিজয় দেখতে পায় তখন তাদের হয়ে যায় এবং তাদের নিকট গিয়ে বলতে থাকে আমরা কি তোমাদের বিরোধী ছিলাম? আমরা কি তোমাদেরকে হিফাজত করি নি? আমরা কি মুসলমানদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করিনি? আসল ফায়সালা তো আল্লাহ তা'আলা কাল কিয়ামতের দিন করবেন। আর এ কথা ভাল করে স্মরণ রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াতেও কাফিরদেরকে মুসলমানদের উপর পরিপূর্ণ বিজয় প্রদান করবেন না।

নিশ্চয় মুনাফিকরা চরম ধোকাবাজ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

তরজমা

নিশ্চয় মুনাফিকরা ধোকাবাজী করছে আল্লাহ তা'আলার সাথে, আর আল্লাহ তা'আলা এই ধোকাবাজী তাদের উপরই ফেলবেন অর্থাৎ এর শোচনীয় পরিণাম তাদেরকে ভোগ করতে হবে এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন অত্যন্ত অলসতার সঙ্গে শুধু লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায়। আর তাদের অতি অল্প সংখ্যক লোকই আল্লাহ পাককে স্মরণ করে।[১৩১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিকরা নিজেদের ধারণা মতে আল্লাহ তা'আলার সাথে চতুরতা বা চালাকি করছে অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের এ চতুরতা ও ধোকাবাজীর শাস্তি পরিপূর্ণরূপে প্রদান করবেন। যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই তাই যখন তারা

১৩১. সূরা নিসা-১৪২

নামাযে দাঁড়ায় তখন অত্যন্ত অলসতার সাথে লোক দেখানোর উদ্দেশে দাঁড়ায়। অর্থাৎ তাদের মধ্যে রয়েছে খুব বেশি পরিমাণ লৌকিকতা। আর তারা অতি সামান্যই আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে।

মুনাফিকরা থাকে সর্বদা দোদুল্যমান

مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾

তরজমা

তারা দোটানা দোদুল্যমান রয়েছে, তারা এদিকেরও নয়, সেদিকের নয়। আর যাকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহ করেছেন, হে রাসূল! আপনি তার জন্য কোন পথই পাবেন না।[১৩২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিকরা পুরাপুরী দোটানার মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে। তারা ইসলামের উপরও তুষ্ট হতে পারছে না আবার কুফরির উপরও তুষ্ট হতে পারছে না। অত্যন্ত কঠির পেরেশানির মাঝে দিন অতিক্রম করে, কখনো এদিকে ঝোকে আবার কখনো ওদিকে ঝোকে। পরিস্থিতি ভাল হলে তারা মুসলমান আর যদি মুসলমানদের উপর মসিবত আসে, ভয়ের সৃষ্টি হয় তখন তারা কাফিরদের সাথী। অথবা মুখে মুখে মুসলমান আর অন্তরে অন্তরে কাফিরদের সাথে। অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও ভয়ংকর অবস্থা তাদের।

১৩২. সূরা নিসা-১৪৩

মুসলমাদের সঙ্গ পরিহার করে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾

তরজমা

হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে কখনও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তোমরা কি চাও যে আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট দলিল তোমাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হোক?[১৩৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুসলমাদের সঙ্গ পরিহার করে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করাই হল নিফাকীর আলামত যেমনটি মুনাফিকরাই করে থাকে। হে মুসলমানগণ! তোমরা এমনটি কস্মিন কালেও করো না। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ দলিল তোমাদের উপর সাব্যস্থ হবে যে, তোমরাও মুনাফিক।

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে বাস করবে

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾

তরজমা

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে বাস করবে এবং হে রাসূল! আপনি তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবেন না।[১৩৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জাহান্নামে কাফিরের চেয়েও মুনাফিকদের কঠিন শাস্তি হবে, জাহান্নামের সর্বনিকৃষ্ট তথা সর্বাধিক কঠিন আযাব হবে মুনাফিকদের। সেখানে তাদের কোন প্রকার সাহায্যকারী থাকবে না।

১৩৩. সূরা নিসা-১৪৪
১৩৪. সূরা নিসা-১৪৫

শর্তসাপেক্ষে মুসলিম জামা'আতে শরীক হওয়ার সুযোগ রয়েছে

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

তরজমা

কিন্তু যারা তাওবা করে এবং আত্মসংশোধন করে আল্লাহ তা'আলাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে তাদের দ্বীনে একনিষ্ঠ থাকে বস্তুতঃ তারাই হবে মুমিনদের সাথী। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবেন। যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহ তা'আলার কি লাভ? এবং আল্লাহ তা'আলা পুরস্কার দাতা ও মহাজ্ঞানী।[১৩৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিকদের জন্য জাহান্নামের আযাব ও লাঞ্ছনাকর এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে সফলকাম মুসলিম জামা'আতের সাথে শরীক হওয়ার শর্তসাপেক্ষে সুযোগ রয়েছে। শর্তগুলো হল-

১. কুফরী এবং নিফাকী থেকে পরিপূর্ণ তাওবা করে নিবে।
২. নিজের মন্দ ও মুনাফিকী আমলগুলোকে পরিশুদ্ধ করে নিবে।
৩. আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও আশ্রয়কে পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করবে এবং কাফিরদের সাহায্য ও আশ্রয় পরিহার করবে।
৪. সমস্ত কাজ কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করবে।

উল্লেখিত চারটি কাজকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করার দ্বারা ঈমনাদরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে এবং সেও ঐ প্রতিদানের যোগ্য হয়ে যাবে যা আল্লাহ তা'আলার নিকট ঈমানদারদের জন্য সংরক্ষিত। অর্থাৎ কোথায় জাহান্নামের সর্ব নিকৃষ্ট স্থান আর কোথায় মহা পুরস্কারের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা পুরস্কার দাতা ও মহাজ্ঞানী। যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায়কারী ও ঈমান গ্রহণকারী হও তবে আল্লাহ তা'আলা কেন তোমাদের আযাব প্রদান করবেন।

১৩৫. সূরা নিসা-১৪৬,১৪৭

আয়াতুল জিহাদ

সূরা মায়েদা

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

সূরা মায়েদা

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-১২০

জিহাদের আয়াত-২০

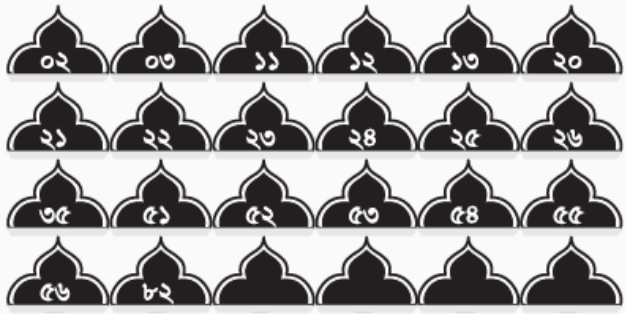

বদলা নেয়ার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত না করা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآٰ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۘ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۘ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

তরজমা

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সমূহের, সম্মানিত মাসের, কাবা শরীফে কোরবানী করার জন্যে নির্দিষ্ট জন্তুর এবং সেই সমস্ত জন্তু যার গলায় কণ্ঠাবরণ পরিয়ে কাবা শরীফে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেই সমস্ত লোকের যারা কাবা শরীফের দিকে যাত্রা করেছে, যারা স্বীয় পালনকর্তার দান এবং সন্তুষ্টি চায়, তোমরা উল্লেখিত বস্তু সমূহের অপমান করোনা। আর যখন তোমরা হজ্বের কাজ সম্পন্ন করার পর মুক্ত হও, তখন তোমরা শিকার কর এবং যারা তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বিরত রেখেছে, তাদের শত্রুতা যেন তোমাদের সীমা অতিক্রম করার কারণ না হয়, আর তোমরা নেক কাজে ও পরহেজগারীতে একে অন্যের সহায়ক হও এবং গুনাহ ও সীমা অতিক্রমের ব্যাপারে একে অন্যের সাহায্য করো না এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কঠিন শাস্তিদানকারী।[১৩৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তা'য়ালার নিদর্শনসমূহের অপমান করোনা, সম্মানিত চার মাসের কোন মাসের অপমান করোনা। (প্রাথমিকযুগে এ মাসমূহে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটানো নিষিদ্ধ ছিল, এখন যদিও বৈধতা রয়েছে, তবুও মুশরিকরা যদি এ মাসমূহের সম্মান, আদব বজায় রাখে তাহলে মুসলমানরাও বাজয় রাখবে এবং নিজেরা হামলা করা থেকে বিরত থাকবে। সাথে সাথে এ মাসসমূহে গুনাহ থেকেও বিরত থাকবে।) হেরেম শরীফে কুরবানীর জন্তুর অপমান করোনা, চাই সেগুলোর গলায় কণ্ঠাবরণ পরানো হোক বা না হোক।

ঐ সমস্ত লোকদেরও অপমান করোনা যারা আল্লাহ তা'য়ালার ফজল ও সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছায় কা'বা শরীফের দিকে যাত্রা করেছে।

১৩৬. সূরা মায়েদাহ্-০২

ইহরাম অবস্থায় স্থলভাগের শিকার নিষিদ্ধ। তবে হালাল হওয়ার পর হেরেম শরীফের বাইরের শিকার বৈধ। আর যে সকল লোকেরা তোমাদের হুদায়বিয়া নামক স্থানে বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে বিরত রেখেছিল, তাদের শত্রুতা যেন তোমাদের শরয়ী সীমা অতিক্রম করার কারণ না হয়। অর্থাৎ, যুদ্ধ বিগ্রহেও শরয়ী দিকনির্দেশনার পাবন্দী করো; অতি উৎসাহী ও প্রতিশোধ গ্রহণে মাত্রাতিক্রম করো না। আর তোমরা কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে একে অন্যের সাহায্য করো এবং গুনাহ ও অত্যাচারের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। আল্লাহ তা'য়ালাকে সর্বদা ভয় করো, নিশ্চয়ই তাঁর শাস্তি কঠিন।

কাফিররা তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে নিরাশ হয়েছে

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۫ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ؕ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ؕ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ ؕ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

তরজমা

তোমাদের উপর মৃত জন্তু এবং রক্ত হারাম করা হয়েছে। আর শুকরের গোশত ও সেই জন্তু যা আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অন্য কারো নামে জবাই করা হয়েছে এবং যা দমবন্ধ করে মারা হয়, আর যা আঘাতে মারা যায় এবং যা উচ্চস্থান থেকে নিম্নে পড়ার দরুন মারা যায়, আর যা অন্য জন্তুর সাথে সংঘর্ষে মৃত্যুর কবলে পতিত হয়, আর যা হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করতে আরম্ভ করে। এই সব হারাম তবে যা তোমরা শরীয়ত মোতাবেক জবাই কর তা ব্যতীত, আর যা মূর্তি পূজার স্থানে বলি দেয়া হয় তা এবং জুয়ার গ্য নির্ণয় করা হয় এসব পাপকার্য। আজকের দিনে কাফিররা তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে নিরাশ হয়েছে, অতঃপর যে ব্যক্তি ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়ে অথচ গুনাহর প্রতি আকৃষ্ট না হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।[১৩৭]

১৩৭. সূরা মায়েদাহ্-০৩

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আজকের দিনে কাফেররা মুসলমানদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে নিরাশ হয়েছে। অতএব, হে মুসলমান! তোমরা ঐ সমস্ত কাফেরদের ভয় করো না। বরং একমাত্র আল্লাহকে ভয় করো। আজ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য তোমাদেরকে শক্তিশালী এবং বিধি-বিধানকে পরিপূর্ণ করেছেন। তোমাদের উপর নিজ নেয়ামত পূর্ণাঙ্গ করেছেন। তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মনোনিত করেছেন।

তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে নিয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑪

তরজমা

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার যে নিয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন একদল লোক তোমাদের উপর তাদের হস্ত প্রসারিত করার ইচ্ছায় মেতে উঠেছিলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর থেকে তাদের হাত নিবৃত্ত করেছিলেন, আর আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক, আর মুমিনদের আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা উচিত।[১৩৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তায়ালার ঐ অনুগ্রহকে স্মরণ করো, যখন একটি সম্প্রদায় পূর্ণ ইচ্ছা করেছিলো যে, তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ, যুলুম, অত্যাচার এবং ধ্বংসের হাত তোমাদের উপর সম্প্রসারিত করবে। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তাদের হাতকে প্রতিহত করেছেন, তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো। অর্থাৎ, তাকওয়া অর্জন করো এবং তাঁর উপরই ভরসা রাখো।

১৩৮. সূরা মায়েদাহ্-১১

আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল থেকে জিহাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন

وَ لَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ؕ وَ قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَ اٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَ عَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ اَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ لَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿۱۲﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَ نَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَ لَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳﴾

তরজমা

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে থেকে বার জন নেতা নির্বাচন করেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত আদায় কর এবং আমার রাসূলগণকে বিশ্বাস কর ও তাদেরকে সাহায্য কর এবং আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম করজ প্রদান কর অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার রাহে উত্তম বস্তু এবং তোমাদের প্রিয়তম বস্তু ব্যয় কর তবে অবশ্যই আমি তোমাদের গুনাহ সমূহকে দূরীভূত করব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাব যার নিম্নদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়। কিন্তু এই প্রকাশ্য ঘোষণার পরও যারা কাফির হয়েছে, তারা অবশ্যই সরল সত্য পথ থেকে দূরে সরে পড়েছে। শুধু অঙ্গীকার ভঙ্গের দরূন তাদের উপর লানত করেছি এবং তাদের অন্তর সমূহকে পাষাণ করে দিয়েছি। তারা আমার বাণীকে তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে পরিবর্তন করে এবং তাদেরকে যে নসিহত করা হয়েছিল তার একটা বিরাট অংশ তারা ভুলে বসেছে এবং হে রাসুল! আপনি সর্বদা তাদের অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত আর সকলেরই বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে অবগত আছেন। অতএব, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নেককার লোকদেরকে ভালবাসেন।[১৩৯]

১৩৯. সূরা মায়েদাহ্-১২,১৩

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'য়ালা বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। আর অঙ্গীকারের জন্য তাদের মধ্য থেকে বার জন ব্যক্তিকে নির্বাচন করলেন। (জিহাদের ময়দানে দুশমনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব ও তাদের ওপরেই ন্যস্ত ছিলো।) আল্লাহ তায়ালা তাদের বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা যদি নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, আমার রাসূলদের ওপর ঈমান আনো এবং দুশমনদের মোকাবেলায় তোমরা তাদের সাহায্য সহযোগিতা করো, সর্বোপরি সৎ কাজে মাল ব্যয় করে আল্লাহ তায়ালাকে তোমরা যদি উত্তম ঋণ প্রদান করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের হিসাব থেকে তোমাদের গুনাহসমূহ মোচন করে দেবো এবং তোমাদের আমি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। এরপর যদি কোনো ব্যক্তি কুফরী করে, তাহলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। কিন্তু বনী ইসরাঈলরা সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলে, তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর অভিশাপ নাযিল করেন। তাদের হৃদয় কঠিন করে দেন। (তাদের চরিত্রই ছিলো) তারা আল্লাহর কালামসমূহকে তার নির্দিষ্ট অর্থ থেকে সরিয়ে নিয়ে বিকৃত করে দিতো, হেদায়াতের যা কিছু তাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো তার অধিকাংশ কথাই তারা ভুলে গেলো; প্রতিনিয়ত তুমি তাদের দেখতে পাবে, তাদের সামান্য একটি অংশ ছাড়া অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে, অতএব, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ আসার আগ পর্যন্ত তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও, যথা সম্ভব তুমি তাদের সংশ্রব এড়িয়ে চলো; অবশ্যই আলাহ তায়ালা কল্যাণকামী মানুষদের ভালোবাসেন।

হযরত মূসা (আ.) নিজ কওমকে জিহাদের দাওয়াত দিয়েছেন

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَ جَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

তরজমা

এবং স্মরণ কর সেই সময়কে যখন মুসা (আ.) তাঁর জাতিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত সমূহকে স্মরণ কর যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন তিনি যে তোমাদের মধ্য হতে পয়গাম্বর নির্বাচন করেছেন এবং তোমাদেরকে বাদশাহ করেছেন, আর দুনিয়াতে কাউকেও যা দান করেননি তা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন ।

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না । তাহলে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হবে ।[১৪০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

স্মরণ করো, যখন হযরত মূসা (আ.) তার জাতিকে জিহাদের প্রতি আহ্বান করার পূর্বে ভুমিকা স্বরূপ বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর যে নেয়ামত নাযিল করেছেন তা তোমরা স্মরণ করো, তিনি তোমাদের মাঝে বহু নবী প্রেরণ করেছেন, তিনি তোমাদেরকে স্বাধীনতা এবং এ জমীনের শাসনকর্তা বানিয়েছেন, এছাড়াও তিনি তোমাদের এমন সব নেয়ামত দান করেছেন যা তিনি এ সৃষ্টিকূলের আর কাউকে দান করেননি । যেমন, নীল নদে পথ বানিয়ে দেয়া, শত্রুদেরকে আকস্মিকভাবে ডুবিয়ে মারা ইত্যাদি ।

হে আমার জাতি! সেই নেয়ামতসমূহ এবং দয়ার দাবী হলো, তোমরা আমালেকা সম্প্রদায়ের মুকাবেলায় জিহাদের আদেশে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করবে না এবং ঐ বরকতময় ভূখণ্ডে জিহাদের উদ্দেশে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে লিখে রেখেছেন । অর্থাৎ প্রবেশ মাত্রই বিজয় লাভ হবে । আর এ অগ্রাভিযানে কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না; তারপরও তোমরা যদি ফিরে আসো, তাহলে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে । দুনিয়াতে বরকতময় প্রশস্ত ভূখণ্ড সিরিয়া রাজ্য থেকে বঞ্চিত হবে এবং পরকালে 'ফরয জিহাদ' ছেড়ে দেওয়ার গুনাহ হবে । (বয়ানুল কুরআন, সার সংক্ষেপ)

১৪০. সূরা মায়েদাহ্-২০,২১

জিহাদ না করার পরিণতি

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَ اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ۝

তরজমা

তখন তারা বললো, হে মুসা (আ.) সেই পবিত্র ভূমিতে একদল লোক আছে যারা অত্যন্ত সবল শক্তিশালী এবং আমরা কোন অবস্থাতেই সেখানে প্রবেশ করবো না যে পর্যন্ত না তারা সেই শহর থেকে বের হয় । তারা যদি সেই শহর থেকে বের হয়ে যায় তবে আমরা অবশ্যই সেখানে প্রবেশ করবো ।[১৪১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াতে জিহাদের জবাবে তারা বললো, হে মূসা (আ.) আমরা কিভাবে সেই জনপদে প্রবেশ করবো, সেখানে তো এক দূর্দান্ড প্রতাপশালী সম্প্রদায় রয়েছে, তারা সেখান থেকে বেরিয়ে না এলে আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করতে পারবোনা, তাদের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবোনা । তবে হ্যাঁ,তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এলে আমরা অবশ্যই প্রবেশ করবো ।

ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রকাশ করা

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَ عَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

তরজমা

ভীত লোকদের মধ্য হতে দু'জন লোক, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত নাযিল করেছেন বলল, তোমরা নগরের দ্বার পর্যন্ত তো প্রবেশ কর, অতঃপর যখন তোমরা তাতে প্রবেশ করবে, তখন নিশ্চয়ই তোমরা জয়ী হবে এবং যদি মুমিন হও, তবে আল্লাহ তা'আলার উপরই তোমাদের ভরসা করা উচিত ।[১৪২]

১৪১. সূরা মায়েদাহ্-২২
১৪২. সূরা মায়েদাহ্-২৩

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াতে জিহাদকে শক্তিশালী ও বেগবান করার লক্ষে তাদের মধ্য থেকে মাত্র দুজন লোক দাঁড়িয়ে গেলো, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করছিলো, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছিলেন। তাঁরা লোকদেরকে বললো, এতো ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রকাশ করছো কেনো? তোমরা সদর দরজা দিয়েই তাদের জনপদে প্রবেশ করো। যখনই তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে, তখনই তোমরা বিজয়ী হবে, তোমরা যদি সত্যিকার অর্থে মুমিন হও তাহলে আল্লাহর ওপরই ভরসা করো।

তুমি আর তোমার রব যাও আমরা বসে থাকবো

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾

তরজমা

তারা বলল, হে মুসা! যে পর্যন্ত নগরবাসীগণ সেখানে থাকে, আমরা কখনও তাতে প্রবেশ করবো না, অতএব, তুমি এবং তোমার পালনকর্তা উভয়ে গমন করো এবং লড়াই করো, আমরা অবশ্যই এখানে বসে থাকবো।[১৪৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

দু'জন নকীব (নেতা)-এর দাওয়াত বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করেনি। বরং তাদের অহংকার, অহমিকা, ভিরুতা ও কাপুরুষতা এতো বেশি বৃদ্ধি পেল যে, তারা বললো, হে মূসা (আ.) যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখানে বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশ করবো না। তুমি এবং তোমার প্রভু সেখানে যাও এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর আমরা এখানেই থাকবো।

ইসরাঈলীদের এই কথায় সুস্পষ্ট এটাও হাতে পারে যে, বস্তু পূজারী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে একত্ববাদীরাও নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসে শিরক প্রবিষ্ট

১৪৩. সূরা মায়েদাহ্-২৪

করেছিলো। বস্তুবাদীদের অভ্যাস ছিলো যুদ্ধের ময়দানে যাবার সময় মূর্তি, উপাস্য সঙ্গে নিয়ে যেতো। (তাফসীরে মাজেদী)

বনী ইসরাঈল জাতি অত্যন্ত চরিত্রহীন। তারা অত্যন্ত অভদ্রতার সাথে তাদের অন্তরের দৃঢ় ইচ্ছেটুকু বলে দিলো যে, আমরা জেহাদে যাবো না। তখন মূসা, (আ.) প্রচন্ড ব্যথিত হয়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট দু'আ প্রার্থনা করলেন যা সামনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আমি শুধু আমার ও আমার ভ্রাতার উপর অধিকার রাখি

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡ لَاۤ اَمۡلِكُ اِلَّا نَفۡسِیۡ وَ اَخِیۡ فَافۡرُقۡ بَیۡنَنَا وَ بَیۡنَ الۡقَوۡمِ الۡفٰسِقِیۡنَ ﴿۲۵﴾

তরজমা

মুসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি শুধু আমার ও আমার ভ্রাতার উপর অধিকার রাখি এতদ্ব্যতীত, অন্যদের উপর আমার কোন অধিকার নেই। এমন অবস্থায় যখন তারা জিহাদে অগ্রসর হয়না তুমিই আমাদের ও এই ফাসেক জাতির মধ্যে মীমাংসা করে দাও।[১৪৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত মূসা (আ.) যখন সম্প্রদায়ের ঐ অসহনীয় অবস্থা দেখলেন, তখন তিনি আলাহ্ তা'য়ালার নিকট দুআ করলেন–

হে পরওয়ারদিগার! তুমি তো জানো, আমার নিজের এবং আমার ভাই হারুন ছাড়া আর কারো ওপর আমার আধিপত্য চলে না। অতএব, আমাদের মাঝে ও এই নাফরমান লোকদের মাঝে তুমি একটা মীমাংসা করে দাও।

১৪৪. সূরা মায়েদাহ্-২৫

জিহাদ পরিত্যাগকারী সম্প্রদায়ের জন্য শাস্তির ঘোষণা

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۶﴾

তরজমা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, তবে নিশ্চয়ই ঐ পবিত্র ভূমি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের উপর হারাম করে দেয়া হলো তারা দিশেহারা হয়ে জমিনে ঘুরে বেড়াবে অতএব, নাফরমানদের জন্য আফসোস করো না ।[১৪৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত মূসা (আ.)-এর দু'আর পর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ফয়সালা নাযিল হলো– মূসা (আ.)-কে বললেন, হ্যাঁ, তাই হবে, আগামী চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে জনপদ তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো; এ সময়ে তারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে এদিকে সেদিক ঘুরে বেড়াবে; সুতরাং তুমি এই নাফরমান লোকদের ওপর কখনো দুঃখ করো না ।

আল্লাহর পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জনের মাঝেই সফলতা

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۳۵﴾

তরজমা

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো, তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য কোন প্রকার উসিলা খোঁজ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ করো, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে ।[১৪৬]

১৪৫. সূরা মায়েদাহ্-২৬
১৪৬. সূরা মায়েদাহ্-৩৫

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে ঈমানদারগণ! যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করতে চাও তবে অবশ্যই তাকওয়ার জিন্দেগী অবলম্বন কর। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী থেকে বেঁচে থাক এবং তার পছন্দনীয় জীবন গড়। আল্লাহ তা'আলার নিষেধ সমূহ থেকে বাঁচো এবং আদেশ সমূহের উপর পরিপূর্ণ আমল করো বিশেষ করে জিহাদ ফি সাবিল্লিাহর নির্দেশটি গুরুত্বের সাথে আদায় কর, তখন পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন হবে। আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জনই হল পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন আর এ সফলতাই হল জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়।

যারা ইহুদী ও নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে তারাও তাদেরই অন্তর্ভূক্ত

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۱﴾

তরজমা

হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদেরকে বন্ধু বানাবে সে নিশ্চয়ই তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না।[১৪৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য জায়েয নেই যে তোমরা আল্লাহ তা'আলার দুশমন ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে নিজেদের বন্ধু বানাবে। ইয়াহুদী ও নাসারার কুফরী ও মুসলমানদের দুশমনীর ক্ষেত্রে একে অপরের সাহায্যকারী। যারা ইয়াহুদী ও নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে তারাও তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। ইয়াহুদী ও নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী জালেম, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হিদায়েত প্রদান করেন না।

১৪৭. সূরা মায়েদাহ্-৫১

যাদের অন্তরে মুনাফিকী রয়েছে তারা দৌড়ে গিয়ে ইহুদী ও নাসারাদের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ۝

তরজমা

যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে অর্থাৎ মুনাফিক তাদেরকে দেখবে যে, তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাফিরদের দলে প্রবেশ করেছে। তারা বলে আমরা ভয় করছি কালের চক্রে আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়বে। অচিরেই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন, অথবা তার পক্ষ থেকে বিশেষ কোন হুকুম আসবে, অতঃপর তারা যা তাদের মনের নিভৃত কোণে গোপন রেখেছে, তার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।[১৪৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যাদের অন্তরে মুনাফিকী রয়েছে তারা দৌড়ে গিয়ে ইহুদী ও নাসারাদের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং দ্রুততার সাথে তাদের সাহায্য করে। এবং যুক্তি উপস্থাপন করে যে আমরা তো পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আশংকায় তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি। আল্লাহ তা'আলা যখন মুসলমানদের বিজয় দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে কিছু সফলতা প্রকাশ করবেন তখন মুনাফিকরা নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

মুসলমানদের বিজয়ে মুনাফিকদের নিফাকী প্রকাশ পেয়ে যাবে

وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

১৪৮. সূরা মায়েদাহ্-৫২

তরজমা

আর মুমিনগণ বলবে যে, এরাই নাকি আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে বড় বড় শপথ করেছিল যে, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে আছি, তাদের সমস্ত আমল ব্যর্থ হয়েছে। পরিণামে তারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।[১৪৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যখন মুসলমানদের বিজয় অর্জন হবে আর মুনাফিকদের নিফাকী প্রকাশ পেয়ে যাবে তখন মুসলমানগণ এ কথার উপর আশ্চর্য হবে যে এই ব্যক্তি তো আমাদের সামনে শপথ করে বলত সে আমাদের সাথে রয়েছে। এখন দেখছি সে মিথ্যাবাদী ও মুনাফিক প্রমাণিত হচ্ছে। মুনাফিকদের সমস্ত আমল বিনষ্ট এবং সে নিজেই ধ্বংস প্রাপ্ত।

কোন মুসলমান মুরতাদ হওয়ার দ্বারা ইসলামের কোনই ক্ষতি হবে না

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۡ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

তরজমা

হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যায়, আল্লাহ তা'আলা অচিরেই এমন জাতি উপস্থাপিত করবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন এবং তারাও আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসবে। মুসলমানদের ক্ষেত্রে তারা বিনম্র-হৃদয় এবং কাফিরদের ব্যাপারে তারা হবে অত্যন্ত কঠিন এবং কঠোর। তারা আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করবে। কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে তারা ভয় করবেনা। এটি আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করেন। আর আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত উদার এবং মহাজ্ঞানী।[১৫০]

১৪৯. সূরা মায়েদাহ্-৫৩
১৫০. সূরা মায়েদাহ্-৫৪

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কোন মুসলমান মুরতাদ হওয়ার দ্বারা ইসলামের কোনই ক্ষতি হবে না এবং ইসলামের কোন কাজ বন্ধও হবে না বরং আল্লাহ তা'আলা ঐ মুরতাদের স্থানে এমন মাহবুব বান্দাকে নিয়ে আসবেন যে আল্লাহ তা'আলাকে সত্যিকারার্থেই মুহাব্বত করবে। সে মুসলমানদের জন্য সহানুভূতিশীল এবং কাফিরদের সাথে কঠোরতাকারী হবে। সে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ কারবে এবং দীন ও জিহাদের পথে কোন প্রকার ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে ভ্রুক্ষেপ করবে না।

এ সকল লোকদের উপর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ হবে, আল্লাহ তা'আলা যাকে খুশি তার অনুগ্রহ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন।

মুসলমানদের প্রকৃত বন্ধু

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ۝

তরজমা

এবং তোমাদের বন্ধু শুধু আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল এবং সেই সমস্ত মুমিনগণ যারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা বিনয়ী।[১৫১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুসলমানদের প্রকৃত বন্ধু হল আল্লাহ তা'আলা, তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ঐ সমস্ত মুসলমান যারা নামায আদায় করে যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। অতএব, মুসলমাদনে জন্য উচিত তারা কেবল এই তিন শ্রেণীর সাথে বন্ধুত্ব করবে এবং এদেরকেই নিজের বন্ধু হিসাবে যথেষ্ট মনে করবে।

---

১৫১. সূরা মায়েদাহ্-৫৫

আল্লাহ তা'আলার দলই বিজয়ী

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾

তরজমা

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে সে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার দলভূক্ত হবে একথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলার দলই বিজয়ী ।[১৫২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুসলমান যদি উল্লেখিত নির্দেশ মত আমল করে তথা আল্লাহ তা'আলা, তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের সাথেই কেবল বন্ধুত্ব রাখে তবে তারা হিজবুল্লাহ (আল্লাহ তা'আলার জামা'আত) হয়ে যাবে । আর আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা হল আল্লাহ তা'আলার জামা'আত সর্বদা বিজয়ী হবে ।

মুসলমানদের সবচেয়ে কঠিন দুশমন ইহুদী ও মুশরিকীন

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَ لَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَ رُهْبَانًا وَّ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

তরজমা

হে রাসূল! আপনি ইহুদী এবং মুশরেকদেরকে মুসলমানদের শত্রুতার ব্যাপারে সব মানুষের চেয়ে অধিক কঠিন পাবেন । আর যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে পরিচয় দেয়, তাদেরকে আপনি মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে অধিকতর নিকটে পাবেন, এর কারণ এই যে, এদের মধ্যে রয়েছে বিদ্যোৎশাহী লোক, সংসারত্যাগী লোক এবং এজন্যে যে, তারা অহংকার করেনা ।[১৫৩]

১৫২. সূরা মায়েদাহ্-৫৬
১৫৩. সূরা মায়েদাহ্-৮২

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুসলমানদের সবচেয়ে কঠিন দুশমন ইহুদী ও মুশরিকীন। আর কাফিরদের মধ্য হতে মুসলমানদের বন্ধু হওয়া নিকটবর্তী হল ঐ সকল ঈসায়ী যারা বিদ্যোৎশাহী, সংসারত্যাগী ও বিনয়ী।

আয়াতুল জিহাদ

সূরা আনফাল

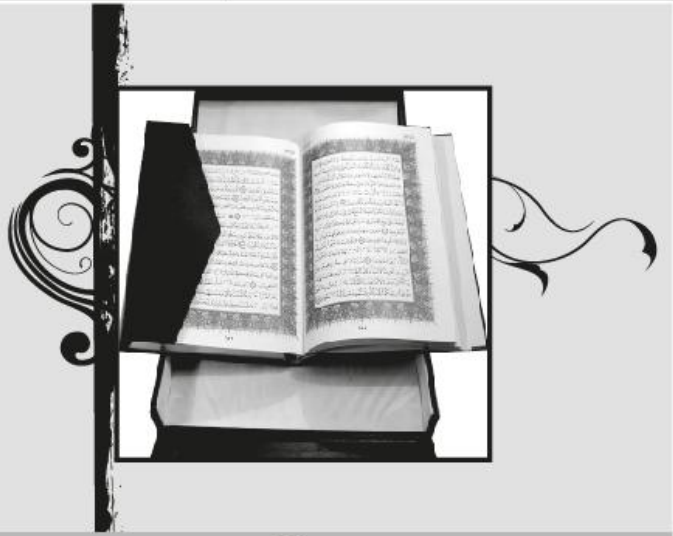

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

সূরা আনফাল

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-৭৫ জিহাদের আয়াত-৭৫

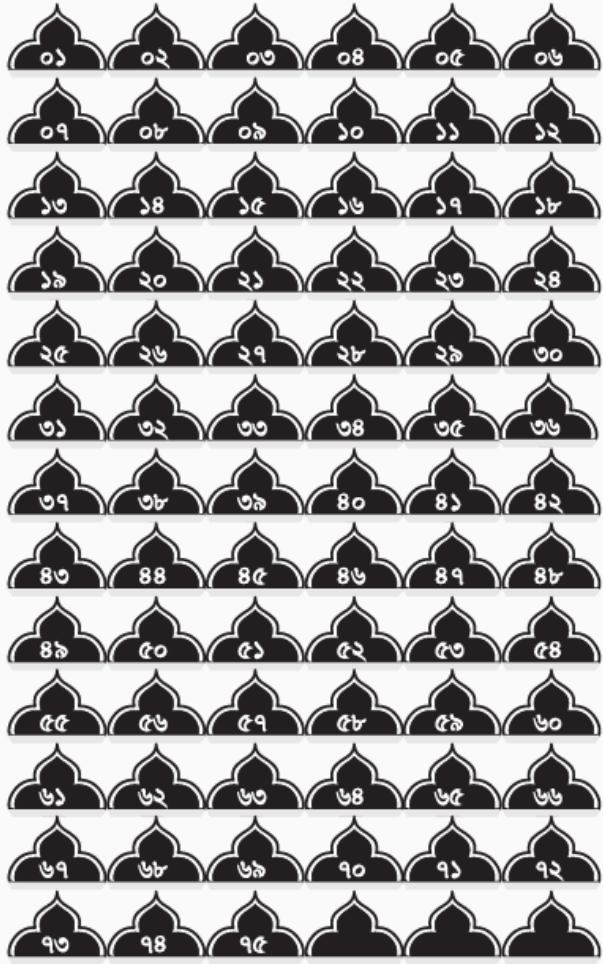

যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝١

তরজমা.

হে রাসূল! লোকেরা আপনাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আপনি বলুন, যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলেরই, অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখ এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধি-নিষেধ মেনে চল, যদি তোমরা মুমিন হও।[১৫৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মালেগনীমতে কারোই অংশ নেই, তা কেবল আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য। তোমরা এ মালের প্রতি কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করোনা বরং তাকওয়া অবলম্বন করো এবং পরস্পর সম্পর্ক সঠিক রাখ। আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানাবলীর উপর আমল কর। যার অন্তরে ঈমান রয়েছে সে এমনটিই করে থাকে।

আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সম্পদ থেকে তার রাহে ব্যয় করবে

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝٢ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٤

তরজমা.

মুমিনতো শুধু তারাই, আল্লাহ তা'আলার নামে যাদের প্রাণ কেঁপে ওঠে, যখন

১৫৪. সূরা আনফাল-১

আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা হয়, আর যখন তাঁর আয়াত সমূহ তাদের নিকট পাঠ কারা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা করে। যারা নামায সঠিকভাবে আদায় করে এবং আমার প্রদত্ত রিযিক থেকে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।[১৫৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যার মাঝে সত্যিকারের ঈমান রয়েছে তার মাঝে অবশ্যই পাঁচটি গুণ থাকবে।

১. যখন তার সামনে আল্লাহ তা'আলার নামের আলোচনা উঠবে তখন তার আযমত ও মুহাব্বতে প্রাণ কেঁপে উঠবে।
২. যখন তার সামনে কালামে পাকের তিলাওয়াত করা হবে তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে।
৩. সে সকল কাজে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা করবে।
৪. নামায কায়েম করবে।
৫. আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সম্পদ থেকে তার রাহে ব্যয় করবে।

ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহর জন্য নিজ গৃহ থেকে বের হওয়া

كَمَآ اَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيۡتِكَ بِالۡحَقِّ ۫ وَ اِنَّ فَرِيۡقًا مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ لَكٰرِهُوۡنَ ۝
يُجَادِلُوۡنَكَ فِى الۡحَـقِّ بَعۡدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوۡنَ اِلَى الۡمَوۡتِ وَهُمۡ يَنۡظُرُوۡنَ ۝

তরজমা.

হে রাসূল! যেভাবে আপনার প্রতিপালক আপনাকে ন্যায্য কর্তব্য সম্পাদনে আপনার গৃহ থেকে বের করেছিলেন অথচ মুমিনদের একদল তা পছন্দ করেনি। সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় যেন তারা মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে এবং তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে।[১৫৬]

১৫৫. সূরা আনফাল-২,৩,৪
১৫৬. সূরা আনফাল-৫,৬

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যেমনি ভাবে আপনার প্রতিপালক আপনাকে একটি হক্ব কাজ তথা ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহর জন্য নিজ গৃহ থেকে বের করে ময়দানে জিহাদ পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন, যখন মুসলমানদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক কুরাইশ বাহিনীর সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিল না। তারা একটি সত্য ও সুস্পষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছিল, যেন তারা মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছিল এবং তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছিল।

সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা সাব্যস্ত কর

وَ اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ۝ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ۝

তরজমা.

আর সে সময়কে স্মরণ কর যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করেন যে দু'দলের একদল তোমাদের আয়ত্বাধীন হবে, অথচ তোমরা চেয়েছিলে নিস্কণ্টক দলটি তোমাদের হোক। আর আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় এই যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফেরদেরকে নির্মুল করেন। কাফিররা যত অসন্তুষ্টই হোকনা কেন, তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেন।[১৫৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলার এ পুরস্কারকে স্মরণ কর যার ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন যে তোমরা বাহিনী অথবা কাফেলা উভয়ের মধ্য হতে কোন একটির উপর বিজয়ী হবে। তোমাদের ইচ্ছা ছিল যে তোমরা ব্যবসায়ী কাফেলার সম্মুখীন হবে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন যে তোমাদেরকে মুশরিক বাহিনীর মোকাবেলা করার হুকুম প্রদানের মাধ্যমে সত্যকে সকলের

---

১৫৭. সূরা আনফাল-৭,৮

সামনে দিবালকের ন্যায় সুস্পস্ট করে দিবেন এবং বাতেলকে মূল থেকে উপড়ে ফেলবেন। যাতে করে মুশরিকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের চোখের সামনে ইসলামের বিজয় অর্জিত হয় এবং কুফুর শিরক পরাভুত হয়।

এক হাজার ফিরিশতা প্রেরণ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

তরজমা.

স্মরণ কর সে সময়কে যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য লাভের জন্যে ফরিয়াদ করেছিলে। যখন তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো এক হাজার ফিরিশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আসতে থাকবে। আর আল্লাহ তা'আলা এই ব্যবস্থা শুধু এজন্যে করেছেন যেন তা হয় তোমাদের জন্যে সুসংবাদ এবং তোমাদের মন যেন নিশ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সাহায্যতো শুধু আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকেই আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।[১৫৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

বদর যুদ্ধের দিন কাফিরদের সাথে মোকাবেলার পূর্বে তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রার্থনা কে কবুল করে এক হাজার ফিরিশতাকে পর্যায়ক্রমে প্রেরণের ওয়াদা করেছেন। ফিরিশতাদেরকে তোমাদের সাহায্যে প্রেরণের বার্তা কেবলমাত্র সুসংবাদ ছিল যাতে করে তোমাদের অন্তর সুদৃঢ় হয়, অন্যথায় সাহায্যতো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে যিনি বিজয় দানকারী, সূক্ষ্মদর্শী। এটা এজন্য যে,

---

১৫৮. সূরা আনফাল-৯,১০

তোমরা কেবল মাত্র এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ফিরিশতা ও অন্যান্য বস্তুর উপর আস্থা করো না আসল বিজয় আল্লাহ তা'আলাই প্রদান করে থাকেন, আসল সাহায্য কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তিনি ইচ্ছা করলে কোন প্রকার আসবাবের মাধ্যমে সাহায্য করতে পারেন আবার কোন প্রকার আসবাব ছাড়াও সাহায্য করেত পারেন।

তন্দ্রার মাধ্যমে সাহায্য করা

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۝

তরজমা.

স্মরণ কর সে সময়কে যখন তিনি তোমাদের সান্ত্বনার জন্যে তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদেরক তন্দ্রায় আচ্চন্ন করেন তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্যে ও তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্যে এবং তোমাদের মনোবল সুদৃঢ় রাখার লক্ষে, আর তোমাদের পা অবিচলিত রাখার প্রয়োজনে তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন।[১৫৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের পূর্বে মুজাহিদদেরকে বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য করেছেন।

১. তাদের উপর প্রশান্ত করণ তন্দ্রার মাধ্যমে। ২. তার পূর্বে প্রবল বর্ষণের মাধ্যমে। এ দুটি সাহায্যের দ্বারা মুজাহিদীনে কিরামের যে ফায়দা অর্জন হয়েছে তা হল- ক. তন্দ্রার কারণে তাদের শারিরীক ও মানসিক এমন প্রশান্তি চলে এসেছে যে, সকল প্রকার ভয়-ভীতি দূরীভূত হয়ে গেছে। খ. বৃষ্টির কারণে তাদের পবিত্রতা অর্জনের সুযোগ হয়েছে, শয়তানী নাপাকী ও ওয়াসওয়াসা দূরীভূত হয়েছে এবং বালুকাময় ভূমি সুন্দরভাবে চলাচলের উপযোগী হয়ে গেছে।

৩. সাহায্যের এ অবস্থা দেখে তাদের অন্তর দৃঢ় হয়ে গেল এবং পা সম্পূর্ণরূপে জমে গেল।

১৫৯. সূরা আনফাল-১১

ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ প্রদান

اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ؕ﴿١٢﴾

তরজমা.

এবং স্মরণ কর সে সময়কে যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দান করেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। অতএব, তোমরা মুমিনদেরকে অবিচলিত রাখ, আর যারা কাফির আমি তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দিচ্ছি। অতএব, তোমরা তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত কর এবং তাদের প্রতিটি অংগ-সন্ধী কেটে দাও।[১৬০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

গাযওয়ায়ে বদরে মুজাহিদীনে কিরামের সাহায্যে ফিরিশতা প্রেরণ করলেন এবং তাদেরকে বলে দিলেন, আমি তোমাদের সাথে আছি তোমরা ঈমানদারদের অন্তরকে সুদৃঢ় রাখবে। আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব আর তোমরা যুদ্ধে শরীক হয়ে কাফেরদের গরদানে ও গীড়ায় গীড়ায় আঘাত করবে।

তারা বিরুদ্ধাচরণকারী, দুশমন ও বাগী

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ۚ وَ مَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾

তরজমা.

তা এজন্যে যে, তারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে, যে কেউ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে আল্লাহ তা'আলা তাকে কঠিন

১৬০. সূরা আনফাল-১২

শাস্তি দিয়ে থাকেন। অতএব, তোমরা তা ভোগ কর, আর নিশ্চয়ই কাফেরদের জন্যে জাহান্নামের আযাব অবধারিত রয়েছে।[১৬১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কাফিরদের এ শাস্তি এজন্য যে, তারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণকারী, দুশমন ও বাগী। আর দুনিয়াতে তো তাদের শাস্তির সামান্য স্বাধ আস্বাদন করানো হচ্ছে মাত্র, আসল শাস্তিতো তাদের জন্য আখেরাতে অপেক্ষা করছে।

মুমিনের জন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা নিষেধ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ۝١٥ وَ مَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝١٦

তরজমা.

হে মুমিনগণ, তোমরা যখন রণক্ষেত্রে কাফেরদের সম্মুখীন হও তখন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করোনা। আর যে কেউ সেদিন রণকৌশল অথবা স্ব-সৈন্যে মিলনের উদ্দেশ্য ব্যতীত তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সে আল্লাহর গযব নিয়ে ফিরে, তার ঠিকানা হলো দোযখ, আর তা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা।[১৬২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুসলমানদের জন্য জায়েয নেই যে, তারা জিহাদের ময়দান থেকে দুশমনদেরকে পিঠ দেখিয়ে পালায়ন করবে, যে মুসলমান এ জঘন্য অপরাধটি করবে সে আল্লাহ তা'আলার কঠিন ক্রোধের সম্মুখীন হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। হ্যাঁ, যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তনের লক্ষে বা পিছনে নিজ বাহিনীর সাথে মিলে শক্তি অর্জনের লক্ষে পেছনে আসা জায়েয আছে।

১৬১. সূরা আনফাল-১৩,১৪
১৬২. সূরা আনফাল-১৫,১৬

আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে হত্যা করেছেন

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَ مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۷﴾ ذٰلِكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۸﴾

তরজমা.

বস্তুতঃ তোমরা তোদেরকে হত্যা করনি; বরং আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে হত্যা করেছেন। হে রাসূল! আপনি যখন মাটি নিক্ষেপ করেছিলেন তখন তা আপনি নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহ তা'আলাই নিক্ষেপ করেছিলেন। আর তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুমিনদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। এ তো হয়ে গেল, অধিকন্তু এ কথা জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেবেন।[১৬৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

বদর যুদ্ধে যে সকল মুশরিকদের হত্যা করা হয়েছে তা মূলত আল্লাহ তা'আলাই করেছেন এবং মাটি যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশমনের দিকে নিক্ষেপ করেছেন তা সত্যিকারার্থে আল্লাহ তা'আলাই নিক্ষেপ করেছেন। এটা এজন্য হয়েছে যাতে করে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর ইহসান করতে পারেন এবং তাদেরকে বিশাল বিজয় সাফল্যের পুরস্কার দিতে পারেন। আর দ্বিতীয়ত হল এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও শক্তিকে দূর্বল করতে পারেন।

কাফিরদের সংখ্যা যত বেশিই হোক তারা পরাভূত হবে

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَ اِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ اِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَوْ كَثُرَتْ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۹﴾

১৬৩. সূরা আনফাল-১৭,১৮

তরজমা.

যদি তোমরা মীমাংসা চাও তবে তা তোমাদের নিকট এসে গেছে, আর যদি তোমরা বিরত হও তবে তা তোমাদের জন্যে ভাল। আর যদি তোমরা পুনরায় তাই কর তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দিব। মনে রেখো, তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তা তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের সাথে রয়েছেন।[১৬৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

বদর যুদ্ধে মুশরিকদের অবান্তর ও ভ্রান্তধারণা চূর্ণ হয়েছে, তারা নিজেদেরকে সত্য পথের পথিক ধারণা করে আল্লাহ তা'আলার নিকট সঠিক ফায়সালার প্রত্যাশা করত, অতএব আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে সে ফায়সালা করে দিলেন, সত্য পথের পথিককে বিজয় দান করলেন। এখন ভাল চাইলে মুশরিকদের জন্য উচিত ছিল, তারা কুফুর-শিরিক পরিহার করে ইসলাম গ্রহণ করে নিবে। তথাপিও যদি তারা ফিরে না আসে তবে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের সাহায্য করবেন, বিজয় দান করবেন। মুশরিকদের যত বিশাল বাহিনীই হোক না কেন তারা বিজয় অর্জন করতে পারবে না। কেননা এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের সাথে রয়েছেন।

জিহাদের হুকুম শোনার পর পিছ পা হওয়া যাবে না

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝

তরজমা.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ মেনে চল, আর তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা, এমন অবস্থায় যখন তোমরা তাঁর কথা শ্রবণ কর। এবং তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না যারা বলে আমরা শ্রবণ করলাম, অথচ তারা শ্রবণ করেনা।[১৬৫]

১৬৪. সূরা আনফাল-১৯

১৬৫. সূরা আনফাল-২০,২১

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঈমানদারদের জন্য আবশ্যক যে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে জিহাদের হুকুম শোনার পর তারা কোন প্রকার পিছপা না হয়ে সম্পূর্ণ রূপে বাস্তবায়ন করবে। ঐ সকল মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদীদের ন্যায় বলবে না যে, আমরা শুনে নিয়েছি অথচ তারা শোনেনি অর্থাৎ আমল করেনি।

কাফিরগণ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ۝ وَ لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَ لَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ۝

তরজমা.

আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ওই বধীর, বোবা জীব যারা কিছুই বোঝেনা। আর আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের মধ্যে ভাল কিছু দেখতেন তবে তাদেরকেও শুনিয়ে দিতেন, আর তিনি যদি তাদেরকে শুনাতেন তবুও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিত।[১৬৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এ সমস্ত লোক চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধিক জঘন্য, তারা কর্ণ দ্বারা হক কথা শ্রবণ করে না, মুখে হক কথা বলেনা এবং বিবেক ও অন্তর দ্বারা হক্বকে বুঝার চেষ্টাও করে না। তাদের মন্দ কর্মের কারণে এখন তাদের সত্য গ্রহণের যোগ্যতাই নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হক্ব শোনানোর পরও তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে পালায়ন করে, তাকে কিছুতেই গ্রহণ করতে চায়না।

---

১৬৬. সূরা আনফাল-২২,২৩

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও সবার আগে

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝٢٤

তরজমা.

হে ঈমানদারগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে তখন তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দিবে এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যে অন্তরাল হয়ে থাকেন, আর নিশ্চয় তাঁরই নিকট তোমাদের সকলকে একত্রিত হতে হবে।[১৬৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেন তাতেই মুসলমানদের হায়াত রয়েছে। যেমন জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আর জিহাদের মাঝেই মুসলমানদের সত্যিকারের যিন্দেগী। এ কারণে নির্দেশ মানার মাঝে কিছুতেই বিলম্ব করো না। এমন যেন না হয় যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যায় আর তুমি সে আমল থেকে বঞ্চিত থেকে যাও। নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন সকলকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হতে হবে। এ কারণে আখেরাতের জন্য আমলকারী নিজের পুরা আমলের বদলা লাভ করবে।

তোমরা পাপ কার্য থেকে বেঁচে থাক

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاۤصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢٥

তরজমা.

আর তোমরা সেই পাপ কার্য থেকে বেঁচে থাক যার আযাব শুধু তোমাদের

১৬৭. সূরা আনফাল-২৪

জালেমদের উপরই পতিত হবে না; এবং জেনে রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর।[১৬৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঐ সকল ফিতনা থেকে বেঁচে থাক যার আযাব ব্যাপক, যাতে নিমজ্জিত হবে গুনাহগার ও তার সাথে ঐ সকল লোক যারা গুনাহ করে না কিন্তু গুনাহের কাজ থেকে তাদেরকে প্রতিহত করে না। জেনে রাখ আল্লাহ তা'আলার আযাব অত্যন্ত কঠিন।

জিহাদ করার ক্ষেত্রে দূর্বলতা প্রকাশ করোনা

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

তরজমা.

স্মরণ কর সে সময়কে যখন তোমরা ছিলে অল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বল হিসাবে পরিগণিত হতে, এই ভয় করেত যে, লোকেরা তোমাদেরকে হঠাৎ ধরে নিয়ে যেতে পারে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে আশ্রয় দান করেন। নিজের মদদ দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম বস্তু সমূহ জীবিকা হিসাবে দান করেন যেন তোমরা তাঁর শোকরগুজার হও।[১৬৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

নিজেদের সল্পতা ও দুর্বলতার প্রতি লক্ষ করো এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুম জিহাদ করার ক্ষেত্রে দূর্বলতা প্রকাশ করো না, লক্ষ্য কর! হিজরতের পূর্বে ও হিজরতের পরেও তোমাদের সংখ্যা, তোমাদের সহায়-সম্পদ কত সল্প ছিল, দুশমন সর্বদা প্রত্যাশা করত যে তোমাদেরকে মুহূর্তের মধ্যে গ্রাস করে নিবে। তোমাদেরও সর্বদা এ সঙ্কা কাজ করছিল যে, কখন জানি দুশমন ইসলাম ও

১৬৮. সূরা আনফাল-২৫
১৬৯. সূরা আনফাল-২৬

মুসলমানদেরকে স্বমূলে উৎখাত করে দেয় কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মদীনার বুকে মজবুত অবস্থানস্থল দান করলেন, আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভাই সূলভ আত্মীয়তা স্থাপন করে দিলেন। অতঃপর বদর যুদ্ধে কাফের শক্তির মূলোৎপাটনের মাধ্যমে তোমাদের প্রকাশ্য বিজয় প্রদান করলেন। মালে গনীমত ও বন্দিদের মাধ্যমে ফিদিয়া প্রদান করলেন। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে ভিবিন্ন প্রকারের নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে যাতে করে তোমরা শুকুর গুজার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হও।

খিয়ানত ও বিশ্বাস ঘাতকতা থেকে বেঁচে থাকা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

তরজমা.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করোনা, আর নিজেদের মধ্যকার আমনত সম্পর্কেও জেনে শুনে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না।[১৭০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঈমানদারদের জন্য উচিত তারা যেন আমানতদারীকে নিজের জন্য অত্যাবশ্যকীয় করে নেয়, সকল প্রকার খিয়ানত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হিফাযত করে। তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন প্রকার খিয়ানত করবে না, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেও কোন প্রকার খিয়ানত করবে না এবং নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বের মাঝেও কোন প্রকার খিয়ানত করবে না। এবং নিজেদের মাঝে জেনে বুঝে কোন প্রকার খিয়ানতে লিপ্ত হবে না।

১৭০. সূরা আনফাল-২৭

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

তরজমা.

এবং জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষামাত্র। আর আল্লাহ তা'আলার নিকটই রয়েছে মহান পুরস্কার।[১৭১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে মুসলমানগণ! খুব ভাল করে জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা। কে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর জিহাদকে গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করে। আর কে নিজের ক্ষতি করেও জিহাদকে সর্বাগ্রে প্রধান্য দিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার নিকট এর যে প্রতিদান রয়েছে তা অনেক বড়।

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে জিহাদের পথে অন্তরায় বানাবে না

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

তরজমা.

হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদেরকে ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন এবং তোমাদের শুনাহ সমূহ দূরীভূত করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আর আল্লাহ তা'আলার দান অতি মহান।[১৭২]

১৭১. সূরা আনফাল-২৮
১৭২. সূরা আনফাল-২৯

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুসলমান যদি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, মাল ও সন্তান-সন্ততির কারণে আমানতের খিয়ানত না করে তথা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে জিহাদের পথে অন্তরায় না বানায় তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ফোরকান অর্থাৎ বিজয় দান করবেন। তাদেরকে শক্তিশালী করবেন, অত্যন্ত সম্মানজনত মর্যাদা দান করবেন। তাদের অন্তরে জ্যোতিময় নূর প্রজ্জ্বলিত করবেন। তাদের অন্যায় ও গুনাহ সমূহের উপর আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা ও রহমতের পর্দা ঢেলে দিবেন এবং তার চেয়েও আরো অধিক পরিমাণ কিছু নিজ অনুগ্রহে দান করবেন।

আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত শক্তিশালী ও উত্তম কৌশলী

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۝

তরজমা.

হে রাসূল! স্মরণ করুন সে সময়কে যখন কাফিররা আপনাকে বন্দী করার কিংবা হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং তারা ফন্দি আটছিল, আর আল্লাহ তা'আলাও কৌশল করছিলেন, আর আল্লাহ তা'আলার কৌশল অতি উত্তম।[১৭৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ফোরকান প্রদানের একটি জ্বলন্ত ও আশ্চর্য জনক ঘটনা হল- যখন মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছিল এ বিষয়ে যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বন্দি করবে, হত্যা করবে না দেশান্তর করবে। এরই মাঝে যখন সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, তাঁকে হত্যা করা হবে। মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত করছিল আর আল্লাহ তা'আলা নিজ কৌশলে তাদের ষড়যন্তকে নিঃশেষ করে দিলেন, আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত বিচক্ষণ, শক্তিশালী ও উত্তম কৌশলী।

১৭৩. সূরা আনফাল-৩০

তৎকালীন মক্কার মুশরিকরা কুরআনে পাকের অস্বীকারকারী

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

তরজমা.

এবং যখন তাদের নিকট আমার আয়াত সমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা বলে আমরা শ্রবণ করলাম, ইচ্ছা করলে আমরাও এমন কথা বলতে পারি, পূর্ববর্তী লোকদের ইতিবৃত্তি ব্যতীত এ আর কিছুই নয় ।[১৭৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মক্কার এ সকল মুশরিকরা কুরআনে পাকের অস্বীকারকারী ও বিরুদ্ধাচরণ কারী । তারা কুরআনের আয়াতকে শুনে বলত আমরাও তো ইচ্ছা করলে এমন কালাম বানাতে পারি । (নাউজু বিল্লাহ) তারা আরো বলত এ কুরআন তো আদি যুগের কিছু অপ্রয়োজনীয় কিচ্ছা-কাহিনী মাত্র ।

হে আল্লাহ! আমাদের উপর পাথর বৃষ্টি দাও

وَ اِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

তরজমা.

আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন তারা বলেছিল হে আল্লাহ! যদি তোমার তরফ থেকে এ ধর্মই সত্য হয় তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ কর, অথবা আমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দাও ।[১৭৫]

১৭৪. সূরা আনফাল-৩১

১৭৫. সূরা আনফাল-৩২

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

বদর যুদ্ধের পূর্বে মক্কার মুশরিকরা বলত, যদি ইসলাম সত্য ধর্ম হয়ে থাকে। তবে হে আল্লাহ! আমাদের উপর পাথর বৃষ্টি দিয়ে অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দাও।

তাদের প্রত্যাশিত আযাব প্রদান করা হল

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿۳۳﴾

তরজমা.

হে রাসূল! আপনি যতক্ষণ তাদের মাঝে রয়েছেন ততক্ষণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। আর আল্লাহ তা'আলা এমনও নন যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন।[১৭৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যখন মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আযাব প্রত্যাশা করছিল তখন তাদেরকে আযাব এ জন্য দেয়া হয়নি যে, সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন তখন বদর যুদ্ধে তাদের সরদারদেরকে তাদের প্রত্যাশিত আযাব প্রদান করা হল। মুশরিকদের মধ্যে বাকিদের এজন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে যাতে করে তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাওবা ও ইস্তেগফার করে নিতে পারে।

তারা তো মানুষকে মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দেয়

وَ مَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَ هُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ
اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۴﴾

---

১৭৬. সূরা আনফাল-৩৩

তরজমা.

আর তাদের এমন কি আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আযাব দিবেন না, তারা তো মানুষকে মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দেয়, অথচ তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।[১৭৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এ সকল মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার আযাবের হক্বদার এ জন্য যে, তারা লোকদেরকে মসজিদে হারামে যাওয়া থেকে বাধা প্রদান করত। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোন প্রকার হক্বই ছিলনা। তারা তো বাইতুল্লাহ শরীফের মোতাওয়াল্লি হওয়ার কোন প্রকার যোগ্যতাই রাখতো না। বাইতুল্লাহ শরীফের আসল মোতাওয়াল্লি তো হল মুত্তাকি মুসলমানগণ।

মুশরিকরা তো মসজিদে হারামের হক্বদারই নয়

وَ مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّ تَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ۝

তরজমা.

আর কাবা গৃহের নিকট তাদের নামায কি ছিল? শুধু শিশ ও করতালী দেয়া। এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু নয়। অতএব, তোমরা শাস্তি ভোগ কর তোমাদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণে।[১৭৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মক্কার মুশরিকরা তো মসজিদে হারামের হক্বদারই নয় বরং সেখানে তারা ইবাদতের নামে মসজিদে হারামের অসম্মান করত। তারা সেখানে তালি বাজাত, শিশ দিত। এখন তারা তাদের কুফরীর কারণে আযাবের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকবে।

১৭৭. সূরা আনফাল-৩৪
১৭৮. সূরা আনফাল-৩৫

কাফিররা তাদের সম্পদ খরচের দরুন আক্ষেপ করবে

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ۙ﴿۳۶﴾

তরজমা.

নিশ্চয় যারা কাফির তারা আল্লাহ তা'আলার পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখার উদ্দেশে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকে, তারা আরও ব্যয় করতে থাকবে অবশেষে তাই তাদের আক্ষেপে পরিণত হবে। অতঃপর তারা পরাজয় বরণ করবে এবং যারা কাফির তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে।[১৭৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এ সকল কাফির ও মুশরিকরা লোকদেরকে দীন ইসলাম থেকে বিরত রাখার লক্ষে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে এবং ভবিষ্যতেও করবে, অতঃপর তারা তাদের এ সম্পদ ব্যয়ের উপর আক্ষেপ করবে। মুসলমানদের হাতে তারা পরাজিত হবে এবং যারা এ কুফরীর উপর মৃত্যু বরণ করবে তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে।

পবিত্র মাল আল্লাহর জন্য আর অপবিত্র মাল শয়তানের জন্য

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۚ﴿۳۷﴾

তরজমা.

কেননা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র থেকে অপবিত্রকে পৃথক করবেন এবং অপবিত্রদের এককে অপরের উপর রাখবেন। অতঃপর স্তুপীকৃত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, তারাই হবে স্বর্বস্বান্ত।[১৮০]

১৭৯. সূরা আনফাল-৩৬

১৮০. সূরা আনফাল-৩৭

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কাফিরদের ইসলামের বিরুদ্ধে সম্পদ ব্যয় করার দরূন একটা বিষয় স্পষ্ট হলো যে, ভাল ও মন্দ তথা কাফির ও মুমিনের মাঝে পার্থক্য হয়ে গেল। পবিত্র ও অপবিত্র মালের মাঝে পার্থক্য হয়ে গেল। পবিত্র মাল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং অপবিত্র মাল শয়তানের কাজে ব্যবহৃত। অতঃপর তাদের ঐসমস্ত নাপাক মালকে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কাফিরদের জন্য কেবল ধ্বংস আর ধ্বংস।

মুসলমানদের সাহায্য এবং কাফিরদের ধ্বংস করবেন

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

তরজমা.

হে রাসূল! কাফিরদেরকে বলে দিন তারা যদি বিরত হয় তবে তাদের অতীতের গুনাহ মাফ করা হবে, কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তী লোকদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছেই।[১৮১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কাফিরদেকে বলে দেয়া হবে যে, তাওবার দরজা এখনো খোলা রয়েছে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয় এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে তবে তাদের পেছনের সমস্ত গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর এটাও বলে দেয়া হবে যে, যদি দ্বিতীয়বার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও তবে আল্লাহ তা'আলা নিজের বিধীত কানুন সাব্যস্ত করবেন। তথা তিনি নিজের লোক মুসলমানদের সাহায্য করবেন এবং দুশমনদেরকে ধ্বংস করে দিবেন।

---

১৮১. সূরা আনফাল-৩৮

কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাও

وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٣٩﴾

তরজমা.

হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার দ্বীন সম্পূর্ণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর যদি তারা বিরত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্মকান্ড নিরীক্ষণ করেছেন।[১৮২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে মুসলামানগণ! তোমরা তোমাদের দুশমন কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাক যতক্ষণ না তাদের ঐক্যবদ্ধতা ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তাদের সকল শক্তি ও শান-শওকত সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং দীন ইসলাম সমস্ত বাতেল ধর্মের উপর বিজয় অর্জন করবে। অতঃপর যখন তারা কুফরী থেকে ফিরে আসবে তখন তোমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলকে প্রত্যক্ষ করেন।

মুসলমানদের হতভাক হওয়ার কিছু নেই

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٤٠﴾

তরজমা.

আর যদি তারা না মানে তবে জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সহায়ক তিনি।[১৮৩]

১৮২. সূরা আনফাল-৩৯
১৮৩. সূরা আনফাল-৪০

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যদি ঐ সকল কাফরিরা তাদের কুফরী ও যুদ্ধ থেকে ফিরে না আসে এবং মুসলমানদের দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ না করে তবে মুসলমানদের হতভাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যকারী ও হিফাযত কারী।

মালে গনীমতের বন্টন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছা অনুযায়ী

وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِی الْقُرْبٰى وَ الْیَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِیْنِ وَ ابْنِ السَّبِیْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۴۱﴾

তরজমা.

আর জেনে রাখ, যুদ্ধে যে সম্পদ তোমরা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের, রাসূলের আত্মীয় স্বজনের, এতীম, মিসকিন এবং মুসাফিরদের জন্যে। যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান রাখ এবং সেই জিনিসের প্রতি যা আমি মীমাংসার দিন (বদরের যুদ্ধের দিন) আমার বন্দার প্রতি নাযিল করেছি যখন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।[১৮৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া থেকে সকল ফেতনা দূরীভূত করে ইসলামকে সর্বস্তরে বিজয়ী করার জন্য জিহাদের বিধান প্রদান করেছেন। এবং মুসলমানদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতার ওয়াদাও করেছেন। যখন জিহাদ অনুষ্ঠিত হয় তখন মালে গনীমতও অর্জন হয় আর সে মালে গনীমত বন্টনের দায়িত্ব শুধু আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

---

১৮৪. সূরা আনফাল-৪১

ইচ্ছা অনুযায়ী। গনীমতের মালের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হল তাকে পাঁচ ভাগ করা হবে তার চার ভাগতো মুজাহিগণের মাঝে বন্টন করা হবে আর একভাগ আল্লাহ তা'আলার জন্য ছেড়ে দেয়া হবে। গনীমতের একপঞ্চমাংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ শ্রেণীর মাঝে বন্টন করে দিবেন। ১. নিজের জন্য অর্থাৎ নিজ ও নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য সে একপঞ্চমাংশ থেকে খরচ করতে পারবেন। ২. নিজের নিকটাত্মীয় তথা বনু হাশেম ও বনু মোত্তালিবের মাঝে। ৩. এতিমদের জন্য খরচ করতে পারবেন। ৪. মুসলমানদের মধ্যে যাদের অতি প্রয়োজন। ৫. মুসাফিরদের জন্য।

হে মুসলমানগণ! যদি তোমাদের আল্লাহ তা'আলার উপর এবং তার পক্ষ থেকে কৃত সাহায্য যা ইয়াওমুল ফোরকান তথা বদরের দিন নিজ বান্দা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর করেছিলেন তার উপর যদি বিশ্বাস থাকে তবে তোমরাও মালে গনীমতকে এভাবেই বন্টন করবে। আর স্মরণ রেখ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি ক্ষমতাবান এ বিষয়ের উপরও যে তিনি বর্তমানেও বিজয় দান করতে পারেন।

আল্লাহ তা'আলা উভয় দলকে রণক্ষেত্রে সমবেত করলেন

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَ الرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ؕ وَ لَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ ۙ وَ لٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّ يَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

তরজমা.

স্মরণ কর সে সময়কে যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে আর তারা ছিল দূর-প্রান্তে। আর উষ্ট্রারোহী কাফেলা ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্ন ভূমিতে। যদি যুদ্ধের ব্যাপারে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ ঘটতো। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যা ঘটবারই ছিল আল্লাহ তা'আলা তা সুসম্পন্ন করার জন্যে উভয় দলকে রণক্ষেত্রে সমবেত করলেন, যাতে করে যে ধ্বংস হবে সে যেন সত্য সুস্পষ্ট ভাবে

প্রকাশের পর ধ্বংস হয়। আর যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশের পর জীবিত থাকে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।[১৮৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ইয়াওমুল ফোরকান বা ফয়সালাকারী দিন তথা বিশেষ সাহায্যের দিন ঐটিই ছিল যে দিন মুসলমানরা আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে হামলা করার জন্য আর মক্কার মুশরিকরা ঐ কাফেলাকে বাঁচানোর জন্য পরস্পরে সামনা সামনি হয়ে গিয়েছে। মুসলমানরা বদর ময়দানে মদীনা প্রান্তরে অবস্থান করছিলেন যা যুদ্ধের জন্য একেবারেই অনুপযোগী স্থান ছিল। আর মুশরিকরা এমন স্থানে ছিল যা যুদ্ধের জন্য পুরোপরি উপযোগী এবং ওখান থেকে পানি একেবারে নিকটবর্তী ছিল। এদিকে আবু সুফিয়ানের বাহিনী মুসলমানদের থেকে নিরাপদে সমুদ্রের তীর দিয়ে চলে গেল। উভয় বাহিনী পরস্পরে সামনা সামনী হয়ে গেল। যদি এ যুদ্ধ পূর্ব নির্ধারিত হতো তবে কখনো এ দুই বাহিনী এ অবস্থায় একত্রিত হতো না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ উভয় বাহিনীকে একত্রিত করে দিলেন যাতে করে ফয়সালাকৃত মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয়ে যায়। বদর প্রান্তরে ইসলামের সত্যতা এবং কুফরের ভ্রান্তিতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিলেন যাতে করে উভয়ের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তার পারও যে কাফির কুফরীর উপর থাকবে সে যেন বুঝে-শুনেই থাকে যে সে বাতিলের উপর রয়েছে, সুস্পষ্ট সত্য দেখার পরও সে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর যারা ঈমান গ্রহণ করেছে তারাও যেন খোলা চোখেই দেখতে থাকে যে তারা সত্য পথে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ভ্রান্তির সকল দরজা বন্ধ করার জন্যই এ পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলার সামনে কোন বস্তু ও কোন অবস্থাই গোপন নয় তিনি অত্যন্ত ভাল জানেন ও খুব ভাল শোনেন।

কাফেরদের সংখ্যা অল্প স্বপ্নে দেখা

اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا ؕ وَ لَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۴۳﴾ وَ اِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْۤ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّ يُقَلِّلُكُمْ فِيْۤ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۴۴﴾

---

১৮৫. সূরা আনফাল-৪২

তরজমা.

হে রাসূল! স্মরণ করুন সে সময়কে যখন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন কাফেরদের সংখ্যা অল্প। যদি তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন তবে হে মুমিনগণ! তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। তিনি যে মানুষের মনের কথা খুব ভালভাবেই জানেন। আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন তোমরা পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে রত ছিলে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চোখে শত্রুসৈন্যকে অল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এবং তাদের চোখে তোমাদেরকেও অল্প দেখিয়েছিলেন। যা ঘটবার ছিল তা সম্পন্ন করবার জন্য এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহ তা'আলার নিকটই প্রত্যাবর্তিত হয়।[১৮৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা অতিরিক্ত দু'টি পদ্ধতিতে মুসলমানদের সাহায্য করেছেন। একটি হল, যুদ্ধের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্ন দেখানোর মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখানো হলো যে মুশরিকদের সংখ্যা একেবারেই কম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের নিকট এ সংবাদ দিলে সাহাবায়ে কিরামের হিম্মত বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। যদি তাদের সংখ্যা অধিক দেখানো হতো তাহলে মুসলমানদের মাঝে হীনমন্যতার সৃষ্টি হতো, নিজেদের মধ্যে ইখতেলাফ তৈরী হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এ হীনমন্যতা ও ইখতেলাফ থেকে রক্ষা করলেন। আল্লাহ তা'আলাই সকলের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন, তিনি মুসলমানদের অন্তরকে মজবুত করে দিলেন।

আর দ্বিতীয়টি হল, যুদ্ধের শুরুতে উভয় দল একে অপরকে অল্প সংখ্যক দেখছিল এতেও মুসলমানদের কয়েক প্রকার সামরিক ফায়দা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের হাতে কাফিরদের পরাজয়ের যে ফায়সালা যা আগে থেকেই নির্ধারিত করে রেখেছিলেন তা বাস্তবায়ন করেছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণেই সকল কিছুর ফায়সালা তিনি যা চান তাই হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক বস্তুর বাস্তবতা তারই দিকে প্রত্যাবর্তনশীল।

১৮৬. সূরা আনফাল-৪৩,৪৪

যুদ্ধকালীন সময় অটল অবিচল থাকা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

তরজমা.

হে মুমিনগণ! যখনই কোন শত্রু সৈন্যের সঙ্গে তোমাদের সংঘর্ষ হয় তখন তোমরা অটল অবিচল থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে যেন তোমরা সফলকাম হও।[১৮৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদের ময়দানে যখন দুশমনের মোকাবেলা হবে তখন দৃঢ়তার সাথে লড়াই করতে থাক এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার যিকির করতে থাক এটাই হল নিশ্চিত সফলতা ও বিজয়ের পরীক্ষিত পন্থা।

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সা.-এর হুকুম মেনে চলা

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

তরজমা.

আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাললামের হুকুম মেনে চল এবং আত্মকলহে লিপ্ত হবেনা, নতুবা তোমরা সাহসহারা হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা সবর অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সবর অবলম্বনকারীদের সাথে রয়েছেন।।[১৮৮]

১৮৭. সূরা আনফাল-৪৫
১৮৮. সূরা আনফাল-৪৬

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদের ময়দানে সফলতা অর্জনের দুটি পদ্ধতি পিছনের আয়াতে অতিবাহিত হয়েছে। ১. সাবেত কদমী তথা মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা। ২. অধিক পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার যিকির করা। আলোচ্য আয়াতে আরো অতিরিক্ত তিনটি কাজের কথা বলা হয়েছে। ১. জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-এর সমস্ত কাজ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের সাথে করা, কোন কাজই শরীয়তের খেলাফ না করা। ২. নিজের আমীরের সাথে এবং একে অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হওয়া, নিজেরদের মধ্যে ইখতেলাফের কারণে কাপুরুষতা ও দূর্বলতার সৃষ্টি হয় এবং নিজেদের শক্তি খণ্ডিত হয়, একে অপরের প্রতি আস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আর এরূপ মতবিরোধের মধ্যদিয়ে কোন একক ব্যক্তি কিই বা করতে পারে? আর তোমাদের অনৈক্যের কারণে তোমাদের প্রতি তোমাদের দুশমনের ভয় নষ্ট হয়ে যাবে। ৩. যদি কোন প্রকার অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে ধৈর্য ধারণ কর কেননা নিঃসন্দেহে ধৈর্য ধারণকারীদের সাথে আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সাথে থাকার কারণেই তোমার পর্যন্ত তাঁর সাহায্য সহযোগিতা এসে থাকে।

জিহাদে নিয়্যতকে খাটি রাখা ও নমনীয়তা অবলম্বন করা

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّ رِئَآءَ النَّاسِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۝

তরজমা.

আর তোমরা তাদের ন্যায় হয়োনা, যারা দম্ভ ভরে লোক দেখানোর উদ্দেশে তাদের ঘর থেকে বের হয়েছিল এবং মানুষকে আল্লাহ তা'আলার পথ থেকে বারণ করতো। আর তাদের যাবতীয় কীর্তিকলাপ আল্লাহ তা'আলার আয়ত্তে রয়েছে।[১৮৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদের ময়দানে সফলতা অর্জন ও জিহাদ আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণীয়

১৮৯. সূরা আনফাল-৪৭

হওয়ার পাঁচটি আমল পূর্বের দুটি আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে এখানে ছয় নম্বর বিধানের আলোচনা করা হচ্ছে। ৬. নিয়্যতকে খাটি রাখা ও নমনীয়তা অবলম্বন করা। ধাম্ভিকতা ও বাহাদুরির ক্ষেত্রে কাফিরদের অনুকরণ করা চলবে না। যেমনটি বদর যুদ্ধে কাফিরদের পক্ষ থেকে হয়েছে। তারা অত্যন্ত ধাম্ভিকতার সাথে লোকদেরকে নিজেদের অহংকারপূর্ণ অবস্থান অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শন পূর্বক দীন ও ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে উপড়ে ফেলার এবং মুসলমানের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিঃশেষ করার দৃঢ় প্রত্যয়ে বের হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা এসকল অহংকারীদের পরিপূর্ণ শাস্তি প্রদান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলকে সম্পূর্ণরূপে নিজের ইলমের মধ্যে নিয়ে নিয়েছেন।

বদর যুদ্ধে মুশরিকদেরকে শয়তানের উৎসাহ প্রদান

وَ اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ اِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَ اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۴۸﴾

তরজমা.

আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন শয়তান তাদের চোখে তাদের কার্যাবলীকে সাজিয়ে দিয়েছিল। এবং বলেছিল, আজ কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথেই রয়েছি। এরপর যখন উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হয় তখণ শয়তান পশ্চাদপদে সরে যায় এবং বলে আমি তোমাদের সাথে নেই তোমরা যা দেখতে পাওনা আমি তা দেখি, আমি আল্লাহকে ভয় করি আর আল্লাহ তা'আলার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।[১৯০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

বদর যুদ্ধের এ ঘটনাটিও স্মরণ করার মত যখন শয়তান নিজের কুফরী, ইসলাম বিদ্বেষিতা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধী

১৯০. সূরা আনফাল-৪৮

হওয়ার কারণে মুশরিকদের অপকর্মগুলোকে সুন্দর করে দেখানো নিজের জন্য অপরি হার্য কর্তব্য মনে করছিল। এবং মুশরিকদের বলছিল আজ তোমাদের কাছে এ পরিমাণ শক্তি ও প্রস্তুতি রয়েছে যে কেউ তোমাদের পরাভুত করতে পারবে না আর আমিও তোমাদের সহযোগী হিসাবে নিয়োজিত রয়েছি। যখন যুদ্ধ শুরু হল আর সে ফিরিশতাদের দেখতে আরম্ভ করল তখন মুশরিকদেরকে এ বলে পালায়ন করতে লাগল যে, আমি তোমাদের সাথে নেই। আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাওনা। আমি তো আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি, আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত কঠিন শাস্তি প্রদানকারী।

মুনাফিকদের পক্ষ থেকে মুমিনদের নিরুৎসাহিত করণ

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

তরজমা.

এবং স্মরণ কর সে সময়কে যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা বলতে থাকে এই 'লোকদেরকে তাদের দ্বীন বিভ্রান্ত করেছে।' আর যে কেউ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত পরাক্রমশালী এবং অতীব প্রজ্ঞাময়।[১৯১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

বদর যুদ্ধে তিনশ তের জনের এ ক্ষুদ্র বাহিনীকে বিশাল বাহিনীর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হতে দেখে মদীনার মুনাফিক ও মক্কার কিছু দূর্বল ঈমানওয়ালা মুসলমান বলতে আরম্ভ করল যে, মুসলমানদেরকে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ধোকায় ফেলে দিয়েছে। তারা নিজেদের ধর্ম সত্য হওয়ার উপর আস্থা করে নিজেদেরকে এত বড় ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করেছে। তাদের এ সকল কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল ও ভরসা রাখবে সে অবশ্যই বিজয়ী হবে। কেননা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী ও মহা প্রাজ্ঞাময়।

১৯১. সূরা আনফাল-৪৯

আগুনের হাতুড়ি দ্বারা কাফিরদের মুখ ও পিঠে আঘাত করা

وَ لَوْ تَرٰۤى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ اَدْبَارَهُمْ ۚ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

তরজমা.

হে রাসূল! যদি আপনি দেখতে পেতেন সেই ভয়াবহ দৃশ্য যখন ফিরিশতাগণ কাফিরদের মুখ ও পিঠে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করতে থাকে এবং বলে, তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর। এই শাস্তি তোমরা যা সহস্তে পূর্বে প্রেরণ করেছিলে তারই পরিণাম, আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্দাদের উপর জুলুম করেন না।[১৯২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঐ দৃশ্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও কঠিন হবে যখন ফিরিশতাগণ কাফিরদের জান কবজ করবে, ফিরিশতাগণ আগুনের হাতুড়ি দ্বারা কাফিরদের মুখ ও পিঠে আঘাত করেত থাকবে এবং বলতে থাকবে এখন তো আসল আযাব শুরুই হয়নি, আযাবতো হবে যখন জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আর এসকল কিছু তোমাদের আমলেরই পরিবর্তে। আল্লাহ তা'আলা কখনো তার বান্দাদের উপর যুলুম করেন না, অন্যায় ছাড়া কাউকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করেন না।

মক্কার মুশরিকদের দৃষ্টান্ত ফিরাউন সম্প্রদায়ের ন্যয়

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

তরজমা.

ফিরাউনের পরিজন এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যয় এরা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করে; আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপাচারের জন্য

১৯২. সূরা আনফাল-৫০,৫১

তাদেরকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত শক্তিশারী, শাস্তি প্রদানে কঠোর।[১৯৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

নিজেদের কুফরী ও দীনের দুশমনীর ব্যাপারে শাস্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে মক্কার এ সকল মুশরিকদের দৃষ্টান্ত হল ফেরাউন সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্বকার কাফিরদের অবস্থার ন্যায়। তারাও আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকাম ও নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করেছে। তাদের অন্যায়ের কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করেছেন এবং কঠোর শাস্তি প্রদান করেছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা বড় শক্তিশালী ও কঠিন শাস্তি প্রদানকারী। ইসলামের দুশমন শাস্তির যোগ্য লোকদেরকে জিহাদের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয়। তারা জিহাদের ময়দানে পরাভুত হবে, যেমনভাবে ফিরাউন সম্প্রদায় পরাভুত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা কাউকে অন্যায় ছাড়া শাস্তি প্রদান করেন না

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمۡ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعۡمَةً اَنۡعَمَهَا عَلٰى قَوۡمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ۙ﴿۵۳﴾

তরজমা.

এর কারণ এই যে যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামত পরিবর্তন করেন না, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।[১৯৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলা কাউকে কোন প্রকার অন্যায় ছাড়া শাস্তি প্রদান করেন না। এবং কারো নিয়ামত আযাবের দ্বারা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে। আল্লাহ তা'আলার নিকট কারো আমল, নিয়্যত

---

১৯৩. সূরা আনফাল-৫২
১৯৪. সূরা আনফাল-৫৩

ও ইচ্ছা কোনটাই গোপন নয়। উল্লেখিত নিয়্যম অনুযায়ী মক্কার মুশরিকরা শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে যেমন ফিরাউন সম্প্রদায় শাস্তির উপযুক্ত হয়েছিল।

তাদের পাপাচারের কারণেই আমি তাদের ধ্বংস করেছি

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ اَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَ كُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۵۴﴾

তরজমা.

ফিরাউনের দল এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকদের দশার ন্যায় তারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে। তাদের পাপাচারের জন্যই আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফিরাউনের দলকে নিমজ্জিত করেছি তাদের সকলেই যে অত্যাচারী ছিল।[১৯৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ফিরাউন সম্প্রদায় এবং তার পূর্ববর্তী অবাধ্য সকল সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং এর কারণে নিজেইরাই শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে। সুতরাং তারা সকলে নিজেদেরকে স্বীয় অপরাধের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছে যেমনিভাবে ফিরাউন সম্প্রদায় নিজেদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছে। তারা সকলে নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে।

কাফিরদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۵﴾ الَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّ هُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿۵۶﴾ فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۵۷﴾

---

১৯৫. সূরা আনফাল-৫৪

তরজমা.

আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বা পেক্ষা নিকৃষ্ট জীব তারাই, যারা কাফের হয়েছে এবং ঈমান আনেনা। হে রাসূল! তাদের মধ্যে যাদের সংগে আপনি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন তারা প্রত্যেকবারই চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তারা ভয় করে না। অতএব,হে রাসূল! যদি আপনি তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পান তবে তাদেরকে এমন শিক্ষা দান করুন যে তা দেখে তাদের পরবর্তীরাও পলায়নে বাধ্য হয়, যেন তারা উচিত শিক্ষা লাভ করে।[১৯৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যে সকল লোক সর্বদার জন্য কুফরী ও বেঈমানীর উপর অবিচল রয়েছে এবং সম্পূর্ণ নির্ভয়ে কৃত অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে, এসমস্ত লোক আল্লাহ তা'আলার নিকট চতুষ্পদ জন্তুর সমতুল্য। যদি যুদ্ধের ময়দানে তারা বন্দি অবস্থায় আপনার হাতে আসে তবে তাদের জন্য এমন কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করুন যা দেখে তাদের পেছনে অবস্থানকারী অথবা পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গের ধৃষ্টতা দেখাতে সাহস না পায়। ইসলামের যত দুশমন আছে সবার বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে এবং তাদেরকে কঠিন শস্তির সম্মুখীন করা হবে।

ঘোষণা দিয়ে সন্ধিচুক্তি বাতিল করা

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ۝

তরজমা.

হে রাসূল! যদি আপনি কোন জাতির বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা করেন তবে তাদের চুক্তি তাদের প্রতি এমনভাবে ছুড়ে ফেলুন যে উভয় পক্ষ সমান হয়ে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের আদৌ পছন্দ করেন না।[১৯৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুসলমানদের পক্ষ থেকে যদি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সন্ধি চুক্তি থেকে থাকে আর এমতাবস্থায় সে সম্প্রদায় প্রকাশ্যে সন্ধি ভঙ্গের পরিবর্তে গোপনীয় ভাবে বা ওই সম্প্রদায়ের দিক থেকে এমন কোন কর্ম সম্পাদন করা হয় যার ফলে অনুমান

১৯৬. সূরা আনফাল-৫৫,৫৬,৫৭
১৯৭. সূরা আনফাল-৫৮

করা যায় যে তারা সন্ধির ব্যপারে খেয়ানত করছে তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিম আমীরের জন্য অনুমতি আছে যে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদেরকে জানিয়ে দিয়ে সন্ধি চুক্তি বাতিল করবে। সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দিবে আর জানিয়ে দেয়ার পর পরই তাদের উপর হামলা করারও অনুমতি রয়েছে। কোন প্রকার জানান দেয়া ছাড়া তাদের উপর হামলা করে দেয়া মস্তবড় খিয়ানত হবে আর আল্লাহ তা'আলা এ সকল খিয়ানতকরীদেরকে পছন্দ করেন না। যদিও এ খিয়ানত কাফেরদের সাথেই হয়ে থাকুকনা কেন।

কাফির কিছুতেই আল্লাহ তা'আলার আযাব থেকে রক্ষা পাবে না

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ۝

তরজমা.

কাফিররা যেন কখনও মনে না করে, যে তারা পলায়ন করে রক্ষা পেয়েছে নিশ্চয়ই তারা কখনও আমাকে ঠেকাতে পারবে না।[১৯৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কাফিররা কিছুতেই আল্লাহ তা'আলার আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। সাময়ীক বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধা যেন কোন প্রকার ভুল ধারনায় নিপতিত না করে।

দুশমনদের সাথে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নেয়া

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝

১৯৮. সূরা আনফাল-৫৯

তরজমা.

আর তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে যথাসাধ্য শক্তি অর্জন করবে। অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে এর দ্বারা তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ তা'আলার শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে। অন্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন। আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার পথে যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবে না।[১৯৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুসলমানদের উপর অত্যাবশ্যকীয় হলো তারা তাদের সাধ্যানুপাতে ইসলামের দুশমনদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি নিবে। সর্বদিক থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, নিজের ঘোড়া লালন-পালনের মাধ্যমে তাকে প্রস্তুত করবে। যাতে করে আল্লাহ তা'আলার দুশমন মুসলমানদের প্রকাশ্য ও গোপন দুশমনের উপর ভীতি সঞ্চারিত হয়। জিহাদ এবং জিহাদের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যা কিছুই মুসলমান ব্যয় করবে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান আখেরাতে তাকে দেয়া হবে। এ বাণিজ্য খুবই লাভজনক কল্যাণকর বাণিজ্য, এ বাণিজ্যে ক্ষতির অশংকা একেবারেই নেই।

কাফির সম্প্রদায়ের সাথে সন্ধি করার অনুমতি

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

তরজমা.

আর তারা যদি সন্ধির দিকে আকৃষ্ট হয় তবে হে রাসূল! আপনিও সন্ধির দিকে আকৃষ্ট হবেন আর আল্লাহ তা'আলার প্রতিই ভরসা করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাত।[২০০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যদি কোন কাফির সম্প্রদায় সন্ধি করার আগ্রহ প্রকাশ করে তবে তার সাথে

১৯৯. সূরা আনফাল-৬০
২০০. সূরা আনফাল-৬১

সন্ধিতে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি আছে। এ ক্ষেত্রে আপনি আল্লাহ তা'আলার উপর পরিপূর্ণ ভরসা করবেন। যদি সন্ধির অন্তরালে কোন প্রকার ধোকার সম্ভাবনা থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে তা থেকে হিফাজত করবেন। তাঁর কাছে কোন প্রকার প্রকাশ্য ও গোপনীয়তার পার্থক্য নেই তিনি অত্যন্ত ভাল শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।

কাফিরদের সন্ধির আড়ালে ধোকা মনে হলেও সন্ধি করে নেয়া

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝٦٢
وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٦٣

তরজমা.

হে রাসূল! যদি তারা আপনার সঙ্গে প্রতারণা করতে চায় তবে আল্লাহ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তো আপনাকে স্বীয় সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তি প্রদান করেছেন। আর তিনি তাদের অন্তরে সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করেও আপনি তাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[২০১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যদি এ সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণকারী কাফির সন্ধির আড়ালে আপনাকে ধোকা দিতে চায় তথাপি আপনি তাদের সাথে সন্ধি করে নিন। আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথেই রয়েছেন এবং তাঁর সাহায্যই আপনার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে অদৃশ্য সাহায্যের মাধ্যমে শক্তিশালী করেছেন এবং প্রকাশ্য ভাবে ঈমানদারদের মাধ্যমে আপনাকে শক্তিশালী করেছেন। আপনি আল্লাহ তা'আলার বিশাল সাহায্য ও শক্তির বিষয়টি এভাবে চিন্তা করতে পারেন যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের

২০১. সূরা আনফাল-৬২,৬৩

অন্তরকে একত্রিত করে দিয়েছেন। যা দুনিয়ার বিশাল বিশাল ধন-সম্পদ ব্যয় করে সম্ভব ছিল না তা আল্লাহ তা'আলা আপন কুদরতের সাহায্যে দান করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহান, তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। তিনি হিকমত ওয়ালা তাঁর কোন কাজই হিকমতের পরিপন্থী নয়। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা নিজ মহিমা ও কুদরতের দ্বারা মুমিনদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছেন ঠিক অনুরূপভাবে দুনিয়ার অবস্থাও পরিবর্তন করতে সক্ষম। আর আপনার সাথে ধোঁকাবাজী করার ইচ্ছা পোষণকারী কখনোই সফল হতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٤﴾

তরজমা.

হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট আর যে সব মুমিনগণ আপনার অনুসারী হয়, তারা যথেষ্ট।[২০২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার প্রকৃত অনুসারীদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই যথেষ্ট।

মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾

২০২. সূরা আনফাল-৬৪

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

তরজমা.

হে নবী! মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। যদি তোমাদের অটল অবিচল কুড়িজন লোক থাকে, তবে তারা শত্রুদের দু'শ লোককে পরাজিত করবে। আর যদি তোমাদের একশজন থাকে এক হাজার কাফেরকে তারা পরাভূত করতে পারবে, কেননা তারা এমন সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই। আল্লাহ তা'আলা এখন তোমাদের ভার লাঘব করে দিয়েছেন, তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে, তাই এখন যদি তোমাদের মধ্যে একশ' জন অটল অবিচল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দু'শ শত্রুকে পরাজিত করতে পারবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে এক হাজার লোক থাকে তবে তারা আল্লাহ তা'আলার হুকুমে দু'হাজার দুশমনের বিরুদ্ধে জয় লাভ করবে। যারা অবলম্বনকারী, অটল, অবিচল আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথেই আছেন।[২০৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমনদারদেরকে ক্বিতাল ফী সাবিলিল্লাহের প্রতি অধিক পরিমাণ উদ্বুদ্ধ করতেন।

২. জিহাদের ময়দানে মুসলমানরা নিজেদের থেকে দশগুণ কাফিরের সাথে বিজয় অর্জন করবে। এর মাধ্যমে এখানে সুসংবাদও দেয়া হয়েছে এবং হুকুমও প্রদান করা হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের চেয়ে দশগুণ শত্রু থাকা অবস্থায় পিছু হটা যাবে না। পরবর্তী সময়ে যদিও এই নির্দেশকে কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। শিথিলের পর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মুসলমান নিজের দ্বিগুণ শত্রুর মোকাবেলা করবে।

৩ মুসলমানদের তো জানা রয়েছে যে, জিহাদের মাঝে কি পরিমাণ প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে, কাফেরদের তো এ ধরনের কোন প্রকার জ্ঞান নেই কেননা কাফিররা তো আখেরাতের সাওয়াব থেকে পরিপূর্ণ রূপেই বঞ্চিত। যারা কেবল দুনিয়াকে নিজের জীবনের মাকসাদ বানিয়ে নেয় তারা কখনো যুদ্ধের ময়দানে হিম্মতের সাথে মোকাবেলা করতে পারে না। মুসলমান যদি জিহাদের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণের গুণটিকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করতে পারে তবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকে নিজেদের সাথে পাবে সর্বাবস্থায়।

২০৩. সূরা আনফাল-৬৫,৬৬

আল্লাহ তা'আলা আখেরাতের কল্যাণ চান

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَ اللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٧﴾

তরজমা.

দেশে ব্যাপকভাবে দুশমনকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর পক্ষে শোভনীয় নয়। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর আর আল্লাহ তা'আলা চান আখেরাতের কল্যাণ এবং আল্লাহ তা'আলা মহান পরাক্রমশালী মহান প্রজ্ঞাময়।[২০৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

বদর যুদ্ধে যত বেশী সম্ভব মুশরিকদের হত্যা করা উচিত ছিল, বন্দীদেরকে ফিদইয়া নিয়ে ছেড়ে দেয়া কিছুতেই উচিত হয়নি। প্রত্যেক বন্দী মুশরিকদের হত্যা করার দ্বারা সাওয়াব অর্জন হতো আর মুমিনদের জন্য ফিদ্ইয়া নেয়ার দ্বারা দুনিয়ার সামান্য সম্পদের চেয়ে আখেরাতের অধিক সাওয়াবের প্রতি মনোনিবেশ প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা'আলা বিজয়ী প্রজ্ঞাবান তিনি ফিদ্ইয়া ছাড়াও কাফিরদের উপর বিজয় প্রদানের মাধ্যমে তোমাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।

ফিদ্ইয়ার মালও গনীমতের ন্যায় হালাল ও পবিত্র

لَوْ لَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَاۤ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٩﴾

তরজমা.

আল্লাহ তা'আলার একটি সিদ্ধান্ত যদি পূর্বে লিখিত না থাকত, তবে তোমরা যা গ্রহণ করেছো তার জন্যে তোমাদের উপর ভয়ঙ্কর শাস্তি আপতিত হতো।

২০৪. সূরা আনফাল-৬৭

অতএব, যুদ্ধলব্ধ যে হালাল ও উত্তম সম্পদ তোমরা পেয়েছো তা ভোগ কর। আর আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।[২০৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এ ফিদ্ইয়া নেয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর এক বিরাট আযাব চলে আসত যদি পূর্ব থেকে ক্ষমার একটি বিষয় নির্ধারিত না থাকত। এবারে যা কিছু তোমরা ফিদ্ইয়া বাবদ গ্রহণ করেছ তা তোমাদের উপর হালাল ও পবিত্র ভবিষ্যতে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ত্রুটিসমূহ ক্ষমাকারী এবং অধিক মেহেরবান তোমাদের জন্য ফিদইয়া ও গনীমতের মালকে হালাল ও পবিত্র করে দিয়েছেন।

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি বিষয় পূর্ব নির্ধারিত না হতো তবে ফিদিয়া নেয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমরা এক বিশাল আযাবের সম্মুখীন হতে।

বন্দীদের মধ্যহতে যারা সরলমনে ঈমান আনবে

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَ اِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

তরজমা.

হে নবী! আপনার করায়ত্ত যুদ্ধ বন্দীদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন তবে তোমাদের নিকট থেকে যা কিছু লওয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম বস্তু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব

২০৫. সূরা আনফাল-৬৮,৬৯

দয়াবান। আর যদি তারা হে রাসূল! আপনার সাথে ধোকাবাজী করতে চায় তবে ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলার সাথেও তারা ধোকাবাজী করেছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের উপর শক্তিশালী করেছেন আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।[২০৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এ বন্দীদের মধ্য হতে যারা স্বেচ্ছায় ও সরল মনে ঈমান আনয়ন করেছে তারা তাদের ফিদইয়া প্রদানে কোন প্রকার আক্ষেপ করবে না কারণ তাদের সে মালের চেয়ে অধিক মূল্যবান মাল ও আখেরাতের ক্ষমা প্রদান করা হয়েছে। আর এ মুক্তি পাওয়া বন্দীদের মধ্য থেকে যদি কেউ পুনরায় খিয়ানত করে তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তবে তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত খারাপ পরিণতি।

মুহাজির ও আনসার পরস্পর একে অপরের বন্ধু

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَ اِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۷۲﴾ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿۷۳﴾ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿۷۴﴾ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۷۵﴾

তরজমা.

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য

২০৬. সূরা আনফাল-৭০,৭১

করেছে, তারা একে অন্যের বন্ধু এবং যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত হে রাসূল! তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব আপনার নেই। আর যদি তারা হে মুমিনগণ! তোমাদের সাহায্য কামনা করে তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, তবে সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, যাদের এবং তোমাদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছেন। আর যারা কাফির তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, যদি তোমরা তা না কর তবে দেশে ফেৎনা-ফাসাদ এবং মহাবিপর্যয় দেখা দিবে। আর যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করেছে, এবং যারা আশ্রয় দান ও সাহায্য করেছে তারাই খাঁটি মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। যারা পরে ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এবং তোমাদের সঙ্গে থেকে জিহাদ করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভূক্ত, আর আত্মীয় স্বজনগণ পরস্পরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার হুকুম মোতাবেক অপেক্ষাকৃত অধিক হক রাখে, আল্লাহ তা'আলা সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।[২০৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

মুহাজির ও আনসার পরস্পর একে অপরের বন্ধু, দোস্ত, হিতাকাঙ্খী এবং সম্পদের ওয়ারিস অর্থাৎ তারা এমনই একটি সম্মিলিত জামা'আত যাদের একজনের বন্ধু সকলের বন্ধু আর একজনে দুশমন সকলের দুশমন। মুহাজির হল তারা যারা ঈমান এনেছে অতঃপর হিজরত করেছে এবং নিজের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করেছে। আর আনসার হল তারা যারা ঈমান এনেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে হিজরতকারী মুসলমানদের পরিপূর্ণ সাহায্য করেছে। অতএব, ঈসলামের সম্পর্ক সমস্ত সম্পর্কের চেয়ে অধিক মজবুত ও শক্তিশালী। এই সম্পর্কের ভিত্তি হল, ঈমান, হিজরত, নুসরত ও জিহাদ।

দুই.

ঐসমস্ত লোক যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু হিজরত করেনি মুসলমানদের জামা'আত তাদের সাথে সন্ধী, যুদ্ধ ও ওয়ারিস বন্টনের ক্ষেত্রে শামিল নয়। হ্যাঁ, যদি দীনের কোন প্রয়োজনে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমান জামা'আতের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তবে মুসলমান জামা'তের উপর অপরিহার্য তাদেরকে সাহায্য করা, তবে শর্ত হল ঐ সাহায্যটা এমন কোন কাফিরের মোকাবেলায় হতে পারবে না যাদের সাথে পূর্ব থেকেই মুসলমান জামা'আতের চুক্তিবদ্ধতা রয়েছে।

---

২০৭. সূরা আনফাল-৭২,৭৩,৭৪,৭৫

কাফিরদের সাথে সে চুক্তির সময় শেষ না হলে অথবা কাফিরদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গ না করলে সেখানে মুসলিম জামা'আতের পক্ষ থেকে মুসলমানদের সাহায্যে যাওয়া জায়েয হবে না।

তিন.

কাফির একে অপরের বন্ধু ও সাহায্যকারী, তারা সর্বদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক ও অভিন্ন। নিজেদের মধ্যকার সমস্ত মতানৈক্য ভুলে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একে অপরের সাহায্য করে। এজন্য মুসলমানদের জন্য কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই যে, তারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও কোন প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়বে। আত্মীয়তার কারণে তাদের থেকে কোন প্রকার উত্তরাধিকারী সম্পদ গ্রহণ করবে না। মুসলমানদের জন্য সর্বসময়ে লক্ষণীয় যে, তারা কাফিরদের সঙ্গে সর্বদাই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থেকে দূরে থাকবে, আর যদি পূর্বেকার কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকেও থাকে তবে তার উত্তরাধিকার প্রত্যাখ্যান করবে।

চার.

যদি মুসলমান পূর্বে উল্লেখিত মূলনীতির উপর দৃঢ়তার সাথে আমল না করে তবে দুনিয়ার বুকে ফিতনা-ফাসাদ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করবে। অর্থাৎ যদি মুসলমান ইসলামের ভিত্তিতে একে অপরের সাথে সম্পর্ক না গড়ে, ঈমান, হিজরত, নুসরাত ও জিহাদের ভিত্তিতে নিজেদের একটি পৃথক জামা'আত প্রতিষ্ঠা না করে এবং অসহায় মুসলামানদের সাহায্যে ছুটে না যায় এবং কাফিরদের সাথে বন্ধুসূলভ সম্পর্ক ছিন্ন না করে তবে জমিনে অত্যন্ত ভয়াবহ ফিতনা ফাসাদ ছড়িয়ে যাবে। মুসলমানগণ কাফিরদের মোকাবেলায় যতক্ষণ পর্যন্ত না এক শরীরের ন্যায় হয়ে কাজ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফিররাই বিজয়ী হতে থাকবে আর দুনিয়াতে ফিতনা ব্যাপক প্রসারিত হতে থাকবে।

পাঁচ.

সত্যিকার মুসলমান তারাই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং ঐসমস্ত লোক মুসলমান যারা মুহাজিরদেরকে আশ্রয় প্রদান করেছে, সাহায্য করেছে। আনসার ও মুহাজিররাই হল সত্যিকারের মুসলমান তাদের জন্যই ক্ষমা ও দুনিয়া আখেরাতে সম্মানজনক জিন্দেগীর ওয়াদা রয়েছে। ইসলামে কোন খাস নিসবত, বিশেষ বংশ ও গোত্রীয় মর্যাদাকে ভিন্নভাবে গুরুত্ব প্রদান করে না। ইসলামের সম্মান শুধু ঈমান, হিজরত, নুসরাত ও জিহাদের উপর। এটাই সত্যিকার ঈমানদার ও মুসলমাদের মর্যাদার মানদণ্ড, এ ভিত্তিতেই মুসলমানদের জামা'আত তৈরী হবে।

ছয়.

যারা পরবর্তীতে ঈমান এনেছে এবং হিজরত করে মুসলমানদের জামা'আতের সাথে শামিল হয়ে জিহাদও করেছে তারাও সত্যিকারের মুসলমানদের সাথে শরীক

হবে। কিন্তু বাকী থাকবে মিরাসের ব্যাপারে। যার সম্পর্ক হিজরত ও নুসরাতর সাথে থাকেনি, রিশতা ও আত্মীয়তার সাথে চলে গেছে। আল্লাহ তা'আলার হুকুম অনুযায়ী উত্তরাধিকারী সম্পদ আত্মীয়তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে বিধায় তা আর পূর্বকার আনসার মুহাজিরদের ন্যয় হবে না। এসকল কিছুই আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা, যিনি সমস্ত বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল জ্ঞান রাখেন।

আয়াতুল জিহাদ

সূরা তাওবাহ

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

সূরা তাওবাহ

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-১২৯

জিহাদের আয়াত-১২৯

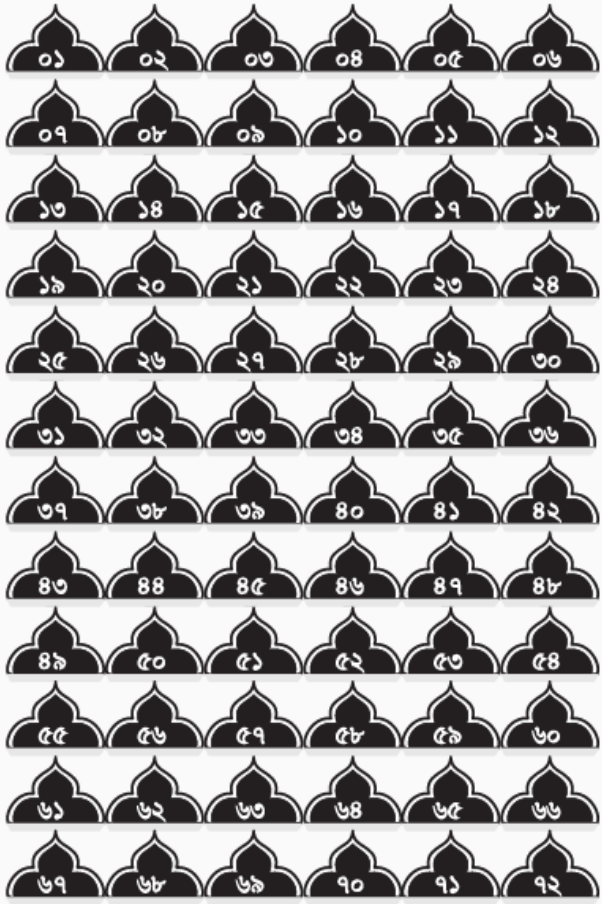

সূরা তাওবাহ

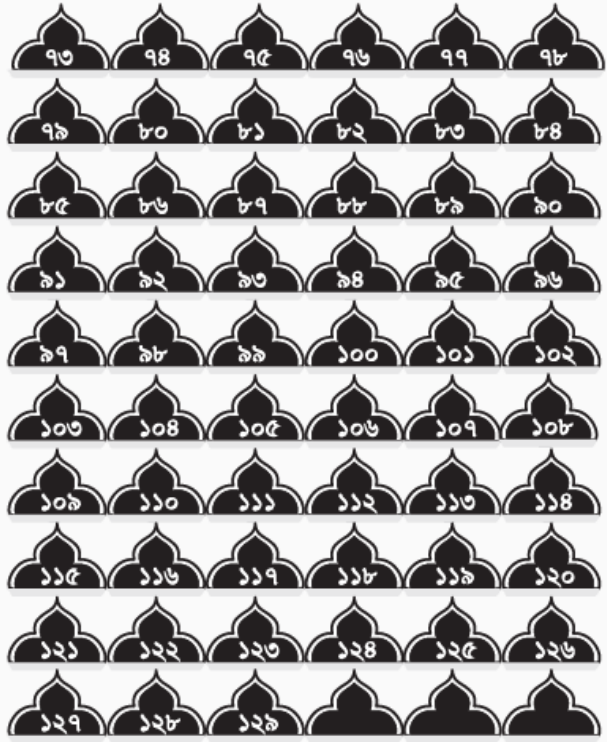
৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮
৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪
৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০
৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬
৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০ ১০১ ১০২
১০৩ ১০৪ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০৮
১০৯ ১১০ ১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪
১১৫ ১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯ ১২০
১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫ ১২৬
১২৭ ১২৮ ১২৯

মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হল

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١ فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكٰفِرِيْنَ ۝٢

তরজমা.

যেসব মুশরিকদের সাথে তোমাদের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল তাদেরকে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূলের তরফ থেকে সুস্পষ্ট জবাব-যে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো।

এর পর তোমরা দেশে চার মাস কাল পরিভ্রমণ কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ তাআলাকে হীনবল করতে পারবে না। আল্লাহ অবশ্যই কাফিরদেরকে অপদস্ত করবেন।[২০৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যে সকল মুশরিকদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রকার সময় সীমা ছাড়া সন্ধি করেছিলেন তাদের সকলের সাথে সন্ধির সময় সীমা সমাপ্ত করা হল। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হল। ইসলামের মারকাজকে কুফর ও শিরক মুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে।

ঐ সকল মুশরিকদেরকে চার মাসের সুযোগ প্রদান করা হল, এই চার মাসে তাদের চলা-ফিরার মাঝে পূর্ণ স্বধীনতা রয়েছে। এই চার মাসের পর হয় তাদেরকে কুফর শিরককে পরিহার করতে হবে অথবা এ অঞ্চল ছেড়ে যেতে হবে। তথাপি যদি কোন কাফির নিজের কুফরির উপর অটল-অবিচল থাকতে চায় আবার এলাকাও না ছাড়ে তবে তাদের সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা করা হচ্ছে। এ সকল মুশরিকদের ভাল করে জেনে রাখা উচিত যে, তারা কস্মিনকালেও আল্লাহ তা'আলার মোকাবেলা করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অপদস্থ করবেন।

২০৮. সূরা তাওবাহ-১,২

মুশরিকদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন সম্পর্ক নেই

وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَ رَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ

তরজমা.

বড় হজ্জের দিনে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এই ঘোষণা যে, মুশরিকদের সঙ্গে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের কোন সম্পর্ক নেই। যদি তোমরা তাওবা কর তবে তা তোমাদের জন্য ভাল। আর যদি তোমরা না মান, তবে জেনে রাখ যে, তোমরা কখনও আল্লাহ পাককে হীনবল করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে নিদারুন শাস্তির সংবাদ দাও।[২০৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হজ্বকে হজ্জে আকবর এজন্য হলা হয়েছে যে, উমরা হল হজ্জে আসগার, আর 'ইয়াওমুল হাজ্জীল আকবার' দ্বারা দশই জিলহজ্জার দিন অথবা নয় তারিখ আরাফার দিন উদ্দেশ্য।

আলোচ্য আয়াতের ঘোষণার দ্বারা সম্ভবত ঐ সকল গোত্র উদ্দেশ্য যাদের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য সন্ধি করা হয়েছে অতঃপর তারা নিজেরাই সে সন্ধির চুক্তি লংঘন করেছে। যেমন বনু বকর অথবা কুরাইশ ইত্যাদি। এসকল সম্প্রদায়ের সাথেও আর সন্ধি বলবৎ রইল না। সকল মুশরিক যদি তাওবা করে তাদের কুফর ও শিরক থেকে ফিরে আসে তবে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন স্বর্ণোজ্জল হয়ে যাবে অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার যে ইচ্ছা পুরা জাযিরাতুল আরব কুফর শিরিক মুক্ত হবে তাই বাস্তবায়িত হবে। কোন প্রকার শক্তি ও কৌশলই আল্লাহ তা'আলার শক্তিকে পরাভুত করতে পারবে না এবং কাফিরদেরকে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে।

মুশরিকদের অঙ্গীকার ভঙ্গ যদিও ফাতহে মক্কা ৮ম হিজরীর পূর্বে হয়েছিল যার জবাব স্বরূপ ফাতহে মক্কা সংঘঠিত হয়েছে। আর নবম হিজরী হজ্জের সময় এই আম এলান করা হচ্ছে যা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, পূর্বে যাদের সাথে যে ধরণেরই সন্ধি থাকনা কেন সকল সন্ধি প্রত্যাহার করা হচ্ছে।

২০৯. সূরা তাওবাহ-৩

মুশরিকদের মধ্যে যাদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝৪

তরজমা.

তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছ এবং পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন প্রকার কসুর করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কারো সাহায্যও করেনি তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক পরহেজগার লোকদেরকে পছন্দ করেন।।[২১০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুশরিকদের ঐ সম্প্রদায় যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধি হয়েছে এবং তারা সন্ধি লংঘন করেনি, এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন বাহিনীকে সাহায্যও করেনি তবে তাদের সাথে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সন্ধি বলবৎ থাকবে। কেননা অঙ্গীকার পূর্ণ করা, সন্ধি সমাপ্ত করা তাকওয়ার অন্তর্ভূক্ত আর আল্লাহ তা'আলা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন।

সর্বত্র তাদের জন্যে ওঁৎ পেতে থাক

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ خُذُوْهُمْ وَ احْصُرُوْهُمْ وَ اقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝৫

তরজমা.

অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হবে তখন মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর তাদেরকে বন্দী কর এবং অবরোধ কর এবং সর্বত্র

২১০. সূরা তাওবাহ-৪

তাদের জন্যে ওঁৎ পেথে থাক, এরপর যদি তারা তাওবা করে এবং নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। ।[২১১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হবে তখন মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর তাদেরকে বন্দী কর এবং অবরোধ কর এবং সর্বত্র তাদের জন্যে ওঁৎ পেতে থাক, আর যদি তারা তাওবা করে এবং নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে তবে তাদের সাথে কোন প্রকার যুদ্ধ করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতি মেহেরবান।

মুশরিকদের মধ্যে যদি কেউ আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

তরজমা.

(হে রাসুল !) মুশরিকদের মধ্যে যদি কেউ আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে আপনি তাকে আশ্রয় দিন যেন সে আল্লাহ পাকের বাণী শ্রবণ করে। এরপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিন। আর (এ সুযোগ এজন্যে যে) এরা এমন লোক যাদের কোন জ্ঞানবুদ্ধি নেই।[২১২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

সুযোগ প্রদান কৃত মাস অতিবাহিত হওয়ার পর, মুশরিকদের হত্যা করার নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়ে যাবে সে সময়ও যদি কোন মুশরিক ইসলামের সত্যতা বুঝার জন্য আপনার নিকট নিরাপত্তা প্রত্যাশা করে যাতে করে নির্বিঘ্নে কুরআন

২১১. সূরা তাওবাহ-৫
২১২. সূরা তাওবাহ-৬

তিলাওয়াত ও ইসলামের হক্কানিয়াতের দলীল সমূহ শ্রবণ করতে পারে তবে আপনি তাদের আশ্রয় প্রদান করুন। অতঃপর তারা ভাল করে আল্লাহ তা'আলার কালাম শুনার পর ও ইসলামের হক্কানিয়াত বুঝার পর তাদেরকে কোন নিরাপদ স্থানে ছেড়ে দিবে যাতে করে কোন ধরনের চাপ ও প্রভাব ছাড়াই নিজে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। আশ্রয় দেয়ার এ সুযোগ এজন্য যে তারা দীন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা রাখে না, এখন যাতে অতিরিক্ত এ সুযোগে ভাল করে জেনে নিতে পারে।

মুশরিকদের চুক্তি কি করে বলবৎ থাকবে?

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِنْدَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

তরজমা.

আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কি করে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে মসজিদুল হারামের নিকট তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছো তারা যতক্ষণ তোমাদের চুক্তিতে ঠিক থাকবে, তোমরাও তাদের চুক্তিতে ঠিক থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক পরহেজগার লোকদেরকে পছন্দ করেন ।[২১৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুশরিকীনদের জন্য আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা কিভাবে হতে পারে? তারা তো আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অমান্য করে এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক সাব্যস্থ করে। তারা বার বার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং মুসলমানদের সঙ্গে চরম দুশমনী রাখে। এসকল লোকদের নিরাপত্তা প্রদান করা কতটুকু যুক্তি যুক্ত হবে? তবে হ্যাঁ তাদের মধ্য হতে যাদের সাথে মুসলমান হারাম শরীফে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের অঙ্গীকারের

২১৩. সূরা তাওবাহ-৭

উপর অবিচল থাকবে তোমরাও থাকবে। নিঃসন্দেহে অঙ্গীকার রক্ষা করা ও চুক্তি পুরা করা তাকওয়ার অন্তর্ভূক্ত একটি কাজ এবং আল্লাহ তা'আলা তাকওয়া অবলম্বনকারী লোকদের পছন্দ করেন।

তারা শুধু মুখের কথায় তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়

كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ تَأْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

তরজমা.

কেমন করে তাদের সন্ধি টিকে থাকবে? অথচ তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয় তবে তারা তোমাদের আত্নীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না। তারা শুধু মুখের কথায় তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়, কিন্তু তাদের মন তা মানে না, তাদের অধিকাংশ লোকই বিশ্বাসঘাতক।[২১৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঐ সকল মুশরিকদের সন্ধি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের নিকট কি করে গ্রহণীয় হবে? এবং এ সকল মুশরিকদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্বই বা কি করে হবে? যাদের অবস্থা হল এই যে, যদি তারা সামান্য সুযোগ পায় বা তোমাদের উপর তাদের শক্তি সামান্য বৃদ্ধি পায় তখন তারা তোমাদের প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি করে না, তাদের কৃত ওয়াদা ও সন্ধির প্রতি কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ করে না। তারা সন্ধি করার সময় অন্তরে সন্ধি পুরা করার ইচ্ছা রাখে না বরং একান্ত অপারগ হয়ে জিহাদের ভয়ে সন্ধি করে, অন্তর থেকে নয়। তারা তো শুধু মুখে মুখে কিছু মিষ্টি ভাষার দ্বারা তোমাদের খুশি রাখতে চায় তাদের অন্তরে তোমাদের দুশমনী পরিপূর্ণ। তাদের মধ্য হতে অধিকাংশই হল ফাসেক তথা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী।

২১৪. সূরা তাওবাহ-৮

মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

তরজমা.

তারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে বিক্রয় করে ও মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে, তারা যা কিছু করছে তা অত্যন্ত জঘন্য ।[২১৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এ সকল মুশরিকরা কোন প্রকার সত্য ও সুনির্দিষ্ট আকীদা বা দীনের উপর নেই । বরং শুধু ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার সামান্য সাওদা ও মিছে মুহাব্বতের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আছে । তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিন্ন করা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরিহার্য এ জন্য যে, তারা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ও হুকুম সমূহকে অমান্য করে । ক্ষণিকের এ উপভোগের প্রতি স্থায়ীত্বের চিন্তা তাদেরকে ঈমান গ্রহণ থেকে দূরে রেখেছে কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়ার চাকচিক্যকে সামনে রাখবে সে কস্মিনকালেও আল্লাহ তা'আলা রাস্তায় চলতে পারবে না । এ সকল লোক নিজেও ঈমান গ্রহণ করে না এবং অন্যদেরকে ঈমান গ্রহণ করতে দেয় না । যে কাজে তারা লিপ্ত রয়েছে তা অত্যন্ত জঘন্য ।

ওরা গোটা মুসলিম জাতির দুশমন

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝

তরজমা.

কোন মুমিনের ব্যাপারে তারা আত্মীয়তা এবং অঙ্গীকারের পরোয়া করে না, বস্তুতঃ তারাই হল সীমা লংঘনকারী ।[২১৬]

২১৫. সূরা তাওবাহ-৯
২১৬. সূরা তাওবাহ-১০

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

তারা শুধু তোমাদেরই নয় বরং গোটা মুসলিম জাতির দুশমন। অর্থাৎ তারা শুধু চুক্তিবদ্ধ মুসলমানদের সাথেই গাদ্দারী করবে না বরং তাদের অবস্থা তো হল এমন যে, তারা কোন মুসলমানের সাথে নৈকট্যতা বা অঙ্গিকারাবদ্ধতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না, তাদের দুশমনী মুসলমান নামের সাথেই রয়েছে। যে কোন মুসলমানই তাদের সামনে থাকুক সুযোগ পেলেই তার ক্ষতি করার জন্য বহু দিনের গভীরতর সম্পর্ক, ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক সকল অঙ্গীকার ছিন্ন করে দিবে। এ ক্ষেত্রে তাদের জুলুম ও বাড়া বাড়ীটা সীমাতিক্রম করে গেছে।

তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই

فَاِنۡ تَابُوۡا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخۡوَانُكُمۡ فِى الدِّيۡنِ ؕ وَ نُفَصِّلُ الۡاٰيٰتِ لِقَوۡمٍ يَّعۡلَمُوۡنَ ۝

তরজমা.

অতঃপর তারা যদি তাওবা করে নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই, আর জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নির্দেশ সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি।[২১৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ক্বিতাল ফী সাবিলিল্লাহ-এর উদ্দেশ্য হল দীনের সুউচ্চ মর্যাদা এবং জমিনের উপর অবস্থানকারী মানুষের সংশোধন। এ কারণে মুশরিক ও কাফিরদের অঙ্গীকার ভঙ্গ ও অন্য সকল গুনাহ করা সত্ত্বেও তাওবার দরজা উম্মুক্ত রয়েছে। অতএব, এখনো যদি কোন কাফির তাওবা করে ইসলামের আহকামাত তথা নামায, রোযা ও যাকাত ইত্যাদি আদায় করতে থাকে তবে সে শুধু সাময়িক নিরাপদই নয় বরং মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল এবং তার সকল

২১৭. সূরা তাওবাহ-১১

প্রাপ্যসমূহ সে পেয়ে যাবে যা অন্যএকজন মুসলমান লাভ করে। যে সকল অন্যায়-অনাচার ও অঙ্গীকার ভঙ্গ পূর্বে করেছে সকল কিছু ক্ষমা করে দেয়া হবে। জ্ঞানীদের উচিত আল্লাহ তা'আলার এ সকল বিধি-বিধানের প্রতি খুব ভাল করে চিন্তা-ফিকির করে তার উপর আমল করা।

তবে কাফের প্রধানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর

وَإِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ⑫

তরজমা.

আর যদি অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পরও তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কলংক আরোপ করে তবে কাফের প্রধানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর তাদের প্রতিজ্ঞা যে কিছুই নয়।[২১৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যদি এ সকল লোক নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, যেভাবে বনু বকর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বনু খাজা'আর উপর হামলা করেছে এবং কুরাইশ এ হামলায় সাহায্য করেছে, তারা কুফরী থেকে ফিরে তো আসেইনি বরং দীন ইসলাম সম্পর্কে অপবাদ রটিয়েছে এবং অশালীন ও কটূক্তি মূলক বাক্য উচ্চারণ করেছে জেনে রাখ তারাই হল 'আইম্মাতুল কুফর' তথা কাফিরদের দলপতি বা সরদার। কারণ তাদের মনগড়া দর্শনে ও মন্দ কথা শ্রবনে বহু স্বল্প জ্ঞানী ও নির্বোধ লোকেরা তাদের পদাংক অনুসরণ করতে থাকে। এসকল অপকর্মকারীদের সাথে অধিক পরিমাণ যুদ্ধ কর কেননা তাদের কোন কথা, কোন কসম ও কোন ওয়াদার উপর আস্থা করা যায় না তবে হতে পারে তোমাদের হাতে কিছু শাস্তি পাওয়ার দ্বারা তারা নিজেদের অপকর্ম ও মিথ্যা অহংকার থেকে ফিরে আসবে এমনকি এও হতে পারে যে তারা কুফর শিরক পরিহার করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিবে।

২১৮. সূরা তাওবাহ-১২

তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না?

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ
اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑬

তরজমা.

তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না? যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, রাসূলকে বহিস্কারের সংকল্প করেছে, তারাই সর্ব প্রথম তোমাদের সাথে শত্রুতার সূত্রপাত করেছে, তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? অথচ আল্লাহ পাককেই তোমাদের সর্বাপেক্ষা ভয় করা উচিত যদি তোমরা মুমিন হও ।[২১৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে মুসলমানগণ! তোমরা কি ঐ সমস্ত লোকদের সাথে ক্বিতাল করবে না যারা নিজেদের কৃত শপথ ভঙ্গ করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা করেছে এবং নিজেদের পক্ষ থেকেই সর্বপ্রথম যুদ্ধের সূচনা করেছে অর্থাৎ বনু খুজামার বিরুদ্ধে যারা তোমাদের হিতাকাঙ্খী ছিল তাদের বিরুদ্ধে বনু বকরকে সাহায্য করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় করে জিহাদ করো না? অথচ আল্লাহ তা'আলাই এর অধিক হক্বদার। তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে তার নির্দেশ মান্য করবে এবং কখনো জিহাদ পরিত্যাগ করবে না যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। তোমরা ঈমানের দাবী পূর্ণ করো এবং ক্বিতালের হুকুম বাস্তবায়ন করো।

আল্লাহ পাক তোমাদের হাতেই তাদেরকে শাস্তি দেবেন

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ
مُّؤْمِنِيْنَ ⑭ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑮

২১৯. সূরা তাওবাহ-১৩

তরজমা.

তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর আল্লাহ পাক তোমাদের হাতেই তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং অপমানিত করবেন। তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং মুমিনদের হৃদয়কে প্রশান্ত করবেন।

আর তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন, আর আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন। আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন, তিনি সুক্ষ্ম জ্ঞানী।[২২০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যদি তোমরা মুসলমান হয়ে থাক তবে আল্লাহ তা'আলার হুকুম মান্য কর, আল্লাহ তা'আলা ক্বিতালের হুকুম দিচ্ছেন অতএব, তোমরা কাফিরদের সাথে ক্বিতাল করতে থাক। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ জিহাদের হুকুম দেয়ার মাঝে বহু হিকমত ও অসংখ্য ফায়দা রয়েছে যার মধ্য হতে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করছি।

১. আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বেঈমান কাফিরদেরকে তোমাদের হাতে শাস্তি দিবেন। পূর্বযুগে অবাধ্য ও নাফরমান সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতা ও অন্যান্য বস্তুর মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করতেন কিন্তু বর্তমানে মুজাহিদগণকে এ সম্মান প্রদান করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ প্রদত্ত এ দায়ীত্ব নিজ হস্তে আদায় করবেন।

২. আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। কাফিরদের লাঞ্ছিত হওয়া দ্বারা তাদের কুফরও লাঞ্ছিত হবে। কুফর ও শিরকের দাম্ভিকতা ধ্বংস হবে। এ কুফর শিরকের ক্ষমতা ও দাম্ভিকতাই মুসলমানদেরকে ফেতনায় নিপতিত করে। কিন্তু যখন সে নিজেই বন্দী গোলাম ও অপদস্থতার শিকার হয়ে ফিরবে তখন কুফর শিরকের আওয়ায একেবারেই দুর্বল হয়ে যাবে এবং ইসলামের প্রচার প্রসার ব্যাপক হতে থাকবে।

৩. আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে কাফিরের উপর বিজয় দান করবেন। এ বিজয় আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের মাধ্যমে হবে, মুসলমান যখন আল্লাহ তা'আলার এ সাহায্য প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের ঈমান সুদৃঢ় হবে। আর যখন মুসলমান বিজয়ী হবে তখন ইসলাম তথা আল্লাহ তা'আলার বিধান জমিনে প্রতিষ্ঠিত হবে এর মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টি কূলের নিকট জিহাদের উপকারিতা পৌছে যাবে। কেননা ইসলামের বিজয় ও তার কানুন প্রতিষ্ঠা হওয়ার দ্বারা সকলেই সম ভাবে উপকৃত হতে পারে।

২২০. সূরা তাওবাহ-১৪,১৫

৪. আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের অন্তরকে প্রশান্ত করবেন। মুসলমানের অন্তর সর্বদা আল্লাহ তা'আলার দীনের উচ্চতা ও ইসলামের বিজয়ের জন্য অস্থির হয়ে থাকে। কুফর ও শিরকের অগ্রযাত্রা, তার অনুসারীদের শক্তি, ক্ষমতা ও বিজয় দেখে মুমিনের অন্তর পেরেশানীতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। জিহাদের বরকতে যখন ইসলাম বিজয়ী আর কুফর পরাজিত হবে তখন ঈমানদারদের অন্তর প্রশান্ত ও শীতল হবে। এ ছাড়াও জিহাদ নানাবিধ অন্তর রোগের শিফা হয়ে থাকে। যেমন দুনিয়ার মুহাব্বত, ভীরু-কাপুরুষতা, ওহান এবং রাগের অপব্যবহার ইত্যাদি।

৫. আল্লাহ তা'আলা মুমিনের অন্তর থেকে চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে দেন। অর্থাৎ মুমিনদের আফসোসকে আনন্দের দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। কাফির মুশরিক দুনিয়াব্যাপী মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার করেছে তার কারণে এক বিশেষ ধরনের ক্ষোভ জমা হয়ে থাকে। অসহায়ত্বের সময় কাফির যে অত্যাচার শারীরিক ভাবে ও মৌখিকভাবে করে এর ফলে মুমিনের অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে থাকে। যখন জিহাদের মাধ্যমে বিজয় অর্জন হবে তখন তাদের এ সকল ক্ষত-বিক্ষত অবস্থা, সকল প্রকার চিন্তা-পেরেশানী ও আফসোস দূর হয়ে যাবে।

৬. আল্লাহ তা'আলা জিহাদের বরকতে যাকে ইচ্ছা তাওবার নিয়ামত প্রদান করবেন। কাফির নিজেদের পরাজয় ও অপদস্থতা দেখে চিন্তা-ফিকির করে এবং মুসলমানদের উপর আল্লাহ তা'আলার সাহায্য দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের মধ্য হতে অনেকেরই তাওবার তাওফীক নসীব হবে। আর স্বয়ং মুসলমানদেরও জিহাদের কারণে তাওবা নসীব হবে ও গুনাহ মাফ হবে।

আল্লাহ তা'আলাই মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী, তিনিই জানেন কোন কাজে বান্দার ফায়দা ও কোন কাজে বান্দার ক্ষতি। এবং তিনি প্রত্যেক অবস্থা বুঝে সূক্ষ্ম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বাহ্যিক ভাবে সমস্ত যুদ্ধ-জিহাদের মাঝেই ক্ষতি দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু মহাজ্ঞানী ও সূক্ষদর্শী আল্লাহ তা'আলা এ জিহাদের নির্দেশে বিভিন্ন প্রকার ফায়দা বর্ণনা করেছেন। ঈমানদারদের আল্লাহ তা'আলার উপরই নির্ভর করা উচিত।

তোমরা কি মনে কর আল্লাহ তোমাদের এমনি এমনি ছেড়ে দেবেন?

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تُتۡرَكُوۡا وَلَمَّا يَعۡلَمِ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ جٰهَدُوۡا مِنۡكُمۡ وَلَمۡ يَتَّخِذُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوۡلِهٖ وَلَا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَلِيۡجَةً ؕ وَاللّٰهُ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۶﴾

তরজমা.

তোমরা কি মনে কর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেবেন? অথচ তিনি এ পর্যন্ত এ কথা প্রকাশ করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ? এবং কে আল্লাহ পাক, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনি? আর আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।[২২১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদ ফরয করার একটি বিশেষ হিকমত এটাও যে, মুখে মুখে ঈমান ও ইবাদতের দবীদার অসংখ্য কিন্তু বাস্তবিক অর্থে পরীক্ষা গ্রহণ করার দ্বারা খরকুটো বেরিয়ে আসে। জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দেখতে চান যে, কি পরিমাণ মুসলমান নিজের জান ও মালকে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় কুরবান করতে প্রস্তুত এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমান ব্যতীত কাউকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে চাই সে তার যত নিকটস্থই হোক না কেন। এটাই হলো মুমিনের ঈমান যাচাই করার মানদণ্ড। বাহ্যত জিহাদ ব্যতীত শুধু মুখে স্বীকার করার দ্বারা কস্মিন কালেও সফলতা আসবে না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত কাজেরই খবর রাখেন অতএব, যে জিহাদের ক্ষেত্রে কৌশল বা অলসতা অবলম্বন করে সে নিশ্চয় এর কুফল প্রাপ্ত হবে।

মসজিদ আবাদ করা মুশরিকদের কাজ নয়

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾

তরজমা.

আল্লাহ পাকের মসজিদ আবাদ করা মুশরিকদের কাজ নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে, তারাই সে সব লোক যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে, আর তারা চিরদিন দোযখে থাকবে।[২২২]

২২১. সূরা তাওবাহ-১৬
২২২. সূরা তাওবাহ-১৭

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মক্কার মুশরিকদের মসজিদে হারামের খিদমত আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনই মূল্য পাবে না যতক্ষণ না তারা শিরকী কর্মকান্ড থেকে ফিরে না আসবে। তারা মসজিদে হারামের দায়িত্বে বা খিদমতে রয়েছে বলে তাদের এ সুযোগ কিছুতেই দেয়া যাবে না যে, তারা সেখানে বসে শিরকী আকীদা ও আমল বাস্তবায়ন করবে বরং সেগুলোকে প্রতিহত করতে হবে। শুধু তাই নয় মুশরিক যত ভাল কাজই করুক না কেন তাদের কোন ভাল কাজের মূল্য আল্লাহ তা'আলার নিকট নেই তারা সর্বদাই জাহান্নামে অবস্থান করবে। এজন্য তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রকাশ্য ঘোষণা করতে হবে। এবং প্রকাশ্যভাবে এ ঘোষণাও করে দিতে হবে যে, আগামী বছর থেকে কোন মুশরিক হজ্জ করতে আসতে পারবে না। মসজিদে হারামের খিদমতের কারণে মক্কার মুশরিকদেরকে কোন অবস্থাতেই ছাড় দেয়া যাবে না। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং তাদের নাপাক দখল থেকে মসজিদে হারামকে অতি দ্রুত পবিত্র করতে হবে।

মসজিদ কেবল মুমিনরাই আবাদ করবে

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ لَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝١٨

তরজমা.

আল্লাহর মসজিদ তো শুধু সেই ব্যক্তিই আবাদ করে, যে ঈমান আনে আল্লাহ পাকের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি; এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না, তাদের সম্পর্কেই আশা করা যায় যে তারা হবে হিদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত।[২২৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মসজিদকে আবাদ রাখা ঐসমস্ত লোকদের কাজ যারা আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, নামায

২২৩. সূরা তাওবাহ-১৮

আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং ইসলামের ফরয সমূহকে যথাযথভাবে আদায় করে। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে ও মসজিদের হিফাযত ও পবিত্রতা রক্ষার লক্ষে জিহাদের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুত থাকে এমন মুমিন যাদের অন্তর, যবান, হাত, পা, ধন-সম্পদ তথা সমস্ত কিছু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও আনুগত্যের জন্য ব্যবহৃত হয়।

মসজিদে হারামের খিদমত ও আবাদের মিথ্য দাবীদার মুশরিক সে যতই নিকটাত্মীয় হোক না কেন তাকে সেখান থেকে বের করতে হবে কেননা মসজিদে তাদের অবস্থান করার দ্বারা মসজিদ আবাদ নয় বরং ধ্বংস ও অপবিত্র হয়।

আল্লাহ তা'আলা জালেম সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ جٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

তরজমা.

যারা হাজীদেরকে পানি সরবরাহ করে এবং মসজিদে হারামের দেখাশোনা করে তোমরা কি তাদেরকে তার সমতূল্য মনে করেছো? যে আল্লাহ পাকের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করে আল্লাহ পাকের নিকট তারা সমান নয়, আর আল্লাহ পাক জালেম সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না।[২২৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হাজীদের পানি সরবরাহকারী ও মসজিদে হারাম নির্মাণ ও খিদমতকারী আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ লোকদের সমান নয় যারা ঈমানের সাথে আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করে। যে ব্যক্তি ঈমান আনেনি সে কস্মিন কালেও ঈমানদার মুজাহিদের সমকক্ষ হতে পারে না। চাই সে কাবা শরীফের যত খিদমতই করুক না কেন অথবা হজীদের যত সম্মানই করুক না কেন।

২২৪. সূরা তাওবাহ-১৯

ঈমানদারগণের মধ্যেও মুজাহিদ মুমিন অতি উত্তম ঐ ব্যক্তির চেয়ে যে হাজীদের পানি পান করায় এবং মসজিদের হারামের খিদমত ও নির্মাণ করে। অর্থাৎ জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি প্রিয় আমল। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টি জালেমদেরকে বুঝার তাওফিক দেন না।

আল্লাহ পাকের দরবারে রয়েছে তাদের উচ্চ মর্যাদা

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَّ جَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

তরজমা.

যারা ঈমান এনেছে হিজরত করেছে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে, আল্লাহ পাকের দরবারে রয়েছে তাদের উচ্চ মর্যাদা, আর (জীবন সাধনায়) তারাই সফলকাম।

তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সু-সংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় রহমত, সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের, যেখানে রয়েছে তাদের জন্যে চিরকালীন সুখ শান্তি।

তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।[২২৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার রাহে নিজের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করেছে সে আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে এবং পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করে নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ সকল লোকদেরকে নিজের পক্ষ থেকে সুসংবাদ প্রদান করেন অগণিত রহমত, সীমাহীন সন্তুষ্টি এবং এমন জান্নাতের যাতে রয়েছে সার্বক্ষণিক অফুরন্ত নিয়ামত, তারা সর্বদা জান্নাতে অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে তাদের জন্য মহা প্রতিদান।

২২৫. সূরা তাওবাহ-২০,২১,২২

কাফির নিকটাত্মীয় হলেও তাকে বন্ধু বানিও না

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾

তরজমা.

হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা এবং ভ্রাতা যদি ঈমানের চেয়ে কুফরীকে অধিক ভালবাসে তবে তোমরা তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা, তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করে তারা জালেম ।[২২৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঈমানদারদের জন্য উচিত তারা কখনো আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত ও হুকুমের সামনে নিকটাত্মীয়দেরকে প্রধান্য দিবে না । যদি নিকটাত্মীয় কেউ কুফরীতে নিমগ্ন থাকে তবে তাকে বন্ধু বানাবে না । যে ব্যক্তি নিকটাত্মীয়ের মুহাব্বতে পড়ে হিজরত ও জিহাদ থেকে বিরত থাকল সে জালেম হিসেবে গণ্য হবে ।

আল্লাহ্ পাক পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٤﴾

তরজমা.

(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাক, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের আত্নীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার মন্দা

২২৬. সূরা তাওবাহ-২৩

পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাড়ী-ঘর যা তোমরা অত্যন্ত পছন্দ কর তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্ পাকের বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ পাক পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না।[২২৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ এ জন্য অমান্য করো এবং হিজরত ও জিহাদ থেকে এজন্য বিরত থাক যে এর দ্বারা তুমি তোমাদের পরিবার-পরিজন, বংশধর থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে, ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে, আরামদায়ক বাসস্থান ছেড়ে কষ্টকর জীবন যাপন করতে হবে। তবে তুমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসা ঐ আযাবের জন্য অপেক্ষা করতে থাক যা দুনিয়াভোগী ও আরাম অন্বেষীদের জন্য রয়েছে।

যারা মুশরিকদের সাথে সম্পর্কের কারণে বা দুনিয়াবী আরাম ও আয়েশীর কারণে আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করতে না পারে তাদের কস্মিন কালেও সত্যিকারের সফলতার পথ মিলবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যখন তোমরা বলদের লেজ ধরে কৃষি ক্ষেত-খামার ও সংসারের উপর সন্তুষ্ট হয়ে জিহাদকে পরিহার করে বসবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এমন আযাব প্রদান করবেন যা থেকে কখনো বের হতে পারবে না যতক্ষণ না দীন তথা পূনরায় জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর দিকে ফিরে না আসবে।

সংখ্যা গরিষ্ঠতায় উৎফুল্ল হওয়া চলবে না

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾

২২৭. সূরা তাওবাহ-২৪

তরজমা.

নিশ্চয় আল্লাহ পাক অনেক ক্ষেত্রেই তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং হুনাইনের যুদ্ধের দিনেও, যখন তোমরা তোমাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতায় উৎফুল্ল হয়েছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।

অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর রাসূল মুমিনদের উপর শান্তি নাযিল করেন এবং এমন সেনাবাহিনী অবতরণ করেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফেরদেরকে শাস্তি দেন, আর এটিই কাফেরদের কর্মফল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে তাওবার সৌভাগ্য দান করবেন আর আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল অতীব দয়াময়।[২২৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদরে ময়দানে বিজয় আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে অর্জন হয় অতএব, হে মুসলমান! তোমরা সল্পতার ওজর দেখিয়ে জিহাদ পরিত্যাগ করো না। আর যখন তোমাদের সংখ্যা অধিক হবে তার উপর অহংকার ও গর্ভও করো না। লক্ষ্য করো আল্লাহ তা'আলা কত জিহাদে নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে বিজয় দান করেছেন। যেমন, গাযওয়ায়ে বদর, গাযওয়ায়ে বনু কুরাইযা, গাযওয়ায়ে বনু নাজির, গাযওয়ায়ে হুদায়বিয়া, গাযওয়ায়ে খায়বার ও ফাতেহ মক্কা।

এগুলোর মোকাবেলায় আল্লাহ তা'আলা হুনাইনের ময়দানেও আশ্চর্য ঘটনার পর নিজ অনুগ্রহেই বিজয় দান করেছেন। ঘটনা হল তোমারা নিজেদের সংখ্যাধিক্যের উপর অহংকার করছিলে অথচ সে সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজেই আসেনি কাফির তীরন্দাজদের হামলা তোমাদের এমন ভাবে পেরেশান করে দিয়েছে যে প্রশস্ত জমিন তোমাদের জন্য সংকীর্ণতায় রূপ নিয়েছে। এবং তোমাদের অধিকাংশ সংখ্যক ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে সাহায্য ও বিজয়ের বার্তা সম্বলিত বিশেষ সাকীনা অবতীর্ণ করলেন এবং সকল মুসলমানদের অন্তরে আমভাবে সাকীনা অবতীর্ণ করলেন এবং সাহায্যের জন্য এমন ফিরিশতা নাযিল করলেন যাদেরকে সাধারণত নাযিল করা হয়না। পরিলক্ষিত হয় না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তলোয়ারের দ্বারা কাফিরদের শাস্তি দিলেন, পরাজিত করলেন, অপদস্থ করলেন, বন্দি করলেন ও

২২৮. সূরা তাওবাহ-২৫,২৬,২৭

মৃত্যু দিলেন। কাফিরদের মধ্য থেকে আবার আল্লাহ তা'আলা যাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন তাদেরকে তাওবা করার সুযোগ প্রদান করলেন, তাদের অনেকেই সে অনুগ্রহে মুসলমান হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি কাফিরদেরও তাওবা কবুল করে ক্ষমা করে দেন এবং তিনি অধিক রহমওয়ালা স্বীয় বান্দাদের পরাজয়কে বিজয় দ্বারা পরিবর্তন করে দেন।

যারা মুশরিক তারা নাপাক

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

তরজমা.

হে ঈমানদারগণ! যারা মুশরিক তারা নাপাক, অতএব, এ বছরের পর যেন তারা মসজিদুল হারামের কাছেও না আসে, আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর তবে জেনে রাখ আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে অচিরেই তাঁর দয়ায় তোমাদেরকে ধনী করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন, তিনি প্রজ্ঞাময়।[২২৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

সকল শিরকী শক্তি খর্ব করে মহান আল্লাহ তা'আলা জাযিরাতুল আরবের মারকায মক্কাতুল মুকারামাকে মুসলমানদের হাতে বিজয় করে দিলেন এবং আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে আরম্ভ করল তখন নবম হিজরীতে ঘোষণা করে দেয়া হল যে, আগামীতে কোন মুশরিক মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারবে না এমনকি তার নিকটবর্তী হুদুদে হারামেও প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা তাদের অন্তর কুফর শিরক দ্বারা এতই নোংরা ও নাপাক হয়ে আছে এ নিয়ে তাদের পুতঃপবিত্র স্থান ঈমান ও তাওহীদের মারকাজে প্রবেশ করার কোন যোগ্যতাই নেই।

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাযিরাতুল আরব থেকে মুশরিক, ইহুদী ও

২২৯. সূরা তাওবাহ-২৮

নাসারাদেরকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখেরী ওসিয়্যত ও নির্দেশ অনুযায়ী হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর যমানায় তা সম্পূর্ণ রূপে বাস্তবায়ন এবং সরকারী সাধারণ ঘোষণা জারি হয়ে গেল যে, জাযিরাতুল আরবে মুসলমানদের আশ্রয়েও কারো থাকার সুযোগ নেই। এবং সর্বদা জাযিরাতুল আরবকে মুশরিক ও কুফর মুক্ত রাখা মুসলমানদের অত্যাবশ্যকীয় ও ফরজ।

হারামের সুবিশাল এলাকায় মুশরিকদের আসা-যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে মুসলমানদের অন্তরে এ শংকা হতে লাগল যে, আমরা হয়তো ব্যবসায়ী ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাব কারণ মুশরিকরা যে সমস্ত ব্যবসায়ী লেন-দেন করত তাতো আর হবে না। এ ব্যাপারে সান্ত্বনা দিয়েই বলা হয়েছে যে, ব্যবসায়ী উন্নতি ও অগ্রগতি প্রদান করা তো কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছা করলে কোন সংকটই হবে না। বাস্তবে তাই হয়েছে অল্প দিনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন রাষ্ট্রের অসংখ্য মানুষকে মুসলমান করে দিয়েছেন সেখান থেকে আরবে ব্যবসায়ী সকল পণ্য আসতে শুরু করলো। আরবেও বরকতময় বৃষ্টি হয়ে যমিনে উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। বিভিন্ন স্থানে বিজয়, তাতে গনীমতের মাল অর্জন ও আহলে কিতাবদের থেকে জিযিয়া আদায় মোটকথা সর্বদিক থেকে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সচ্ছলতার পথকে প্রশস্ত করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বিষয়ের উপর জ্ঞান রাখেন এবং তার কোন প্রকার নির্দেশ হিকমত থেকে খালি নয়।

ইহুদী ও নাসারাদের সাথে যুদ্ধ কর

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

তরজমা.

যারা আহলে কিতাব তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তারা তা

হারাম জানে না এবং সত্য দ্বীনের অনুসরণ করে না তারা যে পর্যন্ত অপমানিত অবস্থায় জিযিয়া আদায় না করে সে পর্যন্ত তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর ।[২৩০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হল তোমরা আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও নাসারাদের সাথে যুদ্ধ কর তাদের সাথে সর্বদা যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না তারা মুসলমানদের বিজয় মেনে নিয়ে নিজেদেরকে আত্মসমর্পনের মাধ্যমে জিযিয়া প্রদান করে । ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুকুম এ কারণে দেয়া হচ্ছে ।

১. আল্লাহ তা'আলার উপর যেরূপ ঈমান আনার কথা ছিলো তারা তা করেনি এ কারণে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে । তাদের সাথে যুদ্ধ করার প্রধান যৌক্তিক কারণ হলো তাদের কুফরী ।
২. তারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না বিধায় তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে ।
৩. তারা ঐসমস্ত বস্তুকে হারাম মনে করে না যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম করেছেন ।
৪. তারা সত্যদীন গ্রহণ করে না ।

এ চারটি কারণে তাদের সাথে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না তারা তাদের সকল শক্তি, হুকুমত ও শান-শাওকাত জলাঞ্জলি দিয়ে ইসলামের বিজয়, নিয়ম-নীতি মাথা পেতে মেনে নিবে এবং মুসলিম রাষ্ট্রের প্রজা হিসাবে জিযিয়া প্রদান করবে । অতএব বুঝা গেল যে, উপরোক্ত চারটি কাজের কারণে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যেতে পারে । আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, সমস্ত কাফির সম্পূর্ণ রূপে পরাভুত না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে । আহলে কিতাবদেরকে সাধারণ কাফিরদের থেকে আলাদা মনে করা হয়, তারা নিজেদেরকে আম্বিয়ায়ে কিরামের দিকে নিসবত করে এবং আসমানী কিতাবের সাথে সম্পৃক্ত মনে করে এতদ সত্ত্বেও কেবলমাত্র চারটি ত্রুটির কারণে তাদের সাথে জিহাদ করার নির্দেশ তাহলে সাধারণ কাফিরদের বিরুদ্ধে তো এ হুকুম কোন প্রকার সংশয় ছাড়াই বলবৎ থাকে ।

ইহুদী-নাসারাদের সঙ্গে জিহাদের আরেকটি কারণ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ِابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ

২৩০. সূরা তাওবাহ-২৯

بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۭ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝

তরজমা.

আর ইহুদীরা উযায়েরকে আল্লাহর পুত্র এবং খৃষ্টানরা মাসীহকে আল্লাহর পুত্র বলে। এসব তাদের মুখের কথা। তারা পূর্ববর্তী কাফিরদেরই অনুকরণ করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করুন, তারা কিভাবে সত্য বিমুখ হয়।[২৩১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ইহুদীদের সাথে জিহাদের একটি কারণ এটাও যে তাদের কিছু সংখ্যক ইহুদী বলে উযায়ের (আ.) আল্লাহ তা'আলা পুত্র। আর অধিকাংশ খৃষ্টান বলে হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার পুত্র। এগুলো তাদের অবান্তর দাবী ও মুখ আউড়ানো বুলিমাত্র মূলত তাদের আচরণ পূর্বকার মুশরিকদের কথার মতই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অপদস্থ করবেন।

ইহুদী-নাসারাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আরেকটি কারণ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

তরজমা.

তারা আল্লাহ পাককে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও সংসার ত্যাগী সাধুদেরকে খোদা মনে করেছে এবং মরিয়ম পুত্র মাসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল তারা যেন শুধু একমাত্র মাবুদেরই বন্দেগী করে, তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র।[২৩২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ইহুদী ও নাসারাদের সাথে জিহাদ করার কারণ সমূহের মধ্যহতে একটি

২৩১. সূরা তাওবাহ-৩০
২৩২. সূরা তাওবাহ-৩১

কারণ এটিও যে, তারা বিশ্বাসগত শিরকের পাশা-পাশি আমলগত শিরকও করে থাকে তারা নিজেদের পন্ডিত রাহেবদের এবং ঈসা ইবনে মারয়ামকে নিজেদের রব বানিয়ে বসেছে। তারা নিজেদের পন্ডিতদেরকে হালাল-হারামের ফয়সালা দানকারী বানিয়ে নিয়েছে এবং তাদের আনুগত্য এভাবে করে থাকে যেমনটি আল্লাহ তা'আলার করা উচিত। অতএব, এটাও তাওহীদের পরিপন্থী ও শিরকের অন্তর্ভূক্ত। আর হযরত ঈসা (আ.)কে তো আল্লাহ তা'আলার পুত্র ও নিজ স্বত্তার অংশ সাব্যস্থ করে নিয়েছে অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেবলমাত্র ঐ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার জন্য যিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কোন মা'বুদ নেই। তিনি সকল প্রকার শিরক থেকে পবিত্র।

মুখের ফুৎকারে আল্লাহ পাকের নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

তরজমা.

তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ পাকের নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, আল্লাহ পাক কিন্তু তাঁর নূর অবশ্যই পূর্ণ করবেন কাফেরদের তা যত অপছন্দনীয়ই হোকনা কেন।[২৩৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ইহুদী ও নাসারাদের সাথে জিহাদ করার কারণ সমূহের মধ্য হতে একটি কারণ এটিও যে, তারা দীন ইসলামের কঠিন দুশমন তারা এ দীনকে ধ্বংস করতে চায়। ইসলাম যে আল্লাহ মনোনীত একমাত্র দীন তারা এটাকে অস্বীকার করার মাধ্যমে, এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও কুৎসা রটানোর মাধ্যমে এর প্রজ্জ্বলিত নূরকে নিমেশেই নিভিয়ে দিতে চায়। আর অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা এই দীনকে কাফিরদের অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও কিয়ামত পর্যন্ত বাকী রাখবেন।

২৩৩. সূরা তাওবাহ-৩২

ভ্রান্ত ধর্মের উপর সত্য ধর্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়া

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ؕ وَ لَوۡ کَرِهَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ ﴿۳۳﴾

তরজমা.

তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়েত এবং সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন সকল ধর্মের উপর সত্য ধর্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে, আর তাতে মুশরিকদের যতই গাত্রদাহ হোকনা কেন।[২৩৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

দীন ইসলাম দুনিয়ার বুকে বিজয়ী হওয়ার জন্যই আগমন করেছে। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর আখেরী রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিদায়েত তথা কুরআন এবং সত্যদীন ইসলামকে দিয়ে প্রেরণ করেছেন যাতে করে ভ্রান্ত ধর্মসমূহের উপর দীন ইসলামকে বিজয়ী করেন যদিও মুশরিক, ইহুদী ও নাসারারা তা কস্মিন কালেও পছন্দ করে না। যেহেতু ইহুদী, খৃষ্টানসহ সকল মুশরিক সর্বাত্মক চেষ্টা করবে মুসলমানদের বিজয়কে প্রতিহত করতে সেহেতু তাদের বিরুদ্ধেও মুসলমানদের সর্বাত্মক জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে যাতে করে তাদের সকল শক্তি চূর্ণ হয়ে ইসলাম বিজয়ের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা অবশিষ্ট না থাকে।

মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দেয়া

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّ کَثِیۡرًا مِّنَ الۡاَحۡبَارِ وَ الرُّهۡبَانِ لَیَاۡکُلُوۡنَ اَمۡوَالَ النَّاسِ بِالۡبَاطِلِ وَ یَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِیۡنَ یَکۡنِزُوۡنَ الذَّهَبَ وَ الۡفِضَّةَ وَ لَا یُنۡفِقُوۡنَهَا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرۡهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِیۡمٍ ﴿۳۴﴾ یَّوۡمَ یُحۡمٰی عَلَیۡهَا فِیۡ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُکۡوٰی بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَ جُنُوۡبُهُمۡ وَ ظُهُوۡرُهُمۡ ؕ هٰذَا مَا کَنَزۡتُمۡ لِاَنۡفُسِکُمۡ فَذُوۡقُوۡا مَا کُنۡتُمۡ تَکۡنِزُوۡنَ ﴿۳۵﴾

২৩৪. সূরা তাওবাহ-৩৩

তরজমা.

হে মুমিনগণ! আহলে কিতাবদের অনেক পন্ডিত পাদ্রী মানুষের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে গ্রাস করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দেয়, আর যারা স্বর্ণ, রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং আল্লাহর রাহে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ জানিয়ে দাও।

যেদিন দোযখের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে, এরপর তা দ্বারা দাগ দেয়া হবে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে, সেদিন বলা হবে এই হল সে ধন-সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জিভূত করে রেখেছিলে। অতএব, তার স্বাদ উপভোগ কর।[২৩৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ইহুদী ও নাসারাদের সাথে জিহাদ করার কারণ সমূহের মধ্যহতে একটি কারণ এটিও যে, তাদের ধর্মগুরুগণ অত্যধিক গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট, তাদের অধিকাংশ পন্ডিত ও মুরব্বী অবৈধ পথে অর্থ উপর্জন করে এবং দুনিয়ার জন্য নিজেদের দীনকে বিক্রি করে দেয় এবং সাধারণ মানুষদেরকে দীন ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখে। তাদের সাধারণ মানুষ পন্ডিতদেরকে নিজেরদের মা'বুদ বানিয়ে রেখেছে অথচ এ মা'বুদদের অবস্থা হল তারা অর্থ-সম্পদ ও দুনিয়াদারীর এতই লোভী যে ধন-সম্পদ ও দুনিয়ার পদমর্যাদা অর্জনের জন্য জানা সত্ত্বেও সত্য দীনকে কবুল করছে না উপরন্তু জেনে বুঝেই অন্যদেরকে সত্য দীন থেকে বিরত রাখছে।

এ সকল ইহুদী ও খৃষ্টানরা দুনিয়াব্যাপী ব্যবসা ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে জুলুমকে ব্যাপক করে থাকে, তারা অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে মানুষের অধিকার খর্ব করে সত্য পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তারা মালের পাহাড় তৈরী করে অথচ তা থেকে আল্লাহ তা'আলার রাহে খরচ করে না। তাদের জন্য কিয়ামতের দিন ভয়াবহ শাস্তি, তাদের গচ্ছিত সম্পদ দ্বারাই তাদেরকে আযাব দেয়া হবে।

আল্লাহর বিধানে মাসের সংখ্যা বারো

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ

২৩৫. সূরা তাওবাহ-৩৪,৩৫

كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

তরজমা.

যেদিন আল্লাহ পাক আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে আল্লাহর নিকট আল্লাহর বিধানে মাসের সংখ্যা বারো। তম্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন। অতএব, এর মধ্যে নিজেদের প্রতি জুলুম করো না। আর যেভাবে মুশরিকরা সর্বাবস্থায় তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমরাও তেমনিভাবে সকল অবস্থায় তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক পরহেজগার লোকদের সঙ্গে রয়েছেন।[২৩৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ইহুদী, খৃষ্টান, মুশরিকসহ সমস্ত কাফিরদের খারাপ চরিত্র এটিও একটি যে, তারা আল্লাহ তা'আলার আহকামাতগুলোকে নিজেদের মানশা অনুযায়ী পরিবর্তন করে এবং আহকামে ইলাহীর সময়গুলোকেও নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করতে থাকে। একারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে যে, মাসের সংখ্যা আল্লাহ তা'আলার নিকট বারটি অর্থাৎ এক বছরে বারটি চন্দ্রমাস রয়েছে, তার মধ্য হতে চারটি জিলক্বদ, জিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব অধিক মর্যাদাপূর্ণ মাস। আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ মাস সম্বলিত বছর গ্রহণীয় যাতে এ বরকতময় মাসগুলোও রয়েছে। বরকতময় এ মাসের নির্দেশ হল গুনা ও জুলুম থেকে বেঁচে থাকার অধিক পরিমাণ প্রচেষ্টা করা। কিন্তু যখন ইহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য মুশরিকরা সীমা লংঘনের পথে চলছে তখন হে মুসলমান! তোমরাও তাদের সাথে সর্ব অবস্থায়, সর্ব সময় জিহাদ চালিয়ে যাও যেমনিভাবে তারা তোমাদের সাথে এমনটিই করে থাকে। এ কথা অন্তরের অন্তঃস্থলে বসিয়ে নাও যে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য মুত্তাকী বান্দাদের সাথেই রয়েছে আর জিহাদের সময় জিহাদ করাই তাকওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২৩৬. সূরা তাওবাহ-৩৬

সম্মানিত মাসকে রহিতকরণ

اِنَّمَا النَّسِیۡٓءُ زِیَادَۃٌ فِی الۡکُفۡرِ یُضَلُّ بِہِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا یُحِلُّوۡنَہٗ عَامًا وَّ یُحَرِّمُوۡنَہٗ عَامًا لِّیُوَاطِـُٔوۡا عِدَّۃَ مَا حَرَّمَ اللّٰہُ فَیُحِلُّوۡا مَا حَرَّمَ اللّٰہُ ؕ زُیِّنَ لَہُمۡ سُوۡٓءُ اَعۡمَالِہِمۡ ؕ وَ اللّٰہُ لَا یَہۡدِی الۡقَوۡمَ الۡکٰفِرِیۡنَ ﴿۳۷﴾

তরজমা.

এই যে মাসকে পিছিয়ে দেয়ার প্রথা তা কুফরী যুগে পরিবর্ধিত প্রথা, কাফেররা তাতে পথভ্রষ্ট হয় ।

তারা উক্ত মাসকে এক বছর হালাল, আর এক বছর হারাম করে লয় ।

আল্লাহ পাক যা সম্মানের জন্য রেখেছেন তা তারা হালাল করতে চায় । তাদের দৃষ্টিতে তাদের অসৎ আচরণ অতি সুন্দর করে দেখানো হয়েছে । আর আল্লাহ পাক কাফের সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না ।[২৩৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলার বিধানের উপর অবৈধ অনুপ্রবেশের একটি ভয়ংকর দৃষ্টান্ত হল সম্মানিত মাসকে রহিতকরণ । কাফিরদের কোন কোন সরদার নিজ ইচ্ছা মত সম্মানিত মাসের পরিবর্তন করতে চায়, তাদের এ কাজটি তাদেরকে কুফরীর পথে আরেক ধাপ এগিয়ে দিল । তাদের নেতৃস্থানীয়রা এর মাধ্যমে সর্বসাধারণ কেও বিভ্রান্ত করেছে । কারণ হল মূলত তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এ সম্মানিত মাসের প্রতি কোন শ্রদ্ধাভোধই নেই, তারা আল্লাহ তা'আলার হারামকে হালাল করা ও হালালকে হারাম করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত । তাদের এ অপকর্মের প্রতি কোন প্রকার অনুতপ্ততাও নেই । আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে হিদায়েত প্রদান করেন না কারণ তারা হিদায়েত প্রত্যাশা করে না ।

২৩৭. সূরা তাওবাহ-৩৭

আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উপভোগ অতি নগণ্য

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٣٨﴾

তরজমা.

হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয় তোমরা আল্লাহ পাকের রাহে অভিযান চালাও, তখন তোমরা যেন মাটিতে লুটে পড়, তোমরা কি আখেরাতের বদলে এ ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছ? (মনে রেখো) পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপভোগ অতি সামান্য ।[২৩৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এ আয়াতে তিনটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। ১. জিহাদের কাজে অলসতা করার ব্যাপারে সতর্কতা। ২. জিহাদে বাধা প্রদানকারী ব্যাধি। ৩. জিহাদে বাধা প্রদানকারী ব্যাধির চিকিৎসা।

জিহাদের কাজে অলসতা করার ব্যাপারে সতর্কতা

আয়াতে বলা হয়েছে, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হয়ে গেল যে, যখন তোমাদের বলা হল তোমরা আল্লাহ তা'আলা রাহে জিহাদে বের হয়ে যাও, তখন তোমরা জমিনকে আকড়ে ধর তথা অলসতা করে গৃহে অবস্থান কর জিহাদরে জন্য ছুটে যাও না। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি পরিতৃপ্ত হয়ে জিহাদের দুঃখ-কষ্টকে পরিত্যাগ করো। তোমরা জিহাদের ময়দানে অবস্থান করার চেয়ে নিজের ঘর-বাড়ীতে অবস্থান করাকেই প্রধান্য দিচ্ছ। মোটকথা দুনিয়ার হাজত, বাড়ী-ঘর, জীবনের স্বাদ ও সংসারের মুহাব্বত তোমাদের পদজুগলকে নিচের দিকে টেনে ধরেছে, তোমরা এর ভারে জিহাদের ন্যায় মহান আমল থেকে বঞ্চিত হচ্ছ।

জিহাদে বাধা প্রদানকারী ব্যাধি

তোমরা কি আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার এ জীবনে এবং এখানের ক্ষণস্থায়ী স্বাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে বসেছ? বুঝা গেল জিহাদ থেকে বাধা প্রদান কারী ব্যাধি হল **حب دنيا** তথা দুনিয়ার মুহাব্বত। আখেরাতকে ভুলে দুনিয়ার মুহাব্বতে জিহাদ থেকে বহু দূরে সরে যাওয়া।

২৩৮. সূরা তাওবাহ-৩৮

জিহাদে বাধা প্রদানকারী ব্যাধির চিকিৎসা

হে ঈমানদারগণ! দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মুহাব্বত আখেরাতের তুলনায় কিছুই নয়, বিধায় এটাতো একেবারে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় হবে যে, আখেরাতের অনন্ত অসীম নিয়ামতকে পরিহার করে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী স্বাদকে গ্রহণ করে নেয়া। এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর ও নিকৃষ্ট অবলম্বন। আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার অবস্থা তো বিশাল সমুদ্র থেকে এক ফোটা পানির চেয়েও কম।

ব্যাধির চিকিৎসা হল, আখেরাত ও আখেরাতের চিন্তাকেই নিজের জীবনের লক্ষ্য বানানো। আখেরাতের ফিকিরে সর্বদা মগ্ন থাকা।

তোমরা তাঁর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

তরজমা.

যদি তোমরা (আল্লাহর রাহে) বের না হও তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন, তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন, অথচ তোমরা তাঁর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না, আর আল্লাহ পাক সর্বোপরি সর্বশক্তিমান।[২৩৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

অত্যন্ত কঠিন শাস্তির শতর্কবাণী তাদের জন্য যারা জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে অলসতা করে। এ সমস্ত লোকদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি নির্ধারিত এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের পরিবর্তে এমনসব আনুগত্যশীল বান্দাদের আনবেন যারা জিহাদের আমলের ক্ষেত্রে অলসতা করবে না। আল্লাহ তা'আলা দীন ইসলাম ও তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করার জন্য এবং দীন ইসলামের দুশমনদেরকে ধ্বংস করার জন্য কারো মুখাপেক্ষী নন। তোমাদের জিহাদ ছাড়াই তিনি সমস্ত কিছু করতে পারেন। অতএব, জিহাদকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর তো কোন ক্ষতি করতে পারনা উপরন্তু নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত কর।

২৩৯. সূরা তাওবাহ-৩৯

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমাদের সাথে রয়েছেন

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ۭ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

তরজমা.

যদি তোমরা রাসূলের সাহায্য না কর তবে (জেনে রাখো) আল্লাহ পাক তাঁকে সাহায্য করেছেন, যেদিন কাফেররা তাঁকে (মক্কা থেকে) বহিস্কার করেছিল, দু'জনের এক জন ছিলেন তিনি, যখন তারা (সাওর নামক) গুহায় ছিলেন, তখন তাঁর সাথীকে তিনি বলছিলেন, চিন্তিত হয়োনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমাদের সাথে রয়েছেন, ফলে আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি সান্ত্বনা নাযিল করেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন সৈন্য প্রেরণ করেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাও না এবং আল্লাহ পাক কাফেরদের কথাকে নীচু করে দেন। আর আল্লাহ পাকের মহান বাণী চির উর্ধ্বে এবং আল্লাহ পাক মহা পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।[২৪০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যদি তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য না করো তবে তাতে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও দীন ইসলামের কোনই ক্ষতি হবে না। লক্ষ্য করো যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ সময়ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করেছেন যখন মক্কার কাফিররা তাকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল আর তিনি তার সাথীকে নিয়ে সাওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে তো দুশমন বেষ্টনী থেকে অত্যন্ত নিরাপদে বের করে গারে সাওর পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন, অতঃপর দুশমন যখন তালাশ করতে করতে গারে সাওরের মুখ পর্যন্ত এসে গেল সেখানে দুশমন থেকে সম্পূর্ণরূপে হেফাজত করে মদীনা পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিলেন মহান আল্লাহ তার আপন সাহায্যে।

দুশমন যখন গারে সাওরের নিকট পৌছে গেল, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) দুশমনের পা দেখতে লাগলেন তখন তিনি এই ভেবে পেরেশান হয়ে গেলেন যে, না জানি দুশমন ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ক্ষতিসাধন করে, সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

২৪০. সূরা তাওবাহ-৪০

আবু বকর! ভয় করো না আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে রয়েছেন। হে আবু বকর! তোমার কি খেয়াল এমন দুইজন যাদের সাথে তৃতীয়জন আল্লাহ রয়েছেন তাদের কি ভয় হতে পারে? সে সময় আল্লাহ তা'আলা একটি বিশেষ প্রকার সাকীনা ও প্রশান্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বরকতে তার সাথী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর অন্তরে প্রদান করে দিলেন এবং ফিরিশতাদের একটি বাহিনী দ্বারা তাদের দুইজনকে হিফাজত ও সাহায্য করেলন। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের অপদস্থ করেন তাদের কর্মকান্ডকে ধুলায় মিশিয়ে দেন। হিজরতের সফলতা কাফিরদের অপমান-অপদস্থতা ও পরাজয়ের সূচনা ছিল মাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনদিন সাওর পহাড়ের গুহায় অবস্থান করার পর নিরাপদে মদীনাতুল মানাওয়ারায় পৌছে গেলেন। নিঃসন্দেহে সকল পরিণতি আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল তিনি সকল বিষয়ের উপর বিজয়ী, তাঁর কোন কাজই হিকমত থেকে খালি নয়।

তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

তরজমা.

তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অথবা ভারী অবস্থায়, নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে থাক, এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।[২৪১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড় যখনই জিহাদের নির্দেশ আসে, চাই সে সময় তুমি এমন অবস্থাতে হও যে, তোমার জন্য বের হওয়া সহজ অথবা এমন

২৪১. সূরা তাওবাহ-৪১

অবস্থাতে হও যে, তোমার জন্য বের হওয়াটা অত্যন্ত কষ্টকর হয়। মোটকথা যে অবস্থাতেই থাকনা কেন জিহাদের জন্য নিজের মাল ও জান নিয়ে বেরিয়ে পড়। জিহাদ করাটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ।

তারা নিশ্চয় আপনার অনুসরণ করত

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّ سَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَ لٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

তরজমা.

যদি ধন-সম্পদ কাছে থাকতো এবং সফর সহজ হতো তবে তারা অবশ্যই (হে রাসূল!) আপনার অনুসরণ করতো কিন্তু তারা যে সুদীর্ঘ দূরত্ব দেখতে পায় আর তারা আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে বলবে আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো আমরা অবশ্যই আপার সঙ্গে বের হতাম। তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করেছে। আর আল্লাহ পাক জানেন যে, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।[২৪২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিকদের গাযওয়ায়ে তাবুকে না যাওয়ার কারণ ছিল দুনিয়ার মুহাব্বত। তারা দুনিয়াকেই নিজেদের উদ্দশ্য বানিয়ে নিয়েছিল, তাদের অন্তরে আখেরাতের কোনই মূল্য ছিল না বিধায় তার জন্য কোন প্রকার কুরবানী করা সম্ভব ছিল না। তাদের মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করাটাও ছিল দুনিয়ার জন্য। গাযওয়ায়ে তাবুকে যখন তারা দেখতে পেল দুনিয়াবী কোন প্রকার ফায়দা নেই বরং তাতে শুধু দুনিয়াবী ক্ষতিই রয়েছে, প্রচন্ড গরম, লম্বা সফর, শক্তিশালী রোমীওদের মোকাবেলায় তাদের পরাজিত করার কোন সম্ভবনা নেই গনীমতের মাল পাওয়া তো দূরের কথা। এ কারণে মুনাফিকরা যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে অস্বীকার করল। যদি সফর কাছে হত ও গনীমতের মাল পাওয়ার সম্ভবনা থাকত তবে অবশ্যই তারা সফরে শরীক হয়ে নিজেদের নেফাকীকে গোপন করে নিত। মুনাফিকদের

২৪২. সূরা তাওবাহ-৪২

ধারণা ছিল এ যুদ্ধ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথীরা অক্ষত ফিরে আসতে পারবে না কিন্তু যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিম বাহিনী বিজয়ী বেশে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য নিয়ে পত্যাবর্তন করল তখন তারা যারপর নাই অবদস্থ হল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বিভিন্ন প্রকার কসম খেয়ে খেয়ে বলতে লাগল যদি আমাদের সামর্থ থাকত তবে অবশ্যই আমরা যুদ্ধে শরীক হতাম। তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনল, আল্লাহ তা'আলা ভাল করেই জানেন যে তারা মিথ্যা কসম করছে মূলত তাদের জিহাদের যাওয়ার পূর্ণ শক্তি সামর্থ ছিল কিন্তু তারা নেফাকীর কারণেই যেতে পারেনি।

আল্লাহ পাক আপনাকে ক্ষমা করেছেন

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

তরজমা.

(হে রাসূল!) আল্লাহ পাক আপনাকে ক্ষমা করেছেন, কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী এ কথা আপনার নিকট সুস্পষ্টভাবে পরিজ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত কেন আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন।[২৪৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিকরা যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল তারা তাবুকের যুদ্ধে যাবে না, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার ওজর পেশ করে জিহাদ মুলতবি হওয়ার প্রত্যাশা করতে আরম্ভ করল। তাদের ধারণা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়ে দিলে তারা জিহাদে যাওয়া থেকে বেঁচে যাবে আবার তাদের নেফাকী গোপনই থেকে যাবে। আর যদি ছুটি নাও দেন তথাপি তারা জিহাদে যাবে না নিজেদের ঘরেই অবস্থান করবে। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের নিকট কসম খেয়ে আরজী পেশ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আরজী

২৪৩. সূরা তাওবাহ-৪৩

কবুল করে নিলেন এর প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যদি আপনি তাদের ক্ষমা না করতেন তবে অধিক ভাল হত এবং তাদের নেফাকী আপনার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যেত।

জিহাদ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের একটি অন্যতম মাধ্যম

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝৪৪

তরজমা.

যারা আল্লাহ পাকের প্রতি এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করে তারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে অব্যাহতি লাভের জন্যে আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে না। আল্লাহ পাক মুত্তাকীনদের সম্পর্কে অবগত।[২৪৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের একটি অন্যতম মাধ্যম, জিহাদ আখেরাতে সফলতার একটি সর্বোচ্চ আমল, জিহাদ তাকওয়ার সুস্পষ্ট নিদর্শন। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান রাখবে, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করবে সে কস্মিন কালেও জিহাদের সময় ঘরে বসে থাকার অনুমতি চাইবে না, বরং অত্যন্ত আগ্রহের সাথে নিজের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করবে। আল্লাহ তা'আলা এ সকল মুত্তাকী লোকদের ব্যাপারে খুব ভাল করে জানেন এবং তিনি তাদেরকে উত্তর বিনিময় দ্বারা পুরস্কৃত করবেন।

২৪৪. সূরা তাওবাহ-৪৪

আপনার নিকট শুধু তারাই অব্যাহতি প্রার্থনা করে

اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ ارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾

তরজমা.

(হে রাসূল!) আপনার নিকট শুধু তারাই অব্যাহতি প্রার্থনা করে যারা আল্লাহ পাক ও আখেরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সমূহ সন্দিহান হয়ে রয়েছে, তারা নিজেদের সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে ।[২৪৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদ থেকে বেঁচে থাকার অনুমতি তারাই প্রত্যাশা করতে পারে যাদের আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ওয়াদার উপর এবং আখেরাতের জীবনের উপর বিশ্বাস নেই । ইসলাম সম্পর্কে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয়ের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার উপর তাদের যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান ।

যদি তারা অভিযানে বের হওয়ার ইচ্ছা করতো

وَ لَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّ لٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٦﴾

তরজমা.

যদি তারা অভিযানে বের হওয়ার ইচ্ছা করতো তবে তজ্জন্য কিছুনা কিছু আয়োজনও করতো । কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় ছিল না, তাই তিনি তাদরেকে বিরত রাখেন এবং তাদেরকে বলা হয় যারা বসে আছে তোমরা তাদের সাথে বসে থাক ।[২৪৬]

২৪৫. সূরা তাওবাহ-৪৫
২৪৬. সূরা তাওবাহ-৪৬

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিক জিহাদে বের হতে চায় না এটাই না বরং তাদের অন্তরে জিহাদে বের হওয়ার কোন ইচ্ছাই নেই, তাদের এ কথা সম্পূর্ণই মিথ্যা যে, আমাদের তোই ইচ্ছা ছিল কিন্তু হঠাৎ করে বিভিন্ন ওজর চলে এসেছে। তাদের যদি জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছাই থাকত তবে অবশ্যই তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করত এবং জিহাদের রসদ প্রস্তুত করত। মূলত তাদের কোন প্রকার ইচ্ছা ও আগ্রহই ছিল না আর বাস্তবেই তাদের অন্তরের নেফাকীর কারণে আল্লাহ তা'আলাই চাচ্ছিলেন না তারা জিহাদের ময়দানে যাক। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিহাদের ন্যয় সম্মানজনক কাজে তাদেরকে পছন্দ করেননি তাই তাদেরকে অলস, অক্ষম, মহিলা ও বাচ্চাদের সাথে ঘরেই বসিয়ে রেখেছেন।

তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাদের চর

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّ لَاْاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَ فِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

তরজমা.

যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো তবে তারা তোমাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করতো। তোমাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টায় ছুটাছুটি করতো, আর তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাদের চর, আর আল্লাহ পাক জালেমদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।[২৪৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এ সকল মুনাফিকরা মুসলমানদের সাথে জিহাদে না যাওয়াটাই উত্তম, কেননা এ সকল কাপুরুষ, দুনিয়ার পুজারী, ফেতনাবাজরা মুসলমানদের সাথে বের হয়ে অনেক ফেতনার বিস্তার ঘটাতে পারে। মুসলমানদের পরস্পর ঝগড়ার সৃষ্টি করতে পারে, দুশমনদের বিশালতার বর্ণনা দিয়ে মুজাহিদের অন্তরে ভয়ের

২৪৭. সূরা তাওবাহ-৪৭

সৃষ্টি করতে পারে, এদিক সেদিকের কথা বলে মুসলিম বাহিনীর মাঝে ভীরুতা ও কাপুরষতার সৃষ্টি করেত পারে। আর মুসলমানদের মধ্য হতেও কিছু সংখ্যক লোক এমন হতে পারে যারা পূর্ব সম্পর্কের কারণে বা সরলতার কারণে তাদের কথা গ্রহণ করে নিতে পারে এবং সে অনুযায়ী আমলও করতে পারে। এ কারণে মুনাফিকদের জিহাদে না যাওয়া মুসলমানদের জন্য অতি উত্তম। তবে তারা আল্লাহ তা'আলার হাত থেকে কোন অবস্থাতেই রক্ষা পাবে না কেননা আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত জালেমদের ব্যাপারে অত্যন্ত ভাল করেই জানেন।

তারা পূর্ব থেকেই ফেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ هُمْ كٰرِهُوْنَ۝

তরজমা.

নিশ্চয়ই তারা পূর্ব থেকেই ফেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। (হে রাসূল!) আপনার কাজ পন্ড করতে তারা ছিল স্বচেষ্ট, অবশেষে আল্লাহ পাকের সত্য ওয়াদা এসেছে এবং আল্লাহ পাকের হুকুমই প্রবল হয়েছে, অবশ্য তারা অসন্তুষ্ট রয়েছে।[২৪৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এ সকল মুনাফিকরা গাযওয়ায়ে তাবুকের পূর্বেই আরো কয়েক ময়দানে ফেতনাবাজী করেছে। তারা গাযওয়ায়ে উহুদের রাস্তা থেকে ফিরে এসেছে যাতে করে মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে এবং মুসলমানদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি হয়। এ সকল মুনাফিক পূর্বে বিভিন্নভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করেছে এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বিজয়ের দার উম্মোচন করে দিয়েছেন যাতে সত্যের বিজয় সংঘটিত হয়েছে। এটা মুনাফিকদের কিছুতেই পছন্দ ছিলনা, তাদের অপছন্দ আর ষড়যন্ত্র ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন ক্ষতিই করতে পারেনি পরে

২৪৮. সূরা তাওবাহ-৪৮

বাধ্য হয়ে বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করেছে। আয়াতে তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। মুনাফিকরা তো আপনার বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই ষড়যন্ত্র করে আসছে আল্লাহ তা'আলা অতীতে আপনাকে তা থেকে হেফাজত করেছেন, ভবিষ্যতেও তাদের ফিতনার আশংকায় কোন পেরেশান হবেন না, বিশেষ করে তাবুকের এ যুদ্ধে অংশ না নেয়ার ফলে অন্তরে কষ্ট নিবেন না। কারণ আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ না করা, ইসলাম ও ইসলামের একনিষ্ঠ সৈনিকদের সাথে দুশমনী করা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস।

দোযখ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿۴۹﴾

তরজমা.

এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে আমাকে (জিহাদ থেকে) অব্যাহতি দান করুন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না। সাবধান! তারা নিজেরাই বিপদে পড়ে আছে, দোযখতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করেই আছে।[২৪৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কিছু সংখ্যক মুনাফিক নিজেদের নেফাকী ও কাপুরুষতার উপর দীনদারীর পর্দালেপন করার লক্ষে বলতে থাকে যে, আমাদেরকে জিহাদের পরিবর্তে ঘরে বসে থাকার অনুমতি প্রদান করুন, কেননা আমি জিহাদের ময়দানে গেলে হীনমন্যতার কারণে গুনাহগার হব এবং ফিতনায় পতিত হয়ে যাওয়ার অশংকা রয়েছে।

এটি তাদের একটি মিথ্যা বাহানা মাত্র, জিহাদ ছেড়ে তারাতো এমনিতেই গুনাহ ও ফিতনার মাঝে নিমজ্জিত রয়েছে। জিহাদের সময় কোন প্রকার ওজর

২৪৯. সূরা তাওবাহ-৪৯

ছাড়া জিহাদে না যাওয়া একটি বিরাট গুনাহ এবং বিশাল বড় ফিতনা। মূলত ঐ সমস্ত কাফির জাহান্নামকে নিজের কাঁধের উপর নিয়ে বসেছে। দুনিয়াতে তারা ঐ গুনাতেই নিমজ্জিত রয়েছে যা তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে আর আখেরাতে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

নবীজীর কষ্টে মুনাফিকরা খুশি হয়

اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ۝

তরজমা.

(হে রাসূল!) যদি আপনার কোন মঙ্গল হয় তবে তাদের খারাপ লাগে, আর যদি আপনার কোন বিপদ আসে তবে তারা বলে আমরা আমাদের কাজ পূর্বেই সেরে নিয়েছি এবং উল্লাসিত অবস্থায় তারা ফিরে যায়।[২৫০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এ সকল মুনাফিক নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে অথচ তাদের অন্তরে ইসলাম বিদ্বেষিতা এ পরিমাণ যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জিহাদের ময়দানে বিজয় অর্জন করেন তখন তাদের অন্তর কষ্ট ও ব্যথায় ফেটে পড়ে অর্থাৎ তাদের অন্তরজ্বালা শুরু হয়ে যায় আর যখন জিহাদের ময়দানে বাহ্যিকভাবে কোন প্রকার পেরেশানী ও দুঃখ-কষ্ট পৌঁছে তখন তারা অত্যন্ত খুশি হয়ে বলে, ভালই হল আমরা সতর্কতা অবলম্বন করেছি, হিকমতের সাথে কাজ করেছি এবং অত্যন্ত দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছি তাঁর সাথে (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) না গিয়ে। মুসলমানদের সাথে জিহাদে না গিয়ে এবং কাফিরদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাটাই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হয়েছে।

---

২৫০. সূরা তাওবাহ-৫০

আল্লাহ পাকের প্রতিই মুমিনদের ভরসা করা উচিত

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝٥١

তরজমা.

(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন আল্লাহ পাক আমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন তা ব্যতীত কিছুই আমার নিকট পৌছবার নয়। তিনিই আমাদের অভিভাবক, আর আল্লাহ পাকের প্রতিই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।[২৫১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঈমানদারগণ কখনো মসিবতের ভয়ে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের উপর আমল করা থেকে বিরত থাকেন না। তারা অবশ্যই জানে যে, তাকদীরে যা রয়েছে তাই হবে। অতঃপর জিহাদ ও অন্যান্য ফরযসমূহকে মৃত্যু ও পরাজয়ের ভয়ে ছাড়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের সাহায্যকারী ও অভিভাবক যা কিছু তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে তাতে মঙ্গলই মঙ্গল। বিজয় নির্ধারিত হলে তাতেও মঙ্গল আর শাহাদাত বা যখম নির্ধারিত হলে তাতেও মঙ্গল। এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ঈমানদারদের জন্য উচিত হল বাহ্যিক আসবাব ও তাদবীরের উপর দৃষ্টি না দিয়ে শুধু আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ ভরসা করে থাকা। শরীয়ত অনুযায়ী আসবাব গ্রহণ করা, মুনাফিকদের ন্যায় আসবাব ও তাদবিরকেই একমাত্র উপায় বলে মনে করবে না, আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করবে।

বিজয় অর্জন কিংবা শাহাদাত বরণ দুটিই উত্তম

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۭ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۚ فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ۝٥٢

তরজমা.

(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন তোমরা আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির অপেক্ষা করছ এবং আমরা অপেক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ

২৫১. সূরা তাওবাহ-৫১

থেকে সরাসরি শাস্তি দেবেন অথবা আমাদের হাতে, অতএব, তোমরা অপেক্ষা কর আমরাও তোমদের সাথে অপেক্ষা করছি ।[২৫২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুমিনদের জন্য উভয় অবস্থাই কল্যাণকর । তাদের বিজয় অর্জিত হলেও তাদের জন্য উত্তম আর শাহাদাত বরণ করলেও তা অতি উত্তম । এজন্য ঐ সকল মুনাফিক যারা নিজেদেরকে অত্যন্ত চতুর মনে করে জীবন বাঁচাতে ঘরে বসে থাকে তারা এবিষয়টি অনুধাবন করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে যে, মুসলমান মুজাহিদদের নিকট কোনই অমঙ্গল পৌঁছে না, তারা জিহাদ থেকে সহিহ সালামতে ফিরে আসলেও সফলকাম আর ফিরে না এসে শাহাদাত লাভ করলেও সফলকাম । চরম ব্যর্থতা শুধু মাত্র মুনাফিকদের জন্য, আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের নেফাকী ও পাপ-পঙ্কিলতার দরুন নিজেই তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন কিংবা মুসলমানদেরকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেন তবে এ উভয় পদ্ধতিই তাদের জন্য অকল্যাণকর ।

মুসলমান আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পুরা হওয়ার অপেক্ষা করে আর মুনাফিরক শয়তানের ওয়াদা পুরা হওয়ার অপেক্ষা করে । নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার ওয়াদাই পুরা হবে, তখনই বুঝা যাবে মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্য হতে কে অধিক পরিমাণ চালাক ও দূরদর্শী ।

তোমাদের অর্থ-সম্পদ আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۭ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝

তরজমা.

হে রাসূল! আপনি বলে দিন তোমাদের অর্থ ব্যয় ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, তোমাদের তরফ থেকে গ্রহণ করা হবে না, কেননা, তোমরা অবাধ্য সম্প্রদায় ।[২৫৩]

২৫২. সূরা তাওবাহ-৫২
২৫৩. সূরা তাওবাহ-৫৩

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কিছু সংখ্যক মুনাফিক বলছিল আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করবো না তবে আমরা জিহাদের জন্য অর্থ সহায়তা দেবো। তাদেরকে বলা হল তোমাদের অর্থ-সম্পদ আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয় কেননা তোমরা অবাধ্য ও অহংকারী।

মুনাফিকদের অর্থ ব্যয় অগ্রহণীয় হওয়ার কারণ

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٥٤﴾

তরজমা.

তাদের অর্থ ব্যয় গ্রহণযোগ্য না হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, তারা আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে। নামাযে অত্যন্ত শৈথিল্যের সাথে হাজির হয় আর অত্যন্ত বিরক্ত চিত্ত ব্যতীত ব্যয় করে না।[২৫৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

তাদের অর্থ দান কবুল না করার মূল কারণ হল তারা মুসলমান দাবী করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে আর তার বাহ্যিক প্রমাণ হল তারা নামাযে অলসতা করে এবং আল্লাহ তা'আলার রাহে অর্থ ব্যয় করাকে অত্যন্ত কঠিন মনে করে, নিজের উপর তাকে জরিমানা মনে করে।

তাদের পরবর্তী আযাবও অত্যন্ত ভয়াবহ

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٥٥﴾

---

২৫৪. সূরা তাওবাহ-৫৪

তরজমা.

(হে রাসূল!) তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে আশ্চার্যন্বিত না করে, আল্লাহ পাক তো এর দ্বারা দুনিয়ার এ জীবনে তাদেরকে শাস্তি দিতে চান আর কাফের থাকা অবস্থায় যেন তাদের আত্না দেহত্যাগ করে। (কাফের অবস্থায় যেন তাদের মৃত্যু হয়)।[২৫৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুসলমানদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুনাফিকদের অধিক মাল ও সন্তান দেখে কোন প্রকার প্রভাবিত হবে এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার পছন্দের দৃষ্টিতেও তাকাবে, এবং এটাও ধারণা করবে না যে, মুনাফিকদের অধিক সম্পদ ও সন্তান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন প্রকার রহমত বরং তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাব। তারা এ সম্পদ ও সন্তানের কারণে দুনিয়াতে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট-মসিবত ও পেরেশানীর সম্মুখীন হয়। এ সম্পদ বিনষ্ট হওয়া ও সন্তান ছুটে যাওয়ার ভয়ে জিহাদ পরিত্যাগ করে এবং তাওবাও করে না এমতাবস্থায় কুফরীর সাথেই মৃত্যুবরণ করে, তাদের এ মৃত্যুও অত্যন্ত কঠিন হয় এবং তাদের মৃত্যু পরবর্তী আযাবও ভয়াবহ।

মুনাফিকরা আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ؕ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ۝

তরজমা.

আর এ মুনাফিকরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, তারা তোমদেরই অন্তর্ভূক্ত কিন্তু (প্রকৃত অবস্থা এই যে) তারা তোমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়; বরং তারা সে সম্প্রদায় যারা ভয় করে থাকে।[২৫৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঐ সকল মুনাফিকদের একটি অভ্যাস এটিও ছিল যে, তারা নিজেদের মুসলমান হওয়ার কসম করত অথচ তারা মুসলমান ছিল না বরং তারা সম্পূর্ণ

২৫৫. সূরা তাওবাহ-৫৫
২৫৬. সূরা তাওবাহ-৫৬

ভীতুপ্রকৃতির লোক। তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র নিজের জীবন রক্ষা করা এবং নিরাপত্তা লাভ করা।

বাঁধন ছেড়ে ক্ষিপ্রগতিতে সেদিকে পালিয়ে যায়

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ۝٥٧

তরজমা.

যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল, অথবা কোন গিরিগুহায় মাথা গুজবার কোন ঠাঁই পায় তবে বাঁধন ছেড়ে ক্ষিপ্রগতিতে সেদিকে পালিয়ে যায়।[২৫৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যখন ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি সঞ্চয় হল তখন মুনাফিকরা ভয় ও হিংসার অনলে প্রজ্জ্বলিত হতে লাগল। কিন্তু তাদের নিকট সে অবস্থা থেকে পলায়ন করার কোন জায়গা থাকল না ফলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেকে মুসলমান দাবি করত আর ভেতরে ভেতরে এমন মানসিক যাতনা অনুভব করতো যদি তারা মুসলমান ছাড়া অন্য কোন জাতির খোঁজ পেত তবে তারা মুসলমানদের থেকে দূরে সরে কিছু দিন বদ দীনি জীবন যাপন করতে পারত। যদি এমন কোন আশ্রয়স্থল মিলে যেত তবে অবশ্যই মুনাফিকরা সেখানে গিয়েই আশ্রয় নিত।

যারা সদকা বন্টনে তোমাদের প্রতি দোষারোপ করে

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ۝٥٨ وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ۝٥٩

২৫৭. সূরা তাওবাহ-৫৭

তরজমা.

তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা সদকা খয়রাত বন্টনে তোমাদের প্রতি দোষারোপ করে, এরপর তাদেরকে কিছু প্রদান করা হলে তারা সন্তুষ্ট হয় । আর যদি তাদেরকে কিছু না দেয়া হয় তবে তারা বিক্ষুব্ধ হয় ।

কত ভাল হত যদি তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকত এবং বলত, আল্লাহ পাকই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিজ করুণায় দান করেছেন এবং তাঁর রাসূল ও, আমরা আল্লাহ পাকের প্রতি আসক্ত ।[২৫৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এখানে এমন লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা জিহাদ থেকে শুধু মাত্র এজন্য পালায়ন করে যে, সেখানে তাদের কোন অর্থ-সম্পদ অর্জন হয়নি । যদি আজও অর্থ-সম্পদের সন্ধান মিলে তবে সর্বপ্রকারের খিদমত করার জন্য প্রস্তুত হবে । তারা তো অর্থের গোলাম ।

জিহাদ থেকে তারা আরো একারণে পলায়ন করে যে, জিহাদের দ্বারা তাদের আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য উদ্দেশ্য নয় শুধু অর্থ-সম্পদ অর্জন উদ্দেশ্য । একারণেই তো দেখা যায় তারা অল্প মাল অর্জন হওয়ার দ্বারা অস্থির হয়ে যায় । যদি তাদের অর্থ সম্পদ উদ্দেশ্য না হতো তাহলে তারা এত অস্থির হতনা । বরং তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে বলত আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট যখন প্রয়োজন হবে তিনি আরো দান করবেন ।

যারা যাকাত পাওয়ার হক্বদার

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ
وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

তরজমা.

যাকাত শুধু তাদেরই হক্ব যারা নিঃস্ব, অভাবগ্রস্থ, মিসকীন, মোহতাজ আর

২৫৮. সূরা তাওবাহ-৫৮,৫৯

যারা যাকাতের কাজে নিয়োজিত, আর যাদের চিত্তাকর্ষণ উদ্দেশ্য এবং গোলাম বাদীর মুক্তির জন্যে, ঋণে জর্জরিত মানুষের জন্যে, আল্লাহর রাহের মুজাহিদীন এবং পথিক মুসাফিরের জন্যে এটিই আল্লাহ পাকের নির্ধারিত বিধান, আর আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন, তিনি অত্যন্ত সুবিবেচক।[২৫৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর মুনাফিকদের পক্ষ থেকে যাকাত বন্টনের ক্ষেত্রে মিথ্যা অপবাদ রটানো হয়েছিল তাই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিলের মাধ্যমে শতর্ক করে দিয়েছেন যে, যাকাত বন্টন পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা প্রদান করেছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে অনুযায়ী তা প্রদান করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত এ নিয়মেই চলবে। এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মনগড়া কিছুই করেন নি। হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যাকাত বন্টনের ইখতিয়ার কোন নবী বা গায়রে নবী কাউকেই প্রদান করেননি, নিজের পক্ষ থেকেই তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

১. ফকীর এমন ব্যক্তি যার নিকট ধন-সম্পদ কিছুই নেই। ২. মিসকীন এমন ব্যক্তি যার নিকট নিজের চাহিদা পূরা করার মত ধন-সম্পদ নেই। ৩. আমেল এমন ব্যক্তি যে ইসলামী হুকুমতের পক্ষ থেকে যাকাত সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত। ৪. মু'আল্লাফাতুল কুলুব (অন্তর আকৃষ্ট করণ) এমন ব্যক্তিকে যাকাতের মাল থেকে প্রদান করা যার অন্তর ইসলামের দিকে ঝুকানো অর্থাৎ সামান্য সহানুভূতির কারণে ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের অভিমত হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর এ প্রথাটি বন্ধ হয়ে যায়। ৫. রিকাব অর্থাৎ এমন গোলাম যাকে তার চুক্তিবদ্ধ অর্থ দিয়ে আযাদ করানো বা গোলামকে ক্রয় করে আযাদ করার জন্য অথবা কোন বন্দিকে তার মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়ানো। ৬. গারেমীন তথা এমন ব্যক্তি যে হঠাৎ করে কোন প্রকার সমস্যায় পতিত হয়েছে বা ঋণগ্রস্থ অথবা জামানত আদায় করার জন্য। ৭. ফী সাবিলিল্লাহ তথা জিহাদের ময়দানে গমনকারী ব্যক্তির সাহায্যার্থে। ৮. ইবনুস সাবীল তথা এমন মুসাফির যার সফর অবস্থায় মাল সমাপ্ত হয়ে গেছে যদিও বা তার বাড়ীতে নেসাব পরিমাণ মাল রয়েছে।

২৫৯. সূরা তাওবাহ-৬০

তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয়

وَ مِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ رَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑪

তরজমা.

আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে সে তো "কর্ণপাতকারী" হে রাসূল! আপনি বলে দিন তিনি তোমাদের কল্যাণার্থেই কর্ণপাতকারী, তিনি আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেন, মুমিনদের কথায় তিনি বিশ্বাস করেন, তোমাদের মধ্যে যারা মুমিন তাদের জন্য তিনি রহমত আর যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[২৬০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদ থেকে নিজেদেরকে পৃথককারী চতর্থ শ্রেণীর লোকের বর্ণনা। তারা ইসলামেরই দলভুক্ত দাবী করে কিন্তু সত্যিকার অর্থে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের অনুসারী নয়। তারা বলে (নাউজু বিল্লাহ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান কথায় প্রভাবিত হন, অর্থাৎ তার নিজস্ব কোন মতামত নেই পেছন থেকে কোন ব্যক্তি যদি কোন কথা বলে তিনি সে কথার উপরই আমল করে থাকেন। এ খারাপ ধারণার কারণে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একত্রে কাজ করা পছন্দ করে না।

তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করে

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ⑫
اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْیُ الْعَظِيْمُ ⑬

২৬০. সূরা তাওবাহ-৬১

তরজমা.

তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা তোমাদের সম্মুখে আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে অথচ তাদের অবশ্য কর্তব্য আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করা যদি তারা মুমিন হয় ।

তারা কি জানে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের সাথে সংঘর্ষ বাধায় তার জন্যে রয়েছে দোযখের অগ্নি, যেখানে সে চিরকাল থাকবে, এটিই তো চরম অবমাননা ।[২৬১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবীমূলক আচরণ করে এবং জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে থেকেও মুসলিম সমাজে নিজেদের জান-মাল হেফাজত ও ইজ্জত-সম্মান বৃদ্ধি করার লক্ষে মিথ্যা শপথ করতে থাকে । মুনাফিকদের উদ্দেশ্য যেহেতু কেবলমাত্র দুনিয়া অর্জন তাই তা অর্জনের জন্য তারা মুসলমানদের খুশি করা ও নিজেদের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দানে ব্যস্ত থাকে এবং শপথ করে করে বলতে থাকে আমরা সত্যিকারের মুসলমান । বাস্তবে যদি তাদের মধ্যে ঈমান থাকত তবে তারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা করত কিন্তু এ নির্বোধরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বার বার বুঝানোর পরও তাদের এ কথা বুঝে আসে না যে আখেরাতের অপমান-অপদস্থতা অধিক কঠিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করবে তারা অবশ্যই সে অপদস্থতায় পতিত হবে । যদি মুনাফিকদের এ নিশ্চিত বিষয়টি বুঝে এসে যেত তবে অবশ্যই তারা সর্বপ্রথম ঈমান, ইখলাস ও আনুগত্যের মাধ্যমে সে কঠিন অপমান-অপদস্থতা থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রচেষ্টা করত ।

মুনাফিকদের অন্তরের কথা আল্লাহ প্রকাশ করে দেন

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ۝

২৬১. সূরা তাওবাহ-৬২,৬৩

তরজমা.

মুনাফিকরা ভয় করে যে, মুসলমানদের প্রতি এমন কোন সূরা নাযিল না হয়ে যায় যা মুনাফিকদের মনের কথা মুসলমানদেকে জানিয়ে দেয়, (হে রাসূল !) আপনি বলে দিন, তোমরা বিদ্রুপ করতে থাক, তোমরা যা কিছুর ভয় কর আল্লাহ পাক তা অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন ।[২৬২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিকরা মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে নিজেদের ব্যাপারে মুসলমানদের আশ্বস্ত করার প্রচেষ্টা করত কিন্তু তাদের মাঝে সর্বদা এ ভয় কাজ করত যে, কখন জানি পবিত্র কালামে পাকের একটি সূরা নাযিল করে তাদের সমস্ত নিফাকী ও গোপনীয় বিষয়গুলোকে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয় তখন তাদের বলা হল, তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অপ্রত্যাশিত বস্তুকে প্রকাশ করে দিবেন ।

মোটকথা মুনাফিকদের কোন অবস্থাতেই প্রশান্তি ছিলনা, নিজেদের কাপুরুষতা ও দুনিয়ার মুহাব্বতের কারণে সর্বদা অন্তর পীড়ায় ভুগতো ।

তোমরা শাস্তির জন্য অপেক্ষা কর

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

তরজমা.

(হে রাসূল!) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তবে তারা বলবে, আমরা তো শুধু আলাপ আলোচনা এবং তামাসা করছিলাম মাত্র, (হে রাসূল!) তবে কি তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর নিদর্শনসমূহ এবং তার রাসূলকে বিদ্রুপ করছিলে?

টালবাহানা করো না, তোমরা তো ঈমান আনয়নের পর কাফের হয়েছ, তোমাদের এক দলকে যদি আমি ক্ষমাও করি কিন্তু অন্য দলকে আমি অবশ্যই

২৬২. সূরা তাওবাহ-৬৪

শাস্তি দেব কেননা, তারা ছিল অপরাধী ।[২৬৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিকদেরকে যদি তাদের আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে তারা বলবে আমরা তো এগুলো অন্তর থেকে করিনি শুধু মাত্র সামান্য তামাসা করেছি । আপনি তাদের বলে দিন! তোমরা তামাসা করার জন্য দুনিয়াতে অন্য আর কোন বস্তু পাওনি? আল্লাহ তা'আলা, তার আয়াত সমূহ (নিদর্শন) ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তোমাদের তামাসার বস্তুতে পরিণত হল? হে মুনাফিক! তোমরা শুধু শুধু মিথ্যা বাহানা উপস্থাপন করো না কারণ তোমাদের গোপন বিষয় প্রকাশ পেয়ে গেছে । তোমরা প্রকাশ্যে মুসলমান দাবী কর অপর দিকে দীন ইসলামকে অপমান কর অতএব, তোমরা যে কাফির তা স্পষ্ট ও প্রমাণিত হয়ে গেল । এখন তোমরা তোমাদের অপরাধের জন্য শাস্তির অপেক্ষা করো । হ্যাঁ! যদি কেউ সত্যদিলে তাওবা করে এবং নিজেদের গুনাহের কাজ থেকে ফিরে আসে তবে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে ।

মুনাফিক নারী হোক কিংবা পুরুষ সকলের আচরণই এক

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَ يَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾

তরজমা.

মুনাফিক নর-নারী সকলের একই আচরণ, তারা অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় এবং ভাল কাজে বাধা দেয় । আর নিজেদের মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে । তারা আল্লাহ পাককে ভুলে গেছে । তাই আল্লাহ পাকও তাদেরকে ভুলে গেছেন, নিশ্চয়ই মোনাফেকরা পাপাচারী

২৬৩. সূরা তাওবাহ-৬৫,৬৬

মুনাফিক নর-নারী এবং কাফিরদেরকে আল্লাহ পাক দোযখের অগ্নির কথা বলে দিয়েছেন। তাতেই তারা চিরদিন পড়ে থাকবে, এটিই তাদের জন্যে যথেষ্ট এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে লানত দিয়েছেন আর তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।[২৬৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. মুনাফিক পুরুষ ও মহিলা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে এবং শপথ করে করে মুসলমানদের সন্তুষ্ট রাখার প্রচেষ্টা করে অথচ মুসলমান সমাজ ব্যবস্থার সাথে মুনাফিক নারী-পুরুষের কোন প্রকার সম্পর্ক ও আত্মীয়তা নেই।

২. মুনাফিক নারী-পুরুষ নিজেদের অপকর্ম থেকে ফিরে আসবে না, তারা কাফিরদের মঙ্গলকামী, ইসলাম ও জিহাদের বিরুদ্ধাচারণকারী, সম্পদ লোভী ও মুসলমান থেকে অত্যন্ত হুঁশিয়ার।

৩. দুনিয়ার বুকে সবচে বড় নাফরমান হল এ সকল মুনাফিক নারী-পুরুষ যারা মৌখিকভাবে নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করা সত্ত্বেও সর্বদা এ প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে যে, মুসলমানদেরকে যে কোন উপায়ে প্রতারণার মাধ্যমে ভাল কাজ থেকে বিরত রেখে মন্দ কাজে লিপ্ত করা যায় কি না? মুসলমানদের মাঝে মন্দ কাজের বিস্তার ঘটিয়ে ভাল কাজকে দুর্বল করে ফেলা এবং দীন ও জিহাদের জন্য খরচ করার মন-মানসিকতার মাঝে মাটি ঢেলে দেয়া।

মোটকথা মুনাফিক নারী-পুরুষ কালিমাতো ইসলামের পাঠ করে থাকে কিন্তু তাদের কথাবার্তা ও মালের দ্বারা কোন প্রকার ভাল কাজের প্রসার হয় না। তারা যখন আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে আখেরাতের আযাবের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন এবং নিজের রহমত থেকে বঞ্চিত করেছেন। মুনাফিক নারী-পুরুষ ও কাফিরদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামের ওয়াদা করে দিয়েছেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য অপমান-অপদস্থতা নির্ধারণ করে রেখেছেন।

---

২৬৪. সূরা তাওবাহ-৬৭,৬৮

দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে যাদের সাধনা ব্যর্থ

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّ اَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۙ وَ قَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

তরজমা.

তোমাদের অবস্থা তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার অনুরূপই, তারা তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও সম্পদশালী এবং সন্তান সন্ততি সম্পন্ন ছিল। তাদের ভাগ্যে যা ছিল তা তারা ভোগ করে গেছে, তোমাদের ভাগ্যে যা ছিল তোমরাও তা ভোগ করেছ। যেমন তোমদের পূর্ববর্তীরা তাদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে তারা যেভাবে অনর্থক আলাপ আলোচনায় লিপ্ত ছিল, তোমরাও তেমনি আলাপ আলোচনায় লিপ্ত রয়েছ। তারাই সে সব লোক, দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে যাদের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে, আর তারাই সর্বস্বান্ত।

তাদের (মুনাফিকদের) নিকট কি পূর্ববর্তী লোকদের খবর আসেনি ? নূহের জাতি, আদ ও সামুদ জাতি, ইবরাহীমের জাতি, মাদায়েনবাসী এবং যাদের বস্তি উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিল, তাদের সকলের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে রাসূলগণ এসেছিলেন, আর আল্লাহ পাক তাদের প্রতি জুলুম করছিলেন না, কিন্তু তারা নিজেরাই যে নিজেদের প্রতি জুলুম করত ।[২৬৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিকরা ধারণা করে তারা অন্তরে কুফরী লুকিয়ে এবং জিহাদে না গিয়ে তাদের অনেক লাভ হয়েছে তারা দুনিয়ার মজা উপভোগ করছে কাফিরদের সাথে তাদের বন্ধুত্ব রয়েছে এবং নিজেরা মুসলমান দাবী করে মুসলমানদের মাঝে ঢুকে রয়েছে। এ সকল মুনাফিক অতীতের পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের ন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অতএব, তাদের জন্য বাহ্যিক নিরাপত্তা ও

---

২৬৫. সূরা তাওবাহ-৬৯,৭০

দুনিয়ার সমান্য চাকচিক্য দেখে ধোকায় পড়ার কোন সুযোগ নেই বরং অতীতের ইতিহাস দেখে শিক্ষা নেয়া উচিত যে, তার পরিণতি ভয়াবহ ও মন্দজনক ।

মুমিন নর এবং নারীগণ একে অন্যের সাহায্যকারী

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

তরজমা.

আর মুমিন নর এবং নারীগণ একে অন্যের সাহায্যকারী, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে, তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর বিধি নিষেধ মেনে চলে, এরাই সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ পাক দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময় ।

আল্লাহ পাক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুমিন নর এবং নারীকে জান্নাতের- যার নিম্নদেশে নির্ঝরমালা প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরদিন বাস করবে । (আর আল্লাহ পাক তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ, আর তা বিরাট সাফল্য ।[২৬৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. মুমিন নারী-পুরুষ ঐক্যবদ্ধ একটি জামা'আত একে অপরের সহযোগী, সাহায্যকারী ও হিতাকাঙ্খী । মুনাফিক ও কাফির একই পথের যাত্রি তাদের মোকাবেলায় মুমিনদের জামা'আত ঐক্যবদ্ধ, যাদের উদ্দেশ্য হল সত্য ও

---

২৬৬. সূরা তাওবাহ-৭১,৭২

সুন্দরকে ব্যাপকভাবে প্রসার করা এবং কাফিরদের প্রসারিত মন্দকে প্রতিহত করা ও মিটিয়ে দেয়া।

২. মুমিনদের জামা'আত সর্বদা আমরে বিল মা'আরুফ ও নাহিয়ানিল মুনকার তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে থাকবে যার সর্বোচ্চ পন্থা বা পদ্ধতি হল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

৩. মুমিন ও মুনাফিকদের মাঝে পাঁচ বস্তুর পার্থক্য। **এক.** মুনাফিক মন্দের প্রতি আহবান করে এবং সত্য পথে বাধা প্রদান করে। **দুই.** নামাযে অলসতা করে। **তিন.** যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা করে। **চার.** জিহাদ থেকে দূরে থাকে। **পাঁচ.** যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জিহাদের নির্দেশ আসে তখন নিজেরা তো জিহাদে যায়ই না বরং অন্যদেরকে জিহাদে যাওয়া থেকে বাঁধা প্রদান করে, নিরুৎসাহিত করে।

মুনিনগণ উপরোক্ত অবস্থার বিপরীত; তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে, নামায আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং জিহাদে বের হয়।

৪. মুনাফিক দীনের আওতামুক্ত হয়ে দুনিয়া বিলাসে মত্ত থাকে আর মুমিন দীনি ফরিযা ও জিহাদের কারণে দুনিয়ার বহু ভোগ-বিলাসকে কুরবান করে থাকে তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অনন্ত অসীম নিয়ামত জান্নাতের ওয়াদা করে রেখেছেন। আর মুমিন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করবে যা সবচে বড় পাওনা।

হে নবী! কাফের এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

তরজমা.

হে নবী! কাফের এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। তাদের প্রতি কঠোর হোন, তাদের ঠিকানা দোযখ, আর তা অত্যন্ত জঘন্য প্রত্যাবর্তন স্থল।[২৬৭]

২৬৭. সূরা তাওবাহ-৭৩

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফির ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করার ও কঠোর ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেছেন যেমনিভাবে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুমিনদের সাথে নরম ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সংবাদও প্রদান করেছেন যে, কাফির ও মুনাফিকদের ঠিকানা হল আখেরাতে অগ্নিপূর্ণ জাহান্নাম।

হযরত আলী (রা.) বলেন মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চারটি তলোয়ার দিয়ে প্রেরণ করেছেন।

১. মুশরিকদের জন্য তলোয়ার। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ-

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ

যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হবে তখন মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা।[২৬৮]

২. আহলে কিতাবদের জন্য তলোয়ার। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ-

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ۝

যারা আহলে কিতাব তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তারা তা হারাম জানে না এবং সত্য দ্বীনের অনুসরণ করে না তারা যে পর্যন্ত অপমানিত অবস্থায় জিযিয়া আদায় না করে সে পর্যন্ত তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।[২৬৯]

৩. মুনাফিকদের জন্য তলোয়ার। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ

হে নবী! কাফের এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন।[২৭০]

২৬৮. সূরা তাওবাহ-৫
২৬৯. সূরা তাওবাহ-২৯
২৭০. সূরা তাওবাহ-৭৩

৪. বাগীদের জন্য তলোয়ার। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ-

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ

তোমরা আক্রমণকারী (বাগী) দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ তা'আলার হুকুমের দিকে ফিরে আসে।[২৭১]

আলোচ্য বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুনাফিকদের সাথে তলোয়ারের দ্বারা জিহাদ করা যাবে যখন তাদের নিফাকী প্রকাশ হয়ে যাবে। ইবনে জারীর (রহ.)-এর অভিমত এটাই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, মুনাফিকদের সাথে তলোয়ারের দ্বারা জিহাদ করবে যদি তার সামর্থ না থাকে তবে কঠোর অবস্থা ও ধমকির দ্বারা তাদের ভীতি প্রদর্শন করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের সাথে তলোয়ারের দ্বারা ও মুনাফিকদের সাথে যবানের দ্বারা জিহাদ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন, তাদের সাথে কোন প্রকার সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করা যাবে না।

আল্লামা ইমাম যাহহাক (রহ.) বলেন, আয়াতের সারমর্ম হল-

جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتهم

কাফিরদের সাথে তলোয়ারের দ্বারা জিহাদ করো আর মুনাফিকদের সাথে যবানের মাধ্যমে কঠোরতা করো।

আল্লামা মাকাতিল ও আল্লামা রা'বিয়ী (রহ.) উপরোক্ত উক্তিকেই সমর্থন করেছেন, হযরত লাহোরী (রহ.)ও এটাকেই সমর্থন করে লিখেন, কাফিরদের সাথে জিহাদ চালিয়ে যাও তলোয়ারের দ্বারা আর মুনাফিকদের সামনে উপস্থিত হও কঠোরতার সাথে।

হযরত হাসান বসরী (রা.) ও হযরত কাতাদা (রহ.) বর্ণনা করেন, মুনাফিকদের সাথে জিহাদ হল তাদের বিরুদ্ধে হুদুদ ও কিসাস প্রতিষ্ঠা করা। এটাও বলা হয়েছে উপরোক্ত বর্ণনা গুলোর মাঝে কোন প্রকার বৈরিতা নেই কারণ মুনাফিকদের অবস্থার উপর তাদের সাথে আচরণের হুকুমও পরিবর্তন

২৭১. সূরা হুজরাত-৯

হবে। (যেমন তাদের থেকে যদি প্রকাশ্য কুফর পাওয়া যায় এবং কাফিরদের সাহায্যে প্রকাশ্যে ময়দানে অবতরণ করে তবে তাকে কাফির হিসাবে ধরে নিয়ে প্রথম অবস্থা হবে আর যদি কুফরী গোপন থাকে মুসলমানদের সাথে মসজিদে যায় তবে সাধারণ মুনাফিক হিসাবে দ্বিতীয় অবস্থা তথা যবানের মাধ্যমে প্রতিহত করবে।) আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

তারা যদি তাওবা করে তবে তা তাদের জন্য ভাল

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۗ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

তরজমা.

তারা আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তারা কিছু বলেনি, অথচ তারা কুফরী কালিমা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফের হয়েছে। তারা এমন জিনিস কামনা করেছে যা তারা লাভ করতে পারেনি। তাদের এই প্রতিশোধের একমাত্র কারণ এই যে, আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল স্বীয় কৃপায় তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন। অতএব, তারা যদি তাওবা করে তবে তা তাদের জন্য ভাল, আর যদি তারা তা না মানে তবে আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন আর পৃথিবীতে তাদের কোন অভিভাবক এবং সাহায্যকারী নেই।[২৭২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিক একত্রে বসে এসমস্ত কুফরী কথাবার্তা বলে যথা-

১. জিহাদের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের যে ওয়াদা রয়েছে তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে থাকে।

২৭২. সূরা তাওবাহ-৭৪

২. তারা বলে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা সত্য হয় তবে আমরা তো গাধার চেয়ে নিম্নশ্রেণীতে পতিত হব।

৩. কোন এক স্থানে তাদের সরদার ঘোষণা দিয়েছে যে, আমরা যখন আবার মদীনার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হব তখন আমরা সম্মানিতরা ঐ সকল সম্মানহীন মুসলমানদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিব।

৪. তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবীমূলক কথা বলতো এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করত। অতঃপর যখন জিজ্ঞাসা করা হলো তোমরা এ কথা কেন বলেছ? তখন তারা মিথ্যা কসম খেয়ে নিজেদের সাফায়ী গাওয়ার চেষ্টা করত। তারা বাহ্যিকভাবে নিজেদের মুসলমান প্রকাশ করলেও পরস্পর কুফরী কথা বলত।

তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা ও মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার বহু চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের এ মন্দ বাসনা পূর্ণ হয়নি। তারা এ সমস্ত অত্যাচার এমন মুহূর্তে করেছে যখন তাদের উপর মহান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অনুগ্রহ রয়েছে। এমতাবস্থায়ও যদি তারা তাওবা করে নেয় তবে তা তাদের জন্য উত্তম হবে। আর যদি তাওবা না করে তবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষমান। দুনিয়ার বুকে তারা কোন সাহায্যকারী পাবে না।

আল্লাহ তা'আলা জানেন তাদের গোপন রহস্য

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾
فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى
يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ
سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾

তরজমা.

তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ পাকের নিকট অঙ্গীকার করেছিল যে, যদি তিনি আমাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেন তবে আমরা নিশ্চয়ই সদকা দেব এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভূক্ত হব

এরপর যখন আল্লাহ পাক তাদেরকে নিজ কৃপায় দান করলেন, তখন তারা তাতে কৃপণতা করল এবং বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন অবস্থায় বিমুখ হল

পারিণামে আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে মুনাফেকী রেখে দেন, সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাক্ষাত করবে, কেননা তারা আল্লাহ পাকের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং তারা মিথ্যা কথা বলত ।

তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা জানেন তাদের গোপন রহস্য, পরামর্শ এবং সকল গোপন বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ।[২৭৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিকরা নিজেদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার জন্য পাঁচ প্রকার বর্ণনা দিয়ে থাকে ।

১. তারা বলে থাকে যে, আমাদের নিকট যদি জিহাদের আসবাব ও সরঞ্জামাদি থাকত তবে আমরা অবশ্যই জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম। কিন্তু যখন সরঞ্জামাদি ব্যবস্থা করে দেয়া হল তখন কৃপণতা শুরু করল এবং মাল সংগ্রহে লিপ্ত হয়ে গেল ।

২. মুনাফিক আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা করে এবং পরে সে ওয়াদা পূর্ণ করে না ।

৩. মুনাফিক মালের প্রতি অধিক লোভী তারা তার হক্ব আদায়ের ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের কৃপণতা করে ।

৪. যে সকল মুনাফিক আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে তাদের নিফাকী পাকা-পোক্ত হয়ে যায় এবং তাদের তাওবা করারও তাওফীক হয় না ।

৫. মুনাফিকদের সমস্ত কার্যক্রম তাদের মস্তিষ্কপোষিত এবং পরস্পর গোপন মাশওয়ারা দ্বারা পরিচালিত । তারা কি জানে না যে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকল গোপন বিষয়,তাদের গোপন মাশওয়াকে এবং সমস্ত গায়েবের ব্যাপারেও ভাল জানেন ।

---

২৭৩. সূরা তাওবাহ-৭৫,৭৬,৭৭,৭৮

আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য লোকদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

তরজমা.

মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করে এবং যারা নিজের শ্রম ব্যতীত কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা বিদ্রুপ করে আল্লাহ পাক তাদেরকে বিদ্রুপ করেন। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(হে রাসূল!) আপনি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা নাই করুন একই কথা, যদি আপনি তাদের জন্যে সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবুও আল্লাহ পাক কখনও তাদরেকে ক্ষমা করবেন না। কেননা, তারা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে, আর আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য লোকদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।[২৭৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. যে সকল মুসলমান জিহাদের ময়দানে নিজের মাল থেকে অধিক পরিমাণ খরচ করে মুনাফিকরা তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার কুৎসা রটনা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ দাঁড় করায়। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই অপকর্মের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন, তারা অচিরেই আযাবে নিপতিত হবে।

২. ঐ সকল কাফির ও নাফরমান মুনাফিদের ব্যাপারে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইস্তিগফার করেন তবুও তাদের ক্ষমা করা হবে না।

২৭৪. সূরা তাওবাহ-৭৯,৮০

হে রাসূল! আপনি বলুন দোযখের আগুন অধিকতর উত্তপ্ত

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ كَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿۸۱﴾ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّ لْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۸۲﴾

তরজমা.

যারা পশ্চাতে রয়ে গেল তারা আল্লাহর রাসূলের বিরোধিতা করে বসে থাকার মধ্যেই আনন্দ লাভ করল এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করাকে অপছন্দ করলো, এমনকি তারা বলল দারুন গরমে জিহাদে বের হয়োনা। হে রাসূল! আপনি বলুন দোযখের আগুন অধিকতর গরম, যদি তারা বুঝতে পারে। অতএব, তারা সামান্য হাসুক তাদের কৃতকর্মের পরিণামে তাদেরকে অনেক কাঁদতে হবে।[২৭৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. মুনাফিকরা জিহাদে না যাওয়াকে নিজেদের জন্য সফলতা, বুদ্ধিমত্তা ও অতিযোগ্যতার কাজ মনে করে এবং তার উপর নিজেরা খুবই আনন্দ প্রকাশ করে।

২. মুনাফিকরা জিহাদের ময়দানে নিজের জান-মাল ব্যবহার করাকে অত্যধিক মন্দকাজ মনে করে এবং তা থেকে সর্বদা বাঁচার প্রচেষ্টা করে।

৩. মুনাফিকরা জিহাদের ময়দানে যেসকল কষ্ট-মসিবত আসে সেগুলোকে আরো ভয়ঙ্কর করে মুসলমানদের নিকট বর্ণনা করে তাদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

৪. মুনাফিকরা অত্যন্ত জ্ঞানহীন তারা এ কথা বোঝে না যে, জিহাদ পরিত্যাগ করার কারণে জাহান্নামের যে আগুন তাদের জন্য অপেক্ষমান তা অত্যন্ত ভয়াবহ আর বহু গুণে কঠিন।

৫. মুনাফিকদের জীবন ও পরিণতি শুধু এতটুকু যে তারা সামান্য সময় হাসল ও তার পর সর্বদা শুধু কান্না করল। সামান্য সময়ের আনন্দ চিরকালের জন্য কঠিন শাস্তি। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সামান্য ভোগ-বিলাস ও খুশি আখেরাতের চিরস্থায়ী আযাব ও পেরেশানীর কারণ হবে।

২৭৫. সূরা তাওবাহ-৮১,৮২

যারা পিছনে পড়ে থাকে তাদের সঙ্গেই বসে থাক

فَاِنۡ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنۡهُمۡ فَاسۡتَاۡذَنُوۡكَ لِلۡخُرُوۡجِ فَقُلۡ لَّنۡ تَخۡرُجُوۡا مَعِىَ اَبَدًا وَّ لَنۡ تُقَاتِلُوۡا مَعِىَ عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمۡ رَضِيۡتُمۡ بِالۡقُعُوۡدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقۡعُدُوۡا مَعَ الۡخٰلِفِيۡنَ ﴿۸۳﴾

তরজমা.

(হে রাসূল!) আল্লাহ পাক যদি আপনাকে তাদের কোন দলের নিকট ফেরত আনেন এবং তারা জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার জন্যে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে তবে আপনি বলুন তোমরা কখনও আমার সাথে বের হবে না এবং তোমরা আমার সঙ্গী হয়ে কখনও দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, তেমারা তো প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে অতএব, যারা পিছনে পড়ে থাকে তাদের সঙ্গেই বসে থাক।[২৭৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যেসমস্ত লোক নিফাকীর কারণে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের নাম গাজীদের তালিকা থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। তারা যদি ভবিষ্যতে পূণরায় জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছাও করে তবে তাদেরে বলে দেয়া হবে যে, তোমরা কখনো আমাদের সাথে বের হতে পারবে না এবং আমাদের সাথে মিলে দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারবে না। এখন তোমরা মহিলা, বাচ্চা, অক্ষম ও দুর্বলদের সাথে ঘরেই বসে থাক। তোমরা পূর্ব থেকে যে জিনিসটি পছন্দ করতে এখন তার উপরই সন্তুষ্টচিত্তে বসে থাক এবং আযাবে ইলাহীর স্বাদ খুব ভাল করেই আস্বাদন কর।

তার জানাযার নামায পড়াবেন না

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنۡهُمۡ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمۡ عَلٰى قَبۡرِهٖ ؕ اِنَّهُمۡ كَفَرُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ وَ مَاتُوۡا وَهُمۡ فٰسِقُوۡنَ ﴿۸۴﴾ وَلَا تُعۡجِبۡكَ اَمۡوَالُهُمۡ وَاَوۡلَادُهُمۡ ؕ اِنَّمَا يُرِيۡدُ اللّٰهُ اَنۡ يُّعَذِّبَهُمۡ بِهَا

২৭৬. সূরা তাওবাহ-৮৩

فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

তরজমা.

(হে নবী!) তাদের মধ্যে যদি কারো মৃত্যু হয় তবে আপনি কখনও তার জানাযার নামায পড়াবেন না নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল আর অবাধ্য অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়েছে।

আর তাদের ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ পাক এর দ্বারাই তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে শাস্তি দিতে চান আর কাফের অবস্থায়ই যেন তাদের প্রাণ বের হয়।[২৭৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. মুনাফিক যতদিন জীবিত থাকবে তাদেরকে জিহাদে নিয়ে যাবেন না। আর মরার পর আপনি তাদের জানাযায় অংশ নিবেন না। এবং দাফন-কাফন ও দু'আতে তাদের কবরের নিকট দাঁড়াবেন না কেননা তারা কাফির, কুফরী ও নাফরমানীর উপরই তাদের মৃত্যু হয়েছে।

২. তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নেয়ামত নয় বরং কঠিন আযাব এবং তাদেরকে নিফাকীর উপর নিমজ্জিত রাখার একটি মাধ্যম।

৩. নেফাকীর অনেক পদ্ধতি হয়ে থাকে। অধীক মালের কারণে কারো মধ্যে নেফাকীর সৃষ্টি হয়, এ কারণে এ জাতীয় মালদার জিহাদ থেকে সরে যাওয়ার দ্বারা মুসলমানদের হিম্মত হারা হওয়ার কোন কারণ নেই।

আমরা তাদের সঙ্গে থেকে যাই যারা বসে আছে

وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَ

২৭৭. সূরা তাওবাহ-৮৪,৮৫

قَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٨٦﴾ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾

তরজমা.

আর যখন কোন সূরা নাযিল হয় (এ মর্মে) যে, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর (হে রাসূল!) তাদের মধ্যে যাদের শক্তি সামর্থ আছে তারা আপনার নিকট (জিহাদ থেকে) অব্যাহতি চায় এবং তারা বলে, আমাদের ছেড়ে দিন, আমরা তাদের সঙ্গে থেকে যাই, যারা বসে রয়েছে।

যারা পেছনে রয়ে গেছে, অন্তঃপুরবাসিনীদের সঙ্গে অবস্থান করাই তারা পছন্দ করেছে, তাদের অন্তর মোহর করা হয়েছে, তাই তারা বুঝতে পারে না।[২৭৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. যখন পবিত্র কালামে পাকের এ আয়াত অবতীর্ণ হল যে তোমরা সঠিকভাবে ঈমান আনয়ন করো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে বের হও। জিহাদে বের হয়ে নিজের ঈমানদারী সাব্যস্থ কর এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুমের প্রতি আনুগত্যশীলতার প্রমাণ দাও। মুনাফিকদের মধ্যে যারা সম্পদশালী তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিহাদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে বলত আমাদেরকে পিছনে যারা রয়ে গেছে তাদের সাথে রেখে যান।

২. এ সকল লোকদের আত্মমর্যাদা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তারা ঘরে বসে থাকা মহিলা এবং অনর্থক বসে থাকা লোকদের সাথে বসে থাকার ব্যাপারে তুষ্ট ও খুশি রয়েছে।

৩. মূলত নিফাকীর কারণে তাদের অন্তরে মোহর স্থাপিত হয়ে গেছে তাই তারা বোঝেনা যে, জিহাদের মাঝে কি পরিমাণ ফায়দা ও সৌভাগ্যতা রয়েছে। এবং শরয়ী ওজর ছাড়া জিহাদ থেকে পিছ পা হওয়া যে কি পরিমাণ ক্ষতি ও নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া তা তারা অনুভব করে না এবং এটাও তারা বোঝে না যে জিহাদের মাঝে কি পরিমাণ ফায়দা ও কল্যাণ রয়েছে।

২৭৮. সূরা তাওবাহ-৮৬,৮৭

তাদের জন্যেই রয়েছে কল্যাণ

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

তরজমা.

কিন্তু রাসূল এবং যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছিল, তারা তাদের অর্থ-সম্পদ এবং জীবন দিয়ে আল্লাহ পাকের রাহে জিহাদ করেছে, তাদের জন্যেই রয়েছে কল্যাণ, আর তারাই সফলকাম ।

আল্লাহ পাক তাদের জন্যেই তৈরী করেছেন জান্নাত যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরমালা, জান্নাতীগণ সেখানে চিরদিন থাকবে, এটিই মহা সাফল্য ।[২৭৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জিহাদের নির্দেশ পেয়ে যেসকল মুনাফিক জিহাদের জন্য বের হয় না তাদের চেয়ে বহু বহু গুণে উত্তম হল ঐ সমস্ত সাধারণ মানুষ যারা জিহাদের নির্দেশ পেয়ে তার উপর আমল করার জন্য ছুটে চলে ।

২. জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জান-মাল দ্বারা জিহাদ করেছেন ।

৩. ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান এনেছে তারাও নিজের জান-মাল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করে ।

৪. এই সমস্ত লোক যখন আল্লাহ তা'আলার হুকুমে জিহাদকে পরিপূর্ণ করল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা দান করলেন । তাদেরকে দুনিয়ার বুকে যুদ্ধের ময়দানে বিজয় দান করেছেন এবং আখেরাতে অনন্ত অসীম জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন । নিশ্চয় এটা একটি মহা সাফল্য ।

২৭৯. সূরা তাওবাহ-৮৮,৮৯

সঙ্গত কারণ ছাড়া জিহাদ থেকে অব্যাহতি চাওয়া

وَ جَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَ قَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

তরজমা.

আর মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক ওজর আপত্তি পেশ করে জিহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে হাজির হলো, আর যারা আল্লাহ তা'আলাকে এবং তাঁর রাসূলকে মিথ্যা কথা বলেছিল তারা বসে রইল। তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে অচিরেই তাদের শাস্তি হবে অত্যন্ত মর্মান্তিক।[২৮০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. মদীনার বাইরে গ্রামে অবস্থানকারীদের মধ্যেও মুনাফিক ছিল যখন তাদেরকে জিহাদের জন্য আহবান করা হল তখন তাদের নিফাকী প্রকাশ পেয়ে গেল।

২. ঐ সমস্ত লোক যারা ঈমানের গন্ধ পেয়েও কুফরির উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

যারা জিহাদে বের না হলেও কোন অসুবিধা নেই

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَ لَا عَلَى الْمَرْضٰى وَ لَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَّ لَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَاۤ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَاۤ اَجِدُ مَاۤ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا وَّ اَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ۝

তরজমা.

যারা দুর্বল, যারা অসুস্থ এবং যাদের নিকট ব্যয় করার মত কিছুই নেই

২৮০. সূরা তাওবাহ-৯০

তাদের কোন দোষ নেই যদি আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে তাদের মন পরিচ্ছন্ন থাকে। যারা নেককার তাদের প্রতি অভিযোগের কোন পথই নেই। আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান

আর সে সব লোকেরও কোন অপরাধ নেই যারা (হে রাসূল!) আপনার নিকট যান বাহনের জন্যে হাজির হলে আপনি বলেছিলেন আমার কাছে এমন কিছুই নেই যার উপর তোমাদেরকে আরোহন করাতে পারি। তাই তারা অর্থ ব্যয়ে অসামর্থ হওয়ায় দুঃখে অশ্রু বিগলিত নেত্রে ফিরে গেল।[২৮১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

তিন শ্রেণীর লোক এমন রয়েছে যারা জিহাদে বের না হলেও কোন অসুবিধা নেই তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মা'জুর ঘোষণা করেছেন।

১. অক্ষম তথা ঐ সমস্ত লোক যারা জিহাদে যেতে অক্ষম যেমন অধিক বৃদ্ধ, অন্ধ ও লেংড়া ইত্যাদি।

২. অসুস্থ ঐ সমস্ত লোক যাদের অসুস্থতা এমন পর্যায় রয়েছে যে, সে অবস্থায় জিহাদে বের হওয়া ও লড়াই করা অসম্ভব।

৩. ফকীর তথা ঐ সমস্ত লোক যাদের নিকট জিহাদে যাওয়ার মত সরঞ্জাম ও অস্ত্র-শস্ত্র নেই। এ তিন শ্রেণীর লোক জিহাদে না যাওয়ার দ্বারা কোন প্রকার অসুবিধা নেই; শর্ত হল তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইখলাসের সাথে পরিপূর্ণ রূপে একমত থাকতে হবে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একমত থাকার একটি দৃষ্টান্ত হল-

১. তাদের ঈমান সত্য হবে, তাদের ঈমানের ঘোষণা সত্য হবে, এবং জিহাদের অংশগ্রহণের জযবাও সত্যি হবে কেবলমাত্র অক্ষমতার কারণেই সে জিহাদ থেকে বিরত থাকল। তাদের অন্তরে পরিপূর্ণ সত্যতার সাথে এ কথার দৃঢ় অঙ্গীকার থাকতে হবে যে, জিহাদের সক্ষমতা ফিরে আসার সাথে সাথে জিহাদে চলে যাব।

২. ঘরে বসে ইসলাম ও জিহাদের কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করবে না এবং যতটুকু সম্ভব ইসলাম ও জিহাদের মঙ্গল কামনা করতে থাকবে। জিহাদে গমনকারীদের অন্তরে হিম্মত দেয়ার প্রচেষ্টা করবে, কোন প্রকার ভীতিকর কথা বলবে না।

৩. পিছনে থেকে জিহাদ ও মুজাহিদের যে সকল খিদমত করা সম্ভব তা করবে। সর্বোপরি ঐ সমস্ত লোকদের জন্য কোন প্রকার সমস্যা নেই যাদের অন্তরে

---

২৮১. সূরা তাওবাহ-৯১,৯২

জিহাদের পরিপূর্ণ জযবা রয়েছে এবং সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে কিন্তু অক্ষমতার কারণে সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করতে পারেনি বিধায় পেরেশানী ও কান্নাকাটিতে লিপ্ত রয়েছে।

সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও জিহাদ থেকে অব্যাহতি চায়

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٣﴾

তরজমা.

মূলতঃ অভিযোগের পথ তাদের প্রতি, যারা সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও জিহাদ থেকে অব্যাহতি চায়, পেছনে পড়ে থাকা অবলাদের সঙ্গে বসে থাকাতেই তারা খুশি, আর আল্লাহ পাক তাদের অন্তরকে মোহর করে দিয়েছেন, তাই তারা জানতে পারে না।[২৮২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

গুনাহ ও শাস্তি তো কেবলমাত্র ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যাদের জিহাদে যাওয়ার যোগ্যতা ও সক্ষমতা রয়েছে তা সত্ত্বেও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে, তারা মহিলাদের ন্যায় ঘরে বসে থাকাকেই পছন্দ করে। আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত লোকদের অন্তরে মোহর এটে দিয়েছেন তারা জিহাদের দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের যে ফায়দা তা বুঝতে সক্ষম হয় না।

২৮২. সূরা তাওবাহ-৯৩

আপনার নিকট বাহানা পেশ করবে

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ؕ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ؕ وَ سَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٥﴾ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٩٦﴾

তরজমা.

হে রাসূল! আপনি যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন তারা আপনার নিকট বাহানা পেশ করবে। আপনি তাদেরকে বলে দিন, বাহানা বা অজুহাত পেশ করো না, আমরা তোমাদেরকে কখনো বিশ্বাস করব না, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তোমাদের হাল-চাল জানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করবেন এবং তাঁর রাসূলও এরপর তোমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাবে যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন এবং তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

যখন তোমরা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তোমরা যেন তাদেরকে পাকড়াও না কর সেজন্যে তারা তোমাদের সম্মুখে আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করবে, অতএব, তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর, তারা অপবিত্র। তাদের কার্যকলাপের পরিণামে জাহান্নামই তাদের ঠাঁই।

তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, অতএব, তোমরা যদিও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, কিন্তু আল্লাহ পাক অবাধ্য সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।[২৮৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যখন আপনি ও আপনার মুজাহিদ সাহাবীগণ তাবুক যুদ্ধ থেকে মদীনাতুল মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করবেন তখন পেছনে থেকে যাওয়া মুনাফিকরা আপনার নিকট বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা বাহানা নিয়ে উপস্থিত হবে তারা বলবে আমরা এই এই ওজরের কারণে জিহাদে যেতে পারিনি। সুতরাং এমনটিই হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

২৮৩. সূরা তাওবাহ-৯৪,৯৫,৯৬

ওয়াসাল্লাম ও মুজাহিদ সাহাবায়ে কিরাম তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুনাফিকরা বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা অযুহাত নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে আসতে লাগল।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলে দিলেন যে, আমি তোমাদের কথাকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারছিনা কারণ তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সমস্ত কিছু বলে দিয়েছেন।

৩. এখন সামনের দিনগুলোতে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কার্যক্রমের প্রতি লক্ষ্য করবেন যদি তোমরা তাওবা করে ফিরে এসো তবে তো ভাল, অন্যথায় তোমাদের অবস্থা জনসম্মুখে ঘৃনার সাথে প্রকাশ পাবে, ফলে তোমরা হবে অপমানিত-অপদস্থ।

৪. তারপর তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত করা হবে। তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয় ও সমস্ত কথাসমূহকে জানেন তিনি তোমাদের সকল অপকর্মের সংবাদ দিয়ে দিবেন।

৫. মুনাফিকরা মুসলমানদের সামনে এসে মিথ্যা কসম খেয়ে নিজেদের সাফায়ী গাবে এবং ভবিষ্যতে আনুগত্যের ঘোষণা দিবে তখন মুসলমানদের কাজ হবে তাদের ওজরকে মেনে নিয়ে তাদের থেকে বিরত থাকা। তাদেরকে সতর্ক করা বা শাস্তি প্রদানের পথে অগ্রসর না হওয়া কেননা তাদের পুরোটাই নাপাক তাদের সংশোধন হওয়ার কোন প্রকার সম্ভাবনা নেই, তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে গেছে। মুসলমান সম্পূর্ণরূপে তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে কারণ তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণটাই অপবিত্র, তারা জাহান্নামী। অতএব, এমন লোকদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

৬. মুনাফিকরা কসম খেয়ে খেয়ে মুসলমানদেরকে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা করে, মুসলমানদের উচিত তাদের প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া। যদি কোন কারণে মুসলমান তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েও যায় তথাপি এ সকল নাফরমানদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা কখনো সন্তুষ্ট হবেন না।

আল্লাহ তা'আলার রাহে ব্যয় করাকে জরিমানা স্বরূপ মনে করা

اَلۡاَعۡرَابُ اَشَدُّ كُفۡرًا وَّ نِفَاقًا وَّ اَجۡدَرُ اَلَّا يَعۡلَمُوۡا حُدُوۡدَ مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوۡلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ﴿۹۷﴾ وَ مِنَ الۡاَعۡرَابِ مَنۡ يَّتَّخِذُ مَا يُنۡفِقُ مَغۡرَمًا وَّ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيۡهِمۡ دَآئِرَةُ السَّوۡءِ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۹۸﴾ وَ مِنَ الۡاَعۡرَابِ مَنۡ يُّؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنۡفِقُ قُرُبٰتٍ عِنۡدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰتِ الرَّسُوۡلِ ؕ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرۡبَةٌ لَّهُمۡ ؕ سَيُدۡخِلُهُمُ اللّٰهُ فِىۡ رَحۡمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۹۹﴾

তরজমা.

বেদুঈনরা কুফরী, নাফরমানী ও মুনাফেকীতে কঠোরতর এবং আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা অধিকতর। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

আর কোন কোন বেদুঈন এমনও আছে যারা আল্লাহ তা'আলার রাহে ব্যয় করাকে জরিমানা স্বরূপ মনে করে এবং তারা তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের অপেক্ষা করে। ভাগ্য বিপর্যয় তাদেরই হোক। আর আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

আর কোন কোন বেদুঈন এমনও আছে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও রাসূলের দোয়া পাওয়ার উপায় মনে করে। মনে রেখ নিশ্চয়ই তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়, অচিরেই আল্লাহ পাক তাদেরকে অবশ্যই তাঁর রহমতে প্রবেশ করার তৌফিক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাপ্রিয়, তিনি আতীব দয়াময়।[২৮৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

গাযওয়ায়ে তাবুকের সময় মুনাফিকদের নিফাকী সকলের সামনে প্রকাশ হয়ে গেল। আর এ সূরায়ে তাওবার মাঝে তাদের সম্পূর্ণ অবস্থা ও প্রকারভেদকে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করে দিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় উপরোক্ত আয়াত তিনটি। এর প্রথম দুটিতে গ্রামে অবস্থানকারী কঠিন প্রকৃতির মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে যেমন- বনু আসাদ, গাতফান ইত্যাদি। আর তৃতীয় আয়াতে গ্রামে অবস্থানকারী মুখলেস মুসলমানদের কথা আলোচনা করা হয়েছে যেমন-বনু মুকারান ও বনু মুজাইয়ানাহ ইত্যাদি।

২৮৪. সূরা তাওবাহ-৯৭,৯৮,৯৯

মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

তরজমা.

মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী এবং যারা অতি যত্ন সহকারে তাঁদের অনুসরণ করে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তিনি তাদের জন্য জান্নাত তৈরী করেছেন যার নিম্নদেশে নির্ঝরমালা প্রবাহিত, তারা চিরদিন সেখানে থাকবে, এটি বিরাট সাফল্য ।[২৮৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. ঈমান, হিজরত ও নুসরাতের মাঝে অগ্রগামী সাহাবায়ে কিরামের জামাত মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য জামা'আত ।

২. কিয়ামত পর্যন্ত যারাই সাহাবায়ে কিরামের ঐ জামা'আতকে সঠিক আকীদা ও ইখলাসের সাথে অনুসরণ করবে তারাও সফলকাম হয়ে যাবে ।

৩. আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পদাংক অনুসরণকারী জামা'আতের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট ।

৪. সত্যিকারের সফলতা তো আখেরাতের সফলতা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সন্তুষ্টির প্রতিদান বা পুরস্কার তাদেরকে জান্নাতের আকৃতিতে প্রদান করবেন ।

পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ লোকদের মধ্যে কেউ কেউ মুনাফিক

وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛؕ وَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛؔ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۖ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۝

২৮৫. সূরা তাওবাহ-১০০

তরজমা.

তোমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ লোকদের মধ্যে কেউ কেউ মুনাফিক রয়েছে এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ মুনাফিকীতে তৎপর। (হে রাসূল!) আপনি তাদেরকে জানেন না, আমি তাদেরকে ভালভাবেই জানি, আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব, এরপর তারা মহা আযাবের প্রতি প্রত্যাগত হবে।[২৮৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মদীনাতুল মুনাওয়ারা ও তার আশপাশে এমন কিছু ধূর্ত ও চতুর মুনাফিক রয়েছে যাদের মুনাফিকী কার্যকলাপ সম্পর্কে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন, সাধারণ মুসলমানরা জানে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের দুনিয়ার বুকেই দুবার শাস্তি প্রদান করবেন আর আখেরাতের কঠিন আযাবে তো পতিত হবেই।

ভাল কাজের সঙ্গে মন্দ কাজ মিশ্রিত করা

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

তরজমা.

এবং অপর কিছু এমন লোক রয়েছে, যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করেছে, তারা একটি ভাল কাজের সঙ্গে একটি মন্দ কাজ মিশ্রিত করেছে। আশা করা যায় যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

২৮৬. সূরা তাওবাহ-১০১

তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং তাদেরকে এর দ্বারা সংশোধন করবেন আর তাদের জন্যে দু'আ করুন (হে রাসূল!) আপনার দোয়া তাদের জন্যে সান্ত্বনা, আর আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত ।

তারা কি জানে না যে, আল্লাহ পাক নিজে তাঁর বান্দার তাওবা কবুল করেন, যাকাত গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তাওবা গ্রহণকারী, পরম করুণাময় ।

(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন তোমরা আমল করতে থাক, ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং অতি সত্বর তোমরা তাঁর দরবারে প্রত্যাবর্তিত হবে যিনি গোপন প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত । তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে তখন তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন ।[২৮৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদ ফরয হওয়ার পর যে সমস্ত মুসলমান অলসতার কারণে জিহাদ থেকে বিরত থাকল সে নিঃসন্দেহে আপরাধী, এমন ব্যক্তির এই অপরাধ থেকে ক্ষমা পাওয়া, তাওবা করা ও সংশোধনের পদ্ধতি হল-

১. নিজের ভুলের কারণে গভীরভাবে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট সত্যদিলে তাওবা করা ।

২. আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষে নিজের সম্পদ থেকে কিছু অংশ সদকা করা ।

৩. এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস করা যে আল্লাহ তা'আলা তাওবা ও সদকা কবুলকারী । তিনি অত্যন্ত মেহেরবান আমরা নিজেদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিকট সুস্পষ্ট দায়বদ্ধ ।

৪. ভবিষ্যতের জন্য নিজের আমলকে ঠিক রাখা । জিহাদে অংশগ্রহণ করতে থাকা এবং আখেরাতের পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখা । সম্ভব হলে আমিরুল মুমিনীন বা আমিরে জিহাদের মাধ্যমে নিজের অপরাধের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করানো । এটাও আয়াতে ইঙ্গিত স্বরূপ বলা আছে ।

---

২৮৭. সূরা তাওবাহ-১০২,১০৩,১০৪,১০৫

কিছু লোকের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইল

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

তরজমা.

এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশের অপেক্ষায় কিছু লোকের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইল, হয় তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।[২৮৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কিছু সংখ্যক লোকের ফায়সালা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ আসা পর্যন্ত স্থগিত, আল্লাহ তা'আলা তাদের আযাব দিবেন না তাদের ক্ষমা করে দিবেন। জিহাদ থেকে পিছনে থেকে যাওয়া মুসলমানদের শান ও মর্যাদার পরিপন্থী। তাদের থেকে অলসতা সংঘটিত হওয়া এবং কোন প্রকার ওজর ছাড়া পিছনে থেকে যাওয়া কোন ক্রমেই কাম্য নয়। কিন্তু ফিরে আসার পর সকল কিছু সত্য সত্য স্বীকার করে নেয়া। তারা নিজেদের অপরাধের কারণে অনুতপ্ত হতো, পাশা-পাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত চাপ ও ভারি মনে হলো। তারা দৃঢ়চিত্তে আল্লাহ তা'আলা দিকে ধাবিত হল এবং তাওবা করল আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবাকে কবুল করলেন। যা ১১৮নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

জেদের বশবর্তী হয়ে মসজিদ নির্মাণ করা

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًۢا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ

২৮৮. সূরা তাওবাহ-১০৬

فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ۝ اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّاۤ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

তরজমা.

আর যারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে জেদের ভিত্তিতে কুফরী ও নাফরমানীর কারণে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষে এবং যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে পূর্ব থেকে যুদ্ধে রত রয়েছে তাদের জন্যে গোপন ঘাঁটি স্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশে, তারা অবশ্য শপথ করে বলবে, আমরা অত্যন্ত মহৎ উদ্দেশেই তা করেছি। আর আল্লাহ পাক সাক্ষী, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।

(হে রাসূল!) আপনি কখনও তাতে দাঁড়াবেন না, বস্তুত ঃ যে মসজিদটি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়া, পরহেজগারীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সে মসজিদই আপনার দাঁড়াবার উপযুক্ত স্থান, তাতে এমন লোক রয়েছে যে, তারা পবিত্রতাকে অত্যন্ত বেশী পছন্দ করে। আর আল্লাহ পাক পবিত্রতা-প্রিয় লোকদেরকে ভালবাসেন।

যে ব্যক্তি তার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে তাকওয়া, পরহেজগারীর উপর সে-ই উত্তম, নাকি সে ব্যক্তি, যে তার গৃহ তৈরী করেছে এমন একটি গর্তের কিনারায় যা এখনই ভেঙ্গে পড়তে চায় এবং তাকে নিয়ে জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয়, আল্লাহ পাক জালেম সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না।

তাদের তৈরী ইমারতের দ্বন্দ্ব তাদের অন্তরে চিরকাল থাকবে। কিন্তু যদি তাদের অন্তরই বিদীর্ণ হয়ে যায় তবে তা স্বতন্ত্র কথা, আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। তাদের নির্মিত গৃহটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক সৃষ্টি করে যাবে যে পর্যন্ত না তাদের অন্তরগুলো চৌচির হয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ-প্রজ্ঞাময়।[২৮৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিকরা চারটি বস্তুকে নিজেদের মাকসাদ ও লক্ষ্যরূপে স্থির করে নেয়।

২৮৯. সূরা তাওবাহ-১০৭,১০৮,১০৯,১১০

১. মুসলমানদের দীনি মারকায ও মসজিদ সমূহের ক্ষতি করা ।
২. মুসলিম সমাজে কুফরী কথার ব্যাপক প্রচার করা এবং কুফরীকে মুসলমানদের সামনে হালকা করে তোলা ।
৩. মুসলমানদের মধ্যে ইখতিলাফ তথা অনৈক্য সৃষ্টি করে দেয়া ।
৪. ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফিরদের উৎসাহিত করা, তাদের সাহায্যে গোপন আস্তানা তৈরী করা, তাদের সাহায্য করা। মদীনা মুনাওয়ারাতে মুনাফিকরা মসজিদে কুবার নিকট মসজিদ নামে একটি ঘর নির্মাণ করেছিল যাতে উল্লেখিত চারটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করত ।

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেখানে যেতে নিষেধ করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভেঙ্গে দেয়া ও জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন ।

মুসলমানদের এমন সব মসজিদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলা উচিত যার ভিত্তি তাকওয়া ও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষে স্থাপিত হয়েছে এবং যাতে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সবক পাওয়া যায় ।

মুনাফিকদের ফিতনার মারকায থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য কেননা তা জাহান্নামের অতি নিকটে অবস্থিত, এটি তার প্রতিষ্ঠাকারী, আবাদকারী এবং তাতে অবস্থানকারী সকলকে নিয়ে জাহান্নামে পতিত হবে ।

মসজিদে জীরারকে ধ্বংস করে দেয়া হল, ধ্বংসপ্রাপ্ত সে মসজিদটি আজো মুনাফিকদের জন্য পেরেশানী, আফসোস ও হিংসার কারণ হয়ে আছে ।

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۟ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

তরজমা.

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক মুমিনদের নিকট থেকে ক্রয় করে নিয়েছেন তাদের জীবন ও সম্পদ, এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, তারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে (দুশমনকে) হত্যা করে অথবা প্রাণ দেয়। তাওরাত, ইঞ্জিল ও পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাকের এ প্রতিশ্রুতি সত্য হয়ে রয়েছে। প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ পাকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের সঙ্গে যে সওদা করেছ তার জন্য আনন্দিত হও বস্তুতঃ এটিই মহান সাফল্য।[২৯০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মুমিনের জান-মালকে জান্নাতের বিনিময় ক্রয় করে নিয়েছেন।

২. আল্লাহ তা'আলার নিকট মুমিনের জান-মাল বিক্রি করে দেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল তারা আল্লাহ তা'আলার রাহে তথা জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করতে থাকবে যেখানে কখনো কাউকে হত্যা করা হবে আবার কখনো নিজে শহীদ হবে। অর্থাৎ সে কেনাবেচার উদ্দেশ্য হল এমন জিহাদ করা যাতে কোন মুসলমান হত্যাকারী হবে বা তাকে হত্যা করা হবে।

৩. এ কতল-কিতালের মাধ্যমে মুসলমানদের জান্নাত প্রদান করা হবে আল্লাহ তা'আলার এ সত্য ও সঠিক ওয়াদা তাওরাতে করা হয়েছে, ইঞ্জিলে করা হয়েছে এবং কুরআনেও করা হয়েছে।

৪. এ কথা নিশ্চিত যে আল্লাহ তা'আলার চেয়ে অধিক ওয়াদাপূর্ণকারী আর কেউ নেই। তিনি যখন তোমাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর জান্নাতের ওয়াদা করেছেন এমতাবস্থায় তোমরা যারা জিহাদ করছ তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত ওয়াদার উপর আনন্দিত হও। এজন্য যে তোমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সামান্য বস্তু প্রদানের মাধ্যমে চিরস্থায়ী বস্তু পাচ্ছ।

৫. এ ক্রয়-বিক্রয়ের বিনিময় তোমাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে আর জান্নাত পেয়ে যাওয়া কত বড় সফলতা! একারণে মুসলমানদের উচিত তারা যেন অত্যন্ত আনন্দের সাথে এ ব্যবসা করতে থাকে।

২৯০. সূরা তাওবাহ-১১১

আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান করুন

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۲﴾

তরজমা.

তারা তাওবাকারী, আল্লাহর বন্দেগীকারী, তাঁর প্রশংসাকারী, রোযাব্রত পালনকারী, রুকুকারী সেজদাকারী যারা সৎকাজের নির্দেশদাতা এবং অন্যায় কার্যে নিষেধকারী এবং আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সীমারেখার হেফাজতকারী, হে রাসূল ! আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান করুন ।[২৯১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

নয়টি গুণ এমন রয়েছে যা মুজাহিদগণ গ্রহণ করার দ্বারা মহান আল্লাহ তাদের সাওয়াব আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন আর সাধারণ ঈমানদারগণ গ্রহণ করার দ্বারা তাদের ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে থাকে । গুণ নয়টি এই-

১. তাওবাহ । ২. ইবাদত । ৩. আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা । ৪. রোযা ও দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন । ৫. রুকু । ৬. সিজদা । ৭. আমরে বিল মা'আরুফ । ৮. নাহিয়ানীল মুনকার । ৯. আল্লাহ তা'আলার সকল বিধানগুলোকে বাস্তবায়ন করা ।

মুশরেকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নয়

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَ لَوْ كَانُوْۤا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۳﴾ وَ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗۤ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۱۴﴾ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾

তরজমা.

আত্মীয় স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মুমিনদের

২৯১. সূরা তাওবাহ-১১২

জন্য উচিত নয়, যখন নিশ্চিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, তারা দোযখী।

আর ইবরাহীমের পিতার জন্য ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা শুধুমাত্র একটি প্রতিশ্রুতির কারণে যা তাকে দেয়া হয়েছিল, এরপর যখন ইবরাহীমেরে নিকট এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় যে, সে আল্লাহর দুশমন তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়, অতীব সহনশীল।

আর আল্লাহ পাক কোন কোন জাতিকে পথে আনার পর পথভ্রষ্ট করেন না, যে পর্যন্ত না তাদের আত্মরক্ষার বিষয় সমূহ তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে না দেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।[২৯২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. ঈমানদারগণ যখন নিজের জান-মালকে আল্লাহ তা'আলার নিকট বিক্রি করে দিয়েছে তখন তাদের জন্য জরুরী হল তারা আল্লাহ তা'আলার দুশমনদের সাথে কোন প্রকার বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল সম্পর্ক রাখবে না। এমনকি নিজের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যারা কুফর ও শিরক অবস্থায় মারা গেছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে না। যারা আল্লাহ তা'আলার দুশমন তারা মুসলমানদের বন্ধু কি করে হতে পারে, যতই সে নিকটাত্মীয় হোক না কেন।

২. হযরত ইবরাহীম (আ.) তার পিতার জন্য ইস্তিগফার এজন্য করেছিলেন যে, তিনি নিজেই ইস্তিগফারের তাওবা করেছিলেন। পরিশেষে যখন হযরত ইবরাহীমে পিতা কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারলেন যে, তার পিতার আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর উপর মৃত্যু হয়েছে তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং ইস্তিগফার বন্ধ করে দিলেন। নিশ্চয়ই হযরত ইবরাহীম (আ.) অত্যন্ত নরম হৃদয় ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

৩. এখন পর্যন্ত যে সকল মুসলমান নিজেদের মুশরিক বাপ-দাদার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে তাদের এজন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করা হবে না কেননা ইতিপূর্বে এর জন্য কোন প্রকার নির্দেশ প্রদান করা হয়নি। আর কাউকে শাস্তি প্রদান করা তো তখনই হয় যখন কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও পূনরায় তা করা হয়।

---

২৯২. সূরা তাওবাহ-১১৩,১১৪,১১৫

আসমান জমিনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই

اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١١٦﴾

তরজমা.

আসমান জমিনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যুমুখে পতিত করেন, আর তোমাদের জন্যে আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই।[২৯৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঈমানদারদের জন্য কিতাল ফী সাবিল্লিাহ-এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে যেন তারা কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর আল্লাহ তা'আলা যিনি আসমান ও জমিনের অধিপতি তার সাহায্যের প্রতি ভরসা করবে কেননা আল্লাহ তা'আলাই মুজাহিদের বন্ধু ও সাহায্যকারী।

যারা সংকট মুহূর্তে তাঁর অনুগমন করেছিল

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٧﴾

তরজমা.

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সদয় হয়েছেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা সংকট মুহূর্তে তাঁর অনুগমন করেছিল এমনকি, যখন তাদের কারো মন ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, অতঃপর আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াদ্র, পরম করুণাময়।[২৯৪]

২৯৩. সূরা তাওবাহ-১১৬
২৯৪. সূরা তাওবাহ-১১৭

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলা তার পয়গাম্বর (আ.)-এর উপর অত্যন্ত দয়া ও মেহেরবানি করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াত, ইমামতে জিহাদ ও সকল প্রকার কল্যাণকর বস্তু প্রদান করেছেন। মাদীনায় আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি লক্ষ্য কর তারা কি পরিমাণ দুঃখ-কষ্টের মাঝেও জিহাদের ময়দানে সুদৃঢ় ছিল। যারা অভাবগ্রস্থতা ও সর্বসংকটময় মুহূর্তেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ দিয়েছিলেন, তার পরই তাদের মধ্যে হতে কয়েকজনের অন্তরে সামান্য দ্বিমুখী মনোভাব এসে যায় এবং জিহাদে যাওয়ার হিম্মত কমে যায় কিন্তু পরক্ষণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করলেন এবং তাদের অন্তরকে সঠিক করে দিলেন তারা পূনরায় জিহাদের সাথী হল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সকলের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও অতীব মেহেরবান।

তারা এ সত্য উপলব্ধি করে

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

তরজমা.

আর আল্লাহ পাক ক্ষমা করলেন, ঐ তিন জনকেও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিলো, অবশেষে পৃথিবী বিরাট বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং জীবন তাদের জন্য দূর্বিসহ হয়ে পড়ে, আর তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন আশ্রয় স্থল নেই তখন আল্লাহ পাক তাদের প্রতি সদয় হন যেন তারা ফিরে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।[২৯৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলা ঐ তিনজনের ব্যাপারেও ছিলেন অত্যন্ত দয়াবান যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ

২৯৫. সূরা তাওবাহ-১১৮

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে তারা এমনই পেরেশানিতে পড়েছিল যে, দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের সামনে আল্লাহ তা'আলার নাম জপা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ হয়েছে তাদের প্রতি যাতে করে ভবিষ্যতে সকল দুঃখ-মসিবতে আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অসীম দয়ালু ও পরম করুণাময়।

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

তরজমা.

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।[২৯৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য যে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই জিহাদের জন্য আহবান করবেন কোন প্রকার অলসতা ছাড়া স্বতঃস্ফুর্ত জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের সাথে জিহাদে বের হও, এটাই সত্যবাদীদের জামা'আত। তোমরা মুনাফিকদের সাথে ঘরে বসে থেকো না।

২৯৬. সূরা তাওবাহ-১১৯

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ত্যাগ করা করো পক্ষে শোভনীয় নয়

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّ لَا نَصَبٌ وَّ لَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَ لَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۙ﴿۱۲۰﴾ وَ لَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً وَّ لَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

তরজমা.

মদীনাবাসী এবং তাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ লোকদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তারা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গ থেকে পিছনে থাকে এবং রাসূলের জীবন থেকে নিজেদের জীবনকে অধিকতর ভালবাসে, কেননা আল্লাহর রাহে তাদের তৃষ্ণা ক্লান্তি, ক্ষুধার কষ্ট এবং কাফিরদেরকে উত্তেজিত করে এমন যত পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করে এবং শত্রুর নিকট থেকে যা কিছু তারা কেড়ে আনে তার বিনিময়ে তাদের জন্য সাওয়াব লিখিত হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক নেককারদের সাওয়াব বিনষ্ট করেন না ।

এবং তারা ছোট বড় যা কিছুই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে তাও তাদের জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে, কেননা তারা যা কিছু করে আল্লাহ পাক তাদেরকে তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর পুরস্কার দান করতে ইচ্ছা করেন ।[২৯৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদে যাবেন আর মাদীনাবাসী ও তার আশপাশের লোকেরা ঘরে বসে থাকবে এটা কি হতে পারে?

২. কোন মুসলমান নিজের জীবনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের চেয়ে অধিক মূল্যবান মনে করবে এটা কি হতে পারে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মাখলুকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত নবীগণের সরদার ও মহান আল্লাহ তা'আলার হাবীব । তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন জিহাদের ময়দানে বের হচ্ছেন, নিজের মূল্যবান

---

২৯৭. সূরা তাওবাহ-১২০,১২১

জানকে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা এবং ভয়াবহ স্থানে কুরবান হওয়ার জন্য অর্পণ করছেন এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিহাদ কত বড় গুরুত্বপূর্ণ আমল ছিল।

এ গুরুত্বপূর্ণ আমল থেকে পিছনে পড়ে যাওয়া লোকেরা কতইনা দুর্ভাগ্যকে নিজেদের মাথায় তুলে নিয়েছে। আর যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে শরিক হয়েছে তারা নিজেদের দামানকে পরিপূর্ণ করে নিয়েছে। আনুগত্যতা ও মুহাব্বতের হক আদায় করে দিয়েছে। তাদের জন্য জিহাদের ময়দানে সকল ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত আমলের জন্য প্রতিদান রয়েছে, যে পিপাসায় কষ্ট পেয়েছে সে তার প্রতিদান পাবে, যে ক্ষুধার কষ্ট করেছে সে তার প্রতিদান পাবে, ক্লান্তি অনুভব করেছে সেও তার প্রতিদান পাবে মোটকথা সে স্থানের প্রতিটি কদমে কদমেই প্রতিদান পেতে থাকবে। জিহাদের ময়দানে মুসলমান কাফিরদের থেকে যা কিছু ছিনিয়ে নিবে বা তাদের যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হবে তারা পুরোপুরি প্রতিদান লাভ করবে এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল লোকদের মধ্যে গণ্য করে নিবেন যাদের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা বিনষ্ট করেন না।

৩. এ সকল মুজাহিদ জিহাদের ময়দানে যা কিছু খরচ করে স্বল্প হোক বা অধিক এবং জিহাদের ময়দানে গমনাগমন করে দূরে হোক বা কাছে সকল কিছুই নেকির মধ্যে গণ্য করা হবে, ফিরিশতাগণ লিপিবদ্ধ করে নিবেন যাতে করে মহান আল্লাহ তা'আলা তার পরিপূর্ণ প্রতিদান দিতে পারেন।

মুমিনদের সকলকে এক সঙ্গে অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

তরজমা.

আর মুমিনদের সকলের এক সঙ্গে অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বহির্গত হয় না, যারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন

করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে হয়তো তারা সতর্ক হবে ।[২৯৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. সাধারণ অবস্থাতে অমুসলিম দেশে ও কাফিরদের এলাকাতে গিয়ে জিহাদ করা মুসলমানদের উপর ফরযে কিফায়া অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক গিয়ে তা আদায় করবে আর বাকিরা পিছনে থেকে ইলম শিখবে ও অন্যন্য আমল করবে ।

২. যখন মুজাহিদরা ফিরে আসবে তখন তারা ইলম শিখবে ও অন্যরা জিহাদের ময়দানে বেরিয়ে যাবে যাতে করে ফরয আদায় হতে থাকে ।

৩. এ নির্দেশ ঐ সময়ের জন্য যখন জিহাদ ফরযে কিফায়া, আর যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে তথা কোন কাফির মুসলমানদের উপর হামলা করে বসবে তখন সমস্ত মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে অতএব, সেসময় সকলকেই জিহাদের জন্য বেরিয়ে যেতে হবে ।

নিকটবর্তী কাফির যেন তোমাদের কঠোরতা উপলব্ধি করতে পারে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ۭ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

তরজমা.

হে মুমিনগণ! কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করতে থাক । তারা যেন তোমাদের কঠোরতা উপলব্ধি করতে পারে আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক মুত্তাকীদের সাথেই রয়েছেন ।[২৯৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এ সূরার শুরুতে জিহাদের ঘোষণা করা হয়েছে, তারপর জিহাদে যাওয়ার নিয়ম কানুন বর্ণনা করা হয়েছে এবং নিফাকীর কারণে জিহাদ থেকে বিরত

২৯৮. সূরা তাওবাহ-১২২
২৯৯. সূরা তাওবাহ-১২৩

থাকার ব্যাপারে ধমকি দেয়া হয়েছে। এখানে বর্ণনা হচ্ছে একই মারকাযের অধীনে জিহাদ করা প্রসঙ্গে তবে যুদ্ধের ময়দান যদি অধিক প্রশস্ত হয় তবে **'اقرب فالاقرب'** এর ভিত্তিতে জিহাদ করবে। অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমাদের নিকবর্তী কাফিরদের সাথে লড়াই কর। এতে তোমাদের যুদ্ধ করতেও সহজ হবে এবং ইসলামী হুকুমতের শক্তিও অটুট থাকবে। মাকাযের সাথে মুজাহিদগণের সম্পর্ক কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়া সরাসরি হবে এবং মারকায থেকে মুজাহিদগণের জন্য সাহায্যও সরাসরি যাবে।

যারা মুমিন সূরাটি তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করেছে

وَاِذَا مَاۤ اُنۡزِلَتۡ سُوۡرَةٌ فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّقُوۡلُ اَيُّكُمۡ زَادَتۡهُ هٰذِهٖۤ اِيۡمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا فَزَادَتۡهُمۡ اِيۡمَانًا وَّهُمۡ يَسۡتَبۡشِرُوۡنَ ﴿۱۲۴﴾ وَاَمَّا الَّذِيۡنَ فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ مَّرَضٌ فَزَادَتۡهُمۡ رِجۡسًا اِلٰى رِجۡسِهِمۡ وَمَاتُوۡا وَهُمۡ كٰفِرُوۡنَ ﴿۱۲۵﴾ اَوَلَا يَرَوۡنَ اَنَّهُمۡ يُفۡتَنُوۡنَ فِىۡ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوۡ مَرَّتَيۡنِ ثُمَّ لَا يَتُوۡبُوۡنَ وَلَا هُمۡ يَذَّكَّرُوۡنَ ﴿۱۲۶﴾ وَاِذَا مَاۤ اُنۡزِلَتۡ سُوۡرَةٌ نَّظَرَ بَعۡضُهُمۡ اِلٰى بَعۡضٍ ؕ هَلۡ يَرٰىكُمۡ مِّنۡ اَحَدٍ ثُمَّ انۡصَرَفُوۡا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوۡبَهُمۡ بِاَنَّهُمۡ قَوۡمٌ لَّا يَفۡقَهُوۡنَ ﴿۱۲۷﴾

তরজমা.

আর যখনই কোন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে সূরাটি তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করলো। বস্তুত ঃ যারা মুমিন সূরাটি তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারাই আনন্দিত হয়।

আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তাদের অপবিত্রতার উপর আরো অপবিত্রতা বৃদ্ধি হয়, আর তাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়।

আর তারা কি লক্ষ্য করে না যে, প্রতি বছরই একবার কি দু'বার তারা বিপর্যস্ত হয় এরপরও তারা তাওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।

আর যখনই কোন সূরা নাযিল হয় তখন তারা একে অন্যের প্রতি তাকায় এবং ইশারায় জিজ্ঞাসা করে তোমাদেরকে কোন মুসলমান দেখছে কি ? এরপর সরে পড়ে। আল্লাহ পাক তাদের মনকে সত্য-বিমুখ করে দিয়েছেন, কেননা তারা এমন লোক যাদের বুদ্ধি নেই।[৩০০]

---

৩০০. সূরা তাওবাহ-১২৪,১২৫,১২৬,১২৭

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. মুনাফিক যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন প্রকার নতুন নির্দেশ আসার দ্বারা তাদের মধ্যে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না পক্ষান্তরে সে হুকুমের দ্বারা মুমিনদের মাঝে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়, তাদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায় ।

২. মুনাফিকরা পিছনে থেকে আরো অধিক পরিমাণ রাগ ও গোস্যায় নিপতিত হতে থাকে যে, মুসলমানদের নতুন জীবন ফিরে এসেছে, আমাদের সকল ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে, ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করার সকল চক্রান্ত ধুলিস্যাত হয়ে যাচ্ছে ।

পবিত্র কালামে পাকে জিহাদের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে মুনাফিকদের কুফরীর প্রবনতা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে যেত ।

৩. মুনাফিকরা কি লক্ষ্য করে না যে প্রত্যেক বছরই দু'একবার পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, যারা রোগাক্রান্ত তারা জিহাদের হুকুম এলে পেছনে সরতে থাকে আর এর দ্বারাই তাদের মুনাফিকী প্রকাশ হতে থাকে । তারা পদে পদে অপমানিত-লাঞ্ছিত হতে থাকে । এতদ সত্ত্বেও তারা তাওবার পথ অবলম্বন করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না ।

৪. যখন কোন এমন সুরা অবতীর্ণ হয় যাতে মুনাফিকদের অপকর্মের আলোচনা হয় তখন তারা একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে এবং ফিশ্ ফিশ্ করে কথা বলতে থাকে এবং দৃষ্টি নত করে চলে যাতে কেউ দেখে না ফেলে ।

আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾

তরজমা.

তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্যে হতেই রাসূল আগমন করেছেন, তোমাদের কষ্ট ভোগ তাঁর জন্য অসহনীয়, তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, তিনি মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, অতীব দয়ালু । এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে

বলে দাও, আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তারই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।[৩০১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক. সূরা তাওবার মাঝে মহান আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত কঠিন প্রত্যাদেশ সমূহ অবতীর্ণ করে শেষে এমন আয়াত নাযিল করে দিয়েছেন যাতে করে এর মাধ্যমে সমস্ত কঠিন বিধান (তথা জিহাদ করা কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ইত্যাদি।) সহজ হয়ে যায় এবং তার উপর আমল করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

দুই. দীন ইসলামের সকল আদেশ-নিষেধ তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এসেছে আর সে নবী রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে ছয়টি গুণ বিদ্যমান ছিল।

১. তিনি মহান আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ রাসূল, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ আসনে তিনি সমাসীন। তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই এনেছেন।
২. তিনি তোমাদের মধ্য হতেই একজন তথা তিনিও আদম সন্তান। অতএব, তোমাদের হিতাকাঙ্খী। তোমাদের অনুভূতি, তোমাদের মেযাজ-মর্জী, অভ্যাস-চাহিদা তিনি খুব ভাল করেই উপলব্ধি করে থাকেন।
৩. তিনি তোমাদের দুঃখ-কষ্ট কখনো প্রত্যাশা করেন না, সর্বদাই তোমাদের মঙ্গল ও সহজ সরলতাকে প্রত্যাশা করেন।
৪. তিনি তোমাদের হিদায়েত ও দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে মঙ্গল ও কল্যাণ প্রত্যাশা করেন।
৫. তিনি ঈমানদারদের জন্য অত্যন্ত সহনুভূতিশীল।
৬. তিনি ঈমানদারদের জন্য অত্যন্ত দয়ালু।

এখন নিজেই একটু চিন্তা কর যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে এ সকল গুণাবলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি কি করে তোমাদের জন্য কষ্ট, ক্ষতি ও অমঙ্গলের কথা চিন্তা করতে পারেন? বরং তিনি তোমাদের জন্য যে নির্দেশ নিয়ে এসেছেন তাতে তোমাদের জন্য শুধু ভালই ভাল, মঙ্গলই মঙ্গল রয়েছে।

তিন. যদি এ সমস্ত লোকেরা রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা না শোনে তবে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তো আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট যিনি আরশে আযীমের রব। এ সমস্ত মুনাফিকরা যদি দীনের বিধানসমূহকে না মানে তবে

---

৩০১. সূরা তাওবাহ-১২৮,১২৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আনিত দীনের কোনই ক্ষতি হবে না। এ দীন আপন গতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হতেই থাকবে আর এর বিরুদ্ধাচরণকরীরা সর্বদা পেছনেই যেতে থাকবে।

আয়াতুল জিহাদ

সূরা হজ্ব

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

সূরা হজ্ব

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-৭৮

জিহাদের আয়াত-১৭

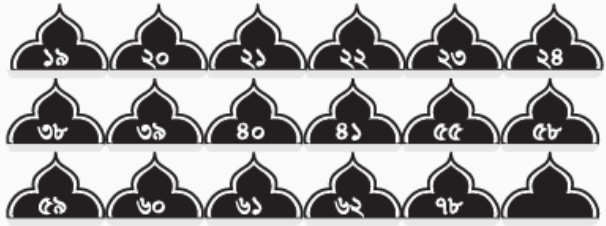

নিজ নিজ ধর্মের জন্য লড়াই কারী দুটি দল

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۫ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ
مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۞ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَ الْجُلُوْدُ ۞ وَ لَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ
حَدِيْدٍ ۞ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۫ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۞
اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ
فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ لُؤْلُؤًا ؕ وَ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۞ وَ هُدُوْۤا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ
وَ هُدُوْۤا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ۞

তরজমা.

এরা দু'টি বিবাদমান দল, তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে, অতঃপর যারা কুফরী ও নাফরমানী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে আগুনের পোষাক। তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যার দ্বারা তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্যে রয়েছে লৌহ নির্মিত হাতুড়ি। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে দোযখ থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে পুনরায় তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে বলা হবে, আগুনের আযাব ভোগ করতে থাক। যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার তলদেশে নির্ঝরমালা প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ ও মুক্তার কংকন পরানো হবে। আর রেশমী বস্ত্রই হবে সেখানে তাদের পোষাক। তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল, আর তারা পরিচালিত হয়েছিল চির প্রশংসিত গুণময় মহান আল্লাহ তা'আলার পথের দিকে।[৩০২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

দু'টি দল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, **এক.** আহলে ঈমান। **দুই.** কাফির সম্প্রদায়।

এ দুটি দলের মাঝে মতবিরোধ হয়েছে এ মতবিরোধের কারণে পরস্পরের মাঝে যুদ্ধ ও কতল-কিতাল সংঘঠিত হয়েছে। দুনিয়াতে নিজ নিজ ধর্মের ব্যাপারে যারা লড়াই করে তাদের আখেরাতের পরিণতি হবে জাহান্নাম। আর

---

৩০২. সূরা হজ্জ-১৯,২০,২১,২২,২৩,২৪

জাহান্নামে রয়েছে বহু প্রকারের শাস্তি। এবং ঈমানদারদের জন্য রয়েছে জান্নাতে বিভিন্ন প্রকার নিয়ামত।

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য মুমিনদের সাথে থাকবে

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٨﴾

তরজমা.

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ লোককে পছন্দ করেন না।[৩০৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্যের ওয়াদা।
২. জিহাদের অনুমতি লাভের অঙ্গীকার।
৩. ইসলামের বিজয় ও মক্কাতুল মুকাররামার বিজয়।
৪. খিয়ানত ও অকৃতজ্ঞতা পরাজয় ও অপমানের কারণ।
৫. জিহাদের ময়দানে মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সাহায্য দ্রুত আসবে এবং বার বার আসবে।

যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴿٣٩﴾

তরজমা.

যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে কেননা, তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।[৩০৪]

৩০৩. সূরা হজ্জ-৩৮
৩০৪. সূরা হজ্জ-৩৯

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. মুসলমানদেরকে কাফিরদের সাথে জিহাদ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
২. মুসলমান নিজেদের দুর্বলতা ও সংখ্যা স্বল্পতার প্রতি লক্ষ্য করবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সক্ষম। তিনি অবশ্যই মুসলমানদের সাহায্য করবেন।
৩. জিহাদের একটি হিকমত হল তার মাধ্যমে জালেমের জুলুমকে চূর্ণবিচূর্ণ করে মাজলুমকে হেফাজত করা।

তারা এক আল্লায় বিশ্বাসী এই তাদের অপরাধ

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

তরজমা.

যাদেরকে তাদের ঘর বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষকে একে অন্যের দ্বারা প্রতিরোধ না করতেন তবে ধ্বংস হয়ে যেত গির্জা, মাদরাসা, এবাদত খানা এবং মসজিদ; যেখানে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয় আল্লাহ তা'আলার নাম। আর আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা জবরদস্ত শক্তিশালী, পরাক্রমশালী।[৩০৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. যাদেরকে জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তারা হল ঐসকল মাজলুম যাদেরকে অন্যায়ভাবে নিজের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, এবং তাওহীদ ছাড়া তাদের আর কোন অন্যায় ছিল না।

---

৩০৫. সূরা হজ্জ-৪০

২. জিহাদ ও কিতালের একটি গুরুত্বপূর্ণ হেকমত হল প্রত্যেক যমানাতেই মহান আল্লাহ তা'আলা জিহাদের মাধ্যমে তার দীন ও দীনের উপর আমলকারী বান্দাদেরকে হেফাজত করেন। দীন ইসলাম ও মুসলমানদের সকল মসজিদ সমূহকেও জিহাদের মাধ্যমেই হেফাজত করেন।
৩. যারাই আল্লাহ তা'আলার দীনকে সাহায্য করার লক্ষে জিহাদ করে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন।
৪. আল্লাহ তা'আলা অধিক শক্তিশালী ও চির বিজয়ী।

জিহাদের ময়দানে সাহায্য করা সমগ্র মানব জাতির উপর অনুগ্রহ করা

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٤١﴾

তরজমা.

যদি আমি এ সমস্ত লোকদেরকে দেশের মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তি দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে, আর ভাল কাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ কাজে বাধা দিবে। আর সৎ কাজের পরিণাম আল্লাহ তা'আলারই হাতে।[৩০৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এটা ঐ সকল মুসলমানদের বর্ণনা যাদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে এবং যাদেরকে নিজ গৃহ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জিহাদের ময়দানে তাদের সাহায্য করবেন না কেন? তারাতো ঐ সম্প্রদায়, যদি তাদেরকে দুনিয়ার বুকে রাজত্ব প্রদান করা হয় তথাপি তারা একমূহুর্তের জন্য আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে গাফেল হবে না। এসমস্ত লোকদেরকে জিহাদের হুকুম দেয়া ও জিহাদের ময়দানে সাহায্য করা সমগ্র মানব জাতির উপর অনুগ্রহ করার শামিল। এর দ্বারা জমিনে ভাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, শান্তি ও নিরাপত্তা

৩০৬. সূরা হজ্জ-৪১

প্রতিষ্ঠাকারীদের হাতে ক্ষমতা অর্পিত হয়। তারা নিজেরা শারীরিক ও অর্থনৈতিক আমলের মাঝে সর্বদা নিমগ্ন থাকে এবং অন্যদেরকেও নিমগ্ন রাখার চেষ্টা করে। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়ার রাজত্ব প্রদান করলেন এবং যে সকল ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করলেন।

فلله الحمد على ذلك এ আয়াতের দ্বারা সাহাবায়ে কিরাম বিশেষ করে মুহাজির, তার চেয়েও বিশেষভাবে খোলাফায়ে রাশেদীন (রা.)-এর হক্কানীয়াত, মাকবুলিয়াত ও মানাকিবীয়াত আলোচনা করা হয়েছে।

ولله عاقبة الامور যদিও বর্তমান সময়ের মুসলমান অত্যন্ত দুর্বল, বাহ্যিক ভাবে কাফিরদেরকেই বিজয়ী মনে হচ্ছে কিন্তু এ সমস্ত কিছুই আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে। অবশেষে একদিন ঠিকই তিনি এদেরকে সাহায্য করবেন এবং বিজয় দান করবেন। উদ্দেশ্য হল এ উম্মত আল্লাহ তা'আলার দীনকে একটি সময়ের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। পরিণতি আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

তাদের নিকট অতর্কিতভাবে কিয়ামত উপস্থিত হবে

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿٥٥﴾

তরজমা.

আর যারা অবাধ্য নাফরমান হয়েছে, তারা তাতে সন্দেহ পোষণ থেকে বিরত হবে না, যতক্ষণ না তাদের নিকট অতর্কিতভাবে কিয়ামত উপস্থিত হবে, অথবা যেদিন নিস্কৃতির কোন উপায়ই থাকবে না সেদিনের আযাব এসে পড়বে।[৩০৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কাফির সম্প্রদায় সর্বদা কুরআনে পাক ও দীন ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহের মাঝে লিপ্ত থাকবে এমতাবস্থায় হঠাৎ করে তাদের উপর কিয়ামত চলে আসবে অথবা তাদেরকে কোন নিস্কৃতি প্রদানহীন আযাব পাকড়াও করবে।

৩০৭. সূরা হজ্জ-৫৫

আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করবেন

وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْۤا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝۵۸ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝۵۹

তরজমা.

এবং যারা আল্লাহ তা'আলার পথে হিজরত করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করবেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বাপেক্ষা উত্তম রিযিক দাতা।

তিনি তাদেরকে এমন এক স্থানে প্রেরণ করবেন, যাকে তারা অত্যন্ত পছন্দ করবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সব কিছু জানেন, তিনি সহনশীল।[৩০৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় হিজরত করবে এবং জিহাদ করবে সে জিহাদের ময়দানে শাহাদাত বরণ করুক অথবা তার সাধারণ মৃত্যু হোক। উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম রিযিক ও অত্যন্ত পছন্দনীয় বাসস্থান প্রদান করবেন। তাকে খুশি করে দিবেন, অর্থাৎ উভয় অবস্থাতেই সফলকাম, চাই জিহাদের ময়দানে গিয়ে শহীদ হোক বা সাধারণ মৃত্যু হোক।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মার্জনাপ্রিয়

ذٰلِكَ ۚ وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝۶۰ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝۶۱ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝۶۲

৩০৮. সূরা হজ্জ-৫৮,৫৯

তরজমা.

এটিই সত্য, যদি কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে তার অনুরূপ বদলা নিয়ে নেয়, এরপর তার উপর কেউ বাড়াবাড়ি করে, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মার্জনাপ্রিয়, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

এর কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে থাকেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সব কিছু শুনেন, সব কিছু দেখেন।

আর তা এজন্যেও যে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা, তিনিই ধ্রুব সত্য এবং তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে তা মিথ্যা। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তিনিই সর্বোচ্চ, তিনি মহান।[৩০৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক. আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা এমনই হয়ে থাকে যে, মাজলুম যদি জালিম থেকে তাদের জুলুমের বদলা গ্রহণ করে অতঃপর পুনরায় জালেম মজলুমের উপর জুলুম করার জন্য চড়াও হয় তখন আল্লাহ তা'আলা মাজলুমদের অবশ্যই সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারী ও দয়াশীল। বদলা গ্রহণ করার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কোন প্রকার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না। বদরের যুদ্ধে মুসলমান কাফিরদের থেকে বদলা গ্রহণ করেছে অতঃপর কাফিররা উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে জুলুম করার জন্য মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত চলে এসেছে এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের পরিপূর্ণ সাহায্য করেছেন।

দুই. আল্লাহ তা'আলা জালেমের বিরুদ্ধে মাজলুমকে অত্যন্ত সহজেই সাহায্য করে থাকেন। কেননা অন্ধকারকে আলোতে প্রবেশ করানো, আলোকে অন্ধকারে প্রবেশ করানো যার নিত্যকার কাজ, তার পক্ষে শক্তিশালী জলেমকে দুর্বল করা এবং দুর্বল অসহায়দের শক্তিশালী করা কোন প্রকার কঠিন কাজ নয়। আল্লাহ তা'আলা মাজলুমদের ফরিয়াদ শ্রবণ করেন এবং জালিমদের সকল কার্যক্রম লক্ষ্য করেন।

তিন. আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সত্য তাই তিনি সত্যকে সাহায্য করেন। এটা মহান আল্লাহ তা'আলা বড়ত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ ফায়সালা যে, তিনি সর্বদা তাঁর পক্ষাবলম্বনকারীদের বিজয় দান করেন।

৩০৯. সূরা হজ্জ-৬০,৬১,৬২

জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۭ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۭ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۭ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاۗءَ عَلَي النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۭ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

তরজমা.

তোমরা আল্লাহ তা'আলার জন্যে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পুর্বেও এবং এই কুরআনেও, যাতে রাসুল তোমাদের জন্যে সাক্ষদাতা এবং তোমরা সাক্ষদাতা হও মানবমণ্ডলির জন্যে। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ তা'আলাকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব, তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।[৩১০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. তোমরা আল্লাহ তা'আলার জন্যে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত।
২. আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতকে নির্বাচিত করেছেন, এ উম্মতের দাওয়াত বিশ্বব্যাপী সবার জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য।
৩. আল্লাহ তা'আলা দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা করেন নি। এ দীন সবার জন্য অতি সহজ কল্যাণকর ও মুক্তির কারণ।
৪. দীন ইসলামের অপর নামই হল মিল্লাতে ইবরাহীম। অতএব, তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিল্লাতকে নিজেদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় করে নাও।
৫. আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন অতএব, তোমরা তার পূর্ণ আনুগত্যশীল হয়ে যাও।
৬. তোমাদেরকে এ মর্যাদা ও পৃথক এ সম্মান এজন্য প্রদান করেছেন যাতে করে

৩১০. সূরা হজ্জ-৭৮

কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী হতে পারেন এবং তোমাদেরকে সত্যায়িত করতে পারেন। তোমরা পূর্ববর্তী উম্মত ও আম্বিয়াদের জন্য সাক্ষী হবে।

৭. যেহেতু তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার এত পরিমাণ দয়া সেহেতু তোমরাও তার নির্দেশের উপর পরিপূর্ণ আমল কর। বিশেষকরে নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার দীনকে দৃঢ়তার সাথে আকড়ে ধর। তারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, তারই উপর ভরসা কর এবং তারই পক্ষ থেকে শক্তি অর্জন কর।

৮. আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের মাওলা। অর্থাৎ তোমাদের হেফাজতকারী, সাহায্যকারী এবং দুশমনের উপর তোমাদের বিজয় দানকারী।

৯. আল্লাহ তা'আলা কতইনা উত্তম কার্যসম্পাদনকারী।

১০. আল্লাহ তা'আলা কতইনা সাহায্যকারী, অতএব, তোমরা এ দীনকে অত্যন্ত মজবুত ও দৃঢ়তার সাথে আকড়ে ধর, আর এ কারণে যদি পৃথিবীর কেউ তোমার দুশমনে পরিণত হয় তাতে তোমার কি আসে যায়?

আয়াতুল জিহাদ

সূরা নূর

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-৬৪

জিহাদের আয়াত-৪

মুনাফিকরা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে আল্লাহর নামে শপথ করে

وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا
حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَ اِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ وَ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

তরজমা.

আর তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে যে, যদি আপনি তাদেরকে আদেশ করেন, তবে তারা এই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আপনি বলে দিন, কসম খেও না, তোমাদের আনুগত্যতা সম্পর্কে জানা আছে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলীর পূর্ণ খবর রাখেন।[৩১১]

আপনি বলুন, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য কর এবং রাসূলের অনুগত হও। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, রাসূলের কর্তব্য তো হল সে প্রচারই যার ভার তাকে দেয়া হয়েছে আর তোমাদের কর্তব্য তা যার ভার তোমাদের দেয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা তার অনুগত থাক তবে সুপথ প্রাপ্ত হবে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তব্য মাত্র সুস্পষ্ট ভাবে পৌছে দেয়া।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

মুনাফিকরা অত্যন্ত জোরে-শোরে শপথ করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে বলতে থাকে যে, যদি আপনি আমাদেরকে জিহাদের নির্দেশ প্রদান করেন তবে অবশ্যই এখনই বেরিয়ে যাব। অথবা আপনি আমাদেরকে যত বড়ই কুরবানী করার নির্দেশ প্রদান করবেন আমরা সে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।

দুই.

এ সকল মুনাফিকদের বলে দিন যে, তোমরা শপথ খেও না, লৌকিকতাবসত অহেতুক বড় বড় দাবী করোনা, সাধারণভাবে যে পরিমাণ আনুগত্য করা অপরিহার্য তাই কেবল তোমাদের কাছে কাম্য। এতটুকু শুধুমাত্র আমলের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় শপথ করার দ্বারা তা প্রমাণিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা

৩১১. সূরা নুর-৫৩,৫৪

তোমাদের আমলসমূহকে খুব ভালই জানেন, এ বিষয়েও ভাল করে জানেন যে, তোমাদের কাথা ও কাজের মাঝে কি পরিমাণ বৈপরিত্য রয়েছে।

তিন.

যদি তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য না করো তবে তাঁর কোনই ক্ষতি হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিম্মাদারী তো শুধুমাত্র তোমাদের পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার নির্দেশসমূহ ঠিক ঠিক রূপে পৌছে দেয়া। তিনি তাঁর জিম্মাদারী পরিপূর্ণরূপে আদায় করেছেন বিধায় তিনি সফলকাম। তোমরা তোমাদের জিম্মাদারীর প্রতি লক্ষ্য কর, তোমাদের জিম্মাদরী হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা। যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য করো তবে তোমরাও সফলকাম হবে। এজন্য শপথ করা ও বড় বড় দাবী করার কোন প্রয়োজন নেই বরং এদাবী করার পরিবর্তে আমল কর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করো এতেই রয়েছে তোমাদের জন্য ফায়দা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা তাঁর উপর কোন প্রকার ইহসান নয় শুধু মাত্র নিজেরই ফায়দা।

জিহাদের নির্দেশ আসলে ততক্ষণাৎ বের হয়ে যাব

এক.

اى لئن امرنا محمد بالخروج الى الغزو لغزونا او بالخروج من ديارنا لخرجنا

মুনাফিকরা বলত, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন তবে আমরা ততক্ষণাৎ বের হয়ে যাব। আর যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ করেন যে, এমুহুর্তে ঘর ছেড়ে দিতে হবে তবে আমরা ততক্ষণাৎ ঘর-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।

দুই.

والمراد بهذا الخروج للجهاد كما أخرجه ابن حاتم عن مقاتل

বের হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল জিহাদের জন্য বের হওয়া যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ প্রদান করতেন তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে পড়তাম।[৩১২]

তিন.

فقالوا والله لوامرتنا ان نخرج من ديار نونساء نا واموالنالخرجناولوامرتنا

৩১২. তাফসীরে রুহুল মা'আনী

بالجهاد لجاهدنا فنزلت هذه الاية

মুনাফিকরা বলে থাকে আল্লাহ তা'আলার কসম, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিজের ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-পরিজন ও ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিতেন তবে আমরা তা সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিতাম। আর যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ দিতেন তবে আমরা অবশ্যই বেরিয়ে পড়তাম।[৩১৩]

চার.

মুনাফিকরা কসম করে বলত যে, যদি আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বাসস্থান ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন তবে আমরা তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করতাম তথা আমরা সর্বদা মানসিকভাবে প্রস্তুত রয়েছি। তাদের বলা হল, তোমরা মিথ্যা কসম খাচ্ছ কেন? মাতৃভূমি থেকে বের হওয়ার কোন নির্দেশ আসবে না বিধায়? সাধারণ ভাবে আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, এর উপর অটল থাকলেই চলবে।[৩১৪]

আল্লামা বাগবী (রহ.) বলেন, মুনাফিকরা কসম খেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলত, আপনি যেখানে থাকবেন আমরাও সেখাই থাকব। আপনি জিহাদের জন্য বের হলে আমরাও আপনার সাথে বের হব। আপনি কোথাও অবস্থান করলে আমরাও আপনার সাথে অবস্থান করব, কখনো আপনাকে ছেড়ে যাব না। যদি আপনি আমাদের জিহাদের নির্দেশ প্রদান করেন তবে আমরা জিহাদ করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন হে নবী! আপনি তাদের বলে দিন, মিথ্যা কসম খেও না তোমাদের আনুগত্যতা সম্পর্কে আমার ভালই জানা আছে।[৩১৫]

তাদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করবেন

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ

৩১৩. তাফসীরে কুরতুবী
৩১৪. তাফসীরে হক্কানী
৩১৫. তাফসীরে মাযহারী

بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

তরজমা.

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করবেন, যেমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে রাজত্ব দিয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য যে ধর্ম পছন্দ করেছেন তাকে তাদের জন্য শক্তিশালী করে দেন। আর তাদের এই ভয় ভীতির পর তাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দিবেন এ শর্তে যে, তারা আমার ইবাদত করতে থাকে, আমার সাথে কোন প্রকার অংশী স্থির না করে। আর যারা এর পরও নাশোকর করবে, তবে তো তারাই নাফরমান।[৩১৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

কামেল ঈমানদার সৎকার্য সম্পাদনকারীদের জন্য তিনটি বস্তুর পরিপূর্ণ ওয়াদা রয়েছে।

১. জমিনের উপর রাষ্ট্রক্ষমতা প্রদান করা হবে।
২. দীন প্রতিষ্ঠিত হওয়া তথা দীন ইসলাম জমিনের উপর পরিপূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।
৩. নিরাপত্তা বিধান হওয়া তথা দুনিয়ার বুকে দুশমনের ভয় থেকে নিরাপত্তা মিলবে।

যাদের ভাগ্যে এ তিনটি নিয়ামত মিলবে তাদের অবস্থা এই হবে যে, তারা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে লিপ্ত থাকবে, এবং সর্ব প্রকার শিরক থেকে বেঁচে থাকবে। যে ব্যক্তি এ নিয়ামত পাওয়ার পরও না শোকর করবে তারা হবে নাফরমান।

দুই.

আলোচ্য আয়াত থেকে চার খলিফার খিলাফতকাল হক্ব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে।

আয়াত সম্পর্কে সামান্য আলোচনা

আয়াত সম্পর্কে হযরত মুফসসিরীনে কিরাম স্ব স্ব অবস্থান থেকে বিস্তারিত

৩১৬. সূরা নুর-৫৫

আলোচনা করেছেন, তন্মধ্য থেকে এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বয়ান উল্লেখ করা হলো।

এক.

আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের শক্তি, ক্ষমতা ও রাজত্ব প্রদানের যে অঙ্গীকার করেছেন তা শুধুমাত্র জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর আমলের মাধ্যমেই পুরা হতে পারে। হযরত সাহাবায়ে কিরাম জিহাদ করেছেন আর তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদের বিজয় প্রদান করেছেন।

দুই.

এই ওয়াদা ঈমান ও আমালে সালেহার বিত্তিতে বর্ণনা করা হয়েছে। জিহাদকে মান্য করা ঈমানেরই অংশ এবং জিহাদে শরীক হওয়া একটি মস্তবড় ইবাদত। এজন্য বর্তমানেও মুসলামানদের সাথেও এ ওয়াদা রয়েছে যাদের ঈমান পরিপূর্ণ হবে এবং আমলে সালেহ করবে তাদেরকেও খিলাফত প্রদান করা হবে। জিহাদকে মানা ছাড়া কারো ঈমান পরিপূর্ণ হয় না কারণ জিহাদ আল্লাহ তা'আলারই নির্দেশ। আর জিহাদের উপর আমল ছাড়া আমলে সালেহ পরিপূর্ণ হয় না কেননা জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া।

তিন.

আল্লাহ তা'আলার এ ওয়াদা হযরত সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরিপূর্ণ করেছেন এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কিরামের ঈমান এবং আমলে সালেহ আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত মাকবুল ও পছন্দনীয় হয়েছিল। অতএব, যে যমানার মুসলমানরাই হযরত সাহাবায়ে কিরামের মত নিজেদের ঈমান ও আমলে সালেহ তৈরী করবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে ওয়াদা বাস্তবায়নের সুযোগ প্রদান করবেন। সাহাবায়ে কিরামের ঈমান ও আমলে সালেহের মাঝে জিহাদ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিদ্যমান ছিল। অতএব, জিহাদকে মানা ছাড়া এবং জিহাদের উপর আমল করা ছাড়া কারো ঈমান ও আমল সাহাবায়ে কিরামের মত হবে না।

সত্যিকারের ঈমানদার তারাই যারা জিহাদ ইত্যাদি আমলে রাসূলুল্লাহ সা.এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا

اِسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٢﴾

তরজমা.

মুসলমান তো কেবল তারাই যারা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান রাখে এবং যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এমন কোন কাজ থাকে যার জন্য সমবেত করা হয়েছে, তখন তার নিকট হতে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত চলে যায় না। অতএব, যারা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে কেবলমাত্র তারাই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান রাখে। অতএব, যখন এ সকল লোক নিজের কোন কাজে আপনার নিকট অনুমতি চায় তখন আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিয়ে দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বড় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[৩১৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

সত্যিকারের ঈমানদার তো ঐ ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যখন জিহাদ ইত্যাদি সম্মিলিত আমলে শরীক হয় তখন অনুমতি ছাড়া সেখান থেকে কোথাও যায় না।

দুই.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইখতিয়ার রয়েছে তিনি ইচ্ছা করলে অনুমতি দিতেও পারেন আবার ইচ্ছা করলে অনুমতি নাও দিতে পারেন। যদি কাউকে অনুমতি প্রদান করেন তবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমার জন্য দু'আ প্রার্থনা করবেন।

---

৩১৭. সূরা নুর-৬২

আয়াতুল জিহাদ

সূরা আহযাব

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

সূরা আহযাব

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-৭৩

জিহাদের আয়াত-২২

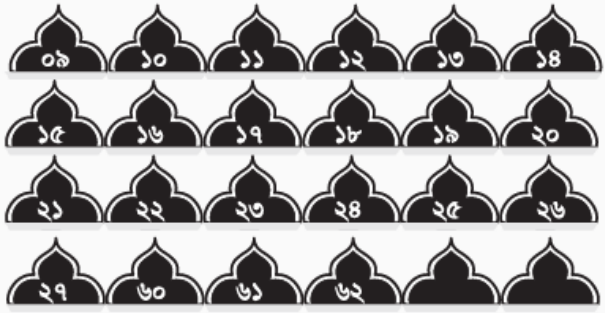

তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ূ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝

তরজমা.

হে মুমিনগণ! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে; যখন শত্রুর সেনাবাহিনী তোমাদের উপর হামলায় উদ্যত হয়েছিল তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ূ। আর এমন সৈন্যবাহিনী যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর তোমরা যা কিছু কর সবই আল্লাহ তা'আলা দেখতে পান।[৩১৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

গাযওয়ায়ে আহযাব বা গাযওয়ায়ে খন্দকের সূচনালগ্নের ঘটনা।

দুই.

মুসলমানদের জন্য উচিত আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও পুরষ্কারের কথা স্মরণ করা যে, তিনি এত কঠিন সমস্যার সময় সাহায্য করেছেন।

তিন.

আল্লাহ তা'আলা গাযওয়ায়ে আহযাবে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেছেন ঝঞ্ঝা বায়ূ ও শক্তিশালী ফিরিশতা।

চার.

মুসলমানদের পরিখা খনন করা, যুদ্ধের জন্য সাহসীকতার সাথে দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং কঠিন মসিবতের সময় দৃঢ়তা প্রদর্শন করা এ সমস্ত কিছু আল্লাহ তা'আলা পর্যবেক্ষণ করেছেন, পছন্দ করেছেন এবং পরিপূর্ণরূপে সাহায্যও করেছেন।

৩১৮. সূরা আহযাব-৯

তোমাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ اِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا۠ ۝

তরজমা.

তারা যখন তোমাদের উপর দিক থেকে এবং তোমাদের নিম্ন দিক থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে চড়াও হয়েছিল এবং যখন ভয়ে তোমাদের চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল, আর তোমরা আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা পোষণ করছিলে ।[৩১৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

গাযওয়ায়ে আহযাবের মাঝে মুসলমান সর্বদিক থেকে বেষ্টিত হয়ে গিয়েছিল, মদীনার উপরিভাগ তথা পূর্বদিকে এবং নিম্নভাগ তথা পশ্চিম দিকে দুশমনের বাহিনী বিদ্যমান ছিল ।

দুই.

সময়টি এমন ভয়ংকর ছিল যে, তোমাদের চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হচ্ছিল আবার কারো কারো চক্ষু যেন বের হয়ে যাচ্ছিলো । কিছু লোক এমনও ছিল যাদের অবস্থারও পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল তাদের বন্ধুত্বসূলভ চক্ষু যেন উগ্র হয়ে গিয়েছিল ।

তিন.

ভয়-ভীতির কারণে অবস্থা এমন হয়েছিল যে, অন্তর কম্পমান ছিল এবং অন্তর তার স্থান থেকে সরে এসে কণ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল ।

চার.

আর বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার ধারণা পোষণ করছিল । মোটকথা অত্যন্ত কঠিন ও ভয়াবহ অবস্থা ছিল তখন এবং অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন ছিল মুসলমান ।

৩১৯. সূরা আহযাব-১০

ওটাই তো মুমিনদের যাচাই করার স্থান

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ⑪

তরজমা.

ওখানেই তো মুমিনদের যাচাই করা হয়, আর তারা অত্যন্ত কঠিনভাবে কেঁপে ওঠে ।[৩২০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

খুবই ভয়াবহ ও কঠিন অবস্থাতে ঈমানদারদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হল যাতে করে মুখলিস ও মুনাফিকদের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে যায় । এ অবস্থাতে দৃঢ়পদে অবস্থানকারী ও যুদ্ধ ছেড়ে পলায়নকারীদের মাঝে পার্থক্য হয়ে যায় । আলহামদুলিল্লাহ এ পরীক্ষায় মুসলমানরা পরিপূর্ণরূপে সফলকাম হয়েছে আর মুনাফিকদের নিফাকী প্রকাশ পেয়ে গেছে ।

দুই.

এ কঠিন অবস্থাতে ঈমানদারদেরকে ভয়-ভীতির পাশাপাশি অত্যন্ত কঠিনভাবে বিভিন্ন দিক থেকে ঝাকুনি দেয়া হয়েছিল এমতাবস্থায়ও মুখলিসগণ দৃঢ়পদ ছিলেন এবং মুনাফিক ও দুর্বলদের পা বিচ্যুত হয়েছে ।

মুনাফিকরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রতারক আখ্যা দিয়েছে

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ⑫

তরজমা.

আর সে সময়কে স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা বলে ওঠে, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে সমস্ত কথা দিয়েছিলেন এ সবই প্রতারণা মাত্র ।[৩২১]

৩২০. সূরা আহযাব-১১
৩২১. সূরা আহযাব-১২

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কিছু সংখ্যক মুনাফিক বলতে শুরু করছিল যে, পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে থাকে আমার দীন পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তথা সারা বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হবে। এবং রোম পারস্যের রাজপ্রাসাদ আমাকে দেখানো হয়েছে। অথচ এখনতো দেখছি মুসলমান প্রয়োজন পূরণার্থেও বের হতে পারছে না। অতএব, আল্লাহ তা'আলার সে ওয়াদা কোথায়?

হযরত শাহ আব্দুল আজীজ (রহ.) বলেন, মুসলমানদের জন্য উচিত বর্তমানেও যেন নৈরাশ্যতার সময় বেঈমানী কথা না বলে।

আমাদের বাড়ী ঘর অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে

وَاِذْ قَالَتْ طَّآىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

তরজমা.

আর সে সময়কে স্মরণ কর, যখন তাদের একটি দল বলে, হে ইয়াসরিবসাসীরা! তোমাদের কোন ঠাঁই নেই, তোমরা প্রত্যাবর্তন কর এবং এ কথা বলে তাদের একদল পয়গাম্বরের নিকট বিদায় লাভের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারা একথা বলে, আমাদের বাড়ী ঘর অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে, প্রকৃত অবস্থা এই যে তাদের বাড়ী ঘর অরক্ষিত অবস্থায় নেই; বরং তারা পলায়ন করতে চায়।[৩২২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

গাযওয়ায়ে আহযাবের সময় কিছু সংখ্যক মুনাফিক অন্যকে বলছিল, হে ইয়াসরিববাসী এখানে যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয় এ কারণে চল নিজেদের ঘরে ফিরে যাই তাতে হয়তো নিজের জানটা বেঁচে যাবে।

---

৩২২. সূরা আহযাব-১৩

দুই.

কেউ কেউ এ বাহানাও প্রস্তুত করল যে, আমাদের ঘর সম্পূর্ণ অরক্ষিত বিধায় আমাদেরকে ঘরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন। অথচ ঐ সময় তাদের ঘর অরক্ষিত ছিল না শুধুমাত্র জিহাদ থেকে পলায়ন করার জন্যই এ ফঁন্দি এঁটে ছিল।

ঘর অরক্ষিত, এটা নিছক বাহানা মাত্র

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾

তরজমা.

যদি শহর প্রান্ত থেকে কেউ তাদের নিকট অনুপ্রবেশ করে এবং তাদেরকে স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করতে বলে, তবে তারা তখনই তা মেনে নেবে, অতি সামন্য সময়ই তারা তাতে বিলম্ব করবে।[৩২৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঐ সকল মুনাফিকদের ভিতরগত অবস্থা তো এমন ছিল যে, যদি কাফির বাহিনী মদীনাকে সর্বদিক থেকে আক্রমণ করে দখল করে নেয় আর এরা নিজেদের ঘরে নিরাপদে থাকে এমতাবস্থায় যদি কাফিররা তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলে তবে তৎক্ষণাত তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে, তাতে কোন প্রকার বিলম্ব করবে না। সামান্য সময় তথা কাফিরদের আহবান শোনার সাথে সাথেই কোন প্রকার দেরী করা ছাড়াই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে পড়বে। শুধু মাত্র হাতিয়ার সংগ্রহ ও ঘর থেকে বের হতে যে পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন হয়। এর দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তাদের অন্তরে মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা প্রকট আর কাফিরদের সাথে গভীর মুহাব্বত। তারা কখনো মুসলমানদের সাহায্য ও বিজয় প্রত্যাশা করে না। শুধুমাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করে মুসলমানদের সাহায্য করবে তারা পছন্দ করে না। বিধায় ঘর অরক্ষিত রয়েছে এ বাহানা পেশ করে নিজেদেরকে কৌশলে গুটিয়ে নেয়।

৩২৩. সূরা আহযাব-১৪

কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে

وَ لَقَدۡ كَانُوۡا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنۡ قَبۡلُ لَا يُوَلُّوۡنَ الۡاَدۡبَارَ ؕ وَ كَانَ عَهۡدُ اللّٰهِ مَسۡـُٔوۡلًا ﴿۱۵﴾

তরজমা.

আর নিশ্চয় তারা ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলার সাথে এ অঙ্গীকার করেছিল যে তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৩২৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এ সকল মুনাফিকরা গাযওয়ায়ে আহযাবের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার নিকট দৃঢ়চিত্তে অঙ্গীকার করেছিল যে, আমরা ভবিষ্যতে কাফিরদের মোকাবেলায় কখনো পিঠ দেখাব না বরং দৃঢ়তার সাথে তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করব। এখন তাদের সে অঙ্গীকার কোথায় গেল? ভাল করে স্বরণ রেখ! আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। জিজ্ঞাসা করা হবে কেন কৃত অঙ্গীকার পুরা করনি? আর অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে কঠিন শাস্তি অবধারিত রয়েছে।

তোমাদের পলায়ন কোন প্রকার উপকারে আসবে না

قُلۡ لَّنۡ يَّنۡفَعَكُمُ الۡفِرَارُ اِنۡ فَرَرۡتُمۡ مِّنَ الۡمَوۡتِ اَوِ الۡقَتۡلِ وَ اِذًا لَّا تُمَتَّعُوۡنَ اِلَّا قَلِيۡلًا ﴿۱۶﴾
قُلۡ مَنۡ ذَا الَّذِىۡ يَعۡصِمُكُمۡ مِّنَ اللّٰهِ اِنۡ اَرَادَ بِكُمۡ سُوۡٓءًا اَوۡ اَرَادَ بِكُمۡ رَحۡمَةً ؕ وَ لَا يَجِدُوۡنَ لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيۡرًا ﴿۱۷﴾

তরজমা.

হে রাসূল! আপনি বলুন, তোমাদের পলায়ন কোন প্রকার উপকারে আসবে না, যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর। আর এমন ক্ষেত্রে তোমাদেরকে অতি সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।

৩২৪. সূরা আহযাব-১৫

হে রাসূল! আপনি বলুন, কে আছে যে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা থেকে রক্ষা করতে পারে, যদি তিনি তোমাদের অকল্যাণের ইচ্ছা করেন। অথবা যদি তিনি তোমাদের প্রতি রহমত করতে ইচ্ছা করেন তবে কে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে? আর তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।[৩২৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

মুনাফিকরা মৃত্যু ও নিহত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষে ময়দানে জিহাদ থেকে পলায়ন করছে তাদেরকে বলে দিন ময়দানে জিহাদ থেকে পলায়ন করে তোমাদের কোন লাভ হবে না। মৃত্যুর সময় নির্ধারিত, যখন মৃত্যুর সময় এসে যাবে তখন সে নির্ধারিত স্থানে পৌছে যাবে, সে সময় ঘরে হোক বা ময়দানে জিহাদে। আর যদি মৃত্যুর সময় না হয় তবে ময়দানে জিহাদেও তার মৃত্যু হবে না। জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করে ঐ পরিমাণ সময়ই বাঁচতে পারবে যে পরিমাণ সময় তাকদীরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অবশেষে তোমাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে।

দুই.

যদি মুনাফিকরা ধারণা করে , তাদের দূর্গ, প্রাসাদ, ও কাফিরদের সাথে কৃত বন্ধুত্ব তদের রক্ষা করতে পারবে তবে তাদের বলে দাও যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদীর ও তাঁর শক্তির সামনে এ সব কিছুই অচল। তিনি যদি তোমাদের হত্যা, পরাজয় ও অপদস্থতা প্রত্যাশা করেন, তবে কেউ তোমাদের প্রতিহত করতে পারবে না আর যদি তোমাদের উপর অনুগ্রহ করতে চান তবে কেউ তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। নিশ্চয় জেনে রাখ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সম্পর্ক থেকে ছিন্ন হয়ে যাবে সে সম্পূর্ণরূপে বন্ধুহারা ও সাহায্যকারী হীন হয়ে যাবে।

---

৩২৫. সূরা আহযাব-১৬,১৭

যারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয়

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَ الْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَ لَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٩﴾

তরজমা.

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয়, আর তাদের ভাইদের বলে, আমাদের সঙ্গে চলে এসো, তারা অতি অল্পই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ।

তোমাদের ব্যাপারে যারা কার্পণ্য করে, আবার ভয়ের সময় উপস্থিত হলে হে রাসূল! আপনি তাদেরকে দেখবেন আপনার দিকেই চেয়ে আছে, মৃত্যুকালীন সংজ্ঞাহীন মানুষের ন্যায় তাদের চক্ষু দু'টি ঘুরপাক খাচ্ছে । আর যখন ভয় দূরীভূত হয়, তখন দেখবে অর্থ-সম্পদের লোভ লালসায় তারা তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে । মূলতঃ তারা ঈমান আনেনি, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল সমূহ বাতিল করে দিয়েছেন, আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষে তা সহজ ।[৩২৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১.

মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখে ।

২.

নিজেরাও জিহাদে শরীক হয়না ।

৩.

ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য নিজের জান ও মাল খরচ করার ক্ষেত্রে অধিক কৃপণতা করে ।

৪.

সীমাহীন কাপুরুষতা ও ভীরুতার পরিচয় দান করে ।

৫.

ধন-সম্পদ ও মালের প্রতি প্রচণ্ড লোভী ।

৩২৬. সূরা আহযাব-১৮,১৯

৬.

এ সকল বেঈমান লোকদের সকল আমলকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দেন।

দুই.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে খুব ভাল করেই জানেন যারা অন্যদেরকে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত রাখে। নিজের বংশীয় ও দেশীয় ভাইদেরকে বলে তোমরা মুসলমানদের সাথে যেওনা আমাদের সাথে এসে নিরাপদে থাক। মুসলমানদের সাথে গিয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিও না। তাদের অন্তরে ভীরুতা এপরিমাণ যে, তারা কখনো কখনো দেখানো ও শোনানোর জন্য আসে কিন্তু তারা নিজেদের জান ও মাল দ্বারা মুসলমানদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে অধিক কৃপণতা করে থাকে, তাদের অন্তর শুধুমাত্র লোভ লালসায় পরিপূর্ণ, তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে গনীমতের লোভে, বিধায় যখন ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন তাদের অবস্থা দেখতে পাবেন তারা শুধু পলায়নের জন্য এদিক সেদিক তাকাতে থাকে। তাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হতে থাকে। ভয় ও শংকায় তাদের চেহারা এমন ফেকাসে দেখবেন যেন মৃতুরোগে আক্রান্ত। তাদের চক্ষু কপালের দিকে উঠে যাবে যার ফলে পলক দিতেও পারবে না। অতঃপর যখন ভয়ের অবস্থা চলে যাবে, ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে বেরিয়ে নিরাপদ অবস্থায় পৌছে যাবে তখন তাদের মুখ সঞ্চারিত হয়ে যাবে। বিজয়ের পর নিজেরদের বাহাদুরী প্রদর্শন করবে এবং বিভিন্ন প্রকার চমকপ্রদ বর্ণনা দিতে থাকবে যে, আমাদের শক্ত ভূমিকার কারণেই বিজয় অর্জিত হয়েছে। বিধায় মালে গনীমত থেকে আমাদের অংশ বাড়িয়ে দাও। এ সকল লোকদের আল্লাহ তা'আলার উপর কোন প্রকার বিশ্বাস নেই বিধায় তাদের আমলকে ধুলার সাথে মিশিয়ে দিবেন, তাদের জিহাদ ও অন্য কোন আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হবে না। এটা আল্লাহ তা'আলার জন্য অত্যন্ত সহজ তিনি যাকে খুশি তাওফিক দিবেন আর যাকে খুশি বঞ্চিত করবেন।

যদি তারা যাযাবর মরুবাসীদের সঙ্গে থাকতো

يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ۭ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ۝

তরজমা.

তারা মনে করে,কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি, আর যদি ঐ সমস্ত সৈন্যবাহিনী ফিরে আসে তবে তারা এই কামনা করবে যে, যদি তারা যাযাবর মরুবাসীদের সঙ্গে থাকতো এবং তোমাদের সংবাদ সংগ্রহ করতো, তবে কত ভালো হত। আর যদি তারা তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করতো তবু তারা খুব সামান্যই যুদ্ধ করতো।[৩২৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কাফিরদের বাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে তথাপি ঐ সকল ভীরু-কাপুরুষ মুনাফিকদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। ধরে নেয়া যেতে পারে যে, যদি পূনরায় কাফিররা সম্মিলিত ভাবে ফিরে এসে হামলা করে তবে তাদের আকাঙ্খা হল যতক্ষণ যুদ্ধ চলতে থাকবে তারা শহরেও অবস্থান করবে না দূরের কোন এক গ্রামে গিয়ে অবস্থান করবে আর আসা-যাওয়ার লোকদের থেকে জিজ্ঞাসা করে নিবে যুদ্ধের পরিস্থিতি কি? মুসলমানদের পরাজয় হয়েছে কি না? আর যদি তারা দূরে কোন গ্রামে না গিয়ে তোমাদের মাঝেও থাকে তথাপি কোন প্রকার কঠিন যুদ্ধে অংশ নিবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝

তরজমা.

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার রাসূলের পূত-পবিত্র জীবনে রয়েছে এক উত্তম নমুনা, তাদের জন্যে যারা আল্লাহ তা'আলাতে রহমতের আশা করে এবং আখেরাতের দিনেরও আশা করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে।[৩২৮]

৩২৭. সূরা আহযাব-২০
৩২৮. সূরা আহযাব-২১

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদের ময়দানে দৃঢ়পদ থাকা এবং সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা ঈমানের দাবী। অতএব, যার ঈমান পরিপূর্ণ সে জিহাদের ময়দানে দৃঢ়পদ থাকবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুকরণ করবে। এখানে মুনাফিকদের বিরোধিতাও উল্লেখ রয়েছে যে, তোমরা ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও চাওয়া ও দাবী অনুযায়ী আমল করছ না এবং জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।

যখন মুমিনগণ সম্মিলিত হানাদার বাহিনীকে দেখলো

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ؕ﴿۲۲﴾

তরজমা.

আর যখন মুমিনগণ সম্মিলিত হানাদার বাহিনীকে দেখলো, তখন তারা বলে উঠলো এ তো তাই, যার প্রতিশ্রুতি দান করেছেন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল। এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন, আর এতে মুমিনদের ঈমান ও আনুগত্য আরো বেড়ে গেলো।[৩২৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

পরিপূর্ণ ঈমানদার মুসলমানগণ যখন দেখতে পেলেন যে, কাফিরদের সৈন্যবাহিনী একত্রিত হয়ে সর্বদিক থেকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করছে তখন তাদের পেরেশানী ও দোদুল্যমান অবস্থা দুরীভূত হয়ে জিহাদের জযবা ও আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদার উপর বিশ্বাস বহুগুণে বৃদ্ধি পেল।

তারা বলতে শুরু করল, এটাতো ঐ দৃশ্য যার সংবাদ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বেই দিয়েছেন এবং যার ব্যাপারে ওয়াদাও করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

৩২৯. সূরা আহযাব-২২

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاۡتِكُمۡ مَّثَلُ الَّذِيۡنَ خَلَوۡا مِنۡ قَبۡلِكُمۡ ؕ مَسَّتۡهُمُ الۡبَاۡسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلۡزِلُوۡا حَتّٰى يَقُوۡلَ الرَّسُوۡلُ وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ مَتٰى نَصۡرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصۡرَ اللّٰهِ قَرِيۡبٌ ﴿۲۱۴﴾

তরজমা.

তোমরা কি ধারণা করছ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের সাথে সে সব কিছু ঘটবে না, যা ঘটেছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের সাথে, দারিদ্র পীড়া তাদেরকে আক্রমণ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সাথের মুমিনগণ বলে উঠেছিল যে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কবে আসবে? নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য অতি নিকটবর্তী।[৩৩০]

আর সূরায়ে সদ এর মাঝে বলা হয়েছে-

جُنۡدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهۡزُوۡمٌ مِّنَ الۡاَحۡزَابِ

অর্থ. সেথায় তাদের বাহিনী পরাজিত হবে।

তাদের অঙ্গীকারে সামান্যও পরিবর্তন করেনি

مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ رِجَالٌ صَدَقُوۡا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيۡهِ ۚ فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ قَضٰى نَحۡبَهٗ وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّنۡتَظِرُ ۫ وَ مَا بَدَّلُوۡا تَبۡدِيۡلًا ﴿۲۳﴾

তরজমা.

মুমিনদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তিই আছে যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো শাহাদাতের মাধ্যমে তাদের দায়ীত্ব সম্পাদন করে গেছে, আর কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। আর তাদের অঙ্গীকারে কিছুমাত্রও পরিবর্তন করেনি।[৩৩১]

---

৩৩০. সূরা বাকারা-২১৪
৩৩১. সূরা আহযাব-২৩

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিকরা যে ওয়াদা করেছিল (যা ১৫নং আয়াতে অতিবাহিত হয়েছে) তা ভঙ্গ করে অত্যন্ত নিলর্জ্জভাবে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করেছে আর তার বিপরীতে মুসলমান কতইনা অটল নিজের ওয়াদার উপর। অধিক কঠিন মূহুর্তে দীনের সাহায্যে ও পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ থেকে সামান্য পিছু হটেননি। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে কথা দিয়েছেন তা রক্ষার জন্য পাহাড়ের ন্যায় অটল রয়েছেন। তাদের মধ্য হতে কেউ তো নিজের জিম্মাদারী সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করেছেন তথা জিহাদের ময়দানেই শহীদ হয়েছেন। যেমন- শুহাদায়ে বদর, উহুদ যাদের মধ্যে হযরত আনাস বিন নজর (রা.)-এর ঘটনা বিখ্যাত এবং বহু মুসলমান এমন রয়েছে যারা অবর্ণনীয় দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ তা'আলার রাহে শাহাদাতের অপেক্ষায় ছিলেন, যখন কোন যুদ্ধের ময়দান এমন আসবে যাতে আমরাও শাহাদাতের সুমহান মর্যাদা অর্জন করতে পারব। অতএব, এ উভয় শ্রেণীর লোক যারা আল্লাহ তা'আলার রাহে জীবন দিয়ে শাহাদাত লাভ করেছেন এবং যারা শাহাদাতের আকাঙ্খায় সুদৃঢ়ভাবে জিহাদ করেছে এ উভয় শ্রেণী নিজ নিজ অঙ্গীকার রক্ষায় পূর্ণ সচেষ্ট ছিল। নিজেদের ওয়াদা থেকে বিন্দু পরিমাণও বিচ্যুত হয়নি।

সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে সত্যবাদিতার জন্যে পুরষ্কৃত করা

لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۲۴﴾

তরজমা.

কেননা আল্লাহ তা'আলা সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে তাদের সত্যবাদিতার জন্যে পুরষ্কৃত করেন, আর তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন, অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল অতীব দয়াবান।[৩৩২]

৩৩২. সূরা আহযাব-২৪

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

আলোচ্য আয়াতে গাযওয়ায়ে আহযাবের একটি হিকমত বর্ণনা করা হয়েছে।

দুই.

আলোচ্য আয়াতে জিহাদের একটি হিকমত বর্ণনা করা হয়েছে।

তিন.

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে মেনে জিহাদকারীগণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এসকল সত্যবাদীদের অবশ্যই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিদান মিলবে।

চার.

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা তিনি চাইলে মুনাফিকদের আযাব প্রদান করবেন অথবা তাওবা করার তাওফিক দিয়ে ক্ষমা করে দিবেন। তিনি অত্যন্ত বড় মেহেরবান ও অতি ক্ষমাশীল।

তাদের হাতে কোন কল্যাণই আসেনি

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۝

তরজমা.

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে তাদের রুদ্ধ আক্রোশসহ ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করেন, আর তাদের হাতে কোন কল্যাণই আসেনি। যুদ্ধে মুমিনদের জন্যে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা যে সর্বশক্তিমান, তিনি পরাক্রমশালী।[৩৩৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

গাযওয়ায়ে আহযাবের পরিণতি, কাফিরদের পরাজয় ও মুসলমানদের সফলতা অর্জন সম্পর্কে আলোচনা।

৩৩৩. সূরা আহযাব-২৫

দুই.

কাফির মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ রাগ ও ক্ষোভ নিয়ে আগমন করে ছিল আল্লাহ তা'আলা তাদের সে পরিমাণ হতাশাগ্রস্থ ও অকর্মা বানিয়ে ফেরত পাঠালেন।

তিন.

এ লাড়াইয়ের মাঝে মুসলমানদের পক্ষ থেকে লড়াইয়ের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট হয়ে গেলেন বিধায় মুসলমানদেরকে আর সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়নি।

চার.

আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত শক্তিশালী, মহাবিজয়ী। তাঁর জন্য এ সমস্ত কিছু করা অতি সামান্য বিষয়।

তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন

وَ اَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَ قَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَ تَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿۲۶﴾ وَ اَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ وَ اَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿۲۷﴾

তরজমা.

আর আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কাফিরদেরকে সাহায্য করছিল, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের দূর্গ থেকে অবতরণে বাধ্য করেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন। তাদের কিছু লোককে তোমরা হত্যা করছ এবং কিছু লোককে তোমরা বন্দী করছ।

আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদের অধিকারী করলেন, এমন ভূমি যা তোমরা এখনো পদানত করনি। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বোপরি, সর্বশক্তিমান।[৩৩৪]

---

৩৩৪. সূরা আহযাব-২৬,২৭

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

আহলে কিতাবদের মধ্যহতে 'বনু কুরাইযা' মুশরিকদের সম্মিলিত বাহিনীকে সাহায্য করেছিল বিধায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কেল্লা থেকে বের করে দিলেন।

الذين عاونواالاحزاب : قريشاوغطفان وهم بنوقريظة من صياصيهم اى حصونهم

দুই.

আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তাদের মুসলমানদের সাথে লড়াই করা, মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা ও মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করার সহসটুকুও ছিল না। তারা নিজেদের দূর্গে অবরুদ্ধ হয়ে গেল এবং পরে তা থেকে পরাজিত অবস্থায় অবতরণ করল।

তিন.

মুসলমানগণ তাদের সকল পুরুষদেরকে হত্যা করে দিলেন।

وهم رجال فَرِيقًا تَقْتُلُونَ

চার.

মুসলমানগণ তাদের মহিলা ও বাচ্চাদেরকে বন্দী করে নিলেন।

وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وهم النساء والذرية

পাঁচ.

আল্লাহ তা'আলা বনু কুরাইযার জমি-জমা, ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদকে মুসলমানদের মালে পরিণত করে দিলেন।

ছয়.

এবং পরে মুসলমানদেরকে ঐ জমিনেরও মালিক বানিয়ে দিলেন যার উপর মুসলমানরা তখনও পা রাখতে সক্ষম হয়নি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল হুনাইনের জমিন, মক্কাতুল মোররামার জমিন, রোম, পারস্যের জমিন অথবা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের হাতে বিজয় হওয়া সকল জমি উদ্দেশ্য। অথবা খাইবর বা ইয়ামানের জমিন উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'আলার রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٠﴾ مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٦٢﴾

তরজমা.

মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব। অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে।

অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে।

যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহ তা'আলার রীতি। আপনি আল্লাহ তা'আলার রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না।[৩৩৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

কিছু সংখ্যক লোক মদীনাতে অবস্থান করত যাদের মধ্যে তিনটি খারাপ গুণ ছিল। ১. নিফাকী। ২. বদকারী। ৩. মুসলমানদেরকে কাফিরদের সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য ভূয়া সংবাদ প্রচার করা। তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যদি এ অপকর্ম থেকে ফিরে না আসা হয় তবে মদীনা থেকে বের করে দেয়া হবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। এটাই আল্লাহ তা'আলার নিয়ম যা পূর্ব থেকে চলে আসছে।

দুই.

যদি তারা ফিরে না আসে তবে মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে অর্থাৎ যাদের মাঝে কুদৃষ্টি ও কুপ্রবৃত্তির রোগ রয়েছে এবং মিথ্যা সংবাদ প্রচার করার কুপ্রবণতা রয়েছে, (মদীনার মাঝে সম্ভবত এ কাজটি অধিক পরিমাণ ইহুদীরা করত তারা মুসলমানদের পেরেশান করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করত। অথবা হতে পারে এর দ্বারা মুনাফিক উদ্দেশ্য) তারা যদি তাদের এ অপকর্ম ও অপপ্রয়াস থেকে ফিরে না আসে তবে আমি আপনাকে

---

৩৩৫. সূরা আহযাব-৬০,৬১,৬২

তাদের উপর বিজয় করে দিব। যাতে করে কয়েক দিনের মধ্যে আপনি তাদের মদীনা থেকে বের করে দিতে পারেন আর এরপূর্বে যে কয়দিন তারা এখানে অবস্থান করবে অত্যন্ত অপমান ও অপদস্থতার সাথে অবস্থান করবে। অতঃপর অল্প দিনেই ইহুদীদেরকে বহিষ্কার করা হল, আর হয়ত মুনাফিকরা সতর্কবাণী শুনেই সতর্কতা অবলম্বন করার কারণে তারা এ শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নেযাম বা নিয়মই এমন যে, সে যমানার পয়গাম্বরের বিরুদ্ধে যারাই ফেতনা, ফাসাদ ও মন্দকর্মের প্রশার করে তাদেরকে এভাবেই অপমান, অপদস্থ ও ধ্বংস করা হয়।

আয়াতুল জিহাদ

সূরা মুহাম্মদ

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

সূরা মুহাম্মদ

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-৩৮

জিহাদের আয়াত-৩৮

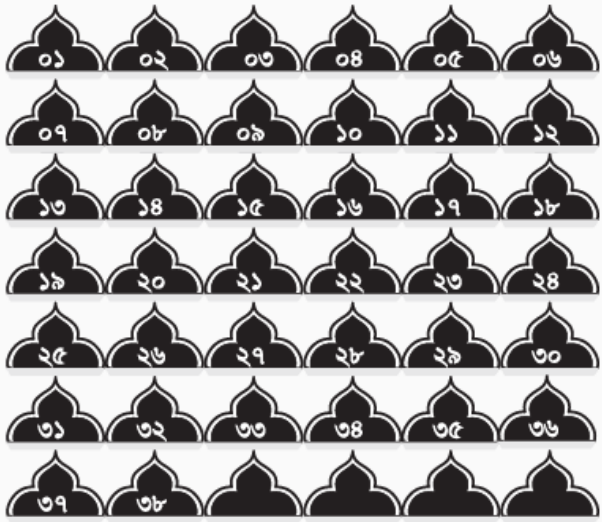

আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্মকে ব্যর্থ করেছেন

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝١ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ اَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝٢ ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَ اَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ۝٣

তরজমা.

যারা অস্বীকার করেছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে আর যারা আল্লাহ তা'আলার পথ থেকে মানুষকে বিরত রেখেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্মকে ব্যর্থ করেছেন। আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস করেছে, আর তা-ই তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রেরিত সত্য। আল্লাহ তা'আলা তাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেবেন। আর তা এজন্যে যে, কাফিররা বাতিলের অনুসারী হয়েছে, আর মুমিনগণ তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্যের অনুসারী হয়েছে, এভাবেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্যে তাদের অবস্থা বর্ণনা করে থাকেন।[৩৩৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

বর্তমান সমগ্র দুনিয়াতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দীন ইসলামই সত্য ও গ্রহণীয় তাই গোটা বিশ্ববাসীর প্রতি নির্দেশ হল তারা যেন এ ধর্মকেই গ্রহণ করে নেয়। ভাল ও মন্দ কাজ মুসলমানও করে থাকে আবার কাফিরও করে কিন্তু ইসলাম গ্রহণের ফায়দা হল, তা কবুল করার কারণে মুসলমানদের নেক কবুল হয় এবং মন্দ কাজ মা'আফ হয়ে যায়। আর ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে কাফিরদের ভাল কাজও ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যায়।

দুই.

কাফিরদের ভাল কাজগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া হবে, তার বিনিময়ে তাদের আখেরাতে কিছুই মিলবে না। ইসলামের বিরুদ্ধে তারা যে সকল

---

৩৩৬. সূরা মুহাম্মদ-১,২,৩

চেষ্টা-মেহনত করছে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস ও অকার্যকর করে দিবেন।

তিন.

সত্যদীন ঐটি যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। যে এই দীনের উপর বিশ্বাস করবে এবং পরিপূর্ণ আমল করবে আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত গুনাহকে ক্ষমা করে দিবেন, এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার জন্য সুখকর অবস্থা করে দিবেন। তাকে সাহায্য করে দুনিয়ার বুকে রাজত্ব ও বিজয় দান করবেন।

তার কারণ হল কাফির ভ্রান্ত পথে চলমান আর আহলে ঈমান নিজের রবের মনোনিত সঠিক পথে চলমান। আল্লাহ তা'আলা উভয় অবস্থাকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন যাতে করে সকলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

তাদের গর্দানে আঘাত কর, হত্যা কর

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۚ ذٰلِكَ ؕ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝ سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝

তরজমা.

অতএব, তোমরা যখন রণাঙ্গনে কাফিরদের মুকাবেলা করবে, তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত কর, হত্যা কর। অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবে, তখন তাদেরকে সুদৃঢ়রূপে বেধে ফেল বন্দী কর। এরপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, অন্যথায় তাদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও, যে পর্যন্ত না তারা তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে। এটিই বিধান। তা এজন্যে যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি যে তোমাদের একের দ্বারা অন্যের পরীক্ষা নিতে চান। আর যারা আল্লাহ তা'আলার রাহে প্রাণ দেয়, আল্লাহ তা'আলা কখনো তাদের আমল বিনষ্ট

হতে দেবেন না। তিনি অবশ্যই তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেবেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।[৩৩৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হক ও বাতিলের সংঘাত-সংঘর্ষ তো চলতেই থাকবে, যখনই মুসলমান ও কাফিরদের মাঝে যুদ্ধ হবে তখন মুসলমান পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও বাহাদুরির সাথে কাজ করবে। বাতিলের শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবে তাদের অপরাধী বড় বড় সরদারদের হত্যা করবে এবং যথাসম্ভব তাদের পরাভূত করবে। এ কারণে যুদ্ধের ময়দানে দুর্বলতা, অলসতা ও কাপুরুষতার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলার দুশমনদের গরদানে আঘাত করতে কোন প্রকার দিধা করবে না। দীর্ঘসময় যুদ্ধ করার পর তোমাদের মাঝে যখন ক্লান্তি এসে যাবে এবং দুশমনের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাদের মধ্যে যুদ্ধ করার মত কোন প্রকার ক্ষমতা থাকবে না, এমতাবস্থায় তাদের গ্রেফতার করা যেতে যারে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ

দেশে ব্যাপকভাবে দুশমনকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর পক্ষে শোভনীয় নয়।[৩৩৮]

তাদের এ বন্দিজীবন হতে পারে তাদের জন্য শিক্ষা ও নসিহত গ্রহণের কাজে আসবে, মুসলমানদের নিকট থেকে নিজের ও মুসলমানদের জীবন ব্যবস্থার চিন্তা করতে পারবে। ইসলামের তালিম-তরবিয়ত ও শিক্ষা বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে পারবে এবং ইচ্ছা হলে সত্য ও সুফলের রাস্তা গ্রহণ করতে পারে। মুসলমানদের ইচ্ছা হলে বন্দিদের উপর অনুগ্রহ করে কোন প্রকার মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দিতে পারে। এ অবস্থাতে হতে পারে বহু সংখ্যক লোক তোমাদের ইহসান ও উত্তম ব্যবহারে প্রভাবিত হয়ে তোমাদের প্রতি ঝুকে পড়বে এবং তোমাদের দীনকে মুহাব্বত করতে থাকবে। অথবা এমনও হতে পারে তাদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে বা মুসলমান বন্দিদের ছেড়ে দেয়ার শর্তে তাদের ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। এতেও কয়েক প্রকার উপকার রয়েছে।

মোটকথা হল, বন্দী যোদ্ধাদের মুক্তির ব্যাপারে দু'টি পথই সুগম রয়েছে। একটি হল কোন প্রকার বিনিময় নিয়ে ছেড়ে দিবে, অপরটি হল বিনিময় ছাড়া

৩৩৭. সূরা মুহাম্মদ-৪,৫,৬
৩৩৮. সূরা আনফাল-৬৭

সম্পূর্ণ শর্তহীন ভাবে ছেড়ে দিবে। এ দুটির মাঝে ইমাম যেটিকে অধিক উপযোগী মনে করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। হানাফী মাযহাবের প্রশিদ্ধ কিতাব শরহে ফতহুল কাদীর ও শামী ইত্যাদি কিতাবে এ রকম অভিমতই বর্ণনা করা হয়েছে। হ্যাঁ, যদি বন্দিদেরকে তাদের নিজ ভূমিতে পাঠানো উপযোগী মনে না হয় তবে তাতে তিনটি অবস্থা হতে পারে। ১. জিম্মি হিসাবে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রজা বানিয়ে রেখে দিবে। ২. গোলাম বানিয়ে মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিবে। ৩. হত্যা করে দেয়া হবে। হদীসে পাকে বন্দিদের হত্যা করার বিষয়টি শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ অবস্থাতেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ যাদের দ্বারা পূর্বে এমন কিছু অন্যায় সংঘঠিত হয়েছে যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড তখন তাদের হত্যা করা যাবে। অন্যথায় গোলাম ও প্রজা বানানো সর্ব অবস্থাতেই যেতে পারে।

حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا অর্থাৎ এ যুদ্ধ-জিহাদ ধারাবাহিকতা, হত্যা ও বন্দি করার প্রথা ঐ পর্যন্ত চলতে থাকবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ছেড়ে হাতিয়ারকে ছেড়ে দিবে, যুদ্ধ সমাপ্ত ঘোষণা করবে। আর এমনটি হবে হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাবের পর। এ আলোচনার উদ্দেশ্য হল জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে।

وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এ শক্তি রয়েছে যে, তিনি কাফিরদেরকে আসমান থেকে কোন প্রকার আযাব দিয়ে আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের ন্যায় ধ্বংস করে দিতে পারেন। কিন্তু যুদ্ধ-জিহাদের বিধান দিয়ে তিনি তার বান্দাদের পরীক্ষা করতে চান। তিনি দেখতে চান যে কি পরিমাণ মুসলমান নিজের জান ও মালকে আল্লাহ তা'আলার রাহে ব্যয় করতে প্রস্তুত রয়েছে। আর কাফিরদের মধ্যহতেও কি পরিমাণ লোক এ সতর্ক করার দ্বারা সতর্ক হয়ে যায় এবং এ সুযোগ থেকে ফায়দা অর্জন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা পূর্ব জাতির ন্যায় এক সাথে ধরে ধ্বংস করে দিচ্ছেন না। জিহাদের মাধ্যমে যদিও কিছু কাফিরকে তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদান করে কিন্তু তা ব্যাপক ভাবে নয়।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ অর্থাৎ যে জান্নাতের অবস্থা আম্বিয়া আলাইহিম আসলামের যবান থেকে এবং পূর্বসূরী উলামায়ে কিরামদের থেকে সঠিক ভাবে শ্রবণ করেছেন সে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। এবং সেখানে পৌছে নিজের সমস্ত অবস্থান স্থলগুলো আপনা থেকেই চিনতে পারবে। এবং তাদের অন্তরের প্রাধান্যতা ঐদিকেই হবে যেখানে তাদের অবস্থান করতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন عَرَّفَهَا لَهُمْ এর অর্থ হল- طيبها لهم (তথা তাদের জন্য সুগন্ধময় হবে) অর্থাৎ পুরা জান্নাত তাদের জন্য সুগন্ধময় করে দেয়া হবে।

তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলাকে সাহায্য কর

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۝

তরজমা.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলাকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান সুদৃঢ় রাখবেন। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে সর্বনাশ এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন, তারা তা অপছন্দ করেছে, তাই তিনি তাদের আমলকে বরবাদ করেছেন।[৩৩৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

মুসলমান যদি জিহাদের ময়দানে বেরিয়ে আল্লাহ তা'আলার দীনের সাহায্য করে তবে আল্লাহ তা'আলা দুশমনের মোকাবেলায় তাদের সাহায্য করবেন এবং ময়দানে জিহাদে দৃঢ়পথ থাকার তৌফিক দান করবেন।

দুই.

যেসকল কাফির মুসলমানদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করে দিবেন।

তিন.

এ সকল কাফিরদের ধ্বংস ও ধ্বংসের কারণ হল তারা কুরআনে কারীমকে মানে না, দীন ইসলামকে গ্রহণ করে না এ জন্য তাদের কোন আমলই গ্রহণযোগ্য নয়।

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না?

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۫ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ۝

৩৩৯. সূরা মুহাম্মদ-৭,৮,৯

তরজমা.

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না এবং দেখে না যে তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কী হয়েছিল? আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন, আর এ কাফেরদের জন্যেও রয়েছে অনুরূপ পরিণাম।[৩৪০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এ সকল কাফিররা দুনিয়াময় সফর করে দেখে নিয়েছে যে, সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারীরা সর্বদাই সত্যের কাছে পরাজিত হয়েছে। ভবিষ্যতেও এমনটিই হবে।

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের অভিভাবক

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ۝

তরজমা.

তা এজন্যে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের অভিভাবক, আর কাফেরদের কোন অভিভাবক নেই।[৩৪১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুসলমানদের সাহায্য ও সফলতা এবং কাফিরদের ধ্বংস ও অসফলতা এজন্য হবে যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমাদারদের হিতাকাঙ্খী, সাহায্যকারী ও কার্যসম্পাদনকারী। আর কাফিরদের কোন সাহায্যকারী ও কার্যসম্পাদানকারী নেই, যে আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে।

৩৪০. সূরা মুহাম্মদ-১০
৩৪১. সূরা মুহাম্মদ-১১

দোযখই হবে তাদের আবাসস্থল

اِنَّ اللّٰهَ يُدۡخِلُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ؕ وَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يَتَمَتَّعُوۡنَ وَ يَاۡكُلُوۡنَ كَمَا تَاۡكُلُ الۡاَنۡعَامُ وَ النَّارُ مَثۡوًى لَّهُمۡ ۝۱۲

তরজমা.

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নির্ঝরমালাসমূহ প্রবাহিত রয়েছে। আর যারা কাফির, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় আহার-বিহার করে, দোযখই হবে তাদের আবাসস্থল।[৩৪২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

ঈমানদারদের ঠিকানা হল জান্নাত এবং কাফিরদের ঠিকানা হল জাহান্নাম।

দুই.

কাফিরদের সামনে এ দুনিয়ার আরাম আয়েশ ও ভোগবিলাসকে মাকসাদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা মনুষ্যত্বের মর্যাদা থেকে ছিটকে পড়েছে। কাফিরদের জীবন সম্পূর্ণ লক্ষ্যহীন জানোয়ারের মত প্রবৃত্তিকে পুরা করার পেছনে লিপ্ত রয়েছে।

তাদের সাহায্য করার কেউ ছিলনা

وَ كَاَيِّنۡ مِّنۡ قَرۡيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنۡ قَرۡيَتِكَ الَّتِىۡۤ اَخۡرَجَتۡكَ ۚ اَهۡلَكۡنٰهُمۡ فَلَا نَاصِرَ لَهُمۡ ۝۱۳

তরজমা.

আর হে রাসূল! কাফিররা যে জনপদ (মক্কা) থেকে আপনাকে বের করেছে, তার চেয়ে অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল, আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি, আর তাদের সাহায্য করার কেউ ছিলনা।[৩৪৩]

৩৪২. সূরা মুহাম্মদ-১২
৩৪৩. সূরা মুহাম্মদ-১৩

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আহলে মাক্কা নিজেরদের শক্তি ও ক্ষমতার উপর যেন গর্ব না করে কেননা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করেছে। তাদের বসবাসের অবস্থান ও শক্তি ঐ সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি নয় যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পূর্বে নাফরমানীর জন্য ধ্বংস ও হালাক করে দিয়েছেন। তারা সে মূহুর্তে তাদের জন্য কোন প্রকার সাহায্যকারী পায়নি। ঠিক এমনিভাবে মক্কাবাসীও ধ্বংস ও বরবাদ হবে এবং কোন সাহায্যকারী পাবে না।

যার কুকীর্তিগুলো তার নিকট শোভনীয় মনে হয়

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ﴿١٤﴾

তরজমা.

বলতো, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর কায়েম রয়েছে, সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে? যার কুকীর্তিগুলো তার নিকট শোভনীয় মনে হয় এবং যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে।[৩৪৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কাফিরদের ধ্বংস করা এবং তাদের মোকাবেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মতকে সাহায্য করা সম্পূর্ণ হক্ব, আদল ও ইনসাফ অনুযায়ীই হয়ে থাকে। এটা একারণে যে মুমিন আল্লাহ তা'আলার সাহায্য লাভের উপযুক্ত পাত্র কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াললাল্লামকে মান্য করে। যেহেতু কাফিররা নিজের নফসের গোলাম এবং তারা মন্দ কাজকে ভাল মনে করে বিধায় মুমিন আর কাফির কখনো সমান হতে পারে না। এ কারণেই জিহাদের মাধ্যমে কাফিরদেরকে দুর্বল করা অপরিহার্য।

৩৪৪. সূরা মুহাম্মদ-১৪

যা তাদের নাড়ী-ভুড়িকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَاۤ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَ سُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ⑮

তরজমা.

মুত্তাকী, পরহেজগার লোকদেরকে যে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত; তাতে রয়েছে এমন স্বচ্ছ পানির নহরসমূহ, যা কখনো বিকৃত হয়না, এবং তাতে রয়েছে দুধের নহরসমূহ, যার স্বাদ সর্বদা অপরিবর্তনীয়। রয়েছে তাদের জন্যে সুস্বাদু সুরার ফল্গুধারা, আরো রয়েছে পরিশোধিত মধুর নহর, আর তাতে রয়েছে সকল প্রকার ফলমূল, এবং তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে ক্ষমা; এমন মুত্তাকী পরহেজগারগণ কি তাদের ন্যয় হতে পারে? যারা চিরদিন দোযখে থাকবে এবং যাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে, যা তাদের নাড়ী-ভুড়িকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে।[৩৪৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

ঈমানদার ও কাফিরদের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য হল ঈমানদারদের জন্য রয়েছে জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহ এবং আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও সাহায্য আর কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম ও তার ভয়াবহ আযাব।

দুই.

ঈমানদানগণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও পুরষ্কারের উপযুক্ত আর কাফির আল্লাহ তা'আলার শাস্তির উপযুক্ত।

তিন.

কাফির নিজেরা যেদিকে যাচ্ছে এবং লোকদেরকে যে পথে নিয়ে যাচ্ছে তা সম্পূর্ণ জান্নামের রাস্তা। এজন্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের শক্তি খর্ব করতে হবে যাতে করে তারা শক্তির অপব্যবহার করে লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে না পারে।

৩৪৫. সূরা মুহাম্মদ-১৫

যারা তাদের প্রবৃত্তির পেছনে ছুটে চলেছে

وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّسۡتَمِعُ اِلَيۡكَ ۚ حَتّٰۤى اِذَا خَرَجُوۡا مِنۡ عِنۡدِكَ قَالُوۡا لِلَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ وَ اتَّبَعُوۡۤا اَهۡوَآءَهُمۡ ﴿۱۶﴾ وَ الَّذِيۡنَ اهۡتَدَوۡا زَادَهُمۡ هُدًى وَّ اٰتٰىهُمۡ تَقۡوٰىهُمۡ ﴿۱۷﴾

তরজমা.

আর তাদের মধ্যে এমনও কিছু লোক রয়েছে, যারা হে রাসূল! আপনার কথা শ্রবণ করে, এরপর আপনার নিকট থেকে বের হয়ে জ্ঞানবান লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করে, এই মাত্র তিনি কী বললেন? এরাই সে সব লোক, যাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার মোহরাংকিত করে দিয়েছেন এবং যারা তাদের প্রবৃত্তির পেছনে ছুটে চলেছে। আর যারা সঠিক পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সঠিক পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী পরহেজগার হওয়ার তৌফিক দান করেন।[৩৪৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

কাফিরদের মধ্য হতেই একশ্রেণীর লোক এমন রয়েছে যাদেরকে মুনাফিক হলা হয় তারা কুরআনে পাক ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'আলীম শুনার পরও তা বোঝে না ও তা মানে না। পূর্বেও আলোচনা হয়েছে যখন কালামে পাকে জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে তখন তাদের উপর মৃত্যু চড়াও হওয়ার ন্যয় রোগাক্রান্ত হয়েছে।

দুই.

যে ঈমানদার, সে পবিত্র কালামে পাক ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'আলীম শ্রবণ করে অত্যন্ত উপকার অর্জন করে। এবং তাদেরকে সে বিষয়ের উপর আমল করার তাওফীক দান করেন। অতএব, ঈমানদারও কাফিরদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

৩৪৬. সূরা মুহাম্মদ-১৬,১৭

কিয়ামতের আলামতসমূহ তো এসেই পড়েছে

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ﴿١٨﴾ فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾

তরজমা.

তবে কি তারা শুধু এজন্যে অপেক্ষা করছে যে কিয়ামত তাদের নিকট অতর্কিতভাবে এসে পড়ুক, কিয়ামতের আলামতসমূহ তো এসেই পড়েছে, যখন কিয়ামত আসবে, তখন কেমন করে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে? অতএব, হে রাসূল! আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার নিজের ত্রুটির জন্যে এবং সমস্ত মুমিন নর-নারীদের জন্যেও, আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন।[৩৪৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

এটি এমনই একটি কথা যা শুনার সাথে সাথে সকল মুনাফিক ও কাফিরদেরকে তাদের কুফরী ও নিফাকী থেকে এবং ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ ও মুসলমানদের সাথে দুশমনী রাখা থেকে ফিরে আসা চাই। বরং এ কুরআনী দলীল ও দুনিয়ার বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করে তাদের দীন ইসলামকে গ্রহণ করা উচিত ছিল কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের নিফাকী ও কুফরীর মাঝে কোন প্রকার ভাটা পড়েনি বা তার থেকে ফিরে আসার কোন প্রকার সম্ভাবনা ও দৃষ্টিতে পড়ে নি। তারা কি কিয়ামতের অপেক্ষা করছে যা হঠাৎ করে চলে আসবে? এ সকল কাফির ও মুনাফিকরা যেন কিয়ামত বহু দূরের বস্তু মনে না করে এবং তা নিয়ে বিদ্রুপ না করে কেননা কিয়ামতের আলামত তো প্রকাশ হয়েই গেছে অতঃপর যখন কিয়ামত চলে আসবে তখন নসীহত গ্রহণ করলেও তাদের জন্য কোন প্রকার ফায়দা হবে না। সে সময় তো তাওবার দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে।

দুই.

এ সকল কাফির তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণ করুক আর নাই করুক, ইসলামের সবক শুনুক আর নাই শুনুক সর্ব অবস্থাতে আপনি لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ এর

---

৩৪৭. সূরা মুহাম্মদ-১৮,১৯

উপর দৃঢ় থাকুন। নিজের জন্য এবং ঈমনদার নারী-পুরুষের জন্য ইস্তিগফার করেত থাকুন। আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনাদের সকলের অবস্থাই সুস্পষ্ট ও পরিস্কার। বিধায় কাফিরদের বহ্যিক বিজয় দেখে মুসলমানদের হতাশা ও নৈরাশ্যতায় পড়া উচিত নয় যে, কাফিরদের উপর দুনিয়াবী আযাব আসছে না কেন? এবং এটাও চিন্তা করা উচিত নয় যে, কাফির যে বিজয়ী এবং জুলুমও অত্যাচারির ভূমিকায় সময় পার করছে তার বুঝি আর কখনো পরিবর্তন হবে না? সকল অবস্থাই আল্লাহ তা'আলার সামনে সুস্পষ্ট রয়েছে বিধায় উপস্থিত অবস্থাকেই স্থায়ী মনে করা উচিত নয়।

তিন.

সত্যিকারের সফলতার মানদণ্ড তো হল لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ এ কালিমায়ে তাওহীদকে গ্রহণ করা, যে এ কালিমাকে গ্রহণ করেছে সে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হয়েছে। আর لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ এর বিশ্বাস ও গ্রহণকারীর দ্বারা যদি কোন প্রকার অন্যায় সংঘঠিত হয়ে যায় তবে ইস্তিগফার করে নিবে। এ কালিমায়ে তাওহীদ গ্রহণকারী ইস্তিগফার করার দ্বারা সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

জিহাদের নির্দেশ আসলে মুনাফিকরা মুমূর্ষের ন্যায় তাকিয়ে থাকে

وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّ ذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ۝

তরজমা.

আর মুমিনগণ বলে, একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? এরপর যখন কোন সুস্পষ্ট বিষয়ের সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জিহাদের নির্দেশ থাকে, হে রাসূল! আপনি দেখবেন, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় মৃত্যু-ভয়ে আপনার দিকে তাকিয়ে দেখছে, তাদের পরিণাম শোচনীয়।[৩৪৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

ঈমানদার ও মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য হল, ঈমানদার যখনই জিহাদের

৩৪৮. সূরা মুহাম্মদ-২০

কথা শ্রবণ করে তখনই সে আনন্দিত হয়, আর মুনাফিক যখন জিহাদের হুকুম শোনে তখন চিন্তা ও পেরেশানিতে জ্ঞান হারা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় ।

দুই.

কুরআনে পাকের প্রত্যেক ঐ সূরা যাতে জিহাদের আলোচনা রয়েছে তাকে **سورة محكم** বলা হয় । কেননা জিহাদের হুকুম হল অকাট্য যা কিয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে কোন অবস্থাতেই তার হুকুম রহিত হবে না ।

তিন.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচার্যে অবস্থানরত মুখলিস মুসলমান এ অপেক্ষায় থাকত যে পবিত্র কালামে পাকে জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হোক কেননা জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কালিমা সমুন্নত হয়ে থাকে এবং অধিক পরিমাণ আজর ও সাওয়াব অর্জন হয় ।

যদি তারা আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার পুরা করত!

طَاعَةٌ وَّ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۫ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۫ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿۲۱﴾

তরজমা.

তাদের জন্যে উচিত ছিল আনুগত্য এবং ন্যায়সঙ্গত বাক্য, অতএব যখন জিহাদের সিদ্ধান্ত হয় তখন যদি তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট সত্য থাকত (আল্লাহ তা'আলাকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করতো) তবে তা তাদের জন্যে মঙ্গলজনক হতো ।[৩৪৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

শুধু মাত্র মুখে মুখে ইসলামের দাবী করার দ্বারাই যথেষ্ট হবে না বরং ঐ সকল মুনাফিকদের জন্য জরুরী হল তারা আনুগত্য করবে এবং ভাল কথা বলবে ।

দুই.

যখন জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ চলে আসবে তখন জিহাদের জন্য বের হয়ে

৩৪৯. সূরা মুহাম্মদ-২১

নিজের ঈমানকে সত্য প্রমাণিত করবে। তার ফায়দা ও উপকার এ জিহাদে বের হওয়ার মাঝেই রয়েছে, জিহাদ থেকে পলায়ন করার মাঝে নয়।

যদি তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ কর

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَ اَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

তরজমা.

এরপর তোমাদের নিকট এ প্রত্যাশাও করা যেতে পারে যে, যদি তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ কর, তবে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এরাই সে সব লোক, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন এবং তাদেরকে করেছেন বধির এবং দৃষ্টিহীন।[৩৫০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

জিহাদ পরিত্যাগ করবে তো জমিনের মাঝে বহু ফেতনা-ফাসাদ, খুন-খারাবী ও জুলুল-নির্যাতন ব্যাপক হয়ে যাবে।

দুই.

হে মুনাফিক সম্প্রদায়! যদি তোমরা জিহাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কর তবে তোমাদের থেকে এটাই সাব্যস্ত হবে যে, তোমরা নিজেদের নেফাকীসূলভ অপকর্মের মাধ্যমে জমিনে ফিতনার ব্যাপক প্রসার করছ আর মুসলমানদের সাথে তোমাদের যে নৈকট্যতার সম্পর্ক রয়েছে তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ না করে প্রকাশ্য ভাবেই কাফিরদের সাহায্যকারী হয়ে গেছো।

তিন.

এখনই জিহাদ করার আকাঙ্খা অন্তরে দৃঢ়তার সাথে স্থাপন করে নাও হতে পারে জিহাদের বরকতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হুকুমত ও রাজত্ব প্রদান

---

৩৫০. সূরা মুহাম্মদ-২২,২৩

করবেন। হতে পারে এর মাধ্যমে জমিনে জুলুম-নির্জাতন, ফিতনা-ফাসাদ বন্ধ হয়ে যাবে এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন হবে না।

চার.

যদি তোমারা জিহাদ না করো তবে তোমাদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার শাসক বিদ্যমান থাকবে না এবং দুশমনদের অনিষ্ঠতা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পন্থাই তোমাদের বাকী থাকবে না। মতপার্থক্যের দরূণ তোমরা নিজেরাই কিছু সাধারণ ও মামুলি বিষয় নিয়ে লড়াই করতে থাকবে, এবং নিজেরাই চরম ফিতনায় পতিত হবে, একজন আরেকজনের উপর মিথ্যা অপবাদ দিবে, এক্ষেত্রে নিজেদের পরস্পরের সুসম্পর্কের কথাটুকুও তোমরা ভুলে যাবে।

বাস্তবতা হল এটাই যে, মুসলামন জিহাদ ও কিতালের পথ পরিহার করার কারণে তাদের মাঝে সঙ্গবদ্ধতা ও নেতৃত্বের প্রবণতা বা যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে, যার ফালে মুসলমানদের এ জামাতের মাঝে হাজারো ফিতনা-ফাসাদ অনুপ্রবেশ করবে এবং সর্বদাই তারা সমস্যা ও মসিবতের মাঝে দিন অতিবাহিত করবে।

পাঁচ.

যখন তোমরা দীন থেকে ও কুরআনের নির্দেশনা থেকে দূরে সরে আসবে তখন তোমরা জাহিলিয়াতের যমানায় যে অবস্থাতে ছিলে সম্ভবত সে অবস্থাতেই আবার চলে যাবে।

শয়তানই তাদের কাজকে শোভনীয় করে দেখায়

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ۭ وَاَمْلٰى لَهُمْ ﴿٢٥﴾

তরজমা.

তবে কি তারা পবিত্র কুরআনে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহ তালাবদ্ধ রয়েছে। নিশ্চয় যাদের সম্মুখে সরল সঠিক পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পরও তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে উল্টো পথে চলে, শয়তানই তাদের কাজকে শোভনীয় করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।[৩৫১]

---

৩৫১. সূরা মুহাম্মদ-২৪,২৫

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

মুনাফিকরা কুরআনের উপর চিন্তা করে না অথবা অপকর্মের বোঝা তাদেরকে এমনভাবে বেষ্টন করে নিয়েছে যে, উপদেশ গ্রহণের সকল পথই রুদ্ধ হয়ে গেছে। যদি কুরআনকে বুঝার সামান্য তাওফীক হত তবে সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝে নিত যে, জিহাদের মাঝে দুনিয়া ও আখেরাতের কি পরিমাণ ফায়দা রয়েছে।

দুই.

মুনাফিক ইসলামকে স্বীকার করার পর এবং বাহ্যিকভাবে এর সত্যতা ঘোষণা প্রদানের পর যখন সময় এসে গেল তখন তারা তাদের এ ঘোষণা থেকে ফিরে এল এবং জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রইল। শয়তান তাদের একথা বুঝিয়ে দিল যে, জিহাদে না যাওয়ার দ্বারা তোমরা অধিক সময় জীবিত থাকবে। শুধু শুধু জিহাদে গিয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হওয়ার কি প্রয়োজন? জানা নেই শয়তান তাদের কি কি পদ্ধতিতে বুঝায় এবং কত বড় বড় আশ্বাস ও ওয়াদা প্রদান করে।

আল্লাহ মুনাফিকদের গোপন চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۖ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ۝

তরজমা.

এর কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন, যারা তা অপছন্দ করে, এরা তাদেরকে বলে, কোন কোন বিষয়ে অবশ্য আমরা তোমাদের কথাও মেনে নেব। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপন চক্রান্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন।[৩৫২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

শয়তানের পক্ষে ঐ সকল মুনাফিকদের দীর্ঘ হায়াতের ধোকায় ফেলে দেয়ার

৩৫২. সূরা মুহাম্মদ-২৬

সুযোগটা এজন্যই হয়েছে যে, মুনাফিকরা কাফিরদেরকে বলেছিল যে, আমরা কিছু কিছু বিষয়ে তোমাদের অনুকরণ করব। যেমন-

১. মুসলমানদের সাথী হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে যাব না।
২. দীন ইসলামকে দুর্বল করার পদক্ষেপে তোমাদের সাথে থাকব।
৩. মুসলমানদেরকে জিহাদে যাওয়া থেকে বাধা প্রদানের চেষ্টা করব।
৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে অন্তরে দুশমনী রাখব ইত্যাদি।

দুই.

এ সকল মুনাফিক যাদের সামনে হিদায়েত আসার পরও ভিন্ন পথের যাত্রী হয়ে চলছে তার কারণ হল তারা ওয়াহী তথা কুরআনের দুশমনদের সাথে একটি অঙ্গীকার করে নিয়েছিল যে, আমরা তোমাদের কিছু কথা গ্রহণ করব এবং এ কথাগুলো গোপন রাখব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সকল গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত।

ফিরিশতাগণ তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে প্রহার করবে

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ اَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَاۤ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَ كَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

তরজমা.

কেমন দশা হবে তাদের সে সময়ে, যখন ফিরিশতাগণ তাদের মুখ-মন্ডলে, পৃষ্ঠদেশে প্রহার করতে করতে তাদের প্রাণ সংহার করবে। এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় পথে চলেছে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলকে নিস্ফল করে দিয়েছেন।[৩৫৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

মুনাফিক মৃত্যু ও কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষে জিহাদে বের হয় না। কিন্তু

৩৫৩. সূরা মুহাম্মদ-২৭,২৮

তাদের এ বেঁচে থাকা কতদিনই বা সম্ভব হবে। অবশেষ একদিন তাদের মৃত্যুর সময় চলে আসবে তখন ফিরশতা তাদের চেহারা ও পিঠে প্রচণ্ড আঘাত করতে করতে রুহ বের করে নিয়ে যাবে।

দুই.

এটা এজন্য যে তারা আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় পথকে গ্রহণ করে নিয়েছে, এবং আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার পথের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছে অতএব, তাদের সমস্ত আমল বেকার হয়ে গেছে। তাদের নিকট এমন কোন আমলই অবশিষ্ট নেই যার দ্বারা তারা তাদের উপর আসা আযাবকে প্রতিহত করতে পারে।

তাদের কথার ধরনে তাদেরকে আপনি চিনতে পারবেন

اَمۡ حَسِبَ الَّذِيۡنَ فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ مَّرَضٌ اَنۡ لَّنۡ يُّخۡرِجَ اللّٰهُ اَضۡغَانَهُمۡ ۞ وَ لَوۡ نَشَآءُ لَاَرَيۡنٰكَهُمۡ فَلَعَرَفۡتَهُمۡ بِسِيۡمٰهُمۡ ؕ وَ لَتَعۡرِفَنَّهُمۡ فِىۡ لَحۡنِ الۡقَوۡلِ ؕ وَ اللّٰهُ يَعۡلَمُ اَعۡمَالَكُمۡ ۞

তরজমা.

যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কি মনে করে যে আল্লাহ তা'আলা তাদের মনের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না? আর আমি ইচ্ছে করলে হে রাসূল! আপনাকে এসব মুনাফিকদের দেখিয়ে দিতে পারতাম, আপনি তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন এবং তাদের কথার ধরনে তাদেরকে আপনি চিনতে পারবেন। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।[৩৫৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

মুনাফিকরা তাদের অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ হিংসা, দুশমনী ও বিদ্বেষ রাখে তাদের কি ধারণা এ সমস্ত কিছু গোপন থাকবে?

৩৫৪. সূরা মুহাম্মদ-২৯,৩০

আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে প্রকাশ করবেন না? মুসলমানরা তাদের ধোকাবাজির উপর অবগত হবে না? কখনো না, তাদের ভিতরগত অপকর্ম অবশ্যই প্রকাশ হয়ে যাবে, এবং তারা এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে যে, তারা নিজ থেকে আলাদা হয়ে যাবে।

দুই.

আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সমস্ত মুনাফিকদের চিহ্নিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে দিতে পারতেন অথবা তাদের নামের তালিকা করে বলে দিতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত হিকমত ওয়ালা তাই এমনটি করেননি। এমনিতেই আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে বিচক্ষণতা দান করেছেন সে বিচক্ষণতা থেকে তাদের আলামত দেখে দেখে চিনে ফেলতেন। ভবিষ্যতেও তাদের চলাফেরা, কথাবার্তা থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চিনে নিবেন। কেননা মুনাফিক আর মুখলিসের অনেক অবস্থাই ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। মুখলেসের কাথার মাঝে যে পরিমাণ উৎসাহ, উদ্দীপনা, জযবা ও আগ্রহের সৃষ্টি হয় তা কস্মিন কালেও মুনাফিক থেকে প্রকাশ পাবে না।

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَاْ اَخْبَارَكُمْ ۝

তরজমা.

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না আমি প্রকাশ্যে জেনে নেই, তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ? এবং কে সবর অবলম্বনকারী? আর আমি যেন তোমাদের খবরও সঠিকভাবে জেনে নেই।[৩৫৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঈমানের দাবীদারদেরকে জিহাদের নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে। আর এর দ্বারাই সকলের সামনে প্রমাণিত হবে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।

৩৫৫. সূরা মুহাম্মদ-৩১

অর্থাৎ জিহাদের বিধানের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ উদ্দেশ্য, এ কঠিন পরীক্ষার দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় লড়াইকারী এবং কঠিন পরীক্ষার মাঝে দৃঢ়পদে অবস্থানকারী আর কে এমনটি নয়।

وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ অর্থাৎ প্রত্যেকের ঈমান ও আনুগত্যের পরিমাণ সাব্যস্ত করা যাবে এবং সকলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অকাট্ট প্রমাণের সাথে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

তারা আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ شَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَ سَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ۝

তরজমা.

নিশ্চয় যারা কাফির হয়েছে এবং মানুষকে আল্লাহ তা'আলার পথে বাধা দিয়েছে, আর তাদের সম্মুখে সরল-সঠিক পথ সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হওয়া সত্ত্বেও তারা রাসূলের বিরোধিতা করেছে, তারা আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকল আমল বরবাদ করে দেবেন।[৩৫৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

দীনের দুশমন কাফির যারা বুঝে শুনেও ইসলাম গ্রহণ করে না তারা আল্লাহ তা'আলাকে কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল চেষ্টা, প্রচেষ্টা ও মেহনতগুলোকে বিনষ্ট করে দিবেন।

নিজেদের আমলকে বিনষ্ট করো না

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ لَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ۝

---

৩৫৬. সূরা মুহাম্মদ-৩২

তরজমা.

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর এবং রাসূলের অনুগত হও, আর নিজেদের আমলকে বিনষ্ট করো না ।[৩৫৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদ বা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় অন্য কোন মেহনত, মুজাহাদা ঐসময় মাকবুল হবে যখন তা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম অনুযায়ী হবে। কেবলমাত্র আমলকারী মনগড়া ও নিজ প্রবৃত্তির উপর আমল করবে না তাতে তার সমস্ত আমলই বিনষ্ট হয়ে যাবে। মুসলমানদের এটা কাজ নয় যে, তারা যে নেক কাজ করবে তাকে কোন অবস্থাতেই বিনষ্ট হতে দিবে। তারা নেক কাজকে আংশিক করে পরিহার করবে না, তাতে লৌকিকতা, খিয়ানত, আত্মঅহমিকা ইত্যাদি প্রবেশ করিয়ে ধ্বংস করবে না। ইরতিদাদ তথা ইসলাম থেকে সরে পড়ার তো কোন প্রকার কল্পনাও করা যাবে না যেটা হলে আমলের আর কোন মূল্যই থাকবে না ।

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۝

তরজমা.

নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার পথ থেকে মানুষকে বিরত রেখেছে, এরপর কাফির অবস্থায়ই মরে গেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না ।[৩৫৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কাফিরদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হুঁশিয়ারি হল যদি তারা এ কুফরী অবস্থায় মারা যায় তবে তাদের কস্মিন কালেও ক্ষমা করা হবে না ।

৩৫৭. সূরা মুহাম্মদ-৩৩
৩৫৮. সূরা মুহাম্মদ-৩৪

তোমরা কাপুরুষ হয়ো না

فَلَا تَهِنُوْا وَ تَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۗ وَ اللّٰهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ۝

তরজমা.

অতএব, তোমরা কাপুরুষ হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না, তোমরাই প্রাধান্য লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তিনি কখনো তোমাদের আমলসমূহকে ব্যর্থ হতে দেবেন না।[৩৫৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

হে মুসলমানগণ! ক্বিতাল ফী সাবিলিল্লার মাঝে কোন প্রকার দুর্বলতা ও অলসতা প্রকাশ করো না।

দুই.

হে মুসলমানগণ! নিজেদের কাপুরুষতা প্রকাশ করে কাফিরদেরকে সন্ধির জন্য আহবান করো না।

তিন.

হে মুসলমানগণ! তোমরা সর্বদাই বিজয়ী থাকবে।

চার.

হে মুসলমানগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে রয়েছেন, তাঁর মদদ ও নুসরাত সর্বদাই তোমাদের সাথে থাকবে।

পাঁচ.

হে মুসলমানগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কোন প্রকার ক্ষতি করবেন না, তোমাদের কেবলমাত্র উপকারই করবেন।

দুনিয়ার জীবন তো খেলাধূলা ব্যতীত আর কিছুই নয়

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ ۭ وَ اِنْ تُؤْمِنُوْا وَ تَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَ لَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ۝

৩৫৯. সূরা মুহাম্মদ-৩৫

তরজমা.

দুনিয়ার জীবন তো খেলাধূলা ব্যতীত আর কিছুই নয়, যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন কর, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পুরস্কার দান করবেন। আর তিনি তোমাদের অর্থ-সম্পদ চান না।[৩৬০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

জিহাদ থেকে বিরত রাখার বস্তু হল দুনিয়ার মুহাব্বত। অতএব, খুব ভাল করে জেনে রাখ দুনিয়ার জীবন হল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ও সামান্য খেলতামাশা মাত্র।

দুই.

জিহাদের ময়দানে মেহনত না করে নিজেদের পক্ষ থেকে কাফিরদেরকে সন্ধির প্রতি আহবান করা তখনই হতে পারে যখন তোমাদের অন্তর এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মুহাব্বতে পরিপূর্ণ হবে। এর মাঝে জানের মুহাব্বত, মালের মুহাব্বত ও পরিবার-পরিজনের মুহাব্বত সমস্ত কিছুই অন্তর্ভূক্ত। এ প্রতিটি বস্তুই সামান্য সময় পর ধ্বংস হয়ে যাবে। এ কারণে বলা হচ্ছে এ ক্ষণস্থায়ী বস্তুর পিছনে পড়ে চিরস্থায়ী প্রতিদান ও সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ো না।

তিন.

যদি তোমরা ঈমান আনায়ন করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরিপূর্ণ বিনিময় প্রদান করবেন। তিনি তোমাদের থেকে তোমাদের মাল প্রত্যাশা করেন না।

তোমাদের কোন কোন লোক কার্পণ্য করছে

اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَ يُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾ هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ
لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَ مَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ
الْغَنِيُّ وَ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْۤا اَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

৩৬০. সূরা মুহাম্মদ-৩৬

তরজমা.

যদি তিনি তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ তলব করতেন, এরপর তোমাদের নিকট চরম পর্যায়ে তা কামনা করতেন, তবে তোমরা কৃপণতা করতে। আর এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে দেবেন। তোমরাই সে সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলার রাহে ব্যয় করার জন্যে ডাকা হচ্ছে, অথচ তোমাদের কোন কোন লোক কার্পণ্য করছে। তোমাদের মধ্যে যারা কার্পণ্য করে, তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদের প্রতি, আল্লাহ তা'আলা অভাবমুক্ত, আর তোমরা অভাবগ্রস্ত, যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্থলে অন্য জাতি নিয়ে আসবেন, তারা তোমাদের ন্যায় হবে না।[৩৬১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট তোমাদের সমস্ত মাল চাইতেন তবে তোমরা অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে, কৃপণতা শুরু করতে এবং তোমাদের অন্তরের অভ্যন্তরে থাকা পূর্ণ বস্তু প্রকাশ হয়ে যেত। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়া ও করুণার দৃষ্টি রেখে তোমাদের থেকে তোমাদের সমস্ত মাল চাননি যাতে করে তোমরা এক ভয়াবহ পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়ে যাও।

দুই.

হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় এবং অন্যান্য ভাল কাজের প্রতি খরচ করার জন্য আহবান করা হচ্ছে।

তিন.

অতএব, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের দাবী করার পরও কৃপণতা করো। যে কৃপণতা করে সে নিজেরই ক্ষতি করে থাকে।

চার.

আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী, তার জন্য তোমাদের জিহাদ ও জিহাদের ময়দানে খরচ করার কোন প্রয়োজন নেই।

পাঁচ.

তোমরাই তো মুখাপেক্ষী আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং জিহাদের ও জিহাদের ময়দানে খরচ করার প্রতি।

---

৩৬১. সূরা মুহাম্মদ-৩৭,৩৮

ছয়.

যদি তোমরা আনুগত্য না করো তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্থানে অন্য লোকদের নিয়ে আসবেন যারা এ সকল বিধানের উপর পরিপূর্ণ আমলকারী হবে।

আয়াতুল জিহাদ

সূরা ফাত্হ

মাকতাবাতুল কুরআন
নিখুঁত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

সূরা ফাত্হ

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-২৯

জিহাদের আয়াত-২৯

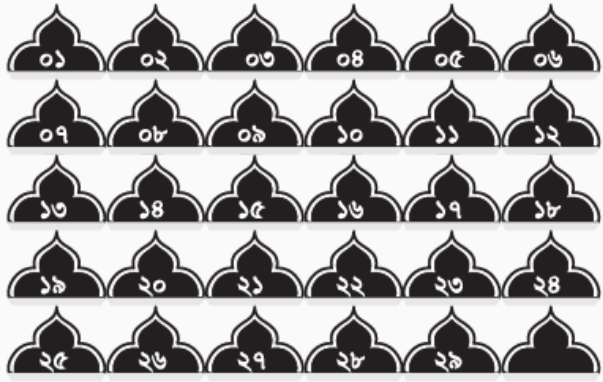

সুস্পষ্ট বিজয় প্রদান করেছি

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ

তরজমা.

নিশ্চয় আমি হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় প্রদান করেছি।[৩৬২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলা হুদাইবিয়ার ঘটনার দ্বারা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিজয়ের দার উম্মোচন করলেন। অর্থাৎ এ ঘটনাটি পরবর্তী সকল বিজয়ের ভিত্তি হয়ে গেল। এ বিজয়ের সাথে মক্কাতুল মুকারামার 'ফাতহে মুবিন'ও বিশেষভাবে অন্তর্ভূক্ত।

আল্লাহ যেন আপনাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۝

তরজমা.

হে রাসূল! আল্লাহ তা'আলা যেন আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেন এবং আপনাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ তা'আলাকে পূর্ণ শক্তিতে সাহায্য করতে চান।[৩৬৩]

৩৬২. সূরা ফাতাহ-১
৩৬৩. সূরা ফাতাহ-২,৩

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ফাতহে মুবিন' দান করেছেন যাতে করে।

১. আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন।

২. এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নিয়ামতসমূহকে পরিপূর্ণ করে দেন।

৩. এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিরাতে মুসতাকীমের হিদায়েত দান করেন।

৪. এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য করেন।

দুই.

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিহাদের মাধ্যমে 'ফাতহে মুবিন' প্রদান করলেন এবং জিহাদের মাধ্যমেই গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিলেন। এবং এ বিজয় ও জিহাদের মাধ্যমে বহু সংখ্যক লোকের জন্য দীন ইসলাম গ্রহণ করাব সুযোগ হয়েছে। আর দীন বিজয়ী হওয়ার কারণে মানুষের জন্য সিরাতে মুস্তাকীমের উপর চলা খুবই সহজ হয়ে গেছে। দীন নামক নিয়ামতটি পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা জারি থাকবে। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্যও অবতীর্ণ হবে।

তিন.

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ফাতহে মুবিন' প্রদান করা এ কথার দলিল ও আলামত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার মাহবুব ও ক্ষমাপ্রাপ্ত বান্দা, এবং দীন ইসলামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত শুধু এই দীনই গ্রহণযোগ্য হিসাবে পরিগণিত হবে। এবং এ দীন এমনভাবে বিজয়ী হবে যে, মানুষের জন্য সীরাতে মুস্তাকীমের উপর চলা অতি সহজ হয়ে যাবে। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অত্যন্ত বড় ও শক্তিশালী সাহায্য-সহযোগিতা অবতীর্ণ হবে যার বদৌলতে এ দীন দুনিয়ার বুকে এমনভাবে প্রসারিত হবে যে, কেউ তাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না।

এ দীন ইসলাম যতই প্রসারিত হতে থাকবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও মর্যাদা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়েতের নূরও বৃদ্ধি পাবে।

তাদের ঈমানের সঙ্গে আরো ঈমান বৃদ্ধি পায়

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۭ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

তরজমা.

তিনিই মুমিনদের অন্তরে দান করেছেন প্রশান্তি, যেন তাদের ঈমানের সঙ্গে আরো ঈমান বৃদ্ধি পায়, আসমান জমিনের সৈন্যবাহিনী আল্লাহ তা'আলারই, আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময় ।[৩৬৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের অন্তরে প্রশান্তির একটি খাস অবস্থা অবতীর্ণ করলেন যাতে করে তাদের ঈমান অধিক মজবুত হয়ে যায় । প্রশান্তিকর এ অবস্থার কারণে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মানা সহজ হয়ে গেল এবং কাফিরদের সাথে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে তাদের আর কোন প্রকার কাঠিন্যতা রইল না। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজমত তাদের অন্তরে বসে গেল । তাদের অন্তরে জিহাদের ফায়দা ও হেকমত এমনভাবে বধ্যমূল হল যে, তারা জিহাদ করতে করতে মক্কাকে বিজয় করে নিলেন ।

দুই.

আসমান ও জমিনের সমস্ত বাহিনী আল্লাহ তা'আলার । তিনি চাইলে একজন ফিরিশতার মাধ্যমেই তার সমস্ত দুশমনকে ধ্বংস করে দিতে পারেন কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈমানদারদের উপর জিহাদ ফরয কেন করলেন । এর মাঝে আল্লাহ তা'আলার মস্তবড় হিকমত রয়েছে । আল্লাহ তা'আলা অনেক হিকমত ওয়ালা ও মহাজ্ঞানী ।

৩৬৪. সূরা ফাতাহ-৪

তিনি তাদের ক্ষমা করে চির জান্নাতে প্রবেশ করাবেন

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

তরজমা.

তা এজন্যে যে, আল্লাহ তা'আলা মুমিন নারী-পুরুষদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাতে চান যার তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত রয়েছে, তারা ঐ জান্নাতে চিরদিন বাস করবে। আর তিনি তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। আর তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক বিরাট সাফল্য।[৩৬৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে জিহাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের অন্তরে সাকিনা (প্রশান্তি) অবতীর্ণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা নিজের পার্থিব বাহিনী তথা মুজাহিদগণকে ইসলামের বিজয়ের জন্য ব্যবহারের ফায়সালা করেন যাতে করে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের জান্নাত প্রদান করতে পারেন যেখানে তারা চিরকার থাকবে। এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিবেন। এটাই ঈমনদারদের জন্য অত্যন্ত বড় সফলতা যে, তাদের গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং চিকালের জন্য জান্নাত প্রদান করা হবে।

যারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে

وَّ يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ۝ وَ لِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

৩৬৫. সূরা ফাতাহ-৫

তরজমা.

আর আল্লাহ তা'আলা সে সব মুনাফিক নর-নারী এবং মুশরিক নর-নারীকেও শাস্তি দিতে চান, যারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে থাকে, তাদের প্রতি বিপদের ঘূর্ণি-চক্র আপতিত হোক, অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলার গজব তাদের প্রতি, আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লা'নত করেছেন, তাদের জন্যে তিনি দোযখ তৈরী করে রেখেছেন, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আবাস-স্থল। আসমান ও জমিনের সৈন্যবাহিনীসমূহ আল্লাহ তা'আলারই আর আল্লাহ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।[৩৬৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদের বিধান প্রদানের একটি হিকমত এটাও যে, তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের আযাব দিয়ে থাকেন। মুশরিক ও মুনাফিকদের শিরক ও নিফাকী ছাড়াও একটি বড় অন্যায় হল তারা আল্লাহ তা'আলার উপর মন্দ ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলা দীন ইসলামকে বিজয়ের যে ওয়াদা করেছেন তা ভ্রান্ত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলামানদের সাহায্য করবেন না।

এ সকল মুনাফিক ও মুশরিকদের জন্য চারটি শাস্তি রয়েছে।

১. তাদেরকে মন্দ অবস্থা বেষ্টন করে নিবে।

২. তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার গজব অবতীর্ণ হবে।

৩. তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে লা'নত।

৪. এবং ভয়াবহ জাহান্নাম তাদের জন্য অপেক্ষমান।

মুনাফিক ও মুশরিকরা যেন এ ধারণা না করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের নিকট তাদেরকে পরাজিত করার কোন ক্ষমতা নেই, আল্লাহ তা'আলার নিকট আসমান ও জমিনের সকল বাহিনী। তিনি চাইলে এদের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। তিনি বিজয়ী ও মহা প্রজ্ঞাবান।

৩৬৬. সূরা ফাতাহ-৬,৭

আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী রূপে

اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيۡرًا ۙ﴿۸﴾ لِّتُؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ وَتُعَزِّرُوۡهُ وَتُوَقِّرُوۡهُ ؕ وَ تُسَبِّحُوۡهُ بُكۡرَةً وَّ اَصِيۡلًا ﴿۹﴾

তরজমা.

হে নবী! নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী রূপে এবং সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে। যেন তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁকে সাহায্য কর, আর তাঁকে সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ কর, তাঁর মহিমা বর্ণনা করতে থাক।[৩৬৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত বড় অনুগ্রহ করেছেন জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করে।

شَاهِدًا সাক্ষী নিজ উম্মতের জন্য এবং অন্যন্য আম্বিয়ায়ে কিরামগণের জন্য।

مُبَشِّرًا ঈমান গ্রহণকারী ও আনুগত্যশীল বান্দাদের সুসংবাদ প্রদানকারী।

نَذِيرًا কাফির ও নাফরমানদের শাস্তি সম্পর্কে ভীতি পদর্শনকারী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নবুওয়াত ও রিসালাত পরিপূর্ণ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে যত আম্বিয়ায়ে কিরাম আগমন করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলের পক্ষে সাক্ষী যে, তারা তাদের উপর অর্পিত দায়ীত্ব আদায় করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোন নবী-রাসূল আগমন করবেন না, তার পর যেসকল উম্মত তার উপর ঈমান আনায়ন করবে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ আর যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করবে তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব। এ জন্য সকল মুসলমানের জন্য উচিত তাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিপূর্ণ সাহায্য করা এবং তাকে অত্যধিক সম্মান করা। এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করা।

৩৬৭. সূরা ফাতাহ-৮,৯

অথবা সমস্ত মানুষের উপর অত্যাবশ্যকীয় হল, তারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনায়ন করবে এবং আল্লাহ তা'আলার দীনের সাহায্য করবে। এবং আল্লাহ তা'আলাকে অধিক পরিমাণ সম্মান করবে এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করবে।

রাসূলের নিকট বাই'আত গ্রহণ বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট বাই'আত

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝١٠

তরজমা.

হে রাসূল! যারা আপনার নিকট বাই'আত (অঙ্গীকার) করে, তারা তো (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ তা'আলারই নিকট বাই'আত করে, আল্লাহ তা'আলার হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে, এরপর যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। আর যে আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অচিরেই মহা পুরস্কার দান করবেন।[৩৬৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

বাই'আতে রিদওয়ান ও বাই'আত আলাল জিহাদকারী সাহাবায়ে কিরামের ফযীলতের বর্ণনা। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট বাই'আত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার হাত তাদের হাতের উপর ছিল। যে বাই'আত আলাল জিহাদকে ভঙ্গ করবে সে নিজেই নিজের ক্ষতি সাধন করবে আর যে তা রক্ষা করবে তার জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান।

বাই'আতে রিদওয়ানে শরিক হওয়া সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম তা যথাযথভাবে আদায় করে মহা পুরষ্কারের উপযুক্ত হয়েছেন।

৩৬৮. সূরা ফাতাহ-১০

তারা মুখে যা বলে, তাদের অন্তরে তা নেই

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَاۤ اَمْوَالُنَا وَ اَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ؕ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۱﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰۤى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّ زُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۖۚ وَ كُنْتُمْ قَوْمًۢا بُوْرًا ﴿۱۲﴾ وَ مَنْ لَّمْ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ فَاِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿۱۳﴾ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۴﴾

তরজমা.

যে সব আরব গ্রামবাসী পেছনে রয়ে গিয়েছিল, তারা অচিরেই আপনাকে বলবে, আমাদের অর্থ-সম্পদ এবং আমাদের পরিবারবর্গ আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছিল। অতএব, আমাদের জন্যে আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা মুখে যা বলে, তাদের অন্তরে তা নেই, (হে রাসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ তা'আলা যদি তোমদের অপকার বা উপকার করতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁর বিরোধিতা করার শক্তি কার রয়েছে? তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন।

বরং তোমরা মনে করেছিলে, রাসূল এবং মুমিনগণ আর কখনও তাঁদের পরিবারবর্গের নিকট ফিরে আসতে পারবে না, আর তা তোমাদের মনে ভালও লেগেছিল, আর তোমরা নানা প্রকার মন্দ ধারণাও করছিলে, এ কারণেই তোমরা হয়েছ ধ্বংসোন্মুখ সম্প্রদায়।

যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেসব কাফিরদের জন্যে দোযখের জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।

আসমান এবং জমিনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা আযাব দেন। আর আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়াবান।[৩৬৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওমরা করার জন্য মক্কা অভিমুখে গমন করছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার আশপাশে

৩৬৯. সূরা ফাতাহ-১১,১২,১৩,১৪

অবস্থানকারী গ্রাম্যদেরকেও সাথে যাওয়ার জন্য দাওয়াত প্রদান করলেন, কিন্তু তারা ভয় পেয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে গেলশ। হুদাইবিয়া থেকে পত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হল আপনি মদীনায় ফিরার পর পিছনে অবস্থানকরী লোকেরা আপনার নিকট ওজর নিয়ে ইস্তিগফারের জন্য আসবে। বাস্তবে এমনটিই হল, কাফেলা মদীনায় আসার পর তারা রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হল।

এক.

তারা বলল, আমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে দেখার মত কেউ ছিলনা এ জন্য আমরা যেতে পারিনি আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করুন এবং গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

দুই.

এ সকল লোকগুলো বাহ্যিক বাহানা করে, শুধু মৌখিক কথাগুলো বলে যাচ্ছিল কারণ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে না যাওয়াকে গুনাহের কাজই মনে করে না। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তিগফারের প্রতি তাদের কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপই নেই।

তিন.

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, তাদের বলে দিন, উপকার ও ক্ষতি পৌছানোর মালিক তো কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা তোমরা জিহাদে এজন্য যাওনি যে, তোমাদের পিছনে ঘর-সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমরা ঘরে অবস্থানরত অবস্থায় যদি আল্লাহ তা'আলা কোন প্রকার ক্ষতি পৌঁছান তবে তোমরা ঘরে বসে থেকে কি তা প্রতিহত করতে পারবে? আল্লাহ তা'আলা তো এ বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ সক্ষম যে তোমরা জিহাদের জন্য বের হবে আর তিনি তোমাদের বাহ্যিক ফায়দা তথা তোমাদের ধন-সম্পদ ও ঘর-সংসারকে পরিপূর্ণ হেফাজত করবেন।

চার.

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত কর্ম সম্পর্কে জানেন তোমরা তার থেকে কি বিষয়কে গোপন কর। তোমাদের ওজর তো সম্পূর্ণ মিথ্যা, তোমাদের ইস্তিগফার প্রার্থনা করাও মিথ্যা তোমাদের অন্তরে তো রয়েছে নিফাকী। তোমরা তো এ সফরে এজন্য শরীক হওনি যে, এ সফর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীরা আর ফিরে আসতে পারবে না । মক্কার মুশরিকরা তাদের ধ্বংস করে দিবে। তোমরাও এমনটিই চাচ্ছিলে শুধু তাই নয় একথা তোমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে জন্মেছিল। তোমরা (নাউজু বিল্লাহ) এ বিশ্বাসও দৃঢ়তার সাথে পোষণ করছিলে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাহায্য করবেন না এবং তিনি তার ওয়াদা বাস্তবায়ন কখনো করবেন না তাদের এ ধারণা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

পাঁচ.

তোমরা নিজেদের নেফাকীর কারণে এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ভ্রান্ত ধারণার করার কারণে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিশ্বাস না থাকার কারণে তোমরা কুফরীতে পৌছে গেছ। আর কুফরীর পরিণতি হল জাহান্নামের লেলীহান অগ্নিকুণ্ড।

ছায়.

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আমল ও জিহাদের মুখাপেক্ষী নন। তোমাদের কুফরী ও নিফাকী তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি আসমান ও জমিনের মালিক, তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। তিনি অধিক ক্ষমাকারী ও অত্যন্ত মেহেরবান। বিধায় তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং অন্তর থেকে তাওবা কর।

তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতিকে পরিবর্তন করতে চায়

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ؕ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝١٥

তরজমা.

তোমরা যখন গনীমতের মাল যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ নিতে যাবে, তখন যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল, তারা বলবে, আমরাও তোমাদের সঙ্গে চলি? তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতিকে পরিবর্তন করতে চায়। হে রাসূল! আপনি বলুন, তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না, আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই একথা বলে দিয়েছেন। তখন তারা বলবে, বস্তুতঃ তোমরাই আমাদেরকে হিংসা করছো, প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা সামান্য ব্যতীত কিছুই বোঝে না।[৩৭০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

যখন ভয়ংকর অবস্থা ও কুরবানির সময় হয় তখন মুনাফিকরা পলায়ন করে

৩৭০. সূরা ফাতাহ-১৫

আর যখন দুনিয়াবী উপকার দেখে তখন লোভে পড়ে মুসলমানদের সাথী হওয়ার পরিপূর্ণ চেষ্টা করে।

দুই.

আল্লাহ তা'আলা হুদাইবিয়াতে অংশ গ্রহণকারী মুসলমানদের সাথে মঙ্গলের ফায়সালা করেছেন এবং মালে গনীমতের ওয়াদা করেছেন যা শুধুমাত্র তাদেরই জন্য। ঐ সকল মুসলমানদেরকে মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ না করতে বলা হল তারা তাই করে চলে আসল, পরক্ষণেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে খাইবর থেকে বিপুল পরিমাণ গনীমতের মাল দিয়ে দিলেন।

তিন.

ঐসমস্ত লোক যারা ভয়ের কারণে হুদাইবিয়াতে অংশগ্রহণ করেনি তাদেরকে খাইবরের যুদ্ধে সাথে নিতে নিষেধ করা হল।

চার.

মুনাফিক অত্যন্ত জ্ঞানহীন ও বুদ্ধিহীন লোক হয়ে থাকে তারা শুধুমাত্র দুনিয়ার ফায়দাকেই অনুধাবন করে, আর এটাই তাদের সবচে বড় নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কেননা দুনিয়া হল ক্ষণস্থায়ী আর আখেরাত হল চিরস্থায়ী।

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝١٦

তরজমা.

হে রাসূল! যেসব আরব বেদুঈন পেছনে রয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে বলে দিন, তোমাদেরকে অচিরেই এক দূর্ধর্ষ শক্তিশালী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আহবান করা হবে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে অথবা তারা অনুগত হবে, যদি তোমরা এ নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর যদি তোমরা পূর্বের ন্যায় পৃষ্ঠ-প্রদর্শন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে অত্যন্ত মর্মান্তিক শাস্তি দেবেন।[৩৭১]

৩৭১. সূরা ফাতাহ-১৬

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঐ সকল লোক যারা কোন প্রকার কারণ ছাড়া হুদাইবিয়াতে শরীক হয়নি, তাদের শাস্তি হিসাবে খাইবরে যাওয়া থেকে বাধা প্রদান করা হয়েছে এর মাঝে অনেক গোত্রের লোকও ছিল। তাদের মধ্য হতে এমন লোকও ছিল যাদের ব্যাপারে তাওবা ও কল্যাণের সম্ভাবনা ছিল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবা গ্রহণ করার জন্য আলোচ্য আয়াতে একটি আলামত নির্ধারণ করেছেন আর তা হল এই যে, অচিরেই একটি কঠিন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে যারা এ জিহাদে অংশগ্রহণ করবে আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন আর যারা এই জিহাদেও পূর্বের ন্যায় নাফরমানী করবে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

অন্ধ, খোঁড়া এবং রুগ্ন ব্যক্তির জিহাদে শরীক না হওয়া

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۷﴾

তরজমা.

অন্ধ, খোঁড়া এবং রুগ্ন ব্যক্তির জিহাদে শরীক না হওয়ার কারণে কোন গুনাহ নেই, আর যে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে চলবে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্ন-দেশে নির্ঝরমালা প্রবাহিত থাকবে, কিন্তু যে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।[৩৭২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঐ সমস্ত মুসলমান যাদের সত্যিকারের ওজর রয়েছে তারা যদি জিহাদে না যায় তবে তা জায়েয আছে। যেমন কেউ যদি অন্ধ, লেংড়া ও কঠিন রোগাক্রান্ত হয়।

যদি কেউ জিহাদ ও অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে

৩৭২. সূরা ফাতাহ-১৭

জান্নাত প্রদান করবেন। আর যারা নাফরমানী করবে এবং জিহাদ ত্যাগ করে দুনিয়াদারীতে লিপ্ত হয়ে যাবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি।

বৃক্ষ-তলে আপনার নিকট বাই'আত গ্রহণ করলো

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾ وَّ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾

তরজমা.

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা হে রাসূল! বৃক্ষ-তলে আপনার নিকট বাই'আত গ্রহণ করলো, তিনি তাদের মনের কথা জানতে পারেন, তাই তিনি তাদেরকে দান করেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।

এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে, আর আল্লাহ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।[৩৭৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

বাই'আতে রিদওয়ান, বাই'আত আলাল জিহাদ (জিহাদের উপর বাই'আত) ও বাই'আত আলাল মাওত (মৃত্যুর উপর বাই'আত)।

বাই'আত কারীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ঘোষণা। বাই'আত গ্রহণকারীদের অন্তরে যে ঈমান, ইখলাস, জিহাদের জযবা এবং সহানুভূতির বহিঃপ্রকাশ ছিল আল্লাহ তা'আলা সে বিষয়টি পছন্দ করেছেন। এবং তাদের অন্তরে সাকীনা (প্রশান্তি) অবতীর্ণ করেছেন, তাদের জন্য বিজয় ও গনীমতের ধারাকে উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। একেবারে তাৎক্ষণিক ভাবে খাইবরের বিজয় ও তখনকার গনীমত প্রদান করেছেন।

৩৭৩. সূরা ফাতাহ-১৮,১৯

আল্লাহ প্রচুর গনীমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ﴿٢٠﴾

তরজমা.

আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রচুর পরিমাণ গনীমতের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা তোমরা হস্তগত করবে। তিনি তোমাদের জন্যে তা তরান্বিত করেছিলেন এবং তিনি তোমাদের থেকে লোকদের হাতকে প্রতিহত করেছিলেন, যাতে করে তা মুমিনদের জন্যে হয় বিশেষ নিদর্শন, আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।[৩৭৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

শুধুমাত্র খাইবরের বিজয়ই নয় বরং আল্লাহ তা'আলা আরো বহু বিজয় ও গনীমতের ওয়াদা করেছেন। খাইবর বিজয় তো তৎক্ষণাত পুরষ্কার হিসাবে প্রদান করেছেন, আল্লাহ তা'আলা দুশমনের হাতকে তোমাদের থেকে রক্ষা করেছেন, তাদের অন্তরে এমন ভয় সঞ্চার করে দিয়েছেন যাতে করে তারা তোমাদের সাথে লড়াই করা বা তোমাদের কোন প্রকার ক্ষতি করার সাহস না পায়। এটা এজন্য হয়েছে যাতে ঈমানদারদের জন্য এ কথার প্রমাণ হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে রয়েছেন। তিনি তাদের হিতাকাঙ্খী, সাহায্য কারী, বিজয় প্রদানকারীও ওয়াদা বাস্তবায়নকারী। আর এর ফলে মুসলমানদের ইয়াকীন বাস্তবতার সাথে প্রমাণিত হয়।

যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি

وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا ۫ قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾

৩৭৪. সূরা ফাতাহ-২০

তরজমা.

আরো বহু সম্পদ রয়েছে, যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, তবে আল্লাহ তা'আলা তা তাঁর আয়ত্বে রেখেছেন, আর আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৩৭৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

এ বাই'আত আলাল জিহাদ তথা জিহাদের উপর বাই'আতের পুরষ্কার হিসাবে তৎক্ষণাত আল্লাহ তা'আলা খাইবরের বিজয় দান করেছেন এবং মক্কা বিজয় যা তখনও হাতে আসেনি তাও পরে অর্জন হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার ওয়াদা পুরণ করেছেন আর আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বিষয়ের উপর সক্ষম।

দুই.

তা ছাড়াও আরো অন্যান্য বিজয় সংঘঠিত হবে যার উপর তোমরা সক্ষম ছিলে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, এ বিজয় দ্বারা ঐ সকল বিজয় উদ্দেশ্য যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর মুসলমানদের অর্জন হয়েছে , যথা রোম ও পারস্য বিজয় তা ছাড়াও আরো বহু বিজয় যা মুসলমানের হাতে হয়েছিল। হযরত হাসান বসরী (রা.) বর্ণনা করেন, এর দ্বারা ফাতহে মক্কা উদ্দেশ্য। হযরত ইকরামা (রা.) বর্ণনা করেন যে, এর দ্বারা ফাতহে হুনাইন উদ্দেশ্য। হযরত মুজাহিদ (রহ.) বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের যে বিজয় অর্জন হবে তাই এর দ্বারা উদ্দেশ্য। এ সকল উক্তি আল্লামা কুরতুবী (রহ.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ করেছেন।

لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا বাহ্যিক অর্থ তো হল, এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি এবং কোন কোন হযরত বর্ণনা করেছেন, **لم تكونوا ترجونها** তোমাদের সে বিজয় অর্জন হওয়ার আশাও ছিলনা। কেউ আবার তাকে এভাবেও তরজমা করেছেন যে, ঐ সমস্ত বিজয় যা তোমাদের কল্পনা ও স্বপ্নেও ছিল না।

قَدْ أَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا আল্লাহ তা'আলার ইলমের মাঝে রয়েছে যে, তোমরা ঐ স্থানকে বিজয় করবে, তিনিই তাকে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন তোমাদের সামর্থের মধ্যে তা ছিল না।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান, তিনি যাকে যখন ইচ্ছা রাজ্য ও রাজত্ব দান করেন।

৩৭৫. সূরা ফাতাহ-২১

যদি কাফিররা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতো

وَ لَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

তরজমা.

যদি কাফিররা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতো, তবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করতো, তারা ঐ অবস্থায় কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারীও পেত না ।

এটিই আল্লাহ তা'আলার বিধান, যা পূর্বকাল থেকে প্রচলিত রয়েছে । আর হে রাসূল! আপনি আল্লাহ তা'আলার বিধানে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবেন না ।[৩৭৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এই স্থানে আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি কাফিরদের হাতকে প্রতিহত করে দিলেন যাতে করে তারা লড়াই করতে না পারে কিন্তু যদি তারা লড়াই করত তথাপি পরাজিত হয়ে পলায়ন করত তখন তারা কোন প্রকার সাহায্যকারী পেত না । এটা আল্লাহ তা'আলার পুরাতন সুন্নাত তিনি আহলে হক্বকে আহলে বাতেলের উপর বিজয় দান করেন এবং আল্লাহ তা'আলা আপন অবস্থানে অটল অবিচল ।

তোমাদের হাতকে তাদের থেকে সংযত রেখেছেন

وَ هُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٢٤﴾

তরজমা.

আর তিনিই মক্কার বুকে তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর তাদের হাতকে তোমাদের থেকে আর তোমাদের হাতকে তাদের থেকে সংযত রেখেছেন । আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখছেন ।[৩৭৭]

৩৭৬. সূরা ফাতাহ-২২,২৩
৩৭৭. সূরা ফাতাহ-২৪

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হুদাইবিয়ার স্থানে যুদ্ধের অবস্থা তো পরিপূর্ণরূপে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, কাফির সিদ্ধান্তে অটল অবস্থানে ছিল কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধময় অবস্থাকে পরিবর্তন করে দিলেন এবং এর পূর্বেই মুসলমানদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে দিলেন। মুশরিকদের অপকর্ম ও মুসলমানদের আনুগত্যের প্রতি মহান আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ দৃষ্টি ছিল যার ফলে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি এমন অনুগ্রহ করলেন যে, মুসলমানদের অনেক বিজয় ও অনুগ্রহ প্রদান করলেন।

আমি তাদের থেকে কাফিরদেকে কঠিন শাস্তি দিতাম

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ الْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَ لَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَ نِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۲۵﴾

তরজমা.

এরাই সে সব লোক, যারা কুফরী ও নাফরমানী করেছিল এবং তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে গমনে বিরত রেখেছিল এবং বাঁধা অবস্থায় কুরবানীর জন্তুগুলোকে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে বাধা দিয়েছিল। তোমরা যাদেরকে জান না, এমন কিছু সংখ্যক মুমিন নর-নারীকে তোমরা নিস্পেষিত করে ফেলবে, এজন্যে তোমাদেরকেই অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতো, যদি এমন আশংকা না থাকত, তবে তোমাদেরকে এখনই যুদ্ধের আদেশ দেয়া হতো। এজন্যে যে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর রহমতে দাখিল করতে চান। যদি এসব লোক কাফেরদের থেকে পৃথক থাকত, তবে আমি তাদের থেকে কাফিরদেকে কঠিন শাস্তি দিতাম।[৩৭৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মক্কার কাফিরদের কিছু অপরাধ এমন ছিল যে অপরাধের কারণে তাদের মুকাবেলায় মুসলমানদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া যেত।

৩৭৮. সূরা ফাতাহ-২৫

১. তারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্বীকারকারী কাফের ছিল।
২. তারা মুসলমানদেরকে উমরা করার মাঝে বাধা সৃষ্টি করেছে অথচ তারা কাউকে এ কাজে বাধা প্রদান করতো না।
৩. তারা হাদীর (কুরবানীর) পশুকে তার কুরবানির স্থানে নিতে বাধা প্রদান করেছে।

কিন্তু এ সকল অপরাধ সত্ত্বেও ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধের অনুমুতি প্রদান করা হয়নি কেননা মক্কাতুল মুকাররমায় এমন কিছু মুসলমান পুরুষ ও নারী অবস্থান করছিল যাদের সম্পর্কে মুসলমানরাও জানত না যদি লড়াই হত তখন তারাও সমস্যায় পতিত হত। আর ঐ সকল মুখলিস মুসলমানরা মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর, বেদনাদায়ক ও ক্ষতীর কারণ হয়ে যেত। উভয় শ্রেণির উপর অনুগ্রহ করলেন, মুসলমানদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করলেন এবং কিছু কাফিরদের উপরও। কারণ তারা এ সুযোগে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে তার ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করার সুযোগ পেল। যদি ঐ সমস্ত কাফিরদের সাথে মুখলিস মুসলমানদের শহীদ হওয়ার অশংকা না থাকত তবে তখনই কাফিরদের কঠিন শাস্তি প্রদান করতেন। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে কাফিরদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করতেন এতে করে প্রচুর পরিমাণ কাফির নিহত হত এবং প্রচুর বন্দী হত।

বর্বরতার যুগের অহমিকা

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَ كَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَ اَهْلَهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝

তরজমা.

কাফিররা যখন তাদের অন্তরে গোত্রীয় অহমিকা পোষণ করতো, তা ছিল বর্বরতার যুগের অহমিকা (মূর্খতা প্রসূত হিংসা-বিদ্বেষ), তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদেরকে দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে তাকওয়া পরহেজগারীর উপর অবিচলিত রাখলেন, আর তারাই

ছিল এর অধিকতর যোগ্য। আল্লাহ তা'আলা সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।[৩৭৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মক্কার মুশরিকরা তো পুরিপূর্ণরূপে অজ্ঞতা, নাফমানী ও গোরামীতে লিপ্ত ছিল তাদের অবস্থায় যুদ্ধ ও তাদের ধ্বংস অনিবার্য ছিল কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের উপর সাকীনা (প্রশান্তি) অবতীর্ণ করলেন, যার ফলে তারা গোরামী ও রাগান্বিত হননি এবং ভয় ও কাপুরুষতায়ও নিমজ্জিত হননি বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমান, তাকওয়া এবং আনুগত্যের উপর দৃঢ়পদ রাখলেন আর তারাই এ ঈমানের অধিক হকদার ছিল। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বস্তুর ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন, তিনিই ভাল জানেন কে অধিক কল্যাণের হকদার আর কে অধিক মন্দের হকদার।

রাসূলের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ؕ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ۝

তরজমা.

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলে তোমরা অবশ্যই নিরাপদে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, কেউ মস্তক মুন্ডন করবে, কেউ চুল ছোট করে নেবে, তোমাদের কোন প্রকার ভয় থাকবে না, তোমরা যা জান না, আল্লাহ তা'আলা তা জানেন। আর এজন্যেই তিনি এর পেছনে এক নিকট-বিজয় নির্ধারিত করে রেখেছেন।[৩৮০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে স্বপ্ন

৩৭৯. সূরা ফাতাহ-২৬
৩৮০. সূরা ফাতাহ-২৭

দেখিয়েছেন তা পরিপূর্ণ সত্য, অবশ্যই পূর্ণ হবে। মুসলমান নিরাপদে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে এবং নিরাপদে উমরা পালন করবে, হলক (মাথা মুন্ডানো) বা কসর (মাথার চুল ছোট করে কাটা) করে ইহরাম থেকে হালাল হবে, তথায় তাদের কোন প্রকার ভয় ও শংকার কারণ থাকবে না। বাহ্যিকভাবে মক্কাতুল মুকাররামায় প্রবেশে যে বিলম্বটুকু হয়েছে তার হিকমত আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন, তোমরা তা জান না। আর সে সকল হিকমতগুলোর মধ্যে একটির দৃষ্টান্ত হল খুব নিকটেই যে বিজয় সংঘঠিত হয়েছে তোমরা মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই যা লাভ করেছ। বাই'আতে রিদওয়ান এবং খাইবরের বিজয়ের সকল নিয়ামত মুসলমানদের অর্জিত হয়েছে আবার মক্কার সকল মুসলমানও নিরাপদে রয়েছে।

সকল ধর্মের উপর সত্য ধর্মকে বিজয়ী করেন

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ؕ وَ کَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیۡدًا ﴿۲۸﴾

তরজমা.

তিনিই আল্লাহ তা'আলা যিনি হিদায়েত এবং সত্য ধর্ম নিয়ে তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সকল ধর্মের উপর সত্য ধর্মকে বিজয়ী করেন, আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট।[৩৮১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের বিজয়ের স্থায়ী ঘোষণা করা হয়েছে।

দুই.

মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন নিয়ে সন্দেহ করছিল তখন তাদের বলা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন সম্পূর্ণ সত্য, শুধু মক্কা মুকাররামা কেন আল্লাহ তা'আলা এ দীনকে সমগ্র দুনিয়ার সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করার ওয়াদা করেছেন। ফাতহে মক্কাও এর অন্তর্ভূক্ত।

৩৮১. সূরা ফাতাহ-২৮

তিন.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল তার আগমনের পর কেবলমাত্র ঐ দীনই সত্য হিসাবে রয়েছে যা তিনি নিয়ে এসেছেন এবং এ দীনকে সমস্ত দীনের উপর বিজয়ী করা হবে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও তার দীন সমগ্র দুনিয়ার উপর বিজয়ী করার যে ওয়াদা তিনি করেছেন এর সাক্ষী তিনি নিজেই । আর আল্লাহ তা'আলার সাক্ষীই যথেষ্ট।

তাঁর সঙ্গী সাথীগণ কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚۖ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚۛ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

তরজমা.

মুহাম্মদ আল্লাহ তা'আলার রাসূল, তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের মধ্যে অতীব বিনম্র-হৃদয়, সহানুভূতিশীল। তুমি দেখবে তাদেরকে রুকু করছে, সেজদারত রয়েছে, তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করছে, সেজদার কারণে তাদের চেহারাতেই ফুটে উঠেছে তাদের পরিচয়। তাদের এ অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে তাওরাতে এবং ইঞ্জিলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছ প্রথমে তার অংকুর বের করে, এরপর তার কোমর সুদৃঢ় হয়। ক্রমে তা তার পায়ের উপর দাঁড়ায়, ফলে চাষীর মনে আনন্দ দেয়, তাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের অবস্থাও তদ্রুপ, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর পুড়িয়ে ফেলতে চান। যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মাগফিরাত এবং মহা পুরস্কারের।[৩৮২]

৩৮২. সূরা ফাতাহ-২৯

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

আলোচ্য আয়াতে একটি সূক্ষ্ম নীতি বর্ণনা করা হয়েছে যার দ্বারা মুসলমান সর্বদা দুনিয়ার বুকে বিজয়ী থাকবে।

দুই.

সকল বাতিল ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় অর্জিত হওয়াটা সুনিশ্চিত কেননা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল। আর তার সাথে এমনই একটি জামা'আত রয়েছে যাদের প্রত্যেকটি সদস্য কাফিরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠিন এবং সোচ্ছার কণ্ঠের অধিকারী আর একে অপরের জন্য অত্যন্ত বিনম্র ও কল্যাণকামী। তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের হক আদায় করে এবং তারা অত্যন্ত মুখলিস শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহের প্রত্যাশী। তাদের সিজদা ও ইবাদতের চিহ্ন চেহারা ও আখলাকের মাঝে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা'আলার কিতাব তাওরাতে তাদের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। এবং ইঞ্জিলে তাদের প্রশংসা এভাবে করা হয়েছে যে, কৃষক জমিনে একটি বীজ রোপণ করল, প্রথমে তা থেকে একটি সূয়ের ন্যয় শেকড় বের হল অতঃপর তা আস্তে আস্তে মোটা ও শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং বৃক্ষরূপে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেল যা দেখে কৃষকের মন আনন্দিত হল। আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামকে এভাবেই বৃদ্ধি করলেন এবং শক্তি দান করলেন। যাতে করে এ অবস্থা দেখে কাফিরদের অন্তর জালা ভেড়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত ঈমানদার ও আমলে সালেহকারীদের ক্ষমা ও উত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।

তিন.

বিজয় অর্জনের এ প্রথম অংশটি তো সমস্ত মুসলমানেরই অর্জিত হয়েছে কারণ তা হল 'মুহাম্মাদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। 'মুহাম্মাদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাত ও রিসালাতের বরকত কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। অতএব, যে ব্যক্তিই অন্তর থেকে তাঁর উপর ঈমান আনায়ন করবে সেই এ বরকতের অংশিদার হবে।

বিজয় অর্জনের এ দ্বিতীয় অংশটি হল মুসলমান নিজেদের মাঝে হযরত সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী অর্জন করবে। মুসলমান যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমানের সাথে সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী অর্জন করবে যা এ আয়াতে বলা হয়েছে তখনই তারা দুনিয়ার সকল বাতিল দীনের উপর বিজয় অর্জন করবে।

আয়াতুল জিহাদ

সূরা হুজুরাত

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-১৮

জিহাদের আয়াত-০৫

পাপাচারীর সংবাদ যাচাই করে নেয়া উচিত

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝

তরজমা.

হে মুমিনগণ! যদি তোমাদের নিকট কোন পাপাচারী সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা তোমরা খুব ভালভাবে যাচাই করে নিও, যাতে করে অজ্ঞাতবশতঃ কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর, পরে নিজেদের আচরণের জন্যে তোমাদেরকে লজ্জিত হতে হয়।[৩৮৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

মুসলমানদের জিহাদী শক্তি যেন কোন প্রকার ভ্রান্ত স্থানে ব্যবহৃত ও বিনষ্ট না হয়।

দুই.

মুসলমান যেন পরস্পরে অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত না হয়।

তিন.

জিহাদের মধ্যে সফলতা অর্জনের জন্য একটি অন্যতম অপরিহার্য বিষয় হল তারা নিজেদের মাঝে পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করে।

চার.

যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি মুসলমানদের কোন জামা'আতের ব্যাপারে এমন সংবাদ নিয়ে আসে যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জরুরী তবে অবশ্যই তা অত্যন্ত ভাল করে যাচাই বাছাই করে নিবে। এমন যেন না হয় যে তোমরা কোন প্রকার যাচাই বাছাই ছাড়াই হামলা করে দিলে আর তাতে ঐ জামাত অত্যন্ত ক্ষতির সম্মুখীন হল। আর এর ফলে তোমাদের পরবর্তীতে লজ্জিত হতে হয়।

পাঁচ.

মুসলমানদের শক্তি ও সঙ্গবদ্ধতার একটি পন্থা এটাও যে কোন কথা বা সংবাদ শোনা মাত্রই তার উপর পুরোপুরি বিশ্বাস করা যাবে না এবং এর উপর আমল করা যাবে না বরং এটাকে যাচাই করবে তারপর এর উপর আমল করবে।

৩৮৩. সূরা হুজরাত-৬

মুসলমানদের পরস্পরে যুদ্ধ বন্ধ করা

এখানে মুসলমানদের উত্তম আখলাকের অধিকারী হওয়ার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। তাদের আচার-ব্যবহার আল্লাহ তা'আলার সাথে কেমন হবে? জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কেমন হবে? এবং নিজের মুসলমান ভাইদের সাথে আচার-ব্যবহার কেমন হবে?

মুসলমানদের মাঝে দুই ধরনের লোক হয়ে থাকে।

১. আনুগত্যশীল মুসলমান। ২. নাফরমান ও ফাসেক মুসলমান।

অতঃপর আনুগত্যশীল মুসলমান আবার দুই প্রকার।

১. এমন ব্যক্তি যে সামনে উপস্থিত রয়েছে। ২. যে সামনে উপস্থিত নেই।

উপরোক্ত এ ভাগের দ্বারা পাঁচ প্রকার হক প্রমাণিত।

১. আল্লাহ তা'আলার হক।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক।

৩. ঐ সকল মুসলমানদের হক যারা সামনে উপস্থিত রয়েছে।

৪. ঐ সমস্ত মুসলমানদের হক যারা সামনে উপস্থিত নেই।

৫. ফাসেকদের সাথে কি রকম আচরণ করা হবে।

আলোচ্য সূরাতে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার হক বর্ণনা করা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করো না এবং নিজের রায়কে তাদের আহকামাতের উপর প্রাধান্য দিও না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক্ব বর্ণনা করা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! নিজের আওয়াজকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর উঁচু করো না।

অতঃপর ফাসেকের সাথে কৃত ব্যবহারের পদ্ধতি আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ফাসেক যদি কোন সংবাদ নিয়ে আসে তবে তা যাচাইবাছাই করা ছাড়া বিশ্বাস করো না। এবং তাদের কোন সংবাদের উপর ভিত্তি করে মুসলমান যেন কোন জামা'আতের উপর আক্রমণ না করে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ

অতঃপর সত্যিকারের মুসলমান যারা তোমাদের সামনে মজলিসে উপস্থিত রয়েছে তাদের হক্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করো না। তাদেরকে মন্দ উপাধীতে আহবান করো না এবং লোক সম্মুখে তাদেরকে অপদস্থ করো না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا

অতঃপর সত্যিকারের মুসলমান যারা তোমাদের সামনে মজলিসে উপস্থিত নেই তাদের হক্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তোমরা তাদের সম্পর্কে মন্দ ধারণা করবে না, তাদের গীবত করবে না এবং তাদের সম্পর্কে মন্দ চর্চা করো না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

এখন প্রশ্ন হল, মহান আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য সূরাতে আনুগত্যশীল মুসলমানদের কথা পরে আর নাফরমান তথা ফাসেক মুসলমানদের কথা পূর্বে উল্লেখ করলেন কেন?

উত্তর হল, আহকামাতের ক্ষেত্রে যেটি সবচে গুরুত্বপূর্ণ তাকে প্রথমে উল্লেখ করা হয় যেমন আল্লাহ তা'আলার হক সবচে গুরুত্বপূর্ণ তাই তা সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে তার পর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক্ব তাই তাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে তারপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মুসলমানদের মাঝে পরস্পর ইখতিলাফকে প্রতিহত করা যা ফাসেকদের সংবাদের উপর ভিত্তি করে সংঘঠিত হয়। এক মুসলামান অপর মুসলমানের গীবত করা, বিদ্রুপ করা, মন্দ নামে ডাকা ইত্যাদি পরস্পর সম্পর্ক বিনষ্ট করে কিন্তু যুদ্ধ পর্যন্ত গিয়ে পৌছেনা কিন্তু ফাসিকদের সংবাদ মুসলামদেরকে যুদ্ধ পর্যন্ত পৌছে দেয় বিধায় কুরআনের এ ধারাবাহিকতাই সবচে উত্তম ধারাবাহিকতা।

যদি তোমাদের নিকট কোন পাপাচারী সংবাদ নিয়ে আসে

وَاِنْ طَآىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

তরজমা.

মুমিনদের দু'টি দল যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। যদি তাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর বাড়াবাড়ি করতেই থাকে, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ তা'আলার হুকুমের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত ফায়সালা করে দাও এবং নিরপেক্ষ বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ন্যায় পরায়ণ লোকদেরকে পছন্দ করেন।

মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই, অতএব, তোমরা ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, হয়তো তোমাদের প্রতি রহমত করা হবে।[৩৮৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

মারকাযে অবস্থানকারী মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে যদি লড়াই ঝগড়া লেগে যায় তবে তাদের মধ্যে পরস্পর মীমাংসা (মিল মুহাব্বতের মাধ্যমে সন্ধি) করিয়ে দাও। সকল মুমিন পরস্পর ভাই ভাই এ কারণে সর্বদা তাদের মাঝে সন্ধিই হওয়া চাই।

দুই.

জিহাদের একটি নতুন পদ্ধতি যা মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে হয়ে থাকে এবং নিজেদের মারকাযকে সংরক্ষণ করার জন্য হয়ে থাকে। মুসলমানদের মাঝে যদি পরস্পরে লড়াই যুদ্ধ সংঘঠিত হয়ে যায় তবে তাদের উভয় পক্ষের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দিবে যা অত্যন্ত জরুরী। যদি মীমাংসা বা মধ্যস্থতা করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হও তবে জুলুমকারী জামাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু কর

---

৩৮৪. সূরা হুজরাত -৯,১০

যতক্ষণ না তারা যুদ্ধ বন্ধ করে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ হুকুমের উপর চলে আসবে। যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে উভয় দলের মাঝে অত্যন্ত আদল ও ইনসাফের সাথে ফায়সালা করবে যাতে করে দ্বিতীয়বার এ যুদ্ধ সংঘঠিত না হয়। জেনে রাখ আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল লোকদের সাথে রয়েছেন যারা সর্বপ্রকার কার্যক্রমে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে।

তিন.

নিয়ম হল সকল মুসলমান পরস্পরে দীনী ভাই। তাদের মধ্যে সন্ধি হোক বা যুদ্ধ হোক উভয় অবস্থাতেই স্মরণ রাখতে হবে যে, এটি দুই ভাইয়ের মাঝে সন্ধি বা যুদ্ধ বিধায় তাদের সাথে কস্মিন কালেও দুশমনী সূলভ বা কাফিরদের ন্যয় আচরণ করবে না।

কয়েকটি ফিকহী বিধান

মুফাসসিরীনে কিরাম উপরোক্ত আয়াতগুলোর আলোকে কয়েকটি ফিকহি আহকামাত বর্ণনা করেছেন। যা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

এক.

যদি মুসলমান দুই দলের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়, এবং এ লড়াইয়ের কারণে দুশমনী ও জুলুমের অবস্থা সৃষ্টি হয় তবে এ উভয় দলের মাঝে সন্ধি করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করবে। অতঃপর যদি সর্বাত্নক চেষ্টা করার পরও ফিরে না আসে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে যতক্ষণ না তারা সন্ধি করার জন্য নিজেরাই আগ্রহী হয়ে আসবে।[৩৮৫]

দুই.

যদি মুসলমান দুই দলের মাঝে পরস্পর যুদ্ধ শুরু হয়, উভয়ের এই যুদ্ধ কোন প্রকার ভুল বুঝাবুঝির কারণে হয়ে থাকে, উভয় পক্ষই নিজেকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করছে। তবে প্রথমে তাদের এ ভুল ধারণাকে দলীল প্রমাণ ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে দূরীভূত করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে, এতে যদি তারা তাদের লড়াই থেকে ফিরে আসে তবে তা অত্যন্ত ভাল। অন্যথায় তাদের সাথেও লড়াই করার হুকুম দুশমন ও কাফিরদের সাথে লড়াই করার মতই।[৩৮৬]

তিন.

যদি মুসলমানদের দুই দলের মাঝে যুদ্ধ হয় আর তাদের মধ্য হতে একজন জালেম ও অতিরঞ্জনকারী এবং সে সন্ধি করতেও আগ্রহী নয় তবে এ জালিম

---

৩৮৫. তাফসীরে কুরতুবী ও তাফসীরে রুহুল মা'আনী
৩৮৬. তাফসীরে কুরতুবী ও তাফসীরে রুহুল মা'আনী

দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে যতক্ষণ না তারা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসে এবং সন্ধি করার জন্য প্রস্তুত হয়।[৩৮৭]

চার.

যদি মুসলমানদের কোন জামা'আত আমীরুল মুমিনীনের সাথে বিদ্রোহ করে তবে আমীরুল মুমিনীনের জিম্মাদারী হল তাদেরকে ভাল করে বুঝাবে, যে সকল সন্দেহ ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করে দিবে। যদি বিদ্রোহকারী জামা'আত আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে জুলুম প্রমাণ করতে না পারে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে ফিরে না আসে তবে আমীরুল মুমিনীন ও সাধারণ মুসলমান তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আমীরের আনুগত্যে ফিরে আসবে।

আর যদি বিদ্রোহী জামা'আত নিজেদের বিরুদ্ধচারণের পক্ষে এমন দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করতে সক্ষম হয় যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমীর জুলুমের মাঝে লিপ্ত তবে সাধারণ মুসলমান এদের পক্ষ নিয়ে এমন প্রতিরোধ গড়ে তুলবে যাতে করে আমীর জুলুম থেকে ফিরতে বাধ্য হয়।[৩৮৮]

পাঁচ.

মুসলমানদের পরস্পর লড়াইয়ের মাঝে বন্দী হওয়া সদস্যরা কোন অবস্থাতেই প্রতিপক্ষের গোলাম-বাদীতে রূপান্তরিত হবে না এবং একে অপরের মালকে গনীমতের মাল হিসাবেও গ্রহণ করতে পারবে না।

বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাওবা না করা পর্যন্ত তাদের বন্দী রাখা হবে।[৩৮৯]

৩৮৭. তাফসীরে কুরতুবী
৩৮৮. তাফসীরে আনওয়ারুল বয়ান
৩৮৯. তাফসীরে বায়ানুল কুরআন

ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ اِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴﴾ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿۱۵﴾

তরজমা.

আরব বেদুইনরা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি, হে রাসূল! আপনি বলুন, তোমরা ঈমান আন নাই; বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি; কেননা ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিধি-নিষেধ মেনে চল, তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।[৩৯০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

শুধুমাত্র মুখে ইসলামের দাবী করার দ্বারা সত্যিকার ঈমানদার হওয়া যায় না। সত্যিকারের ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যার অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেছে।

দুই.

যদি কেউ সত্যিকারের ঈমানদার হয় তবে তার বাহ্যিক আমল দ্বারাই তা প্রকাশ পেয়ে যায়। সে আলামতসমূহের মাঝে একটি অন্যতম হল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। নিজের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করা সত্যিকার ঈমনদার হওয়ার একটি অন্যতম আলামত।

জিহাদ ঈমানের আলামত

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ অর্থ. নিশ্চয় সত্যিকার মুসলমান তো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন

---

৩৯০. সূরা হুজরাত -১৪,১৫

করে এবং তাতে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করে না। এবং নিজের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করে সেই সত্যিকারের মুসলমান।

তাফসীরে জালালাইন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে-

بجهادهم يظهر صدقهم فى ايمانهم

অর্থ. তার জিহাদ তার ঈমান সত্য হওয়াকে প্রকাশ করে থাকে।

তাফসীরে কাবীরে উল্লেখ করা হয়েছে-

তার জিহাদ এ কথার আলামত যে তার আখেরাতের উপর বিশ্বাস রয়েছে এবং তার সফলতার জন্য জিহাদ করা অত্যবশ্যকীয়।

اى ايقنوا ان بعد هذه الدار دارا فجاهدوا طالبين العقبى

হযরত শাহ আব্দুল কাদের (রহ.) আলোচ্য আয়াতের এ অর্থ করেছেন-

ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যে বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং এতে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করে না। এবং জিহাদ করে নিজের জান ও মাল দ্বারা সেই সত্যিকারের মুসলমান।[৩৯১]

৩৯১. তরজমায়ে শাহ আব্দুল কাদের (রহ.)

আয়াতুল জিহাদ

সূরা হাদীদ

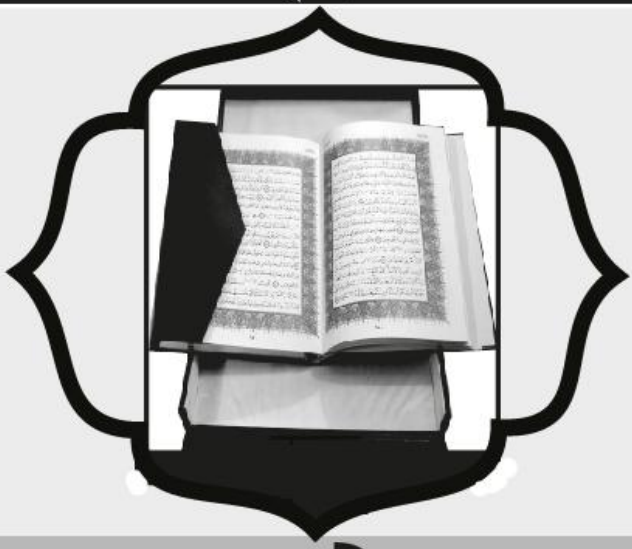

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-২৯

জিহাদের আয়াত-০৪

মক্কা বিজয়ের পূর্বে জিহাদ ও অর্থ ব্যয়ের একটি ভিন্ন মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে

وَ مَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ قٰتَلُوْا ؕ وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

তরজমা.

আর তোমাদের কি হলো যে তোমরা আল্লাহ তা'আলা রাহে ব্যয় কর না? অথচ আসমান জমিনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার রাহে ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে, তারা অন্যদের সমান নয়, তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, সে সব লোকের চেয়ে যারা মক্কা বিজয়ের পর অর্থ সম্পদ ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ তা'আলা সকলের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলীর পূর্ণ খবর রাখেন।[৩৯২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

আসমান ও জমিনের মাঝে যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছু আল্লাহ তা'আলার। আর সমস্ত কিছু আল্লাহ তা'আলার জন্যই থেকে যাবে, মানুষ নিজের সমস্ত ধন-সম্পদ দুনিয়াতে রেখেই মারা যাবে। অতএব, নিজে জীবিত থাকা অবস্থায় সে সকল ধন-সম্পদকে আল্লাহ তা'আলার রাহে খরচ করে আখেরাতের পাথেয় কেন জোগাড় করছো না?

দুই.

নিজের ধন-সম্পদ আনন্দের সাথে, সন্তুষ্টিচিত্তে আল্লাহ তা'আলার পথে দিয়ে দিলে সে ধন-সম্পদ তোমাদেরই থেকে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার তোমাদের মালের কোন প্রয়োজন নেই, তিনি আসমান ও জমিনের অধিপতি।

তিন.

মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং জিহাদে শরীক হয়েছে তাদের ফযিলত আর যারা মক্কা বিজয়ের পর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে

৩৯২. সূরা হাদীদ-১০

এবং জিহাদ করেছে তাদের ফযীলত কখনো এক হতে পারে না। বাকী সমস্ত সফলতা পূর্বকার ও পরবর্তীদের জন্য সমান। তবে স্থান ও কারণ ভেদে সামান্য পার্থক্য হতে পারে।

চার.

ঈমানের পরই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে কেননা এটা ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার আলামত এবং ইসলামের প্রচার প্রসারের মাধ্যম। এখানে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ তে ব্যয় করা। আর জিহাদের সবচে বড় উদ্দেশ্য হল দীনের প্রচার প্রসার করা।

কে আছে যে আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ দেবে

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝

তরজমা.

কে আছে যে আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ দেবে উত্তম রূপে খাঁটি অন্তরে, তা হলে তিনি বৃদ্ধি করবেন তার সাওয়াব, অধিকন্তু তার জন্যে রয়েছে বিরাট পুরস্কার।[৩৯৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ইখলাসের সাথে খরচ করা আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ প্রদান করারই নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী বিধায় এখানে ঋণ শব্দ উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল অবশ্যই এর বিনিময় ফেরত পাওয়া যাবে। বিনিময় প্রদানও সমান হবে না বরং তার মধ্যে বহু পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং আখেরাতে অত্যন্ত উত্তম, সম্মানিত ও পছন্দনীয় বস্তু হিসাবে লাভ করবে। আর আল্লাহ তা'আলা এর সাওয়াব অধিক পরিমাণ বৃদ্ধি করে প্রদান করবেন।

করজে হাসানার দশটি গুণাবলী

১. মাল হালাল হওয়া।

২. ভাল ও উত্তম মাল হওয়া।

৩৯৩. সূরা হাদীদ-১১

৩. যিনি খরচ করছেন তিনি নিজেও এই মাল থেকে উপকৃত হতে সক্ষম। একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি হলে তা গ্রহণীয় হবে না।
৪. মালকে এমন স্থানে খরচ করতে হবে যেখানে অধিক প্রয়োজন।
৫. যথা সম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।
৬. মাল কাউকে দেয়ার পর তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া ও ইহসান জিতলানো (খুটা দেয়া) থেকে বিরত থাকতে হবে।
৭. ইখলাসের সাথে দিতে হবে কোন প্রকার লৌকিকতা থাকতে পারবে না।
৮. যত বেশিই দেয়া হোক না কেন তাকে কমই মনে করা। অর্থাৎ নিজের দেয়ার উপর কোন প্রকার গর্ব করা চলবে না।
৯. নিজের পছন্দের মাল দেয়া।
১০. দেয়ার সময় নিজের ইজ্জত ও গ্রহীতার জিল্লতি তথা নিজেকে বড় এবং গ্রহীতাকে তুচ্ছ মনে করবে না।

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-এর জন্য অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় আর তার থেকে বিরত থাকা চরম বঞ্চিত হওয়ার বিষয়। মানুষ যখন জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-এর জন্য অর্থ ব্যয় করে তখন দুনিয়া ও আখেরাতে ইনফিরাদী (ব্যক্তিগত) ইজতিমায়ী (সম্মিলিত) বহু ফায়দার সম্মুখীন হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ কাজে ব্যয় করার তাওফিক দান করুন।

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-এর জন্য অর্থ ব্যয় করার ফযীলতের উপর কয়েকটি বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

সাতশ'গুণ বৃদ্ধি পাওয়া

عن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق نفقة فى سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف

হযরত খারীম ইবনে ফাতেক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সামান্য কিছু খরচ করে তা আল্লাহ তা'আলার নিকট সাতশ'গুণ বৃদ্ধি করে লেখা হয়।[৩৯৪]

عن ابى هريرة رضي الله عنه فى حديث الاسراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بفرس يجعل كل خطوة منه اقضى بصرة فسار وسار معه جبرائيل عليه السلام فأتى على قوم يزرعون

৩৯৪. নাসায়ী শরীফ-২/৬৫ তিরমিযী শরীফ-১/৪২৪ আত্তারগীর ও আত্তারহীব-২/১৬১

فى يوم ويحصدون فى يوم كلما حصدوا عاد كما كان فقال ياجبرائيل من هولاء؟ قال هولاء المجاهدون فى سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف وما انفقوا من شئ فهو يخلفه

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য শবে মেরাজে এমন একটি ঘোড়া আনা হল যার প্রতি কদম তার দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত ছিল। হযরত জিবরাইল আমীন সহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে গমন করলেন যারা একদিন শষ্য রোপণ করে পরের দিন তা কেটে নিয়ে আসে। শষ্য কেটে নিয়ে আসার পরের দিন আবার পূর্বের ন্যয় হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাইল! এরা কারা? হযরত জিবরাইল (আ.) বললেন, এরা হল আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ। তাদের নেক সমূহকে সাতশ'গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।[৩৯৫]

সীমাহীন সাওয়াব

وعن ابن عمر قال لما نزلت مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضْعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللهُ وٰسِعٌ عَلِيمٌ قال رسول الله ﷺ رب زد امتى فنزلت انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, 'যারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।'[৩৯৬] তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন, হে আমার রব! আমার উম্মতকে আরো অধিক পরিমাণ দান করুন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল। 'যে দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করবে তার জন্য সীমাহীন প্রতিদান রয়েছে।'[৩৯৭]

---

৩৯৫. আত্তারগীর ও আত্তারহীব-২/১৬১
৩৯৬. সূরা বাকারা-২৬১
৩৯৭. আত্তারগীব ও আত্তারহীব-২/১৬১ সহীহ ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী

আল্লাহ তা'আলার রহমতের গোপন খাযানা

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن اكثر فى الجهاد فى سبيل الله من ذكر الله فان له بكل كلمة سبعمائة الف حسنة منها عشرة اضعاف مع الذى عندالله من المزيدقيل يارسول النفقة؟ قال النفقة على قدر ذلك قال عبد الرحمن فقلت لمعاذ انما النفقة بسبعمائة ضعف فقال معاذ قل فهمك انماذاك اذاانفقوها وهم مقيمون فى اهلهم غير غزاة فاذا غزوا وانفقوا خبأالله لهم من خزائن رحمته ماينقطع عنه علم العباد وصفتهم فاؤلئك حزب الله وحزب الله هم الغالبون

হযরত মা'আয ইবনে যাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাতের সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি জিহাদে বেরিয়ে অধিক পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার যিকির করে। নিঃসন্দেহে তার প্রতি বাক্যের বদলায় সাত লক্ষ সাওয়াব প্রদান করা হবে। আর তার প্রতিটি নেকিকে দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে এ বৃদ্ধির পরও আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আরো বহুগুণ প্রদান করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল! জিহাদের জন্য ব্যয় করার কি প্রতিদান? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিহাদের জন্য ব্যয় করার সাওয়াবও যিকিরের ন্যায়। বর্ণনাকারী হযরত আব্দুর রহমান বলেন হযরত মা'আয (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করার প্রতিদান কি সাতশ' গুণ? হযরত মা'আয (রা.) বললেন, তোমরা সংকীর্ণ চিন্তার লোক। সাতশ'গুণ তো তখন মিলবে যখন সে জিহাদে বের না হয়ে নিজ ঘরে বসে দান করবে। যদি কেউ জিহাদে বের হয়ে দান করে তবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন রহমতের গোপন খাযানা রয়েছে যে খাযানা পর্যন্ত কোন মানুষের জ্ঞান পৌছতে পারে না। এসকল লোক আল্লাহ তা'আলার পরিবারভূক্ত। আর আল্লাহ তা'আলার পরিবার ভূক্তরাই বিজয়ী হবে।

যে ব্যক্তি কোন গাযীকে জিহাদের সরঞ্জাম যোগান দিল

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَرْجِعَ

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন গাযীকে

আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দেয়, যা দিয়ে সে পরিপূর্ণভাবে জিহাদ করতে সক্ষম হয়, এতে তার সেই গাযীর মতই সাওয়াব হতে থাকবে যতক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করে অথবা ফিরে আসে।[৩৯৮]

জান্নাতে অভ্যর্থনা করা হবে

عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ حَدِّثْنِي قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ قُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ

হযরত ছা'আছা' ইবন মুয়াবিয়া (রহ.) বলেন । আবূযর (রা.) -এর সাথে আমার সাক্ষাত হল, তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে মুসলিম বান্দা আল্লাহর রাস্তায় তার সকল মাল থেকে জোড়া-জোড়া দান করবে, তাকে জান্নাতের দার রক্ষীগণের সকলেই তার নিকট যা রয়েছে তার দিকে ডাকবে। আমি বললাম ঃ তা কিভাবে হবে? যদি তার মাল হয় উট, তবে দুটি উট; আর যদি গরু হয়, তবে দুটি গরু।[৩৯৯]

জান্নাতের প্রত্যেক দরজা যাকে আহবান করবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا فُلَانُ هَلُمَّ فَادْخُلْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দু'প্রকার দান করবে, তাকে জান্নাতের দাররক্ষী ফিরিশতা জান্নাতের দরজাসমূহ হতে ডাকবে ঃ হে অমুক! এদিকে এসো এবং জান্নাতে প্রবেশ কর। আবূ বকর (রা.) বলেন ঃ হে

৩৯৮. ইবনে মাজাহ কিতাবুল জিহাদ-১৯৮
৩৯৯. নাসায়ী শরীফ-২/৬৫

আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তির তো কোন প্রকার ধ্বংস নেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি একান্তভাবে আশা করি আপনি তাদের মধ্যে হবেন।[৪০০]

তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট ছিদ্দীক ও শহীদ

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖۗ وَ الشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَ نُوْرُهُمْ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿۱۹﴾

তরজমা.

আর যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট ছিদ্দীক ও শহীদ, তাদের জন্যে রয়েছে নূর ও সাওয়াব। পক্ষান্তরে, যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে তারাই হবে দোযখের অধিবাসী।[৪০১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান রাখে, তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট ছিদ্দীক ও শহীদ হিসাবে পরিগণিত। তাদের জন্য জান্নাতে একটি বিশেষ প্রতিদান রয়েছে এবং পুলসিরাতে একটি বিশেষ আলো হবে। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, তাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿۲۵﴾

৪০০. নাসায়ী শরীফ-২/৬৫ ও বুখারী শরীফ-১/৩৯৮
৪০১. সূরা হাদীদ-১৯

তরজমা.

নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে করে লোকেরা ন্যায় বিচার কায়েম করে, আর আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, তাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি, আর রয়েছে মানুষের নানা প্রকার উপকার, তা এজন্যে যে আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যে জানতে চান, কে না দেখে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান, তিনি পরাক্রমশালী ।[৪০২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার নেসাব হল-

১. ঈমান ।

২. আল্লাহ তা'আলার কিতাবের উপর আমল করা । আল্লাহ তা'আলার রাহে মাল খরচ করা যা আলোচ্য সূরার বিভিন্ন আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে ।

৩. আদল ও ইনসাফ কায়েম করা ।

৪. লোহা থেকে অর্জন করা সামরিক শক্তি ।

৫. দীনের সাহায্য কল্পে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ ।

যখন মুসলমানগণ সম্মিলিতভাবে এই নেসাবের উপর আমল করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের শক্তি ও বিজয় প্রদান করবেন । নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিজয়ী ।

৪০২. সূরা হাদীদ-২৫

আয়াতুল জিহাদ

সূরা মুজাদালাহ

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

সূরা মুজাদালাহ

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-২২

জিহাদের আয়াত-০৮

মিথ্যা শপথকে আত্মরক্ষার ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করছে

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ تَوَلَّوۡا قَوۡمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ ؕ مَا هُمۡ مِّنۡكُمۡ وَلَا مِنۡهُمۡ ۙ وَيَحۡلِفُوۡنَ عَلَى الۡكَذِبِ وَهُمۡ يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۴﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمۡ عَذَابًا شَدِيۡدًا ؕ اِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۵﴾ اِتَّخَذُوۡۤا اَيۡمَانَهُمۡ جُنَّةً فَصَدُّوۡا عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ فَلَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِيۡنٌ ﴿۱۶﴾ لَنۡ تُغۡنِىَ عَنۡهُمۡ اَمۡوَالُهُمۡ وَلَاۤ اَوۡلَادُهُمۡ مِّنَ اللّٰهِ شَيۡـًٔا ؕ اُولٰٓـئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ؕ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۱۷﴾ يَوۡمَ يَبۡعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيۡعًا فَيَحۡلِفُوۡنَ لَهٗ كَمَا يَحۡلِفُوۡنَ لَـكُمۡ وَيَحۡسَبُوۡنَ اَنَّهُمۡ عَلٰى شَىۡءٍ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمۡ هُمُ الۡكٰذِبُوۡنَ ﴿۱۸﴾ اِسۡتَحۡوَذَ عَلَيۡهِمُ الشَّيۡطٰنُ فَاَنۡسٰٮهُمۡ ذِكۡرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓـئِكَ حِزۡبُ الشَّيۡطٰنِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزۡبَ الشَّيۡطٰنِ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ ﴿۱۹﴾

তরজমা.

হে রাসূল! আপনি কি ঐ লোকদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা এমন জাতির সাথে বন্ধুত্ব করে যাদের উপর আল্লাহ তা'আলার গযব নাযিল হয়েছে। তারা (মুনাফিকরা) হে মুমিনগণ! তোমাদের দলভুক্ত নয়, আর তাদের দলভুক্তও নয়, অথচ তারা জেনে শুনে মিথ্যা কথায় শপথ করে বসে।

আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন কঠিন শাস্তি, নিশ্চয় তারা যা করছে তা অত্যন্ত মন্দ।

তারা তাদের মিথ্যা শপথগুলোকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করছে, এরপর তারা মানুষকে আল্লাহ তা'আলার পথ থেকে বিরত রাখে, তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

আল্লাহ তা'আলার শাস্তির মুকাবেলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন উপকারেই আসবে না। তারাই দোযখের অধিবাসী, তারা তাতে চিরদিন থাকবে।

সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, তখন তারা তোমাদের সম্মুখে যেমন শপথ করতো, তেমনি আল্লাহ তা'আলার সম্মুখেও শপথ করবে। তারা এমন ধারণা করবে যে, আমরা ভাল অবস্থায় রয়েছি, সাবধান! নিশ্চয় তারাই মিথ্যাবাদী।[৪০৩]

---

৪০৩. সূরা মুজাদালাহ্-১৪,১৫,১৬,১৭,১৮

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হিযবুশ শাইতান তথা শয়তানের দল বা বাহিনী ।

এ বাহিনীর আলামত হল-

এক.

নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে কিন্তু বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক রাখে ইসলামের দুশমন ইহুদী ও কাফিরদের সাথে ।

দুই.

বাস্তবতা হলো এই যে, সে মুসলমানও নয় আবার কাফেরও নয় বরং সে তো কেবল নিজের স্বার্থের পিছে চলে এবং দুনিয়া পুজারী ।

তিন.

মিথ্যা বলা, মিথ্যা কসম খাওয়া এবং মন্দ কাজের সাথী হওয়াই তাদের অভ্যাস ।

চার.

মানুষদেরকে ইসলাম ও জিহাদ থেকে বিরত রাখে তথা ইসলাম ও জিহাদের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা ও ভীরুতা ছড়িয়ে থাকে ।

পাঁচ.

তারা আল্লাহ তা'আলার যিকির থেকে বঞ্চিত থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুম থেকে বহু দূরে থাকে । তাদের নিকট দীন, ঈমান এবং আল্লাহ তা'আলার যিকিরের কোন মূল্যই নেই । তারা সর্বদাই দুনিয়া অর্জন ও তা জমা করার ধান্দায়ই থাকে । কোন কাজ করার পূর্বে এ কথা চিন্তা করে না যে, এতে আল্লাহ তা'আলার কি বিধান রয়েছে ।

ছয়.

তারা নিজের আমলের উপর এতই দৃঢ় থাকবে যে, কিয়ামতের দিন উঠেও আল্লাহ তা'আলার সামনে মিথ্যা কসম খেয়ে বলবে আমি তো ঈমানদার ।

এ মিথ্যা সাক্ষীর পরিণতি এই হবে-

১. তাকে অপমানজনক শাস্তি দেয়া হবে ।

২. সর্বদা জাহান্নামে অবস্থান করবে ।

৩. তারা যে সম্পদ ও সন্তানের জন্য এ পন্থা অবলম্বন করেছিল তারাও কোন প্রকার কাজে আসবে না ।

৪. কিয়ামতের দিন সকলের সামনে তাকে মিথ্যা প্রমাণিত করা হবে ।

৫. আল্লাহ তা'আলা তাদের নাম 'হিযবুশ শাইতান' রেখে দিবেন । এবং তাদের জন্য ধ্বংসের ফায়সালা করে দিবেন ।

ইসলামের শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব রাখা

হযরত আল্লামা লাহরী (রহ.) বর্ণনা করেন-

ইসলামের দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব পোষণকারীরা তোমাদের জামা'আতের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। মূলত তারা কাফেরদেরই অন্তর্ভূক্ত, মিথ্যা কসম খেয়ে তোমাদের ধোঁকা দিচ্ছে মাত্র। তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তা'আলার আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনেও মিথ্যা বলবে, শয়তার তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে তাদের গাফেল করে দিয়েছে।

কাফিরদের নিকট মুসলমানদের গোপন তথ্য দেয়া

হযরত মুফসসিরীনে কিরাম লেখেন, মদীনাতুল মুনাওয়ারায় মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের মজলিসে উপস্থিত হত সেখান থেকে গোপন কথাগুলো শ্রবণ করে ইহুদীদের নিকট চলে আসত। এবং জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করত।

نزلت فى المنافقين تولوا اليهود وناصحوهم ونقلوا اسرار المومنين اليهم

হযরত মুফসসিরীনে কিরাম আয়াতের শানে নুযূল যেভাবে বর্ণনা করেছেন তার দ্বারা বুঝা যায় যে, মুনাফিকরা জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করত।

বর্তমানেও ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকবৃন্দ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে গোপন তথ্য কাফিরদের নিকট পাচারকারী গোয়েন্দাদের আলোচ্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত, এবং নিজের কৃত আমল থেকে অবশ্যই ফিরে আসা উচিত।

ইসলাম ও জিহাদ থেকে বাধা প্রদানকারী

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

তারা তাদের মিথ্যা শপথগুলোকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করছে, এরপর তারা মানুষকে আল্লাহ তা'আলার পথ থেকে বিরত রাখে, অর্থাৎ নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিয়ে একটি আত্মরক্ষার ঢাল তৈরী করেছে। এ ঢালের মাধ্যমে সে প্রথমে নিজের আত্মরক্ষা করছে আবার তার আড়ালে অন্য লোকদেরকেও ইসলাম ও জিহাদ থেকে বিরত রাখছে। সে যেহেতু নিজেকে মুসলমান দাবী করে, কসম খেয়ে নিজেকে মুসলমান বলে তাই

মুসলমানরা তাকে হত্যা করতে পারে না। পক্ষান্তরে কাফিররা তাদের এজন্য সম্মান ও মূল্যায়ন করে যে, এরা মুসলমানদের অভ্যন্তরে আমাদের লোক, প্রয়োজনে তাদের দ্বারা বহু কাজ হবে। সাধারণ মানুষ তাদের কথা মুসলমান হিসাবে বিশ্বাস করে এ সুযোগে তারা সাধারণ মুসলমানদের মাঝে ইসলাম ও জিহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগান্ডা বিস্তার করে যাতে নিজেদের জামা'আত বৃদ্ধি পায়।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) লেখেন-

اى عن الاسلام وقيل فى قتلهم بالكفر لماظهروه من النفاق وقيل اى بالقاء الاراجيف وتشبيط المسلمين عن الجهاد وتخويفهم

তারা মানুষদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখে একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, মুসলমানদের সামনে ইসলাম প্রকাশ করা এটা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে। একটি অভিমত এও রয়েছে যে, তারা মুসলমানদের মাঝে ভয়ের সংবাদ প্রসার করে, কাফিরদের ক্ষমতার ভয়-ভীতি দেখিয়ে মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখে।

صدوا المومنين عن جهادهم بالقتل واخذاموالهم (البغوى)

فصدوا بهاالمومنين عن سبيل الله اى الجهاد فيهم بقتلهم واخذاموالهم (جلالين)

তাফসীরে বাগবী ও তাফসীরে জালালাইনের মাঝে এ কথার প্রধান্য দেয়া হয়েছে যে, যেহেতু মুনাফিকদের অন্তরে কুফরী তাই তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জিহাদ করা উচিত ছিল কিন্তু মুসলমানদের সামনে মিথ্যা কসম খেয়ে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জিহাদকে প্রতিহত করেছে। বিধায় তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা মানুষদেরকে আল্লাহ তা'আলার রাস্তা তথা জিহাদ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

আল্লামা শাহ আশরাফ আলী থানুভী (রহ.) বলেন, মুনাফিক ঐ সকল লোকদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার গজবের ঘোষণা রয়েছে তথা ইহুদী সম্প্রদায়। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, মুনাফিকদের বন্ধুত্ব ইহুদী ও সকল প্রকাশ্য কাফিরদের সাথেই রয়েছে।

তারা হবে সর্বাপেক্ষা লাঞ্ছিত লোকদের অন্তর্ভূক্ত

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ ۝ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ۝

তরজমা.

নিশ্চয় যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা হবে সর্বাপেক্ষা লাঞ্ছিত লোকদের অন্তর্ভূক্ত ।

আল্লাহ তা'আলা একথা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, আমি এবং আমার রাসূল জয়ী থাকবো, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমতাবান, তিনি মহা পরাক্রমশালী ।[৪০৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

অপমানিত অপদস্থ লোক ঐ সমস্ত কাফির যারা আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুকাবেলা করে অর্থাৎ সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ।

আল্লাহ তা'আলা এ ফায়সালা শুনিয়ে দিয়েছেন যে, শেষ পর্যন্ত সত্যই বিজয়ী হবে এবং আল্লাহ তা'আলার রাসূল বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহ তা'আলা নিজের বন্ধুদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন এবং নিজের দুশমনদের উপর বিজয়ী । তিনি অতি ক্ষমতাবান যা চান কেউ তা ফিরাতে পারবে না । তিনি এমন বিজয়ী যার সামনে দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা কারো নেই ।

পূর্ব আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা হয়েছে যে, তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে । আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হক্ব ও সদাকাতের বিরুদ্ধাচরণ কারী কাফিররা সর্বদাই অপমান, অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হতেই থাকবে । এর দ্বারা এ কথার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে যে, মুনাফিকরা ইজ্জত-সম্মান অর্জনের জন্যই কাফিরদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে । যারা নিজেরাই দুনিয়া ও আখেরাতে অপদস্থ তারা কি করে তোমাদেরকে বিশেষ ইজ্জত প্রদান করবে ।

৪০৪. সূরা মুজাদালাহ্-২০,২১

আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

তরজমা.

হে রাসূল! যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, আপনি তাদের মধ্যে এমন কোন সম্প্রদায় পাবেন না, যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরোধীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, এ বিরোধীরা তাদের পিতা-পুত্র, তাদের ভাই বা আত্মীয়-স্বজন হোক না কেন, এরা সে সব লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ঈমান লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং আল্লাহ তা'আলার গায়েবী অনুগ্রহ তাদেরকে সাহায্য করেছে, অধিকন্তু তিনি তাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ নির্ঝরমালা প্রবাহিত রয়েছে, তারা তাতে চিরদিন থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ তা'আলার বাহিনী, জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার বাহিনীই সফলকাম।[৪০৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

'হিযবুল্লাহ' তথা আল্লাহ তা'আলার দল, বাহিনী বা জামা'আত। তারা ঐ সকল ঈমানদার যারা আল্লাহ তা'আলার দুশমন কাফিরদের সাথে মুহাব্বত ও বন্ধুত্ব রাখে না। চাই সে কাফির অত্যন্ত নিকটাত্মীয়ের মধ্যেই হোক না কেন।

দুই.

যে বন্ধুত্ব রাখে না আল্লাহ তা'আলার বিরোধীদের সাথে যদিও সে নিজের পিতা বা সন্তানই হোক না কেন সেই হল সত্যিকারের ঈমানদার।

হিযবুল্লাহ-এর পুরস্কার

এক.

আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান ও মজবুত বিশ্বাস বসিয়ে

৪০৫. সূরা মুজাদালাহ্-২২

দেন। তারা কোন প্রকার সন্দেহে পতিত হয় না। ঈমান অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অন্তরে বসে যায় তারা সর্ব প্রকার কুফর ও সন্দেহ থেকে নিরাপদে থাকে।

দুই.

দুশমনের মুকাবেলায় তাদের সাহায্য করেন। আল্লাহ তা'আলা নিজের গায়েবী সাহায্য ও নূরের মাধ্যমে শক্তিশালী করেন।

তিন.

তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে।

যে ই হিযবুল্লাহ হবে বা হিজবুল্লাহদের অন্তর্ভূক্ত হবে তাদের জন্য এ সকল নিয়ামত রয়েছে।

সহজ ব্যাখ্যা

যারা আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে তারা কখনো এমন হতে পারে না যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। ঐ আল্লাহ তা'আলার উপর যখন ঈমান এনেছে যিনি সকলের সৃষ্টি কর্তা, সবচে বড়, তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করার কোনই সুযোগ নেই। মুমিনের এটা কাজ নয় যে, সে আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান রাখবে আবার তাঁর দুশমনের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জন্য হয়ে গেল সে আর অন্য কারো জন্যই থাকে না। সে জীবিত থাকবে আল্লাহ তা'আলার জন্য, মারা যাবে তাও আল্লাহ তা'আলার জন্য। করো সাথে সম্পর্ক করবে তো আল্লাহ তা'আলার জন্য আর কারো থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তাও আল্লাহ তা'আলারই জন্য।

হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من احب لله وابغض لله واعص لله ومنع لله فقد استكمل الايمان

অর্থ. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জন্য মুহাব্বত করল, কাউকে কিছু দিল আল্লাহ তা'আলার জন্য, কাউকে কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকল আল্লাহ তা'আলা জন্য সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিল।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছে এখন তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয় যে সে ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখবে, যে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধারণ

করে। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য যদি নিজের অত্যন্ত নিকটাত্মীয় তথা স্ত্রী, পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয় তবে তাই করতে হবে। শুধু এতটুকুই নয় যুদ্ধের ময়দানে যদি নিকটাত্মীয় তরবারীর সামনে চলে আসে তবে তাকেও হত্যা করতে হবে। যে আল্লাহ তা'আলার দুশমন সে ঈমনদারেরও দুশমন। দীনের দুশমনীর কাছে আত্মীয়তার কোন মূল্য নেই। সাহাবায়ে কিরামের এমন বহু ঘটনা রয়েছে যে, তারা জিহাদের ময়দানে শুধু ইসলামের দুশমনকেই দেখেছেন, সে নিজের পিতা, ভাই বা সন্তানের প্রতি লক্ষ করেননি। বদর যুদ্ধে হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররা (রা.) নিজ পিতা জাররাকে হত্যা করে দিয়েছেন। হযরত মুস'আব ইবনে উমায়ের (রা.) নিজের ভাই উবাইদ ইবনে উমাইরকে এবং হযরত উমর (রা.) নিজের একজন নিকটাত্মীয়কে হত্যা করেছেন।

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ঈমানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন।

وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজ রুহ এর মাধ্যমে শক্তিশালী করেছেন। সাহেবে তাফসীরে রুহুল মা'আনী (রহ.) বর্ণনা করেন, 'রুহ' দ্বারা 'নুরুল কলব' তথা অন্তরের নূর উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছা তার অন্তরে নূর ঢেলে দেন। যার দ্বারা সে প্রশান্তি অর্জন করে, সত্য পথটি সুস্পষ্টরূপে দেখতে পায়।

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ তা'আলার উপর সন্তুষ্ট। এসকল লোক আল্লাহ তা'আলার জন্যই সকলের সাথে খারাপ কিংবা ভালো সম্পর্ক রাখে তো আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট তাদের আর কি প্রয়োজন?

আয়াতুল জিহাদ

সূরা হাশর

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-২৪

জিহাদের আয়াত-১৭

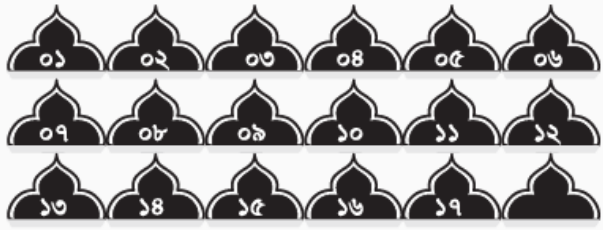

তারা ভেবেছিল, দুর্গগুলো তাদেরকে রক্ষা করবে

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١ هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۭ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۡ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۤ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ۝٢

তরজমা.

আসমান সমূহে এবং জমিনে যা কিছু আছে, সকলেই আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, আর তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তিনিই আহলে কিতাব কাফেরদেরকে তাদের প্রথম সমাবেশেই তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। তারা যে নির্বাসিত হবে তা তোমরা কল্পনাও করোনি। তারা ভেবেছিল যে, তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে, কিন্তু তাদের শাস্তি এমন দিক থেকে আসল যা ছিল তাদের জন্যে কল্পনাতীত, এবং তিনি তাদের অন্তরে ভয় সঞ্চার করে দেন, তারা নিজেদের বাড়ী-ঘর নিজেদেরই হাতে এবং মুমিনদের হাতে উজাড় করে দেয়, অতএব হে জ্ঞানীগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।[৪০৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আসমান ও জমিনের সকল সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত হিকমত ওয়ালা, সকলের উপর বিজয়ী। অতএব, বনু নাজিরের ঘটনাও একটি মস্তবড় বিজয় এবং তাঁরই হিকমতের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তা'আলাই বনু নাজিরের কাফির ও ইহুদীদের মুসলমানদের প্রথম ধাক্কায় বের করে দিয়েছেন। এত সহজে বিজয় চলে আসবে তা মুসলমানরা কখনো কল্পনাই করেনি। আর ইহুদীদেরও তাদের দুর্গের উপর বহু অহংকার ছিল কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে এমনভাবে ভয়ের সঞ্চার করলেন যে, তারা সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে এমনভাবে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন যে, পরিস্থিতি এমন তৈরি হল যে, তারা নিজেরাই নিজেরদের ঘর ভাংতে শুরু করল আর মুসলমানরা শুধু তাদের কাজে সাহায্য করছিল।

৪০৬. সূরা হাশর-১,২

শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ-

এক.

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ কারীদের পরিণতি কি হয় তা লক্ষ্য করা ।

দুই.

তারা যে দুর্গসমূহকে নিজেদের আত্মরক্ষার মূল হাতিয়ার মনে করেছিল এখন সেগুলোকেই সবচে ভয়ের কারণ মনে করছে। অতএব, মূল হেফাজত কারী তো মহান আল্লাহ তা'আলা ।

তিন.

দুনিয়া অন্তর লাগানো ও অধিক সময় কাল বেঁচে থাকার স্থান নয়, বহু কাল পর্যন্ত আশায় বুক বেধে দুর্গগুলো তৈরী করেছিল আর আজ কোন বস্তুর কারণে এগুলোর প্রতি ভয় ও আতংকের দৃষ্টি ।

চার.

যারা নিজের কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ধোঁকাবাজী ও প্রতারণায় লিপ্ত হয় তাদের পরিণতি এমনটিই হয়ে থাকে ।

পাঁচ.

বাহ্যিক বস্তুর উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তা'আলার কুদরত থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া মস্তবড় ক্রোধে আক্রান্ত হওয়ার কাজ ।

এ ছাড়া বিচক্ষণ লোকদের জন্য আরো বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে ।

فاعتبروا يااولى الابصار

নির্বাসন না হলে দুনিয়াতেই শাস্তি অবধারিত ছিল

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۭ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاۗقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاۗقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

তরজমা.

আর যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের ভাগ্যে নির্বাসন দণ্ড লিপিবদ্ধ না রাখতেন,

তবে পৃথিবীতেই তাদেরকে অবশ্যই আজাব দিতেন, আর তাদের জন্যে রয়েছে আখেরাতে দোযখের কঠিন শাস্তি ।

তাদের এ শাস্তি এজন্যে যে, তারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে, আর একথা চিরসত্য যে কেউ আল্লাহ তা'আলার বিরোধিতা করবে, সে যেন জেনে রাখে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন ।[৪০৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

বনু নাজিরের ইহুদীদের ভাগ্যে আল্লাহ তা'আলা দেশান্তর নির্ধারণ করেছেন অন্যথায় তারাও হত্যা ও বন্দীর দুনিয়াবী শাস্তি প্রাপ্ত হত । আর আখেরাতে তাদের জন্য আগুনের শাস্তি তো প্রস্তুত রয়েছেই । দুনিয়াতে দেশান্তর আর আখেরাতে জাহান্নাম তাদের এ জন্য যে, তারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণকারী ছিল । আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতা পোষণকারী কঠিন আযাবকে আমন্ত্রণকারী ।

খেজুর বৃক্ষ আল্লাহর হুকুমেই কাটা হয়েছে

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٥

তরজমা.

তোমরা যেসব খেজুর বৃক্ষ কেটে ফেলেছ অথবা তাকে তার শেকড়ের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই করেছ, তা এজন্যে যে, আল্লাহ তা'আলা পাপীষ্ঠ লোকদেরকে অপমানিত করবেন ।[৪০৮]

---

৪০৭. সূরা হাশর-৩,৪

৪০৮. সূরা হাশর-৫

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ইহুদীদের অপদস্থ করার জন্য মুসলমান যে পদক্ষেপই গ্রহণ করেছিল তা সম্পূর্ণরূপে সঠিক ছিল তা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই ছিল। আল্লাহ তা'আলা তার নাফরমানদেরকে এভাবেই অপদস্থ করতে চান।

'মালে ফাই' বা যুদ্ধ ছাড়া প্রাপ্ত সম্পদ

وَ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّ لَا رِكَابٍ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ۝

তরজমা.

আর তাদের যেসমস্ত সম্পদ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তোমরা তো তাতে অশ্ব বা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করোনি। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণকে যার উপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব দান করে থাকেন। আর আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৪০৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

বনু নাজির থেকে প্রাপ্ত মাল 'মালে ফাই' ছিল। মুসলমানদের এ মাল সংগ্রহ করার পিছনে কোন বিশেষ মেহনত বা যুদ্ধ করার প্রয়োজন হয়নি। বিধায় এ সমস্ত মাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওতাধিন যেখানে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা খরচ করতে পারেন এবং বন্টন করতে পারেন।

যাতে শুধু বিত্তবানদের মধ্যেই ঐশ্বর্য সীমাবদ্ধ না থাকে

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِی الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَیْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَ مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

---

৪০৯. সূরা হাশর-৬

তরজমা.

আল্লাহ তা'আলা এ জনপদবাসীদের নিকট থেকে যা কিছু তাঁর রাসূলকে দান করেছেন, তা আল্লাহ তা'আলার এবং তাঁর রাসূলের আত্মীয়-স্বজনের এবং এতীমদের এবং অভাবগ্রস্ত ও পথিক মুসাফিরের, যাতে করে শুধু তোমাদের বিত্তবান লোকদের মধ্যেই ঐশ্বর্য সীমাবদ্ধ না থাকে। রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর।[৪১০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

আল্লাহ তা'আলার রহমত, জিহাদের আরেকটি বরকত, 'মালে ফাই' এর পুরস্কার।

দুই.

'মালে ফাই' মুসলিম বাহিনীর অংশ নয়, তা মালে গনীমতের ন্যায় বন্টন হবে না বরং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্টন করবেন। এ মাল জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পরিবার, মেহমান ও অন্যদের পিছনেও খরচ করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আত্মীয়, এতিম বাচ্চা, মিসকীন ও মুসাফিরদের মাঝেও বন্টন করতে পারেন। এই ধারাবাহিকতাটি এ জন্য বলা হয়েছে যাতে করে মাল কেবলমাত্র ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। বুঝা গেল 'মালে ফাই' এর উপর মুসলিম ইমামকে সম্পূর্ণরূপে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। তিনি মুসলমানদের মধ্যে যারা উপযুক্ত তাদেরকে বা ইসলামের অন্যান্য কাজে ব্যয় করতে পারেন। স্মরণ রেখ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করাই আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা, এজন্য তিনি যা কিছু প্রদান করেন নিয়ে নাও এবং তিনি যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। তিনি যে বস্তুর নির্দেশ প্রদান করেন তা গ্রহণ করে নাও আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে দূরে থাক। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক কারণ তাঁর আযাব অত্যন্ত কঠিন।

৪১০. সূরা হাশর-৭

এ সম্পদ বিতাড়িত মুহাজিরদের জন্য

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ

তরজমা.

যে সমস্ত অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণ তাদের বাড়ী-ঘর ধন-সম্পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, তাদের জন্যেই এ সম্পদ। যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং তাঁর দান ও অনুগ্রহ কামনা করে এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে, তাদের জন্যে এ সম্পদ, তারাই ঈমানের দাবীতে সত্য।[৪১১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মালে ফাইয়ের মাঝে অংশ রয়েছে ঐ সকল মুহাজিরদের যারা দীনের জন্য নিজেরদের ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহের প্রত্যাশী। তারা জিহাদের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য করেছেন, নিঃসন্দেহে এসমস্ত লোকেরাই নিজেদের ঈমান ও জিহাদে সত্যবাদী।

আনসারগণ মুহাজিরদেরকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন

وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَ الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّاۤ اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ؕ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ

৪১১. সূরা হাশর-৮

তরজমা.

আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে, মুহাজিরগণকে যারা ভালবাসে এবং মুহাজিরগণকে যা প্রদান করা হয়েছে, তার জন্যে তাদের মনে কোন ক্ষোভ নেই, তারা নিজেদের জঠর-জালা সত্ত্বেও মুহাজিরগণকে নিজেদের প্রাণের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়, আর যে কেউ নিজের মনের লোভ-লালসা থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে, তারাই তো সফলকাম হয়েছে।[৪১২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মালে ফাই থেকে আনসার সাহাবীদেরকে প্রদান করতে কোন দোষ নেই।

এক.

আনসার হলেন তারা, যারা মুহাজিরগণের সাহায্যে পূর্ব থেকেই মদীনাতে অবস্থান করছিলেন। ঈমানের ছায়া তলে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তারা ঈমান ও কুরআনের পথে দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করেছিলেন।

দুই.

তারা মুহাজিরদেরকে অত্যধিক ভালবাসতেন এমনকি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদকে তাদের ইচ্ছামত বন্টন করে দিয়েছেন।

তিন.

তারা মুহাজিরদের অধিক উন্নতিতে কখনো হিংসা করতেন না। মুহাজিরদের যে সম্পদ, ইজ্জত ও পদমর্যাদা অর্জিত হয়েছে তা দেখে তাদের কোন প্রকার হিংসা লাগা তো দূরের কথা বরং এতে তারা আরো অনন্দ অনুভব করতেন।

চার.

তারা প্রয়োজনের সময়ও অন্যকে নিজের জীবনের চেয়ে অধিক প্রিয় মনে করতেন। নিজেদের কঠিন মূহুর্তে, ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও অন্যদের সহযোগিতা করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অপরের চিন্তা বেশি করতেন।

নিশ্চয়ই তারা সফলকাম যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অন্তরের রাজত্ব দান করেছেন। অন্তরকে লোভ লালসা থেকে মুক্ত করেছেন।

৪১২. সূরা হাশর-৯

ঈমানের ব্যাপারে যারা অগ্রণী সেই ভাইদেরকেও ক্ষমা কর

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

তরজমা.

আর ফাই হিসেবে অর্জিত সম্পদে তাদেরও হক্ব রয়েছে যারা ইসলাম ধর্মে তাদের আনসার ও মুহাজিরদের পরে এসেছে, তারা এভাবে মুনাজাত করে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদেরকে ক্ষমা কর, আর ঈমানের ব্যাপারে যারা আমাদের অগ্রণী আমাদের সেই ভাইদেরকেও ক্ষমা কর। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি যেন ইর্ষা না হয়, তার তৌফিক দিও। হে পরওয়ারদিগার! নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত দয়াদ্র, অতীব করুণাময়।[৪১৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মালে ফাইয়ের মাঝে ঐ সকল মুসলমানদেরও অংশ রয়েছে যারা আনসার ও মুহাজিরদের পরে রয়েছে। অর্থাৎ তাবেঈ, তাবেতাবেঈসহ কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমান যারা নিজের উপর অন্য ঈমানদারদের মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানিত মনে করে এবং তাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করে। পূর্ববর্তীদের জন্যও দু'আ করে ও অপর মুসলমান ভায়ের প্রতি কোন প্রকার হিংসা ও শত্রুতা রাখে না।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত সকল মুসলমানের জন্য যারা পূর্বসূরীদের কীর্তীকে স্বীকার করে এবং সমসাময়ীকদের সাথে কোন হিংসা ও বিদ্বেষ রাখে না।

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর সাথে বিদ্বেষ রাখে এবং তাদের প্রতি মন্দধারণা পোষণ করে এবং এটাও মনে করে যে, মালে ফাইয়ের মাঝে তাদের কোন প্রকার অংশ নেই।

৪১৩. সূরা হাশর-১০

মুনাফিকরা তাদেরকে সাহায্য করবে না

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝ لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝

তরজমা.

হে রাসূল! আপনি কি সেই মুনাফিকদের অবস্থা দেখেননি, যারা তাদের কিতাব প্রাপ্ত কাফির ভাইদেরকে বলে, আল্লাহ তা'আলার শপথ! তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে বের হয়ে পড়বো এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কারো কথা মানবো না। আর যদি তোমাদের সাথে কারো যুদ্ধ হয়, তবে আমরা তোমাদেরকেই সাহায্য করবো। আর আল্লাহ তা'আলা সাক্ষী রয়েছেন, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী।

যদি আহলে কিতাব কাফিররা বহিস্কৃত হয়, তবে এ মুনাফিকরা তাদের সাথে বের হবে না, আর যদি তাদের সাথে যুদ্ধ হয়, তবে মুনাফিকরা তাদেরকে সাহায্য করবে না। আর যদি তারা সাহায্য করতে যায়ও তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পলায়ন করবে, এরপর তারা কোন সাহায্যই পাবে না।[৪১৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইসহ অন্যান্য মুনাফিকরা ইহুদী বনু নাজিরকে গোপন সংবাদের মাধ্যমে খবর পাঠাল যে, তোমরা ভয় করো না কারণ তোমরা শুধু একাই নয় আমরাও তোমাদের সাথে রয়েছি। মুসলমান যদি তোমাদের বের করে দেয় তবে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাব আর যদি যুদ্ধ করার সুযোগ হয় তবে আমরাও তোমাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করব, এটাই আমাদের সম্মিলিত এবং চূড়ান্ত ফায়সালা। তোমাদের বিরুদ্ধে আমরা অন্য কারো কথাই শ্রবণ করবো না।

আল্লাহ তা'আলা সাক্ষী দিচ্ছেন যে, এসকল লোক মিথ্যাবাদী তারা অন্তর থেকে কিছুই বলছে না শুধুমাত্র ইহুদীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বলছে। তারা মুখে যা বলছে তার উপর কখনো আমল করেব না।

৪১৪. সূরা হাশর-১১,১২

অতঃপর যখন যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরী হল তখন বনু নাজিরকে আবদ্ধ করা হল। এমন কঠিন অবস্থাতে কোন মুনাফিক তাদের সাহায্যে এগিয়ে যায়নি। অবশেষে যখন তাদেরকে দেশান্তর করা হল তখন মুনাফিকরা অত্যন্ত আরামের সাথে নিজেদের ঘরেই অবস্থান করছিল। কুরআন বলছে যদি মুনাফিকরাও তাদের সাহায্যে অগ্রসর হতো তবে পরিণতি একই হতো তারাও পিঠ দেখিয়ে পালায়ন করত। মুনাফিকরা ইহুদীদের কোন সাহায্যই করেনি।

তোমাদের ভয় আল্লাহ তা'আলার ভয়ের চেয়েও অধিকতর

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٣﴾

তরজমা.

প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে তোমাদের ভয় আল্লাহ তা'আলার ভয়ের চেয়েও অধিকতর, তা এজন্যে যে, নিশ্চয় তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।[৪১৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

মুনাফিকরা মুসলমানদের অধিক পরিমাণ ভয় করে।

দুই.

মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে না।

তিন.

মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার ইজ্জত ও সম্মানের উপলব্ধি করতে পারে না। এবং এটাও বোঝে না যে, আখেরাত কি জিনিস এবং আখেরাতের শাস্তি দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে কত কঠিন।

চার.

মুনাফিকরা জ্ঞানহীন লোক, সাময়িক লাভ-ক্ষতির প্রতিই খেয়াল করে, স্থায়ী লাভ-ক্ষতির প্রতি কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ করে না।

৪১৫. সূরা হাশর-১৩

সকলে একত্রিত হয়েও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না

لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ؕ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ؕ
تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّ قُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۴﴾

তরজমা.

তারা সকলে একত্রিত হয়েও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, কিন্তু শুধু সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে অথবা প্রাচীরের অন্তরালে থেকে, তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ প্রচন্ড, হে শ্রোতা! তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছো, কিন্তু তাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন, কেননা তারা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের প্রকৃত জ্ঞান নেই ।[৪১৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ইহুদী ও মুনাফিক কাপুরুষ লোক তারা মুসলমানদের সামনে এসে লড়াই করার কোন প্রকার সাহস রাখে না । দুর্গ, দেয়াল ও নিরাপত্তা বেষ্টনির পিছনে থেকেই লড়াই করে, তারা সম্পূর্ণই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন লোক । যদিও তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একমত কিন্তু তাদের প্রত্যকেই নিজের স্বার্থের গোলাম বিধায় তাদের অন্তর আলাদা আলাদা, তারা একে অপররের কঠিন দুশমন । তারা সম্পূর্ণ নির্বোধ লোক ।

তাদের কথা শয়তানের কথার মতোই

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۵﴾ كَمَثَلِ
الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۶﴾ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۷﴾

তরজমা.

এদের দৃষ্টান্ত তাদের সেই নিকট-পূর্ববর্তী লোকদের ন্যয়ই, যারা নিজেদের কর্মফল ভোগ করেছে, আর তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ।

৪১৬. সূরা হাশর-১৪

শয়তানের ন্যয়ই তাদের কথা, যেমন শয়তান মানুষকে বলে কুফরী কর, এরপর মানুষ যখন কুফরী করে বসে, তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, নিশ্চয় আমি ভয় করি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাকে। ফলে উভয়ের পরিণাম হবে দোযখ, চিরদিন তারা দোযখে থাকবে। এটি দূরাত্মা জালেমদের শাস্তি।[৪১৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

তাদের পূর্বে বনু কাইনুকার ইহুদীদের যে অবস্থা হয়েছিল তারা তাদের অন্যায়ের শাস্তি দুনিয়াতেও পেয়েছে এবং আখেরাতেও পাবে। এমন অবস্থা বনু নাজিরের ইহুদীদেরও হবে। এ স্থানে মুনাফিক শয়তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, শয়তান বদনসীব মানুষদেরকে ধোঁকা দিয়ে কুফর ও ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে নিজে পিছন থেকে পালিয়ে যায়। আখেরাতে গোমরা ও গোমরাকারী উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। জালিমদের শাস্তি এটাই।

---

৪১৭. সূরা হাশর-১৫,১৬,১৭

আয়াতুল জিহাদ

সূরা মুমতাহিনাহ

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খু ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-১৩

জিহাদের আয়াত-১৩

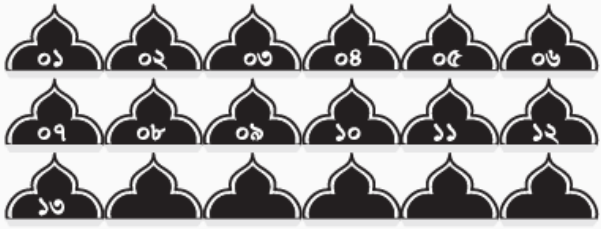

তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَ اِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۚ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَ اَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَ مَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَ مَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝

তরজমা.

হে মুমিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা, তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য ধর্ম এসেছে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এনেছ, যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ কর এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের পথে বের হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব সুলভ কথাবার্তা বল? এবং তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, সে সম্পর্কে আমি সর্বাধিক অবগত। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ এমন কাজ করে, সে নিঃসন্দেহে সঠিক পথ থেকে সরে পড়ে।[৪১৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

আল্লাহ আ'আলার বন্ধু অর্থাৎ মুসলমান কখনো আল্লাহ তা'আলার দুশমনকে বন্ধু বানাতে পারে না।

দুই.

নিজের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির হিফাজতের জন্য কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা, তাদের নিকট মুসলমানদের গোপন সংবাদ পৌছে দেয়া এবং তাদের সাথে গোপন সম্পর্ক রাখা জায়েয নেই।

তিন.

ইসলামের দুশমনের সাথে যেই বন্ধুত্ব করবে সেই সীরাতে মুস্তাকীম থেকে ছিটকে পড়বে এবং পথভ্রষ্টাতায় নিমজ্জিত হবে।

৪১৮. সূরা মুমতাহিনা-১

তবে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে

اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۝

তরজমা.

যদি তোমরা তাদের কবলে পড়ে যাও, তবে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে। আর তোমাদের ক্ষতিসাধনে তাদের হস্ত ও রসনা জঘন্যভাবে ব্যবহার করবে। আর তারা কামনা করবে যেন তোমরাও কুফরী কর।[৪১৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলার দুশমন কস্মিন কালেও তোমাদের বন্ধু বা হিতাকাঙ্খী হতে পারে না। তারা শুধুমাত্র অপারগতার সময়ই তোমাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করবে অন্যথায় যখনই তোমাদের উপর ক্ষমতাবান হবে তখন তোমাদের কষ্ট দিতে তাদের হাত ও মুখ কিছুই বিরত থাকবে না। তাদের মূল ইচ্ছা তো হল তোমরা মুসলমানই না থাক বরং তাদের ন্যায় কাফির হয়ে যাও। তবে এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করা কি আদৌ উচিত হবে?

আল্লাহ পাক তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

তরজমা.

তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন কাজেই আসবে না, আল্লাহ পাক তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলী লক্ষ্য করছেন।[৪২০]

৪১৯. সূরা মুমতাহিনা-২
৪২০. সূরা মুমতাহিনা-৩

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঈমানদারদের জন্য জরুরী হল তারা সর্বদা আখেরাতের ফায়দা ও উপকারকে অগ্রে রাখবে যদি কারিদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার উদ্দেশ্য নিজের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়দের হিফাজত করা হয় তবে খুব ভাল করেই স্মরণ রেখ কিয়ামতের দিন এ সকল আত্মীয়তা কোন প্রকার কাজে আসবে না। তবে কি এ সামান্য উপকারের জন্য আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি অর্জন ও আখেরাতের ধ্বংস নিজের জন্য অপরিহার্য্য করে নেয়া কোন বিজ্ঞ লোকের কাজ হতে পারে?

তোমাদের জন্যে রয়েছে ইবরাহীম (আ.) এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ مَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيْكَ اَنَبْنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

তরজমা.

তোমাদের জন্যে রয়েছে ইবরাহীম এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ, যখন তারা তাদের জাতিকে বলে, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে যাদের বন্দেগী কর, তাদের সংগে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করেছি, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্যে রয়েছে সুস্পষ্ট শত্রুতা এবং বিদ্বেষ, যদি না তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আন, তবে স্বীয় পিতার সাথে ইবরাহীমের এতটুকুই কথা হয়েছিল যে, আমি তোমার জন্যে অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করবো, আর আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে তোমার কোন প্রকার উপকার লাভের অধিকার আমার নেই। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো আপনারই প্রতি

ভরসা রাখি এবং আপনার দিকেই মনোনিবেশ করি, আর আপনার দিকেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র করোনা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিও, নিশ্চয় তুমি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

নিশ্চয় তাদের মধ্যে তোমাদের জন্যে তথা এমন লোকদের জন্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলা এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আর যারা বিমুখ হবে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলার তাতে কিছুই যায় আসে না, আল্লাহ তা'আলা চির অমুখাপেক্ষী তিনি সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত তিনি স্বয়ং প্রশংসিত।[৪২১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কাফির ও মুশরিকদের ব্যাপারে ঈমানদারদের আমলের পদ্ধতি হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের ন্যায় হওয়া উচিত। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর অনুসারীগণ কাফিরদের সাথে বৈরিতা, দুশমনী ও সম্পর্ক ছিন্নের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) ঘোষণা দিয়েছিলেন, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনায়ন করবে তোমাদের সাথে আমাদের কোন প্রকার সম্পর্ক নেই, আমাদের নিকট তোমাদের কোন মূল্যই নেই। মূল হল ঈমান-আক্বীদা, দুনিয়ার সমস্ত বস্তু হল তার পর। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর অনুসারীগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেছিলেন। হে আল্লাহ! আমরা সমস্ত কাফিরদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবলমাত্র আপনার জাতের উপর ভরসা করছি। আপনার আনুগত্য করছি এবং সর্বশেষ আপনারই দিকে পত্যাবর্তন করব। হে আমাদের পরওয়ারদিগার! কাফিরদেরকে আমাদের উপর বিজয়ী করবেন না তাতে তারা অধিক পরিমাণ ফেৎনায় পড়ে যাবে এবং নিজেদেরকেই সত্য পথের অনুসারী মনে করতে থাকবে। হে আল্লাহ! আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।

ঈমানদারদের পুনরায় সতর্ক করা হচ্ছে তারা যেন আল্লাহ তা'আলাকে মান্য করে, আখেরাতের উপর বিশ্বাস করে এবং কাফিরদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আমলকে গ্রহণ করে। যদি তোমরা এমনটি না কর তবে জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মুখাপেক্ষী নন তিনি অমুখাপেক্ষী, সকল গুণের অধিকারী। তোমাদের ইবাদত ও আনুগত্যের মুকাপেক্ষী তিনি নন।

৪২১. সূরা মুমতাহিনা-৪,৫,৬

তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ وَ اللّٰهُ قَدِيْرٌ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

তরজমা.

যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন আর আল্লাহ তা'আলা সবই করতে পারেন এবং আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।[৪২২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যে সকল মুসলমান আল্লাহ তা'আলার জন্য নিজের নিকটাত্মীয়ের সাথে দুশমনী করছে তাদের জন্য সুসংবাদ হল অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আত্মীয়দের ঈমানের তাওফিক দিবেন। তখন তাদের সাথে তোমাদের অত্যন্ত মুহাব্বতপূর্ণ বন্ধুত্ব হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা অবস্থার পরিবর্তনকারী, অন্তর জামী ও দুশমনীকে বন্ধুত্বে পরিবর্তন করতে সক্ষম। বাকী কাফিরদের পূর্বকার গুনাহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। কোন কাফির ঈমান আনার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তার পিছনের সকল গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেন।

দুই.

বন্ধুত্ব ও শত্রুতার ভিত্তি হল 'দীন'। মুসলমানদের কারো প্রতি কোন প্রকার শত্রুতা নেই এ কারণেই কোন হারবী কাফিরও যদি ঈমান আনে তবে তার জন্যও মুসলমানদের অন্তরে মুহাব্বতের দরজা উম্মুক্ত রয়েছে।

তিন.

মুসলমানগণ যখন দীনের ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে কাজ করেছে এবং অত্যন্ত কঠিনভাবে নিজের কাফির পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তখন এতে খুশি হয়ে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে খুশি করার জন্য এ ওয়াদা করেছেন যে, অচিরেই তোমাদের আত্মীয়দের ঈমানের তাওফিক দেয়া হবে। আর আল্লাহ তা'আলা ফাতহে মক্কার সময় তা বাস্তবায়ন করেছিলেন।

৪২২. সূরা মুমতাহিনা-৭

যারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَ اَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ ظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

তরজমা.

যারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে তোমাদেরকে বহিস্কার করেনি, তাদের প্রতি উদারতা মহানুভাবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিষেধ করেন না, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন ।

আল্লাহ তা'আলা শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে । তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করেছে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে । আর যারা এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারাই তো নিঃসন্দেহে মহাপাপী ।[৪২৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যেসকল কাফির তোমাদের সাথে দুশমনী রাখে না তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেননি । যেসকল কাফির তোমাদের সাথে দুশমনী রাখে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ । তারা বড়ই জালিম ।

বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত কাফিরদের প্রতি ইহসান করতে নিষেধ করেননি যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে না । এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাদের প্রতি ইহসান করার হুকুম দেননি বরং কেউ যদি করতে চায় তাকে নিষেধ করা হচ্ছে না । যদি ইহসানের নির্দেশ প্রদান করা হত তবে তাতে তাদের অপমান-অপদস্থতার মাঝে হ্রাস হয়ে যেত । অতএব, শুধু অনুমতি প্রদান করা হয়েছে ।

৪২৩. সূরা মুমতাহিনা-৮,৯

তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

তরজমা.

হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের নিকট মুমিন নারী হিজরত করে আসে, তখন তাদেরকে যাচাই করে নাও, আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমান সম্বন্ধে খুব ভাল করে জানেন। এরপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা প্রকৃত মুমিন, তবে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না। মুমিন নারীগণ কাফিরদের জন্যে হালাল নয়, আর কাফিররাও তাদের জন্যে হালাল নয়। আর কাফিররা যা কিছু ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও এবং তোমরা তাদেরকে তাদের দেন মহর আদায় করে বিবাহ করতে পার, এতে কোন অপরাধ নেই। আর তোমরা কাফের স্ত্রীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না, তোমরা যা ব্যয় করেছো তা ফেরত চেয়ে নেবে, আর কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তারা ফেরত চেয়ে নেবে। এটি আল্লাহ তা'আলার হুকুম। তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে থাকেন। আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।[৪২৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

যে মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামে এসে যাবে তাকে কাফিরদের হাতে কখনো ফিরিয়ে দেয়া হবে না। যদি সে মহিলা ইসলামের জন্য হিজরত করে।

দুই.

মুসলিম মহিলার বিবাহ কোন কাফিরের সাথে কস্মিন কালেও বৈধ হতে পারে না।

---

৪২৪. সূরা মুমতাহিনা-১০

তিন.

যে মহিলা মুসলমান হয়ে চলে আসছে তার পূর্বকার কাফিরের সাথে বিবাহ নষ্ট হয়ে গেছে এবং মুসলমানের জন্য জায়েয হল সে মহিলাকে বিবাহ করে নিবে এবং তার মহর আদায় করে দিবে।

চার.

যদি কোন মুসলমান স্ত্রী মুরতাদ হয়ে কাফির রাষ্ট্রে চলে যায় তবে উভয়ের বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। এমনিভাবে যে মুসলমানের স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করল না সে কাফির রাষ্ট্রেই রয়ে গেল স্বামী মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে চলে আসল তাদের উভয়ের বিবাহও ভেঙ্গে যাবে।

পাঁচ.

হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রতি লক্ষ্য করে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, মহিলা যদি মুসলমান হয়ে তোমাদের দিকে হিজরত করে তবে তাদের পূর্বকার স্বামীকে মহরের টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। এমনিভাবে যদি কোন মুসলমানের স্ত্রী দারুল হরবেই থেকে যায় তবে তার মহরও কাফির সরদারদের থেকে চেয়ে নিবে। এ নির্দেশ শুধুমাত্র হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় ছিল, সামনে কোন কাফিরদের সাথে সন্ধি করার সময় লক্ষ্য রাখা চাই। সাধারণ অবস্থায় এ নিয়ম নয়, সাধারণ নিয়ম হল যে, মুসলমান মহিলা হিজরত করে চলে আসবে তার সাথে মুসলমানদের বিয়ে হয়ে যাবে তার পূর্বের স্বামীকে কোন প্রকার মহর ফেরত দেয়া হবে না।

তারা যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝

তরজমা.

আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কাফিরদের মাঝে থেকে যাওয়ার কারণে তোমাদের হস্তগত না হয় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে তবে যাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গেল, তাদেরকে, তারা যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে এবং তোমরা সেই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, যাঁর প্রতি তোমাদের ঈমান রয়েছে।[৪২৫]

৪২৫. সূরা মুমতাহিনা-১১

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

যদি কোন মুসলমান মহিলা মুরতাদ হয়ে কাফিরদের নিকট চলে যায় তবে মালে গনীমত থেকে তার স্বামীকে এ পরিমাণ সম্পদ প্রদান করা হবে যাতে করে সে নতুন বিবাহে মহিলার মহরের খরচ বহন করতে পারে ।

আপনি তাদের বাই'আত গ্রহণ করুন

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّ لَا يَسْرِقْنَ وَ لَا يَزْنِيْنَ وَ لَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَ لَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَ لَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑫

তরজমা.

হে নবী! মুমিন নারীগণ যখন এ মর্মে আপনার নিকট বাই'আত করতে আসে যে, তারা কোন কিছুকেই আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচারে লিপ্ত হবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা স্বজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং শরীয়তের বিধানসমূহে তারা আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবে না, তবে আপনি তাদের বাই'আত গ্রহণ করুন, আর তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন । নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান ।[৪২৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

দারুল হরব থেকে যে মহিলা মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে আসবে তার থেকে কিছু বিষয়ের উপর অঙ্গীকার নিতে হবে । এটাই তার ঈমানের পরীক্ষা ও বাই'আত হয়ে যাওয়া । সে সকল বিষয়গুলো হল-

১. কখনো শিরক করবে না ।

২. কখনো চুরি করবে না ।

৩. কখনো যিনা করবে না ।

---

৪২৬. সূরা মুমতাহিনা-১২

৪. কখনো নিজের সন্তানকে হত্যা করবে না ।

৫. কখনো কারো সাথে মিথ্যা আচরণ করবে না ।

৬. মা'রুফ তথা উত্তম কাজের ক্ষেত্রে কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করবে না ।

যদি মহিলা এ সকল শর্তসমূহ মেনে নেয় তবে তাকে ইসলামের আওতাভুক্ত করে নেয়া যাবে এবং তার জন্য ইস্তিগফার করো নিতে হবে । নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারী ও অতি দয়ালু ।

তাদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব করো না

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ﴿١٣﴾

তরজমা.

হে মুমিনগণ! যাদের উপর আল্লাহ তা'আলার গজব আপতিত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব করো না, তারা তো আখেরাত সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে, যেমন কাফিররা হতাশ হয়েছে সমাধিস্থ লোকদের সম্পর্কে ।[৪২৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে মুসলমানগণ! কখনো কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে না ।

কাফিরদের উপর আল্লাহ তা'আলার গজব অবতীর্ণ হয়, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলার গজব অবতীর্ণ হয় তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার মুখলিস বান্দাগণ কীভাবে বন্ধুত্ব রাখে?

কাফিররা তো আখেরাতের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে হতাশ, যেমনিভাবে মৃত কাফিররা নিজের কবরেই আখেরাতের আযার দেখে এবং আখেরাতের, ভয়াবহতা বাস্তবতা উপলব্ধি করে হতাশ হয়ে পড়েছে । অথবা যেমনিভাবে কাফিররা নিজ হাতে কবরে দাফন করা লোকদের পূনরায় জীবিত হওয়ার ব্যাপারে হতাশ ।

৪২৭. সূরা মুমতাহিনা-১৩

আয়াতুল জিহাদ

সূরা সফ

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-১৪

জিহাদের আয়াত-১৪

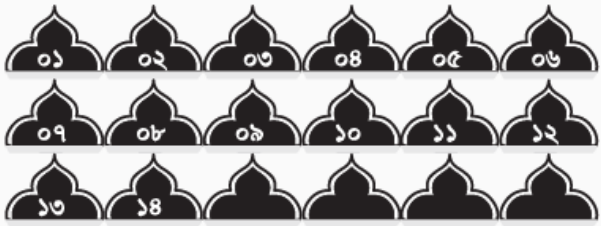

তোমরা এমন কথা কেন বল, যা তোমরা করোনা

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝

তরজমা.

আসমান জমিনের সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর তাসবীহ পাঠে রত থাকে, আর তিনিই পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময় ।

হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা তোমরা করো না ।

যে কাজ তোমরা কারো না, তা বলা আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় ।

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসেন, যারা আল্লাহ তা'আলার রাহে সারিবদ্ধ হয়ে জিহাদ করে, তারা যেন সীসা ঢালা প্রাচীর ।[৪২৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

আসমান ও জমিনের সমস্ত বস্তু আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তিনিই বিজয়ী ও হিকমত ওয়ালা । অতএব যিনি এত মর্যাদা ও শান ওয়ালা সমস্ত নির্দেশে তার অনুকরণ করা অত্যাবশ্যকীয় । তাঁর হুকুম সমূহের মধ্য হতে একটি হুকুম হল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ যা এ সূরার মাঝে আলোচনা হয়েছে ।

দুই.

হে মুসলমানগণ! আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচে মাহবুব আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর? এমন যেন না হয় যে জাবাব দেয়ার পর আমল করা না হয় ।

তিন.

নিজের পক্ষ থেকে চেয়ে কানুন নেয়া অতঃপর তার উপর আমল না করার অর্থ হল আল্লাহ তা'আলার আযাবকে আমন্ত্রণ করার নামান্তর ।

চার.

আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচে উত্তম আমল হল কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ । অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় দৃঢ়তার সাথে জিহাদ করাই হল আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল ।

---

৪২৮. সূরা সফ-১.২.৩.৪

পাঁচ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন যে, আমরা কিছু সংখ্যক লোক পরস্পর আলোচনা করছিলাম কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচে প্রিয় আমল কোনটি? কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (রুউব) ভয়ের কারণে আমাদের কারো জিজ্ঞাসা করার সাহস হলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোক পাঠানোর মাধ্যমে আমাদেরকে তাঁর নিকট ডেকে নিয়ে গেলেন এবং পুরা সূরায়ে সফ তিলাওয়াত করে শুনালেন।

এ সুরার মধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে যে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচে প্রিয় আমল।

আল্লাহ নাফরমান জাতিকে হিদায়েত করেন না

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

তরজমা.

এবং যখন মুসা তার জাতিকে বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা আমাকে কেন নির্যাতন করছো? অথচ তোমরা খুব ভাল করেই জান যে আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল, তবুও যখন তারা ফিরে গেল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মনকে ফিরিয়ে দিলেন। আর আল্লাহ তা'আলা নাফরমান জাতিকে হেদায়েত করেন না।[৪২৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত মুসা (আ.) কে তার জাতি বনী ইসরাইল অধিক কষ্ট প্রদান করেছে এবং তারা নাফরমানী করে হিদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে।

৪২৯. সূরা সফ-৫

এক.

যে জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিচ্ছে সেও হিদায়েত থেকে বঞ্চিত হবে।

দুই.

ইহুদীরা হযরত মুসা (আ.)-কে কষ্ট দিয়েছে এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমকেও অস্বীকার করছে বিধায় তারা অবশ্যই হত্যা যোগ্য।

তিন.

আল্লাহ তা'আলার রাসূলগণের বিরুদ্ধাচরণ করার দ্বারা অন্তর বক্র হয়ে যায় এবং হিদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতএব, যে সকল লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং জিহাদ থেকে বিরত থাকছে তাদের অন্তরকে বক্র করে দেয়া হবে তারা পুনরায় হিদায়েত লাভ করতে পারবে না। অতএব, মুনাফিকদের সাথে এমনটিই হয়েছে।

চার.

মুসলমানদের নিকট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয় আমল হল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ এবং জিহাদ যার বিরুদ্ধে হবে তাদের মধ্যে ইহুদী ও নাসারা বিশেষভাবে যার আলোচনা আয়াতের মাঝে করা হচ্ছে।

আমার পরবর্তী আগমনকারী রাসূল সম্পর্কে সুসংবাদ দান করি

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝

তরজমা.

আর স্মরণ কর সেই সময়কে যখন মরিয়ম পুত্র ঈসা বলেন, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার রাসূল হয়ে এসেছি, আমার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতকে আমি বিশ্বাস করি, আমার পরবর্তী আগমনকারী রাসূল

সম্পর্কে সুসংবাদ দান করি, তাঁর নাম হবে আহমদ। এরপর তিনি যখন তাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসেন, তখন তারা বলে, এটিতো সুস্পষ্ট যাদু।[৪৩০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত ঈসা (আ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেছেন, বনী ইসরাইলদের মধ্য থেকেও অনেকে হযরত ঈসা (আ.)-কে অস্বীকার করেছে অথচ তিনি প্রকাশ্য দলীলসহ আগমন করেছিলেন। তারা বর্তমানেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করছে। এ ধরনের জালেম, হটকারী ও অবাধ্য কাফিরের শাস্তি হত্যা ছাড়া আর কি হতে পারে?

ঐ সময় স্মরণ করার মত যখন হযরত ঈসা (আ.) ইরশাদ করেছিলেন- হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত রাসূল হিসাবে এসেছি। আমার পূর্বে তাওরাত এসেছে আমি তাকে সত্যায়িত করি, এবং আমার পর এক রাসূল আগমন করবেন যার নাম হবে মুহাম্মদ আমি তার সুসংবাদ প্রদানকারী।

অতঃপর হযরত ঈসা (আ.) যখন তাদের নিকট নবুওয়াতে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থাপন করলেন তখন তারা এ মুজিযার ব্যাপারে বলতে আরম্ভ করল এটাতো প্রকাশ্য যাদু। যাদু বলে হযরত ঈসা (আ.) কে যেভাবে অস্বীকার করা হয়েছে ঠিক অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ও উপস্থিত কাফিররা তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করছিল। এ সব কিছুই হল বড় জুলুম। এ জুলুমের প্রসারতা বন্ধ করার জন্য জিহাদের নির্দেশ প্রদান করা বাস্তব সম্মত।

আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

তরজমা.

যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তার চেয়ে বড় পাপীষ্ঠ আর

৪৩০. সূরা সফ-৬

কেউ নেই, অথচ তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহবান করা হচ্ছে। আর আল্লাহ তা'আলা জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।[৪৩১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলার নিকট আমল সমূহের মাঝে সর্বাধিক প্রিয় আমল হল জিহাদের আমল। আর এ আমলের ক্ষেত্র হল ইসলামের বিরুদ্ধাচরণকারী।

احب الاعمال الى الله الجهاد 'আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল হল জিহাদ' এ জিহাদের ময়দান হল ইসলামের বিরুদ্ধচরণকারী।

ঐ ব্যক্তির চেয়ে জালেম আর কেউ হতে পারে না, যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথচ তাকে ইসলামের প্রতি আহবান করা হয়। এবং আল্লাহ তা'আলা এমন জালেমদেরকে হিদায়েতের তাওফিক দান করেন না। আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করা হল- সত্য নবীর নবুওয়াতকে অমান্য করা ও আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত বস্তুকে অস্বীকার করা এবং নাফরমানীর বস্তুসমূহকে আল্লাহ তা'আলা দিকে নিসবত করা। يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ এর দ্বারা অতিরিক্ত খারাবি বর্ণনা করা হয়েছে। দাওয়াত প্রদান ও শতর্ক করা সত্ত্বেও তারা ইসলামের প্রতি আনুগত্যশীল হয়নি। এবং وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হল ঐ সমস্ত লোকদের পরিশুদ্ধি সম্ভব নয়। অতএব, তাদের জন্য হত্যার শাস্তি প্রদান করাই বাস্তব সম্মত।

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেনই

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝٨

তরজমা.

আল্লাহ তা'আলার আলোকে তারা মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কাফেররা যতই অপ্রিয় মনে করুক না কেন আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাঁর আলো পূর্ণ করবেনই।[৪৩২]

---

৪৩১. সূরা সফ-৭

৪৩২. সূরা সফ-৮

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

ইসলামের বিরুদ্ধাচরণকারীরা নূরে ইলাহী তথা দীন ইসলামকে ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়, আর আল্লাহ তা'আলা সেটাকে পরিপূর্ণ করতে চান বিধায় আল্লাহ ওয়ালাদের জন্য উচিত হল কাফিরদের মোকাবিলায় নিজেদের বক্ষ পেতে দেয়া।

দুই.

যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা চায় আল্লাহ তা'আলার নূরকে ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে। তাদের এ ইচ্ছার দ্বারা কিছুই হবে না, ইসলামের অগ্রযাত্রা চলতেই থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তার নূরকে পরিপূর্ণ করবেন। কাফিরদের তা কিছুতেই পছন্দ হবে না। তারা ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতি কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। তাদের এ অপছন্দনীয়তা ইসলামের অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।

তিন.

আলোচ্য আয়াতে একটি ভবিষ্যত বাণীও করা হয়েছে যে, কাফির সর্বদাই দীন ইসলামকে মিটানোর জন্য এবং তাকে মূল থেকে কর্তন করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যাবে অতএব, মুসলমানদের জন্য উচিত হবে এর মুকাবেলায় সর্বদাই প্রস্তুত থাকা।

যেন এ সত্য ধর্মকে সকল ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ۙ وَ لَوۡ کَرِهَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ ۝

তরজমা.

তিনিই সেই আল্লাহ তা'আলা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়েত এবং সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন এ সত্য ধর্মকে সকল ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।[৪৩৩]

৪৩৩. সূরা সফ-৯

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলা এ সত্য দীনকে সকল বাতেল ধর্মের উপর বিজয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছেন। বিধায় সত্যিকারের ঈমানদার ঐসময় পর্যন্ত নিশ্চুপ হতে পারে না যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার দীন সে লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

ইমাম আবু বকর যাসসার রাজী (রহ.) লিখেন-

আয়াতে কারিমাটি হল নবুওয়াতের প্রকাশ্য দলিলসমূহের মধ্য হতে একটি দলিল। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী হওয়ার দলিলসমূহের মধ্য হতে একটি দলিল। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত উম্মতকে ঐ সময় শুনিয়েছেন যখন মুসলমানরা অত্যন্ত দুর্বল, পরাজিত ও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় ছিল। কিন্তু এ আয়াতে সে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে তা বাস্তবায়িত হয়েছে। ঐ সময় যত বড় বড় সম্প্রদায় ছিল যথা- ইহুদী, নাসারা, অগ্নিপূজক ও মূর্তিপূজক। তার মধ্যে এমন কোন ধর্ম ছিল না যার উপর ইসলাম ও মুসলমান বিজয় অর্জন করেনি। এবং তাদের পূর্ণ বা আংশিক শহরকে বিজয়ী বেশে দখল করেননি।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন-

ইসলাম বিজয় হওয়ার উদ্দেশ্য এই নয় যে, দুনিয়ার বুকে অন্য কোন ধর্ম থাকতে পরবে না বরং উদ্দেশ্য হল ইসলাম ধর্ম সে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে এবং বিজয়ের এক অর্থ এটাও রয়েছে যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মই বাকী থাকবে না এটা শেষ যমানায় সংঘঠিত হবে। মুজাহিদ (রহ.) বর্ণনা করেন যখন হযরত ঈসা (আ.) পুনরায় আগমন করবেন তখন দুনিয়াতে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মই থাকবে না।

আমি কি তোমাদেরকে উৎকৃষ্ট ব্যবসার সন্ধান দেব?

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝١٠ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝١١ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝١٢ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ۭ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٣

তরজমা.

হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসার সন্ধান দেব? যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।

তা হলো এই যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করবে। এটিই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করবেন, তোমাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নির্ঝরমালা প্রবাহিত, আর তোমাদেরকে চিরস্থায়ী বেহেশতের উত্তম বাসগৃহে বসবাস করতে দেবেন। এটিই বিরাট সাফল্য।

আর তিনি তোমাদের প্রিয় আরো একটি জিনিস দান করবেন, তা হলো আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং নিকট বিজয়। হে রাসূল! মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান করুন।[৪৩৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

ঈমানদারদের জন্য জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ এমনই একটি ব্যবসা যা কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি দান করে।

দুই.

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাতে কোন মুমিনের জান ও মাল ব্যবহার হওয়া তার জন্য অত্যন্ত বড় মঙ্গলজনক ব্যাপার। অধিকাংশ মানুষ তো নিজের জান ও মাল হেফাজত করার লক্ষেই নিজের সমস্ত জান-মালকে ধ্বংস করে। কিন্তু মুজাহিদ তাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের জান-মালকে ব্যয় করে স্থায়ী মহান নিয়ামতের অংশীদার হয়ে যায়। এটা শুধু বুদ্ধিসপ্রন্ন লোকেরই বুঝতে সক্ষম।

তিন.

মুমিন যদি জিহাদ ফী সাবিলিল্লাতে অংশ গ্রহণ করে তবে তার জন্য দুটি ফায়দা। ১. বড় এবং মূল সফলতা হল, তার সকল গুনাহসমূহকে ক্ষমা করা হবে এবং সর্বদার জন্য জন্নাতের সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করবেন। ২. তৎক্ষণাত পছন্দনীয় সফলতা হল, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় প্রদান। যা ঈমানদারদের জন্য কেবলমাত্র আনন্দই আনন্দ। দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রকার সুসংবাদ ও সুখবর জিহাদকারী মুমিনদের জন্য।

৪৩৪. সূরা সফ-১০,১১,১২,১৩

আমরাই আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকারী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَ كَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۝

তরজমা.

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকারী হও, মরিয়ম পুত্র ঈসা যেমন তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলার পথে আমার সাহায্যকারী কে হবে? অনুসারীরা বললো, আমরাই আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকারী, এরপর বনী ইসরাঈলের একদল লোক ঈমান আনে, আর একদল কাফের হয়, তাই আমি বনী ইসরাঈলের মুমিনদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রদান করি, ফলে তারা প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করে।[৪৩৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

احب الاعمال الى الله তথা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় আমল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ এবং এ জিহাদে অংশগ্রহণকারী 'আনসারুল্লাহ' তথা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকারী হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দীনের সাহায্যকারী হবে।

দুই.

মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য গুরুত্ব প্রদান করা ও উৎসাহিত করার জন্য হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীদের আলোচনা করা হয়েছে।

তিন.

উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য বিজয়ের সুসংবাদ।

আল্লামা ইমাম বাগভী (রহ.) লিখেন-

আল্লাহ তা'আলার দীনের সাহায্য এবং দীনের দুশমনদের সাথে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য বলা হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকারী হও।

৪৩৫. সূরা সফ-১৪

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বর্ণনা করেন-

اكدام الجهاد اى كونوا حوارى نبيكم ليظركم الله على من خالفكم كما اظهر حوارى عسى على من خالفهم

জিহাদের গুরুত্ব প্রদান করতঃ বলা হয়েছে তোমরাও নিজেদের নবীর সাহায্যকারী হয়ে যাও। যাতে করে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের দুশমনের উপর বিজয়ী করতে পারেন। যেমনিভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারী (সাথী) দেরকে তাদের প্রতিপক্ষের উপর সাহায্য করেছিলেন।

আয়াতুল জিহাদ

সূরা মুনাফিকূন

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

মদীনায় অবতীর্ণ মোট আয়াত সংখ্যা-১১

জিহাদের আয়াত-১১

আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য প্রদান করছেন যে, নিশ্চয় মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী

إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝ اِتَّخَذُوْٓا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

তরজমা.

হে রাসূল! আপনার নিকট যখন মুনাফিকরা আসে, তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল আর আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল। আর আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য প্রদান করছেন যে, নিশ্চয় মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।

মুনাফিকরা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, আর তারা মানুষকে আল্লাহ তা'আলার পথ থেকে বিরত রাখে, নিশ্চয় তারা অত্যন্ত জঘন্য কাজ করছে।

তা এজন্যে যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, পরিণামে তাদের হৃদয় মোহরাংকিত করে দেয়া হয়েছে, তাই তারা এখন বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।[৪৩৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

ইসলাম ও মুসলমানদের আভ্যন্তরীন দুশমন মুনাফিকদের আলোচনা, যারা মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়ে তাদের ক্ষতি সাধন করে। তাদের মূল বৈশিষ্ট্য এটাই।

দুই.

তারা অত্যন্ত জোরালো দাবীর সাথে বলে থাকে আমরা মুসলমান এবং আমরা জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মান্য করি। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ঈমানের দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে থাকে।

তিন.

তারা তাদের কসমকে নিজেদের জন্য ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করছে, অর্থাৎ কথায় কথায় কসম খেয়ে মুসলমানদের মাঝে সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন

৪৩৬. সূরা মুনাফিকুন-১,২,৩

করতে চায় যাতে করে মুসলমান তাদের জান-মালের সাথে কাফিরদের ন্যায় আচরণ না করে।

চার.

তারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখে এবং কাফিরদেকে মুসলমান হওয়া থেকে বাধাপ্রদান করে।

পাঁচ.

তাদের অন্তর অত্যন্ত কলুষিত কেননা তারা ইসলামের নিয়ামতসমূহকে খুবই কাছ থেকে দেখার পরও যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে অতএব, তাদের অন্তরে সর্বদার জন্য মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভের ন্যায়

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝

তরজমা.

আর হে রাসূল! আপনি যখন তাদেরকে দেখবেন, তাদের দেহাকৃতি আপনাকে চমৎকৃত করবে, আর যদি তারা কথা বলে, তাদের কথা শ্রবণ করবেন, তারা যেন দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভের ন্যায়, তারা প্রতিটি চিৎকারকে নিজেদের উপর বিপদ আসলো বলেই মনে করে, তারাই শত্রু, আপনি তাদের থেকে সতর্ক থাকুন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করুন। বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে।[৪৩৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

তাদের অবস্থা ও কথার দ্বারা বুঝা যায় তারাই পাকা মুসলমান কিন্তু বাস্তবতা হল ইসলামের সাথে তাদের কোন প্রকার সম্পর্ক নেই। তাদের মধ্যে যেহেতু

৪৩৭. সূরা মুনাফিকুন-৪

ইসলামের নমুনামাত্র রয়েছে তাই তাদের সামনে কোন প্রকার সংশোধনের কথা বললে তা নিজেদের উপর বিপদ আসলো বলে মনে করে। তারা কাফির অপেক্ষা ইসলামের জঘন্য দুশমন।

মুনাফিকদের পরিচয়

১. তাদের দেহাকৃতি চমৎকৃত করার মত।
২. তাদের কথা ও যবান অত্যন্ত সুমিষ্ট ও চমকপ্রদ।
৩. সর্বপ্রকার ঈমান ও জযবায়ে জিহাদ থেকে তাদের অন্তর খালি, শুধুমাত্র কাপুরুষতা ও দুর্বলতায় পরিপূর্ণ।
৪. কাপুরুষ সর্বদা মৃত্যু ভয়ে ভীত থাকে এবং সমস্ত মসিবতই নিজের উপর আসবে বলে ধারণা করে।
৫. মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণকারী এবং কাফিরদের নিকট তথ্য পাচার কারী।

হে মুসলমানগণ! তোমরা এ সকল আচরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাক। এগুলোর উপর আল্লাহ তা'আলার হিদায়েতের ঝর্ণাধারা থেকে পিপাসা দূর কর।

তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

তরজমা.

আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা এসো, আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয়, আর তাদেরকে দেখবেন, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

হে রাসূল! আপনি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, উভয়ই তাদের জন্যে সমান, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না।[৪৩৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিক নিজেদের অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হওয়া থেকে এবং ক্ষমা প্রার্থনা থেকে বঞ্চিত থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে বুঝা থেকে বঞ্চিত থাকে, অহংকারে লিপ্ত হয়ে হিদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়।

কখনো মুনাফিকদের কিছু অপকর্ম সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ হয়ে যায় এবং তাদের মিথ্যা ও খিয়ানতের পর্দা উম্মোচিত হয়ে যায় তখন লোকেরা বলতে থাকে এখনও সময় আছে এসো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে ক্ষমা করিয়ে নাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা প্রার্থনার বরকতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিবেন। তাদের গর্ব ও অহংকার তাতে অনুৎসাহিত করে, উদাসীনতার সাথে গর্দান ঝুলিয়ে ও মাথা ফিরিয়ে নিয়ে যায়। বরং কিছু সংখ্যক হতভাগা তো সুস্পষ্ট বলে দেয় আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নেই। (নাউজু বিল্লাহ)

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ হতে পারে আপনি রহমতের আশায় ও তাদের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থিত বিষয়ের ব্যাপারে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কোন অবস্থাতেই তাদের ক্ষমা করবে না। এবং এজাতীয় নাফমানদের এমন অবস্থা থেকে হিদায়েত লাভ হয় না।

আল্লাহ তা'আলার নিকটই রয়েছে ধন-ভান্ডার

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

---

৪৩৮. সূরা মুনাফিকুন-৫,৬

তরজমা.

তারাই তো সে সব লোক যারা বলে, আল্লাহ তা'আলার রাসূলের নিকট যারা আছে তাদের জন্যে কিছুই ব্যয় করো না, এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, অথচ আল্লাহ তা'আলার নিকটই রয়েছে ধন-ভান্ডার, কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না।[৪৩৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিকরা মনে করত মুসলমানরা অর্থনৈতিক চাঁদার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত যদি এ অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেয়া যায় তবে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হবে। এজন্য মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এমনটিই বলেছিল। হে আনসারগণ! এসকল মুহাজিরদের উপর অর্থ ব্যয় করো না যাতে করে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

জবাবে হলা হল, মুনাফিকদের এ ধারণা সম্পূর্ণই ভুল। আল্লাহ তা'আলা তো আসমান ও জমিনের সকল খাযানার মালিক, প্রত্যেককে রিযিক তিনিই প্রদান করেন, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া কেউ কাউকে কিছুই দিতে পারে না। কিন্তু মুনাফিকদের জ্ঞানে তা আসে না। তারা অর্থ-সম্পদকেই সকল কিছুর মূল মনে করছে একথা বোঝে না যে সকল রিযিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) লিখেন এক ব্যক্তি প্রশিদ্ধ তাবেঈ হযরত হাতেম আসেমকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি কোত্থেকে খানা আহার করেন, তখন তিনি বললেন, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আর্থাৎ আসমান ও জমিনের ধন-ভান্ডারের মালিক আল্লাহ তা'আলা আমি সেখান থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করি।

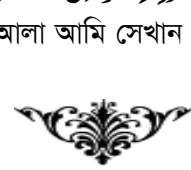

৪৩৯. সূরা মুনাফিকুন-৭

সেখান থেকে অপমানিত ব্যক্তিদেরকে বের করে দেবে

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَاۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

তরজমা.

তারা বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই, তবে আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিরা সেখান থেকে অপমানিত ব্যক্তিদেরকে বের করে দেবে, অথচ ইজ্জত সম্মান আল্লাহ তা'আলার এবং আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং মুমিনদের কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।[৪৪০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

মুনাফিকরা আঞ্চলিকতার দোহাই দিয়ে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

দুই.

মুনাফিক ইজ্জত-সম্মান ও অপমান-অপদস্থতার মূল বস্তুকে বুঝতে সক্ষম হয় না, তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বস্তুতেই নিজের ইজ্জত মনে করে থাকে অথচ এটা কস্মিন কালেও সম্ভব নয়। কারণ ইজ্জত সম্মানের মালিক তো কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনিই ইজ্জতের মালিক যাকে ইচ্ছা তিনি তা প্রদান করে থাকেন। তিনি তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদেরকে ইজ্জত প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন ছাড়া ইজ্জত পাওয়ার কোন রাস্তা নেই। কিন্তু মুনাফিকরা এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে না।

তিন.

মুনাফিকরা যখনই শক্তি বা সুযোগ পেয়ে যেত তারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে কোন প্রকার ত্রুটি করত না। অতএব, সুযোগ পেয়েই মুনাফিক সরদার ঘোষণা করে দিল আমরা এখনই মুসলমানদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিব।

৪৪০. সূরা মুনাফিকুন-৮

যারা এমন কাজ করবে তারাই সর্বস্বান্ত হবে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ وَ اَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَ لَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۭ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

তরজমা.

হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে গাফেল না করে, যারা এমন কাজ করবে তারাই সর্বস্বান্ত হবে।

আর তোমাদেরকে আমি যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে ব্যয় কর যদি কেউ তা না করে তবে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো একটু অবকাশ দিলে সদকা খয়রাত করতাম এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

কিন্তু যখন কারো মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে পড়ে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে কখনো অবকাশ দান করেন না। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।[৪৪১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুসলমানদের সজাগ করার প্রচেষ্টা যাতে করে তাদের অন্তরে নিফাকী সৃষ্টি না হয়।

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মুহাব্বত ও দুনিয়ার মেহনতে অধিক পরিমাণ লিপ্ত হওয়া এবং তাকেই নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেয়ার দ্বারা অন্তরে নিফাকের সৃষ্টি হয়।

নিফাক থেকে বাঁচার সর্ব উৎকৃষ্ট সবক হল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কল্পে তাঁরই পথে অধিক পরিমাণ মাল ব্যয় করা এবং মৃত্যুকে অধিক পরিমাণ স্মরণ করা। মৃত্যু যে কোন মূহুর্তে আসতে পারে তার পূর্বেই মাল খরচ করা।

মাল ও আওলাদের খিদমতে লিপ্ত হয়ে যাওয়া, তাদের ব্যস্ততার কারণে নামায ও অন্যান্য ফরয ছুটে যাওয়া এবং সর্ব অবস্থাতে লম্বা হায়াতের চিন্তা করা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।

---

৪৪১. সূরা মুনাফিকুন-৯,১০,১১

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন-

আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে মুনাফিকদের অভ্যাস গ্রহণ করা থেকে বিরত করা হয়েছে যে, নিজেদের মালের পিছনে এমন ব্যস্ততায় লিপ্ত হয়ো না যেমনটি মুনাফিকরা লিপ্ত হয়েছিল এবং তারা মালের লোভ-লালসায় বলেছিল, لاتنفقواعلى من عندرسول الله যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রয়েছে তাদের জন্য খরচ করো না ।

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার যিকির থেকে গাফেল না করে ।

অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কিরাম বলেন এখানে মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তথা হে মুসলমান! তোমরা মুনাফিকদের ন্যয় মাল ও আওলাদের পিছনে এমন মেহনত করো না যাতে করে আল্লাহ তা'আলার ফরযসমূহ পালনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার গাফলতি চলে আসে । কোন কোন মুফাসসিরগণ বলেছেন, এখানে সূরার শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য হল, মুনাফিক । বলা হয়েছে হে নিজেকে মুসলমান ও মুমিন দাবিদার মুনাফিক! সত্যিকারের মুসলমান কখনো দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয় না ।

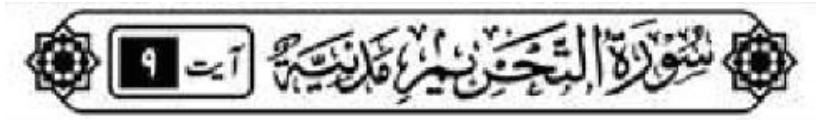

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

তরজমা.

হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন, তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করুন, তাদের বাসস্থান হবে দোযখ, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আবাস-স্থল।[৪৪২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কাফিরদের বিরুদ্ধে তলোয়ার এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কঠোরতা করার নির্দেশ প্রদান। কাফির ও মুনাফিক উভয়ের পরিণতিই হল জাহান্নাম এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট পরিণতি।

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) লিখেন-

يقول تعال امرا رسوله ﷺ بجهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال وهؤلاء باقامة الحدود عليهم

আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও যুদ্ধের মাধ্যমে আর মুনাফিকদের বিরুদ্ধে তাদের উপর হুদুদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাস রাজী (রহ.) লিখেন-

হাসান বসরী (রহ.) বলেন, ঐ সময় অধিকাংশ হুদুদ মুনাফিকদের উপর জারি করা হত। বিধায় বলা হয়েছে যে হুদুদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের সাথে কঠোরতা কর। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে-

---

৪৪২. সূরা তাহরীম-৯

جهاد المنافقين بالقول وجهاد الكفار بالحرب

আলোচ্য আয়াতটি একথার দলিল যে, কাফির ও মুনাফিকদের সাথে কঠোরতা করা ওয়াজিব এবং তাদের সাথে মিলামিশা করা ও সম্পর্ক রাখা নিষেধ।

হযরত লাহোরীর (রহ.) আলোচ্য আয়াত দ্বারা একটি সূক্ষ্ম বিষয়কে বুঝাতে চেয়েছেন তা হল, যে জামা'আত আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত ও অগ্রসর হওয়ার জযবা তৈরী করতে চায় তাদের জন্য অত্যবশ্যকীয় হল ইসলামের দুশমন কাফির ও মুনাফিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান সেই অশ্বগুলোর

وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝١ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝٢ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝٣ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۝٤
فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝٥ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝٦ وَ اِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝٧ وَ اِنَّهٗ لِحُبِّ
الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝٨

তরজমা.

শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান সেই অশ্বগুলোর। যারা পাথরের উপর পদাঘাতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে। যারা প্রভাতকালে অতর্কিত আক্রমণ করে। আর সে সময়ে ধূলি উড়ায়। এরপর শত্রু দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। নিশ্চয় মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ, আর সে অবশ্যই এ সম্পর্কে অবহিত। আর নিশ্চয় সে অর্থ-সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত প্রবল।[৪৪৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদের ময়দানে উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান, অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত, প্রভাতকালে অতর্কিত আক্রমণকারী ও সে সময়ে ধূলি ঝড় সৃষ্টিকারী অশ্বের শপথ যে, সমস্ত মানুষ অকৃতজ্ঞ। এ বিষয়ের উপর সে নিজেই স্বাক্ষী এবং সে মালের মুহাব্বতে কঠিন বিভোর। হে লোক সকল! তোমরা জিহাদরত ঘোড়া থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং নিজের মালিক আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল হয়ে যাও। এবং তার জন্য জান উৎসর্গকারী হয়ে যাও।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কিরামের মতে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে ঘোড়ার কসম খেয়েছেন তা হল, জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদের ঘোড়া।

আল্লামা ইমাম খজেন (রহ.) বর্ণনা করেন-

'ওয়াল আদীয়াত' সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে তবে ঘোড়াওয়ালা বর্ণনাটি অধিক সঠিক। আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদের ঘোড়ার কসম খেয়েছেন। কেননা ঘোড়ার মাঝে দীনি ও দুনিয়াবী ফায়দা তথা সাওয়াব ও গনীমতের মাল রয়েছে।

---

৪৪৩. সূরা আদীয়াত-১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮

তার কসম খেয়ে ঘোড়ার ফযীলতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এবং ঐ ঘোড়ার প্রতিপালনের ফযীলতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

আলোচ্য এ সূরা থেকে মুসলমানদের জন্য বহু শিক্ষা রয়েছে।

১. সর্বদা জিহাদের প্রস্তুতিতে লিপ্ত থাকা। 'ওয়াল আদীয়া' দ্বারা উদ্দেশ্যই হল মুসলমান সর্বদা জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা চাই।

২. জিহাদের নিয়তে ঘোড়া পালন করা চাই, ঘোড়া চালনা শিক্ষা করা চাই। এবং জিহাদের জন্য অন্যন্য সামগ্রীও প্রস্তুত করা চাই।

৩. জিহাদের প্রজ্জ্বলিত স্পৃহাকে কখনো নিভিয়ে দেয়া যাবে না।

৪. অত্যন্ত সূক্ষ্মতা, হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া চাই।

৫. সকালের সময়কে মূল্যবান বানানো চাই। এ সময়টি জিহাদ ও জিহাদের প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত ও মুবারক সময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম সকাল বেলা শত্রুর উপর আক্রমণ করতেন।

৬. নিজের মধ্যে বাহাদুরী ও সাহসীকতা অর্জন করা চাই।

৭. জিহাদের ঘোড়া ও জিহাদের সামানের প্রতি মুহাব্বত রাখা চাই। জিহাদের ঘোড়র প্রতি মুহাব্বতের কারণ হিসাবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা এর কসম খেয়েছেন।

৮. অকৃতজ্ঞতা থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা চাই।

৯. মালের মুহাব্বত যেন অন্তরে না বসে তার জন্য পূর্ণ সতর্কতার সাথে চেষ্টা অব্যাহত।

১০. মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা, আত্মশুদ্ধি অর্জন করা এবং অলসতাকে দূর করা চাই।

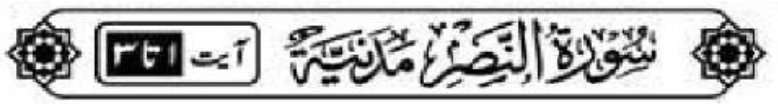

যখন আসবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং বিজয়

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ ۝ وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

তরজমা.

যখন আসবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং বিজয় ।

হে রাসূল! আপনি দেখবেন মানুষকে দলে দলে আল্লাহ তা'আলার দীনে প্রবেশ করছে ।

আপনি আপনার প্রতিপালকের স্বপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন । আর তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন । নিশ্চয় তিনি অতিশয় ক্ষমাকারী ।[৪৪৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

স্বীয় মাহবুব নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দুশমনের উপর বিজয় প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য চলে আসল, এবং যখন মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে বিজয় চলে আসল, এবং যখন আপনি দেখতে পেলেন লোকেরা দলে দলে আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় দীনকে গ্রহণ করছে এমতাবস্থায় আপনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করুন, তাঁর প্রশংসা করুন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন ।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অধিক তাওবা কবুলকারী ।

নুসরাত ও ফাতাহ

নুসরাত বলা হয় সাহায্য পৌছা এবং দুশমনের উপর বিজয় অর্জন করা । আর ফাতাহ বলা হয়, কোন শহরের দার উম্মুক্ত করা তথা শহরের উপর শাসন প্রতিষ্ঠা করা ।

৪৪৪. সূরা নসর-১,২,৩

মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য

يعنى فتح مكة فى قول جمهور المفسرين

সকল মুফাসসিরীনে কিরামের অভিমত হল আলোচ্য সূরায় যে বিজয়ের কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা মক্কা বিজয়ই উদ্দেশ্য ।

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন-

এখানে বিজয় দ্বারা শুধুমাত্র মক্কা বিজয়ই উদ্দেশ্য কেননা আরবের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের জন্য মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করছিল, তারা বলছিল যদি আপনি নিজের জাতির উপর বিজয়ী হতে পারেন তবে আমরা আপনাকে সত্য নবী হিসাবে গ্রহণ করব । অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা মক্কা বিজয় দান করলেন তখন লোকেরা দলে দলে মুসলমান হতে লাগল এবং ঐ বছরই গোটা আরব ইসলামের ছায়াতলে চলে আসল । ইসলাম আরবের সর্বত্র পৌছে গেল ।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন-

وذلك لما فتحت مكة قالت العرب اما اذا ظفر محمد ﷺ باهل الحرم وقد كان لله اجارهم من اصحاب الفيل فليس لكم به يدان اى طاقة فكانوا اسلمون افواجًا

যখন আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে বিজয় করে দিলেন তখন আরবের লোকেরা বলতে লাগল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে হারামের উপরও বিজয়ী হয়ে গিয়েছে অথচ আল্লাহ তা'আলা আসহাবে ফীলকে তাদের উপর বিজয়ী হতে দেননি । এখন তোমাদের মধ্যে কেউ আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুকাবেলা করতে পারবে না । তখনই দলে দলে লোক মুসলমান হতে লাগল ।

আয়াতুল জিহাদ

শাহ আব্দুল কাদের দেওলভী কর্তৃক বর্ণিত ২৩টি আয়াত

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

১০ ৮৯ ২৫৬ ২৫৭

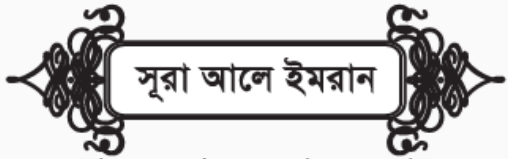

৫৫ ১০৪ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০৮

১০৯ ১৩০ ১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪

১৩৫ ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮ ১৭৬

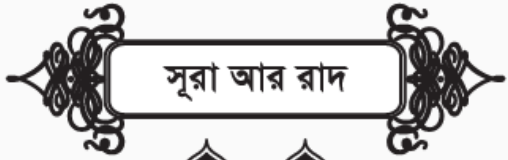

১৭ ৩১

আল্লাহ তা'আলা তাদের রোগ আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝

তরজমা.

তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের রোগ আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন এবং তাদের মিথ্যাবাদীতার কারণেই তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[৪৪৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিকদের একটি ব্যাধি এটাও ছিল যে, তারা অন্তর থেকে এ দীনকে পছন্দ করে না বরং অপারগ হয়ে এ দীনকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় আরেকটি কষ্ট বৃদ্ধি করে দিয়েছেন এভাবে যে, তাদের উপর জিহাদের বিধান দিয়েছেন এখানেও তাদের বাধ্য হয়ে ঐ সমস্ত কাফিরদের মোকাবেলা করতে হয় যাদের তারা মঙ্গল কামনা করে।

হযরত শাহ সাহেব লিখেন-

একটি পরীক্ষা তো হল তারা দীনকে অন্তর থেকে না চাওয়া সত্ত্বেও অপারগ হয়ে তা গ্রহণ করেছে আর দ্বিতীয়টি হল জিহাদের নির্দেশ প্রদান তথা তারা যাদের ভাল কামনা করে তাদেরই বিরুদ্ধে লড়াই করা।

নিঃসন্দেহে মুনাফিকদের একটি বড় আলামত হল জিহাদের কারণে তাদের অধিক পরিমাণ কষ্ট হয়ে থাকে। যা পবিত্র কালামে পাকের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

তাদের অন্তরে নিফাকী, দীন ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ, মুসলমানদের প্রতি হিংসা ও ক্ষোভ এ সকল ব্যাধিতো পূর্ব থেকেই রয়েছে এখন কুরআনের আগমন, ইসলামের শান-শওকত এবং আহলে ইসলামদের প্রতি সাহায্য ও উন্নতি দেখে তাদের ব্যাধি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪৪৫. সূরা বাকারা-১০

কাফিরদের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝

তরজমা.

এবং যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের নিকট কিতাব আসে যা তাদের নিকট বর্তমান কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করে এবং পূর্ব থেকে তারা যার দোহাই দিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করতো, অতঃপর যখন সেই পরিচিত কিতাব তাদের নিকট আসল, তারা অবিশ্বাস করে বসল, অতএব, সেই কাফিরদের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ ।[৪৪৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ইসলামের পূর্বে ইহুদীরা যখন যুদ্ধে পরাজিত হত তখন এ দু'আ করত আখেরী যমানার নবী যেন খুব দ্রুত দুনিয়াতে আগমন করে, যাতে করে আমরা তার অনুসরণ করে এবং তার সাথী হয়ে কাফিরদের উপর বিজয় অর্জন করতে পারি কিন্তু যখন শেষ নবীর আগমন হল তখন তারা তাকে অস্বীকার করে বসল ।

হযরত শাহ সাহেব লিখেন-

যখন কাফিরদের বিজয় দেখতে পেত তখন দু'আ করত শেষ নবী দ্রুত তাশরিফ নিয়ে আসুক যখন তিনি আগমন করলেন তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্বীকারকারী হয়ে গেল ।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে পূর্বেকার কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এ সুসংবাদ ছিল যে, তিনি দুনিয়াতে আগমন করবেন এবং কাফিরদের সাথে লড়াই করে বিজয় অর্জন করবেন ।

৪৪৬. সূরা বাকারা-৮৯

দ্বীনের ব্যাপারে কোন প্রকার জবরদস্তি নেই

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

তরজমা.

দ্বীনের ব্যাপারে কোন প্রকার জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই হিদায়েত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, যে শয়তানকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনে নিশ্চয় সে মজবুত রশিকে ধরে রেখেছে যা কখনও ছিন্ন হবে না। এবং আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শ্রবণ করেন, সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।[৪৪৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদের ক্ষেত্রে এমনটি হয় না যে, কাউকে বাধ্য করে ইসলাম কবুল করানো হয় বা কাউকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হয়। বরং জিহাদের মাধ্যমে ঐ কাজটিই বাস্তবায়ন করা হয় যা সকলেই ভাল বলে কিন্তু করে না। উদ্দেশ্য হয় জিহাদ দীন ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে যত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলোকে দূর করে দেয়া, তারপর যার ইচ্ছা ইসলাম গ্রহণ করবে আর যার ইচ্ছা জিযিয়া প্রদান করে নিরাপত্তা অর্জন করে নিবে।

শাহ সাহেব লিখেন-

জিহাদ কাউকে জোরপূর্বক দাওয়াত গ্রহণ করানোর জন্য নয় বরং যে কাজকে সকলেই ভাল মনে করে কিন্তু করার সুযোগ হয় না তাই করে দেয়।

তাফসীরে উসমানীতে উল্লেখ রয়েছে-

যখন তাওহীদের সৌন্দর্যতা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হল যার দ্বারা কাফিরদের আর কোন প্রকার ওজর বিদ্যমান থাকল না। তখন কেন কাউকে জোরপূর্বক মুসলমান বানাতে হবে? বুদ্ধিমানদের তো নিজের থেকেই বুঝে নেয়া উচিত। শরীয়তে ইসলামের এমন কোন হুকুমও নেই যে, কাউকে জোরপূর্বক মুসলমান বানাতে হবে।

افانت تكره الناس حتى يكرنوا مؤمنين এ আয়াতে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, যে ব্যক্তি জিযিয়াকে গ্রহণ করে নিবে তার জান-মাল সম্পূর্ণ নিরাপদ।

৪৪৭. সূরা বাকারা-২৫৬

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের অভিভাবক

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

তরজমা.

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হিদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে যান এবং শয়তান কাফিরদের অভিভাবক, সে তাদেরকে হিদায়েত থেকে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায় তারাই জাহান্নাম বাসী তারা জাহান্নামে চিরদিন থাকবে।[৪৪৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জিহাদ তো হল কাফিরদের ঐশ্বর্য, তাদের শক্তি ও শান-শওকতকে ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু হিদায়েত তো তার ভ্যাগেই জুটবে যার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা হিদায়েতের ফায়সালা করে রেখেছেন।

শাহ সাহেব লিখেন-

জিহাদ তো হল কাফিরদের ধম্ড-অহংকারকে ধ্বংস করার জন্য আর হিদায়েত হল আল্লাহ তা'আলা যার নসিবে রেখেছেন তারই জুটবে।

মুশরিকদের মধ্যে যদি কেউ আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَىَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

৪৪৮. সূরা বাকারা-২৫৭

তরজমা.

এবং যখন আল্লাহ তা'আলা (হযরত ঈসা আ. কে) বলেছিলেন, হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে ওফাৎ প্রদান করব এবং আমার নিকট তোমাকে তুলে নিব এবং কাফিরদের নিকট হতে তোমাকে মুক্ত করব এবং তোমার অনুসারীগণকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর ক্ষমতাসীন করব, আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতএব, তোমাদের যেসমস্ত বিষয়ে মতভেদ ছিল তৎসমূহের মীমাংসা করব।[৪৪৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী পূর্বে নাসারা ছিল, তারা সে সময় বিজয়ী ছিল, অতঃপর যখন আখেরী নবীর আগমন হল তখন মুসলমান হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসরণ করল, মুসলমান এভাবেই হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুকরণ করল যেমনটি তিনি ছিলেন। এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণের বিষয়ে তিনি যেরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন মুসলমান সে ভাবেই অনুকরণ করছিল।

হযরত শাহ সাহেব লিখেন-

হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বকার অনুসারী নাসারা ছিল পরে তাঁর অনুসারীরা মুসলমান হয়ে গেছে বিধায় তারাই বিজয়ী হবে।

ভাল কাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে

وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَ اخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۫ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا

৪৪৯. সূরা আলে ইমরান-৫৫

عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

তরজমা.

এবং তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকা দরকার যারা মানুষকে সৎকাজের আহবান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে; আর তারাই হবে সফলকাম।

এবং তোমরা সে সব লোকদের ন্যায় হয়ো না যারা দলিল প্রমাণ প্রাপ্ত হবার পরও দলাদলি করছে এবং কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

সে দিনকে স্মরণ কর, যে দিন বহু মুখমণ্ডল উজ্জল হবে (আনন্দিত হবে।) এবং বহু মুখমণ্ডল কালো হবে। (চিন্তায় মলিন হবে)। যাদের মুখমন্ডল মলিন হবে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন; তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফির হয়েছিলে? এখন কাফির হওয়ার শাস্তি ভোগ কর।

এবং যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহ তা'আলার রহমতের সাগরে নিমজ্জিত থাকবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

এই সমস্ত আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন, যা আপনার নিকট (হে রাসূল!) ঠিকভাবে বর্ণনা করছি এবং আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীর উপর অত্যাচারের ইচ্ছা করেন না।

এবং আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'আলার এবং সব বিষয়েই বিচারের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।[৪৫০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুসলমানদের মাঝে এমন একটি জামা'আত থাকতে হবে যারা সর্বদা জিহাদ চালিয়ে যেতে থাকবে এবং দীন ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে থাকবে। যাতে করে কেউ দীনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন প্রকার আমল করতে না পারে। নিশ্চয়ই এ জামা'আতের লোকেরা সফলকাম হবে। বাকী এ কথা বলা যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ আকীদা বিশ্বাসের উপর স্বাধীনভাবে চলবে কাউকে কিছু বলা যাবে না এটা ভুল ও ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গির পরিপন্থী।

হযরত শাহ সাহেব লিখেন-

মুসলমানদের মধ্যে একটি জামা'আত থাকা অপরিহার্য যারা জিহাদ করবে ও

৪৫০. সূরা আলে ইমরান-১০৪-১০৯

দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে এবং কেউ যাতে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখবে। তারাই হবে সফলকাম, এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কেউ যেন পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়।

হযরত মুসা (আ.)-এর দীন ও হযরত ঈসা (আ.)-এর দীনের ন্যায় মুসলমানদের দীন নয়। তাদের পর দীন বিকৃত ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু দীন ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে।

জিহাদ ও সৎ কাজের আদেশ প্রদান মানুষের প্রতি কোন প্রকার জুলুম নয় বরং এটা হল তরবিয়ত ও উন্নতির মাধ্যম।

সেই জাহান্নামকে ভয় করো যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۠ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾ وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾ وَ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾ وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۫ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۫ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾

তরজমা.

হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ গ্রহণ করোনা এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। হয়ত তোমরা সফলকাম হবে।

আর সেই জাহান্নামকে ভয় করো যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

এবং তোমরা আল্লাহ তা'আলার ও তাঁর রাসূলের তাবেদারী কর, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

তোমরা দ্রুতবেগে অগ্রসর হও আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও সেই বেহেশতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান জমিনের ন্যায়, যা পরহেজগার লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

যারা স্বচ্ছলতা এবং অভাবের সময় আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধকে দমন করে এবং মানুষকে মাফ করে, আর আল্লাহ তা'আলা নেককার লোকদেরকে পছন্দ করেন।

আর যারা কোন প্রকাশ্য পাপকাজ করে বা নিজেদের প্রতি কোন অবিচার করে বসে, তখন আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপ কার্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কে আছে যে পাপ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করে ফেলেছে তার মধ্যে জেনে শুনে জিদ করে না।

তারাই সে সব লোক যাদের পুরস্কার হলো তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে ক্ষমা এবং জান্নাত, যার তলদেশ থেকে নহর প্রবাহিত হয়, তারা সেই জান্নাতে চিরদিন থাকবে। নেককারদের পুরস্কার কত উত্তম।

নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে বহু বিধান অতিক্রান্ত হয়েছে, অতএব তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের পরিণাম কত ভয়াবহ এবং শোচনীয় হয়েছে।

এটি সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুস্পষ্ট বর্ণনা আর পরহেজগারদের জন্য দিশারী ও উপদেশ।[৪৫১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

পিছনের কয়েকটি আয়াতে জিহাদের ময়দানে কাপুরুষতার মন্দতা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন এখানে সুদের উপর আলোচনা করার সম্পর্ক সম্ভবত এভাবে যে, সুদ খাওয়ার দ্বারা মানুষের অন্তরে কাপুরুষতা তৈরী হয়। আর কাপুরষতা তৈরী হওয়ার দুটি কারণ।

১. হারাম মাল ভক্ষণ করার দ্বারা ইবাদতের তৌফিক কম হয় আর ইসলামের বিশাল বড় ইবাদত হল জিহাদ।

২. সুদ গ্রহণ করা সর্বোচ্চ পর্যায়ের কৃপণতা। যে মালের ব্যপারেই এ পরিমাণ কৃপণ সে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জান কিভাবে দিবে।

আল্লামা শাহ সাহেব লিখেন-

---

৪৫১. সূরা আলে ইমরান-১৩০-১৩৮

এখানে সুদের আলোচনা এজন্য করা হয়েছে, কারণ এর পূর্বে জিহাদের ময়দানে কাপুরুষতার কথা বলা হয়েছে আর যেহেতু সুদের মাধ্যমে মানুষের মাঝে কাপুরুষতার সৃষ্টি হয় তাই এখানেও সুদের আলোচনা এসেছে। একটি কারণ হল মাল হারাম খাওয়ার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের শক্তি কমে যায় আর বড় ইবাদত হল জিহাদ। দ্বিতীয় কারণ হল, সুদ নেয়া হল সর্বোচ্চ কৃপণতার পরিচয়। সুতরাং যে সামান্য মালের ক্ষেত্রে কৃপণতা করে সে জিহাদের ময়দানে জান কীভাবে দিবে?

১৩৪নং আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরীনে কিরাম লিখেন-

খুশি ও আনন্দময় অবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে, দুঃখ ও অভাবগ্রস্থ অবস্থায়ও আল্লাহ তা'আলার রাহে খরচ করে অর্থাৎ সর্ব সময় ও সর্ব অবস্থাতেই নির্ধারিত পরিমাণ খরচ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। সুদখোরদের ন্যয় কৃপণতা এবং অর্থের পুজা করে না তারা শারীরিক জিহাদের পাশাপাশি মালি জিহাদও করে থাকে।

১৩৮নং আয়াতের তাফসীরে হযরত শাহ সাহেব লিখেন-

সকল প্রকার কাফিরের মোকাবেলা সর্বপ্রথম নবীগণই করেছেন অতীত থেকেই চলে আসছে যে, নবীগণ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে আসছে। সকল ঘটনার পর্যালোচনা করলে জানা যাবে যে, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামকে শুরুতে অবর্ণনীয় কষ্ট করতে হয়েছে কিন্ত পরিশেষে তাদেরই সফলতা অর্জিত হয়েছে কাফির সর্ব কালেই পরাজিত হয়েছে। এখানে উহুদের যুদ্ধে সত্তর জন মুসলামান শহীদ হয়েছেন, যুদ্ধের পূর্ণ কাঠামোই বিনষ্ট হয়েছে তাই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সান্ত্বনা প্রদান করছেন। সার কথা হল-

এক.

মুসলমানদের এমন রিযিক, এমন মাল ও এমন কাজ থেকে নিজেকে হেফাজত করা চাই যা তাদের অন্তরে ভীরুতা ও কাপুরুষতার সৃষ্টি করে এবং দুনিয়া পুজারীদের দলভুক্ত করে দেয়। সুদ খাওয়ার দ্বারা মানুষের চরিত্র বিনষ্ট হয় এবং জিহাদ করার যোগ্যতা হারিয়ে যায়।

দুই.

মুসলমানদের জান দিয়ে জিহাদ করার পাশাপাশি মাল দিয়েও জিহাদ করা চাই।

তিন.

মুসলমানদের সাময়িক কষ্ট, জুলুম নির্যাতন ও বহ্যিক পরাজয়ের কারণে বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই। কারণ সর্বশেষ বিজয় সত্যের অনুসারীদেরই হবে।

চার.

জিহাদ হযরত আম্বিয়া (আ.)-এর তরিকা।

মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝١٧٦

তরজমা.

হে রাসূল! যারা দ্রুতবেগে কুফর ও নাফমানীর দিকে ধাবিত হয় সেসমস্ত লোকের আচরণ যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়, তারা কখনও আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এই যে, তারা যেন আখেরাতে কোন অংশই না পায় এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা।[৪৫২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুনাফিকদের অবস্থা হল যখনই তারা মুসলমানদের কোন প্রকার পরাজয় দেখতে পায় তখন নিজ থেকেই কাফিরদের ব্যাপারে আলোচনা করতে থাকে। হযরত শাহ সাহেব উল্লেখ করেন, মুনাফিকরা যেখানেই মুসলমানদের সামান্য পশ্চাতপদ দেখে সেখানেই কাফিরদের প্রশংসা করা শুরু করে।

এভাবেই আল্লাহ তা'আলা হক্ব ও বাতিলের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۭ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاۗءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۭ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۭ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاۗءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ۭ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ۝١٧

তরজমা.

তিনি আসমান থেকে বৃষ্টিপাত করেন। এরপর উপত্যকাসমূহে তাদের পরিমাণ তোমাবেক প্লাবিত হয়, এই প্লাবন ভাসিয়ে নিয়ে গেল আবর্জনাগুলো যা

৪৫২. সূরা আলে ইমরান-১৭৬

তার উপর ছিল, আর যেসমস্ত পদার্থকে অলংকার অথবা তৈজষপত্র প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয় তাতেও এ প্রকার আবর্জনা (উপরে উঠে থাকে।) এভাবেই আল্লাহ তা'আলা হক্ব ও বাতিলের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। বস্তুতঃ যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয়, আর যা মানুষের প্রয়োজনীয় তা ভূ-পৃষ্ঠে থেকে যায়। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করে থাকেন।[৪৫৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

পানি যখন চলতে শুরু করে তখন তাতে মাটি ও খড়-কুটা মিলিত হয়ে একটি ঘোলাটে অবস্থার সৃষ্টি হয় এক পর্যায় সে ঘোলাটে অবস্থাটি পানির উপর প্রধান্য বিস্তার করে নেয় কিন্তু কিছু সময় অপেক্ষা করার দ্বারাই সে সকল ঘোলাটে অবস্থার অবসান হয়ে আসল স্বচ্ছ পানি বেরিয়ে আসে।

দুই.

সোনা-রুপা যখন স্বর্ণকার পরিস্কার করার জন্য আগুনে দেয় তখন তাতেও খাদ ভেসে ওঠে এবং সোনা-রুপার উপর প্রভাব বিস্তার করে নেয় কিন্তু সামান্য সময় পর খাদ ধ্বংস হয়ে খাঁটি সোনা-রুপা বেরিয়ে আসে।

উপরোক্ত এ দুটি উপমা থেকে হক বাতিলের অবস্থাটাও বুঝে নাও। হক ও বাতিলের মাঝে যুদ্ধ সংঘঠিত হয় তখন বাতিলকে বিশাল ক্ষমতাবান, চমক-ধমকে পরিপূর্ণও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে দৃষ্টান্তহীন মনে হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং সত্যের বিজয় চলে আসে।

তাদের কৃতকর্মের পরিণামে তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

৪৫৩. সূরা আর রদ-১৭

তরজমা.

যদি কুরআন এমন হতো যা দ্বারা পবর্তকে গতিশীল করা যেত, অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, তবু তারা বিশ্বাস স্থাপন করতো না; বরং সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ তা'আলার হাতে। তবে কি ঈমানদারগণ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়নি যে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সকল মানুষকেই সৎপথে পরিচালিত করতে পারেন। যারা কাফির হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পরিণামে তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে। অথবা বিপর্যয় তাদের আশে-পাশে আপতিত হতেই থাকবে, যে পর্যন্ত যা আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি, তা না ঘটবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওয়াদার বরখিলাফ করেন না।[৪৫৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

দুনিয়াময় এ কাফির কখনো মুসলমানদের নীতিকথা ও মিষ্টি আচরণে ইসলাম গ্রহণ করবে না, ইসলাম সম্পর্কে জানারও আগ্রহ প্রকাশ করবে না কিন্তু হ্যাঁ, যখন তারা দেখতে পাবে তাদের সামনে অতি নিটকে কোন প্রকার সঙ্কট ও শংকা ঘণিভূত তথা মুসলমান তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে অগ্রসর হচ্ছে তখনই তাদের অনুভূতিতে আঘাত আসবে এবং তারা ইসলাম নিয়ে চিন্তা করবে।

৪৫৪. সূরা আর রদ-৩১

আয়াতুল জিহাদ

মক্কী সূরাসমূহে জিহাদের প্রতি ইশারা

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

মাক্কী সূরাসমূহ

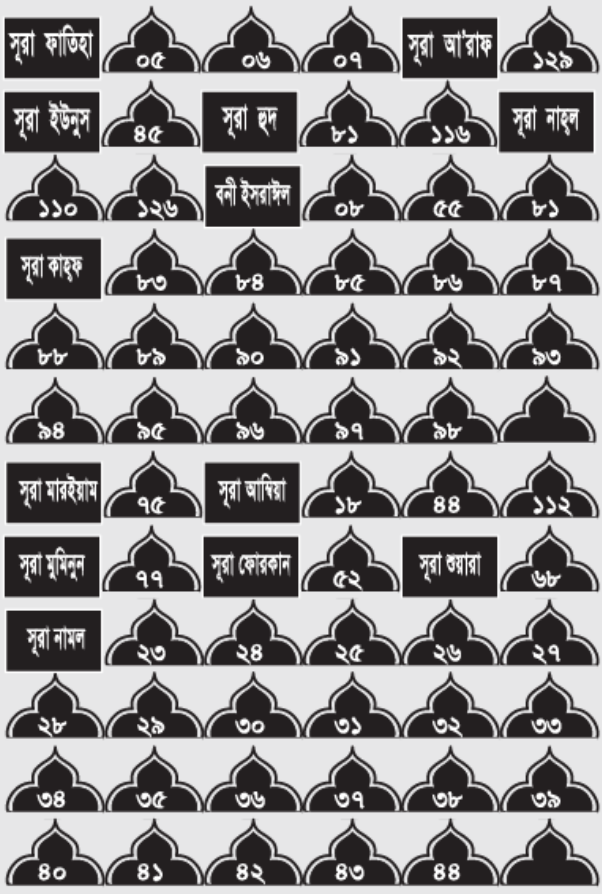
সূরা ফাতিহা
০৫
০৬
০৭
সূরা আ'রাফ
১২৯
সূরা ইউনুস
৪৫
সূরা হুদ
৮১
১১৬
সূরা নাহ্‌ল
১১০
১২৬
বনী ইসরাঈল
০৮
৫৫
৮১
সূরা কাহ্‌ফ
৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭
৮৮
৮৯
৯০
৯১
৯২
৯৩
৯৪
৯৫
৯৬
৯৭
৯৮
সূরা মারইয়াম
৭৫
সূরা আম্বিয়া
১৮
৪৪
১১২
সূরা মুমিনুন
৭৭
সূরা ফোরকান
৫২
সূরা শুয়ারা
৬৮
সূরা নামল
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪

সূরা কসস	৮৫	আনকাবুত	০২	০৩	০৫
০৬	৫৩	৬৯	সূরা রূম	০১	০২
০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	৪৬
সূরা সাবা	১১	সূরা ফাতির	১২	সূরা সফফাত	১৭১
১৭২	১৭৩	১৭৪	১৭৫	১৭৭	
সূরা সদ	৩১	৩২	৩৩	৩৪	সূরা মু'মিন
৫১	৫৫	সূরা শুরা	৩৯	সূরা দুখান	১৬
সূরা তূর	৪৭	সূরা কমার	৪৪	৪৫	
সূরা মুযযামিল	২০	সূরা বালাদ	০২		

সীরাতে মুস্তাকীমের দু'আ চাওয়া

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তরজমা.

আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর। তাঁদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, তাদের পথ নয়, যাদেরকে তুমি তিরস্কৃত করেছ বা যারা পথভ্রষ্ট।[৪৫৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আলোচ্য আয়াতে সীরাতে মুস্তাকীমের দু'আ চাওয়া হয়েছে। সীরাতে মুস্তাকীম ঐ সকল লোকদের রাস্তা যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কৃত করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন তারা চার প্রকার-

وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللهُ عَلَيهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّٰلِحِينَ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيقاً

এবং যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে, তারা আখেরাতে সে সমস্ত লোকের সাথী হবে যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত দান করেছেন। যেমন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ, নেককারগণ এবং তারাই সর্বোত্তম সাথী।

১. আম্বিয়ায়ে কিরাম। ২. সিদ্দীকগণ। ৩. শহীদগণ। ৪. নেককারগণ।

শহীদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় শাহাদাত বরণকারীগণ।

তোমাদেরকেও জমিনে খিলাফত প্রদান করা হবে

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝

৪৫৫. সূরা ফাতিহা-৫,৬,৭

তরজমা.

তারা বললো হে মুসা! তোমার আগমনের পূর্বেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আগমনের পরও আমরা উৎপীড়িত হয়েছি। মুসা বললেন, অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং দেশে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। এরপর তিনি তোমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন।[৪৫৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আলোচ্য আয়াতটি মক্কাতুল মোকাররমায় অবতীর্ণ হয়েছে, সে সময় মুসলমান মাজলুম ছিল। মাজলুম এ মুসলমানদেরকে বনী ইসরাঈলের ঘটনা শুনানোর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, তোমাদেরকেও জমিনে খিলাফত ও হুকুমত প্রদান করা হবে এবং তোমাদের দুশমনরাও পরাজিত হবে। আর এ অবস্থা জিহাদ শুরু হওয়ার পরই হয়েছিল।

তারা যা কিছু করে আল্লাহ তা'আলাই এর সাক্ষী

وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ۝٤٦

তরজমা.

আর হে রাসূল! আমি তাদেরকে যে বিষয়ে ভয় প্রদর্শন করেছি তার কোন একটা যদি আপনাকে দেখাই বা আপনাকে ওফাৎ দান করি তবুও তাদেরকে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। আর তারা যা কিছু করে আল্লাহ তা'আলাই তার সাক্ষী।[৪৫৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন-

ইসলামের বিজয় আংশিক তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

৪৫৬. সূরা আ'রাফ-১২৯
৪৫৭. সূরা ইউনুস-৪৬

যমানাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাকী হযরত খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় কালে প্রতিষ্ঠিত হয় ।

তাফসীরে বাগবীতে উল্লেখ রয়েছে-

قال مجاهد فكان البعض الذى اراه قتلهم يبدر وسائر انواع العذاب بعد موتهم

তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ রয়েছে-

بعض الذى نعدهم اى من اظهارذلك فى خياتك وقال المفسرون كان بعض الذى وعدهم قتل من قتل واسر من اسر يبدر

উপরোক্ত দুটি ইবারতের মাঝেই বদর যুদ্ধের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে । লক্ষ্য করুন! মহান আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, আমি কাফিরদের শাস্তি প্রদান করব এবং ইসলামকে বিজয়ী করব । সে ওয়াদাগুলোর মধ্য হতে কিছু হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে পূর্ণ হয়েছিল যেমন বদর ইত্যাদি যুদ্ধে । আর কিছু হয়তো তাঁর ইন্তিকালের পর হয়েছে এবং হতে থাকবে । মোটকথা সর্বাবস্থাতেই মহান আল্লাহ তা'আলার সকল ওয়াদা পরিপূর্ণ হবেই । কোন কারণে যদি কাফিরদেরকে দুনিয়ার বুকে শাস্তি প্রদান করা নাও হয় তবে আখেরাতে অবশ্যই তারা পরিপূর্ণ শাস্তি পাবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা আমার আয়ত্ব থেকে কোথায় পলায়ন করবে? প্রত্যেককেই আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে । তাদের সমস্ত আমল আমার সামনে সুস্পষ্ট ।

এ জাতীয় মাক্কী আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো জিহাদের প্রতি ইশারা করে ।

প্রভাত তাদের জন্যে প্রতিশ্রুতির সময়, প্রভাত কি খুব নিকটবর্তী নয়?

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ﴿٨١﴾

তরজমা.

মেহমানগণ বললেন, হে লুত! আমরা আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রেরিত ফিরিশতা, তারা কখনই আপনার নিকট পৌঁছতে পারবে না। অতএব, রাতের কোন এক সময় আপনার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড়ুন। আর কেউ যেন পেছনে ফিরে না তাকায়। তবে আপনার স্ত্রী, তার ব্যাপারে তাই ঘটবে যা ঘটবে তাদের ব্যাপারে। প্রভাত তাদের জন্যে প্রতিশ্রুতির সময়, প্রভাত কি খুব নিকটবর্তী নয়।[৪৫৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন-

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মক্কা বিজয় হয়েছিল সকাল বেলা আলোচ্য আয়াতের দ্বারা তারই প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

যারা পাপীষ্ঠ ছিল তারা আরাম-আয়েশের পথেই ছিল

فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَاۤ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿۱۱۶﴾

তরজমা.

তোমাদের পূর্বযুগের সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে আমি যাদেরকে রক্ষা করেছিলাম, তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত নেককার ছিল না, যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে বাধা দিত। আর যারা পাপীষ্ঠ ছিল তারা আরাম-আয়েশের পথেই ছিল, তারা ছিল গুনাহগার।[৪৫৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

পূর্বকার উম্মতের ঘটনা বর্ণনা করে উম্মতে মুহাম্মদীকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যাতে করে তাদের মাঝে অধিক পরিমাণ সৎ কাজের প্রতি আদেশকারী

৪৫৮. সূরা হুদ-৮১
৪৫৯. সূরা হুদ-১১৬

ও অসৎকাজে বাঁধা প্রদানকারী বিদ্যমান থাকে। পূর্বকার উম্মত ব্যাপকভাবে আরাম ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে অন্যায় ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল। অন্যায়-অনাচার, জুলুম-অত্যাচার দুনিয়ার অবস্থাকে পাল্টে দিচ্ছিল। তাকে পরিশুদ্ধ করার কোন মানুষই বিদ্যমান ছিল না। মুষ্টিমেয় দু'চার জন যারা আমরে বিল মা'রুফের আওয়াজ উঠিয়েছিল একপর্যায় এসে তাদের সে আওয়াজও মূল্যহীন ও অকার্যকর হয়েছে। কিন্তু ফলাফল এ হয়েছে যে, অপকর্ম থেকে বারণকারীগণ মহান আল্লাহ তা'আলার আসমানী আযাব থেকে বেঁচে গেছেন। বাকী গোটা জাতিই ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে।

আল্লামা শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন-

যদি সত্য পথের অনুসারীগণ তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ প্রদানকারীগণ বিজয়ী হতেন তবে গোটা জাতি ধ্বংস হত না।

সহীহ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন জালিমের হাত ধরে তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখা না হয় এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকে বন্ধ করে দেয়া হয় তখন খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই মহান আল্লাহ তা'আলা এমন শাস্তি প্রদান করেন যা থেকে কেউ রক্ষা পায় না। জিহাদ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধেরই সর্বোচ্চ স্তর।

উৎপীড়িত হওয়ার পর যারা হিজরত ও জিহাদ করে

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَ صَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

তরজমা.

যারা উৎপীড়িত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং সবর অবলম্বন করে। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক এসবের পর তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।[৪৬০]

৪৬০. সূরা আন্ নাহল-১১০

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কিছু সংখ্যক মুফাসসিরীনে কিরামের বক্তব্য হল আলোচ্য আয়াতটি মাদানী। তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে বাগবী ও তাফসীরে বাহরুল মুহিতে উল্লেখ করা হয়েছে-

وهذا كله فى عمار والمعنى صبروا على الجهاد ذكره النحاس (القرطبى)

نزلت فى عياش بن ابى ربيعة اخى ابى جهل من الرضاعة وفى ابى جندل بن سهيل بن عمرو والوليدبن الوليدبن المغيرة وسلمة بن هشام وعبدالله بن اسيدالثقفى فتنهم المشركون فاعطوهم بعض مارادواليسلموامن شرهم ثم انهم هاجروابعدذلك وجاهدوا (البغوى)

قال ابن عطية وهذاالاية مدينة ولااعلم فى ذلك خلافا (البحر المحيط)

আলোচ্য আয়াতে ঐ সমস্ত লোকদের আলোচনা করা হয়েছে যারা কিছুদিন পরেই হিজরত করেছেন এবং জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং জিহাদের ময়দানে দৃঢ়তার সাথে অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও

وَاِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُوۡا بِمِثۡلِ مَا عُوۡقِبۡتُمۡ بِهٖ ؕ وَلَئِنۡ صَبَرۡتُمۡ لَهُوَ خَيۡرٌ لِّلصّٰبِرِيۡنَ ۝۱۲۶

তরজমা.

আর যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও, তবে ঠিক ততখানি গ্রহণ করবে যতখানি তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর যদি তোমরা সবর কর তবে তা সবর অবলম্বনকারীদের জন্যে উত্তম। হে রাসূল! আপনি সবর করুন। আর আপনার সবর তো হবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্যেই। আর তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না, এবং তাদের ষড়যন্ত্রেও মনক্ষুণ্ন হবেন না।[৪৬১]

৪৬১. সূরা আন্ নাহল-১২৬

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও জমহুর মুফাসসিরীনে কিরামদের নিকট আলোচ্য আয়াত ও তার পরবর্তী দুটি আয়াত মাদানী। উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। উহুদের ময়দানে যখন শহীদগণের লাশের সাথে বেয়াদবী করা হল তখন মুসলমানগণ কসম করলেন যে, হযরত হামযা (রা.)-এর বদলা স্বরূপ সত্তরজন মুশরিকের সাথে এমন আচরণ করা হবে।

তাফসীরে বাগবী, কুরতুবী, কাবীর ও তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ هذا الايات نزلت بالمدينة فى شهداء احد (البغوى)

الولى اطبق جمهور اهل التفسيران هذه الايات مدنية نزلت فى شان التمثيل بحمزة فى يوم احدووقع ذلك فى صحيح البخارى وفى كتاب السير (قرطبى)

المسألة الاولى قال الواحدى هذه الاية فيها ثلاثة اقوال القول الاول وهوالذى عليه العامة ان النبى ﷺ لماراى حمزة وقدمثلوابه قال والله لامثلن بسبعين منهم مكانك فنزل جبريل بخواتيم سورة النحل فكف رسول الله ﷺ وامسك عماراد وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه فى رواية عطاء وابى بن كعب والشعبى وعلى هذا قالوان سورة النحل كلها مكية الاهذه الايات الثلاث (الرازى)

কোন কোন মুফাসসিরীনে কিরামের মতে আলোচ্য আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ।

وذهب النحاس الى انها مكية (القرطبى)

কিছু মুফাসসিরীনে কিরামের মতে আলোচ্য আয়াতটি সূরা বারা'আত তথা সূরা তাওবা অবতীর্ণ হওয়ার দ্বারা রহিত হয়ে গেছে, বর্তমানে আম জিহাদের বিধান রয়েছে।

قال ابن عباس رضي الله عنه والضحاك كان هذا قبل نزول براءة حين امر النبى ﷺ بقتال من قاتله ومنع من الابتداء بالقتال فلمااعزالله اعزالله الاسلام واهله نزلت براءة وامروابالجهاد نسخت هذه الاية (البغوى)

জাহান্নাম কাফিরদের জন্যে কারাগার

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۝

তরজমা.

হয়ত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর, তবে আমিও তাই করব। আমি জাহান্নামকে কাফিরদের জন্যে কারাগার করেছি।[৪৬২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ইমাম বাগবী (রহ.) লিখেন-

وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اى ان عدتم الى المعصية عدنا الى العقوبة قال قتادة فعادوا فبعث الله عليهم محمداصلى الله عليه وسلم فهم يعطون الجزية عن يدوهم صاغرون

তাফসীরে জালালাইন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَإِنْ عُدْتُمْ الى الفساد عُدْنَا الى العقوبة وقدعادوا بتكذيب محمدصلى الله عليه وسلم فسلط عليهم بقتل قريظة ونفى بنى النضير وضرب الجزية عليهم

অর্থাৎ বনী ইসলাঈলদের বলা হল যদি তোমরা পুনরায় নাফরমানী করো তবে তোমাদেরকে পুনরায় শাস্তিও প্রদান করা হবে। অতএব, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর তাঁকে অস্বীকার করল, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করে দিলেন ফলে বনী কুরায়জাকে হত্যা করা হল ও বনী নাযীরকে দেশান্তর করা হল এবং তারা জিযিয়া দিয়ে প্রাণ রক্ষা করল।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন-

তাওরাতে বলে দেয়া হয়েছিল যে, দুইবার বনী ইসরাঈল নাফরমানীতে লিপ্ত হবে এর ফলে তাদের দুশমন তাদের উপর বিজয়ী হবে। একবার তাদের উপর জালুত বিজয়ী হয়েছিল, পরে মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-এর হাতে তাকে ধ্বংস করে বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করেছিলেন এবং হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্বের দ্বারা তাদের প্রচণ্ড শক্তিশালী করে ছিলেন।

৪৬২. সূরা বনী ইসরাঈল-৮

দ্বিতীয়বার পারস্যের অধিবাসী বখতে নসর বিজয়ী হল তখন থেকে বনী ইসরাঈল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হল। অতঃপর মহান আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী হলে আখেরী যমানার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানো হল এবং বলা হল যদি এ নবীর আনুগত্য কর তবে পুনরায় সেই রাজত্ব ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর যদি তাঁর আনুগত্য না করে নিজেদের অপকর্মে লিপ্ত থাক তবে তোমরা আরো অপদস্থের স্বীকার হবে। বাস্তবে তাই হল মুসলমানদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করে দেয়া হল আর তাদের জন্য নির্ধারণ করা হল আখেরাতের কঠিন জাহান্নাম।

আমি কোন নবীকে কোন নবীর উপর মর্যাদা দান করেছি

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝

তরজমা.

যারা আকাশে এবং পৃথিবীতে আছে আপনার প্রতিপালক তাদেরকে খুব ভালভাবেই জানেন। আর নিশ্চয় আমি কোন কোন পয়গাম্বরকে কোন কোন পয়গাম্বরের উপর মর্যাদা দিয়েছি, আর দাউদকে আমি যাবূর দান করেছি।[৪৬৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন-

আলোচ্য আয়াতে হযরত দাউদ (আ.)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় তা হল হযরত দাঊদ (আ.)-এর মাঝে দুটি বস্তু ছিল একটি হল আসমানী কিতাব যাবুর ও তা বাস্তবায়নের পন্থা হল জিহাদ। ঠিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটও দুটি বস্তু বিদ্যমান একটি হল আসমানী কিতাব কুরআনুল কারীম আর দ্বিতীয়টি হল তা প্রতিষ্ঠার জন্য মাধ্যম জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে উসমানী দেখা যেতে পারে।

৪৬৩. সূরা বনী ইসরাঈল-৫৫

সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিদায় নিয়েছে

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿۸۱﴾

তরজমা.

হে রাসূল! আপনি ঘোষণা করুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিদায় নিয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিদায় নেয়ারই যোগ্য ।[৪৬৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এক.

কিছু সংখ্যক মুফসসিরীনে কিরামগণের নিকট جَآءَ الْحَقُّ দ্বারা جاء الجهاد উদ্দেশ্য অর্থাৎ অচিরেই জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হবে ।[৪৬৫]

দুই.

আলোচ্য আয়াতে মক্কাতুল মোকাররমা বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে ।[৪৬৬]

তিন.

আলোচ্য আয়াতে ইসলামের বিজয় ও কাফিরদের পরাজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে, অর্থাৎ বিজয় অর্জনকারী দীনের আগমন হয়েছে কুফর পলায়ন করবে মক্কা থেকে ও গোটা দুনিয়ার বুক থেকে ।[৪৬৭]

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয়টি একটি মস্তবড় ভবিষ্যতবাণী । এটি এমনই এক সময় করা হয়েছে যখন মুসলমানদের নিকট বাহ্যিক কোন প্রকার সামানা বা অবস্থা বিদ্যমান ছিল না । রাসূলকে বলা হলো উম্মতকে শুনিয়ে দিন কুরআন সুসংবাদ দিচ্ছে যে, দুনিয়াময় সকল কুফরী শক্তি অপমানিত অপদস্থ হবে, সত্যদীন সর্বত্র বিজয়ী হবে । কাফির শুধু মক্কা থেকেই নয় গোটা আরব থেকেই পলায়ন করবে ।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিজয়ী বেশে মক্কাতুল মোকাররমায় প্রবেশ করলেন তখন কা'বা শরীফে তিনশ ষাটটি মূর্তি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লাঠি নিয়ে সেগুলো আঘাত করছিলেন আর তিলাওয়াত করছিলেন,

৪৬৪. সূরা বনী ইসরাঈল-৮১
৪৬৫. তাফসীরে কুরতুবী
৪৬৬. তাফসীরে বয়ানুল কুরআন
৪৬৭. মাওজুউল কুরআন

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور جَاءَ الْحَقُّ دَمَايُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَايُعِيْدُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঘাতের সাথে সাথে মূর্তিগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়লো এরই মাধ্যমে কুরআনের একটি ভবিষ্যতবাণী বাস্তবায়ন হল। দ্বিতীয় একটি এলান করা হয়েছিল যে, সকল কাফির কাবা শরীফ থেকে পলায়ন করেছে তারা কখনো এ কাবার এলাকায় পুনরায় প্রবেশ করতে পারবে না।

জমিনের উপর জুলকারনাইনের বিজয় অর্জন

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿۸۳﴾ اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَ اٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿۸۴﴾ فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿۸۵﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ وَ اِمَّاۤ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿۸۶﴾ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿۸۷﴾ وَ اَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨ الْحُسْنٰى ۚ وَ سَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿۸۸﴾ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿۸۹﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿۹۰﴾ كَذٰلِكَ ؕ وَ قَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿۹۱﴾ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿۹۲﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿۹۳﴾ قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿۹۴﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿۹۵﴾ اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿۹۶﴾ فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَ مَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿۹۷﴾ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ﴿۹۸﴾

তরজমা.

হে রাসূল! আপনাকে লোকেরা জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, আমি তোমাদের নিকট তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করবো ।

নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দিয়েছিলাম ।

এরপর সে একটি পথ অবলম্বন করে ।

চলতে চলতে অবশেষে যখন সে সূর্যাস্ত স্থলে পৌঁছে, তখন সে এক চোরাবালি-নির্ঝরে সূর্যকে অস্তগমন করতে দেখে এবং সেখানে সে একটি সম্প্রদায়কেও দেখতে পায় । আমি বললাম, হে জুলকারসাইন তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা তাদের ব্যাপারে সদয়ভাব গ্রহণ করতে পার ।

জুলকারনাইন বলল, যে কেউ অন্যায় করবে, আমি অবশ্যই তাকে শাস্তি দিব, এরপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন ।

আর যে ঈমান আনে ও নেক আমল করে তার জন্যে প্রতিদান হলো কল্যাণ এবং আমি তাকে আমার কাজে সহজ নির্দেশ প্রদান করবো ।

আবার সে এক পথ ধরলো ।

চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয়ের স্থলে পৌঁছলো তখন সে দেখলো যে তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হয় যাদের এবং সূর্যের মধ্যে আমি কোন আড়াল সৃষ্টি করিনি ।

এটিই প্রকৃত ঘটনা, তার নিকটের সংবাদ যে আমি সবই আয়ত্ব করে রেখেছি ।

পুনরায় সে এক পথ ধরলো ।

চলতে চলতে অবশেষে যখন সে দু'টি পর্বতের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়, তখন সেখানে সে এমন এক সম্প্রদায়কে পায় যারা তার কোন কথাই বুঝতে পারছিলনা ।

তারা বলে হে জুলকারনাইন! নিশ্চয়ই ইয়াজুজ মাজুজ আমাদের দেশে দারুন অশান্তি উপদ্রব সৃষ্টি করছে, আমরা কি তোমাকে কর আদায় করবো এই শর্তে যে তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর তৈরী করে দেবে ।

জুলকারনাইন বললেন, আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দান করেছেন, তাই উত্তম । অতএব, তোমরা আমাকে সাহায্য কর তোমাদের শ্রম দ্বারা, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে সুদৃঢ় প্রাচীর তৈরী করে দিব ।

তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও । অবশেষে যখন তা উভয় পাহাড়ের চূড়ার সমান হয়ে যায় তখন তিনি বলেন, তোমরা আগুন ফুঁক,

এমনকি এই ফুঁক যখন তাকে আগুনে পরিণত করে তখন জুলকারনাইন বলেন, তোমরা গলিত তামা আনয়ন কর, আমি তা ঢেলে দেই এর উপর।

এরপর তারা প্রাচীর অতিক্রম করতে পারলো না, এবং তাতে সুড়ঙ্গও করতে পারেনি।

জুলকারনাইন বললেন, এটি আমার প্রতিপালকের বিশেষ মেহেরবানী, এরপর যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।[৪৬৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

জুলকারনাইনের ঘটনা, জমিনের উপর তাঁর বিজয় অর্জন, ইসলামের বিজয় নিশান উড্ডীন হওয়ার ঘটনা এবং সামরিক শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। বিস্তারিত জানার জন্য আল্লামা হিফজুর রহমান সিউহাটি (রহ.)-এর কসসুল কুরআন পাঠ করুন।

যারা বিভ্রান্তি ও গোমরাহীতে পড়ে থাকে

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ۭ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ۝

তরজমা.

হে রাসূল! আপনি ঘোষণা করুন যারা বিভ্রান্তি ও গোমরাহীতে পড়ে থাকে দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রচুর ঢিল দিবেন যতক্ষণ না তারা আযাব অথবা কিয়ামত দেখতে পাবে, যে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। এরপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট, কার বাড়ী-ঘর মন্দ আর কে দলবলে দুর্বল।[৪৬৯]

---

৪৬৮. সূরা কাহ্ফ-৮৩-৯৮

৪৬৯. সূরা মারইয়াম-৭৫

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ইমাম নাসায়ী (রহ.) লিখেন-

إِمَّا الْعَذَابَ فى الدنيا وهو تعذيب المسلمين اياهم بالقتل والاسر (المدارك)

ইমাম বাগবী (রহ.) লিখেন-

إِمَّا الْعَذَابَ هوالاسر والقتل فى الدنيا (البغوى)

তাফসীরে জালালাইন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে-

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا اعوانا اهم ام المومنون؟ وجندهم الشيطان وجندالمومنين عليهم الملائكة (جلالين)

কাফিরদের জন্য দুনিয়াবী আযাব হল তারা মুসলমানদের হাতে নিহত ও বন্দী হবে। মুসলমানদের সাহায্যকারী বাহিনী হল ফিরিশতা আর কাফিরদের সাহায্য কারী বাহিনী হল শয়তান।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) লিখেন-

কাফিরদের জন্য দুনিয়াবী শাস্তি হল তাদের উপর মুসলমানদের বিজয় প্রদান করা, তাদের হাতে কাফিরদের হত্যা ও বন্দী হওয়া। আর আখেরাতের শাস্তি হল জাহান্নামের কঠিন আযাব।

والعذاب هنااما ان يكون ينصرالمؤمنين عليهم فيعذبونهم بالسيف والأسر واماان تقوم الساعة فيصيرون الى النار (القرطبى)

তাফসীরে উসমানীতে উল্লেখ করা হয়েছে-

কাফিররা মুসলমানদেরকে অত্যন্ত দুর্বল, কমজোর ও শক্তিহীন মনে করে। নিজেদের ঐশ্বর্য, ভোগ-বিলাস বিশাল সৈন্য বাহিনী কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সুযোগ প্রদান মাত্র। যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কণ্ঠনালি চেপে ধরবেন তখন দুনিয়াবি আযাব হিসাবে এমনই ব্যবস্থা করবেন যে তাদের সকল শক্তি ও পরাশক্তি কোনই কাজে আসবে না।[৪৭০]

৪৭০. তাফসীরে উসমানী

আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত হানি

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ؕ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ۝۱۸

তরজমা.

বরং আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত হানি, ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাত মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । তোমরা যা কিছু বর্ণনা কর সে সব কথায় রয়েছে তোমাদের সর্বনাশ ।[৪৭১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

তাফসীরে উসমানীতে উল্লেখ রয়েছে-

দুনিয়া শুধুমাত্র রং তামাশার স্থান নয় বরং তা হল কার্যস্থল যেথায় সত্য ও মিথ্যার মাঝে যুদ্ধ সংঘঠিত হবে। সত্য পথের অনুসারীগণ হামলা করে বাতিলের মূলোৎপাটন করবে । এতে করে দুনিয়ার মুশরিকরা নিজেদের কুফরী ও শিরকীর পরিণতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে । হক্ব ও হক্বপন্থীরা যখন পূর্ণ শক্তি নিয়ে ময়দানে আসবে তখন তোমরা প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হবে, এবং তা থেকে তোমাদের কে রক্ষা করবে?

فَيَدْمَغُهٗ ای یمحقه بالکلیة کمافعلناباهل القری المحکمة واصل الدمغ کسر الشئی الرخوالاجوف وقداستعیر للمحق (روح المعانی)

আল্লামা লাহোরী (রহ.) লিখেন- স্মরণ রাখ, সত্য সর্বদাই মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় ।

তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে এনেছি

بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَ اٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝۴۴

৪৭১. সূরা আম্বিয়া-১৮

তরজমা.

মূলতঃ আমিই তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ-সম্পদ দান করেছিলাম, তাদের জীবনের মেয়াদও বেড়ে যায়। তারা কি দেখে না? যে আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে এনেছি, তবুও কি তারা বিজয়ী হবে?[৪৭২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কোন কোন মুফাসসিরীনে কিরামের মতে আলোচ্য আয়াতটি মাদানী। এতে মুসলমানদের বিজয়ের আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে মুসলমান অচিরেই বিজয় অর্জন করবে আর কাফিররা এক এক করে নিজেদের শহর থেকে বঞ্চিত হবে। আর কিছু সংখ্যক মুফাসসিরগণ বলেন যে, এটি ভবিষ্যতের জন্য সুসংবাদ ছিল।

١. والاية كماقدمناول السورة مدنية وهى نازلة بعدفرض الجهاد فلايردان السورة مكية والجهاد فرض بعدها حتى يقال ان ذلك اخبارعن المستقبل (روح المعانى)

٢. أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا اى ننقص ارض الكفرونحذف اطرافها بتسليط المسلمين عليها واظهارهم على اهلها وردها دارالاسلام وذكرنَأْتِي يشيربان الله يجريه على ايدى المسلمين وان عساكرهم كانت تغزوارض المشركين وتأتيها غالبة علبة عليها ناقصة من اطرافها (المدارك)

আল্লামা আলুসী (রহ.) আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে লিখেন, কাফিরদের ভূমি মুসলিম মুজাহিদের আগমনের দ্বারা সংকীর্ণ হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের সম্পর্ক নিজের সাথে ঘোষণা করেছেন। أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ এর দ্বারা জিহাদ ও মুজাহিদগণের সম্মানের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, এবং এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জমিনকে সংকীর্ণ করে দিয়েছেন।

اسندالاتيان اليه عزوجل تعظيمالهم واشارة الى انه بقدرته تعالى وزضاه وفيه تعظيم للجهاد والمجاهدين (روح المعانى)

৪৭২. সূরা আম্বিয়া-৪৪

হে আমার প্রতিপালক!
তুমি ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে দিও

قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

তরজমা.

রাসূল বলেছেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে দিও। আমাদের প্রতিপালক যে দয়াময়, তোমরা যা কিছু বর্ণনা করছো তার বিরুদ্ধে আমরা তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি।[৪৭৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ফায়সালার জন্য দু'আ করেছেন খুব দ্রুতই সে ফায়সালা গাযওয়ায়ে বদরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে।

رب اقض بيننا وبين اهل مكة بالعدل المقتضى لتعجيل العذاب والتشديد عليهم فهم دعاء بالتعجيل والتشديد والتشديد والافكل قضائه تعالى عدل وحق وقد استجيب ذلك حيث عذبوا ببدر اى تعذيب (روح المعانى)

দুই. হযরত লাহোরী (রহ.) লিখেন-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আ করেছিলেন যাতে করে ফায়সালা হয়ে যায় তথা সত্য-মিথ্যার পৃথক অবস্থান সুস্পষ্ট হয়ে যায়। গাযওয়ায়ে বদরে যা বাস্তবেই প্রমাণিত হয়েছে।

তিন.

رَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

আমাদের প্রতিপালক যে দয়াময়, তোমরা যা কিছু বর্ণনা করছো তার বিরুদ্ধে আমরা তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি।

মুশরিকরা বলছিল যে, মুসলমান খুব দ্রুতই নিঃশেষ হয়ে যাবে আর মুশরিকরা পরিপূর্ণরূপে বিজয় অর্জন করবে কিন্তু বাস্তবে আর এমনটি হয়নি। মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্য করেছেন, বিজয় দান করেছেন এবং কাফিরদেরকে অপমান অপদস্থ করেছেন।

كانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت عليه وكانوا يظنون ان تكون الشوكة لهم والغلبة فكذب الله ظنونهم وخيب امالهم ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وخذلهم اى الكفار (المدارك)

৪৭৩. সূরা আম্বিয়া-১১২

তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দেব

حَتّٰٓى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۝

তরজমা.

অবশেষে যখন আমি তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দেব, তখন তাতে তাদের আশা ভঙ্গ হবে ।[৪৭৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন-

وقال ابن عباس هوقتلهم بالسيف يوم بدر.....وقيل فتح مكة (القرطبی)

ইমাম বাগবী (রহ.) বলেন-

قال ابن عباس يعنى القتل يوم بدر وهوقول مجاهدوقيل هوالموت قبل قيام الساعة (البغوی)

তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে-

حَتّٰٓى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا صاحب عَذَابٍ شَدِيْدٍ هويوم بدر بالقتل (جلالين)

কঠিন আযাব দ্বারা উদ্দেশ্য হল বদরের দিনের আযাব, আর কারো কারো মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ফাতহে মক্কার দিন । এ ছাড়াও আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে ।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন-

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে লড়াইয়ের দার উম্মুক্ত করা হয়েছে । যার মাধ্যমেই কাফির পরাস্থ হবে এবং মুসলমানদের বিজয়ের সূচনা হবে ।

তাফসীরে উসমানীতে বলা হয়েছে-

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত আযাব দ্বারা হয়তো আখেরাতের আযাব উদ্দেশ্য অথবা দুনিয়ার বুকে লড়াইয়ের মাধ্যমে কাফিরদের জন্য দুনিয়াবী আযাবের দার উম্মুক্ত করা ।

৪৭৪. সূরা মুমিনুন-৭৭

পূর্ণ শক্তিতে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকুন

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ۝

তরজমা.

অতএব, হে রাসূল! আপনি কাফিরদের কথা মেনে নিবেন না, আর পূর্ণ শক্তিতে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকুন।[৪৭৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কাফিরদের সাথে কখনো সমঝোতা করা চলবে না। তাদের সামনে কোন প্রকার নমনীয় ভাব প্রকাশ করবেন না বরং কুরআনের মাধ্যমে তাদের সামনে শক্ত অবস্থানে থাকুন।

হযরত লাহোরী (রহ.) লিখেন-

হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি কখনো হক্বের বিরুদ্ধাচরণ কারীদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না বরং তাদের বিরুদ্ধে কঠিন জিহাদ করতে থাকুন।

এ আয়াতে ও মাক্কী অনেক আয়াতে জিহাদ তার শাব্দিক অর্থে ববহৃত হয়েছে কিন্তু মদীনার বুকে কিতালের হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তা জিহাদে শরয়ীতে পরিণত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রহ.)-এর বর্ণনা এ কথারই ইংগিত বহন করে।

وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ قال ابن عباس رضي الله عنه بالقرأن ابن زيد بالاسلام وقيل بالسيف وهذا فيه بعد لأن السورة مكية نزلت قبل الامر بالقتال جِهَادًا كَبِيْرًا لا يخالطه فتور (القرطبی)

৪৭৫. সূরা ফোরকান-৫২

নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই সর্বশক্তিমান

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٩

তরজমা.

আর নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই সর্বশক্তিমান এবং করুণাময়ও ।[৪৭৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত শাহ সাহের (রহ.) লিখেন-

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেয়া হল যে, মক্কার ফিরাউন মুসলমানদের পিছু নিবে লড়াইয়ের জন্য, মুসলমানদের হত্যার উদ্দেশে । এবং সে নিজের বাসস্থানের বাইরেই ধ্বংস হবে বদরের দিন । যেমনিভাবে ফিরাউন বনী ইসরাইলকে তাড়া করতে গিয়ে নিজেই ধ্বংস হয়েছে অন্য শহরে ।

হুদহুদ কর্তৃক জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান

اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَ اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّ لَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ۝٢٣ وَجَدْتُّهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝٢٤ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ ۝٢٥ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝٢٦ قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٢٧ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُوْنَ ۝٢٨ قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ۝٢٩ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَ اِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٣٠ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَ اْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۝٣١ قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْۤ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ۝٣٢ قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّ اُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّ

৪৭৬. সূরা শুয়ারা-৬৮

الْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِىْ مَا ذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَ جَعَلُوْٓا
اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَ كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَ اِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ
الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۫ فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ
اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَ
لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ
يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَ اِنِّىْ
عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ
طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ ۖ لِيَبْلُوَنِىْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَ مَنْ
شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ
اَتَهْتَدِىْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ
هُوَ ۚ وَ اُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَ صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ
اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٤٣﴾ قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّ كَشَفَتْ
عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَ اَسْلَمْتُ مَعَ
سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾

তরজমা.

আমি একজন মহিলাকে তাদের উপর রাজত্ব করতে দেখতে পাই এবং তাকে সর্ব প্রকার সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে, বিশেষতঃ তার রয়েছে একটি বিরাট সিংহাসন।

আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখতে পেলাম তারা আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে, শয়তান তাদের কীর্তিকলাপ তাদের চোখে সুন্দর করে রেখেছে এবং তাদের সৎ পথ থেকে নিবৃত করে রেখেছে যে কারণে তারা সৎ পথ পায়না।

কেন তারা সিজদা করে না সেই আল্লাহ তা'আলাকে যিনি আসমান জমিনের গোপন বিষয়কে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর।

আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন কোন উপাস্য নেই, তিনি মহান আরশের অধিপতি।

সুলাইমান বললো, তুমি সত্য বলেছো কি মিথ্যা, আমি এখনই তা দেখছি।

তুমি আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং তা তাদের নিকট নিক্ষেপ কর, এরপর তাদের নিকট থেকে সরে থাক এবং লক্ষ্য কর তাদের প্রতিক্রিয়া।

রাণী বললো, হে পরিষদবর্গ! আমার কর্তব্য সম্বন্ধে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত যে আমি করণীয় সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করি না।

তারা বললো, আমরা তো শক্তিশালী এবং বীর যোদ্ধা, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কি আদেশ করবেন তা আপনিই ভেবে দেখুন।

বিলকিস বললো, রাজা-বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তা তছনছ করে দেয় এবং সেখানের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের অপমান করে, আর এরাও এমনই করবে।

আমি তাদের নিকট কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করছি দেখি দূতেরা কি নিয়ে ফিরে আসে।

তারপর দূত সুলাইমানের নিকট আসলে, তিনি বলেন তোমরা কি আমাকে অর্থ সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দান করেছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরাই খুশি থাক।

তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করবো, যার প্রতিরোধের শক্তি তাদের নেই, আমরা তাদেরকে সেখান থেকে লাঞ্ছিত অপমানিত করে বের করে দিব।

সুলাইমান বললেন, হে আমার পরিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে?

একজন শক্তিশালী জ্বীন বললো, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা আপনার নিকট এনে দিব, আর নিশ্চয় আমি শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।

যার কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলে আপনার চোখের পলক ফেলবার পূর্বেই আমি তা আপনার নিকট এনে দিব। এরপর যখন সুলইমান ঐ সিংহাসনটি নিজের কাছে দেখতে পান তখন তিনি বললেন, এটি আমার প্রতি আমার প্রতিপালকেরই দান, তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে চান যে আমি কৃতজ্ঞ হই, অথবা অকৃতজ্ঞ, যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তার নিজের উপকারার্থেই করে, আর যে অকৃতজ্ঞ হয় তার জেনে রাখা উচিত যে, আমার প্রতিপালক কারোরই মুখাপেক্ষী নন, তিনি মহানুভব। তাঁর বদান্যতার কোন সীমা নেই।

সুলাইমান বলল, তার সিংহাসনের স্বরূপ পরিবর্তন করে দাও, দেখি সে দিশা পায়, না কি বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়?

এরপর রাণী যখন উপস্থিত হল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তোমার সিংহাসনটি কি এরূপই? রাণী বলে, এটি যেন সে রকমই মনে হয়, আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে, আর আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। আর আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে সে যার পূজা করতো তা তাকে সত্য থেকে বিরত রেখেছিল, সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

তাকে বলা হয় এ প্রাসাদে প্রবেশ কর, সে যখন তা দেখতে পায় তখন সে তাকে গভীর জলাশয় মনে করে এবং সে তার উভয় পায়ের গোছা অনাবৃত করে বসে। সুলাইমান বলেন, এতো কাঁচ জড়ানো প্রাসাদ মাত্র, সে তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি এবং আমি সুলাইমানের সংগে সেই আল্লাহ তা'আলার অনুগত হলাম যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।[৪৭৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত সুলাইমান (আ.)-এর ঘটনা, হুদহুদ কর্তৃক জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করণ, হযরত সুলাইমান (আ.)-এর জিহাদের ব্যাপক প্রস্তুতি এবং তার বিভিন্ন ভাল দিক নিয়ে আলোচনা।

তাফসীরে উসমানীতে উল্লেখ রয়েছে-

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ

অর্থাৎ উল্লেখিত সম্প্রদায় সূর্যপূজার শিরকে লিপ্ত ছিল, শয়তান তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে তাতে নিমজ্জিত রেখেছে এবং তাদের দৃষ্টিতে তাকেই অত্যন্ত শোভনীয় ও লোভনীয় করে তুলেছিল যার ফলে তারা হিদায়েত থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত হচ্ছিল। হুদহুদ এ সংবাদ প্রদান করে হযরত সুলাইমান (আ.)কে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করল।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) লিখেন-

وانماصارصدق الدهدعذرالانه اخبربمايقتضى الجهادوكان سليمان عليه السلام حبب اليه الجهاد

হুদহুদের আবেদন গ্রহণীয় হল, সে হযরত সুলাইমান (আ.)কে এমন সংবাদ প্রদান করল, যা জিহাদের প্রত্যাশা করে আর হযরত সুলাইমান (আ)-এর নিকট জিহাদ অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ছিল।

---

৪৭৭. সূরা নাম্‌ল-২৩-৪৪

নিশ্চয় তিনি আপনাকে মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন

اِنَّ الَّذِیۡ فَرَضَ عَلَیۡکَ الۡقُرۡاٰنَ لَرَآدُّکَ اِلٰی مَعَادٍ ؕ قُلۡ رَّبِّیۡۤ اَعۡلَمُ مَنۡ جَآءَ بِالۡهُدٰی وَ مَنۡ هُوَ فِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ﴿۸۵﴾

তরজমা.

হে রাসূল! যিনি আপনার প্রতি পবিত্র কুরআনের হুকুম প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয় তিনি আপনাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে (মক্কায়) ফিরিয়ে আনবেন। হে রাসূল! আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক খুব ভাল করেই জানেন কে হিদায়েত নিয়ে এসেছে, আর কে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।[৪৭৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আলোচ্য আয়াতে ফাতহে মক্কা ও মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এ আয়াত হিজরতের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। একটি বর্ণনা এটাও রয়েছে যে, আয়াতটি মাক্কীও না আবার মাদানীও না বরং তা হিজর নামক স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) লিখেন-

ختم السورة ببشارة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برده الى مكة قاهر الاعدائه

قال ابن عباس نزلت هذه الاية بالجحفه ليست مكية ولا مدنيه (القرطبى)

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন-

আয়াতটি যেহেতু হিজরতের সময় অবতীর্ণ হয়েছে তাই তাতে বলা হচ্ছে অধিক পেরেশান হওয়ার কিছুই নেই আপনি পুনরায় পূর্বের স্থান মক্কায় পত্যাবর্তন করবেন। এবং সে আসাটা হবে সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী বেশে।

আল্লামা লাহোরী (রহ.) লিখেন-

আল্লাহ তা'আলা হিজরতের সময় তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি তাঁকে বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করাবেন।

৪৭৮. সূরা কসাস-৮৫

শুধু মাত্র ঈমান এনেছি বললেই রেহাই পেয়ে যাবে?

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝

তরজমা.

মানুষ কি মনে করে যে শুধু মাত্র ঈমান এনেছি বললেই রেহাই পেয়ে যাবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

আর নিশ্চয়ই আমি তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী, আর কারা মিথ্যাবাদী।[৪৭৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এ আয়াতের মাধ্যমে পূর্ব থেকেই মানসিকভাবে মুসলমানদের জিহাদের জন্য প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা চলছিল। আয়াতের শানে নুযূলে মুফাসসিরীনে কিরাম যে ঘটনা বর্ণনা করেন তার সম্পর্কও জিহাদের সাথে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের পরও কিছু সংখ্যক মুসলমান মক্কায় অবস্থান করছিলেন তখন মদীনাতে অবস্থানকারী কিছু সাহাবী তাদের নিকট এ মর্মে পত্র প্রেরণ করলেন যে, যদি তোমরা হিজরত না করো তবে তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করা হবে না। চিঠি পেয়ে সক্ষম অবশিষ্ট সাহাবীগণও হিজরতের জন্য প্রস্তুত হলেন, এ সংবাদ পেয়ে মক্কার মুশরিকরা তাদের সাথে লড়াই শুরু করে দিল এবং তাতে কয়েকজন শহীদ হয়ে গেলেন আবার কেউ নিরাপদে চলে গেলেন এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[৪৮০]

তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতটি বদর যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথম শহীদ হযরত মাহজু' (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) লিখেন বর্তমানেও বিভিন্ন জিহাদের ময়দানে মুসলমানদের উপর বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা এসে থাকে।

١. واختلفوافى سبب نزول هذة الاءة قال الشعبى نزلت فى اناس كانوابمكة

৪৭৯. সূরা আনকাবুত-২-৩
৪৮০. তাফসীরে বাগবী

قدقروا بالاسلام فكتب اليهم اصحاب رسول الله ﷺ انه لايقبل منكم اقراربالاسلام حتى تهاجروافخرجوا عامدين الى المدينة فاتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجافأنزل الله هاتين الايتين (بغوى)

২. وقال مقاتل انزلت فى مهجع مولى عمربن الخطاب كان اول قتيل من المسلمين يوم بدر (القرطبى)

৩. وهذه الاية وان كانت نزلت بهذا السبب وفى هذه الجماعة فهى بمعناها باقية فى امة محمد ﷺ موجود حكمها بقية الدهر وذلك ان الفتنة من الله تعالى والاختبار باق فى ثغور المسلمين بالاسر ونكاية العدو وغيرذلك (البغوى, القرطبى)

ইমাম নাসায়ী (রহ.) লিখেন-

আয়াতে ফিতরার অর্থ হল, বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন বস্তুর মাধ্যমে ঈমানের পরীক্ষা করা যেমন, মাতৃভূমি ত্যাগ করা, দুশমনের মোকাবেলা করা, মনের বিরুদ্ধে শরীয়তের আহকামগুলো মান্য করা, মনগড়া ও আরাম-আয়েশের জীবন পরিত্যাগ করা, দারিদ্রতার কষাঘাতে নিগৃহীত হওয়া, জান ও মালের উপর আসা প্রকাশ্য মসিবতসমূহের মোকাবেলা করা এবং কাফিরদের পক্ষ থেকে কৃত ষড়যন্ত্রের ও দুশমনীর মোকাবেলা করে ঈমানের উপর দৃঢ়পদ থাকা।

والفتنة الامتحان بشدائدالتكليف من مفارقة الاوطان ومجاهدة الاعداء وسائرالطاعات الشاقة وهجرالشهوات وبالفقروالفحط وانواع المصائب فى الانفس والاموال ومصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم (المدارك)

তাফসীরে বাহরুল মুহীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত কাতাদা (রা.)-এর ইরশাদ বর্ণনা করে উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য এ পূর্ণ সূরাটি মাদানী। আর হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সালাম (রহ.) বর্ণনা করেন, এ সূরাটি মাক্কী কিন্তু وليعلمن المنافقين আয়াত পর্যন্ত সূরাটি মাদানী। সর্বসম্মতিক্রমে মুফসসিরীনে কিরাম তথা হযরত জাবের, ইকরামা ও হাসান বসরী (রহ.)-এর নিকট পুরা সূরাটিই মাক্কী।

একটি বর্ণনা এটাও রয়েছে যে, মদীনাতুল মোনাওয়ারাতে যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয হয়ে গেল তখন মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানদের উপর সন্দেহের তীর নিক্ষিপ্ত হতে লাগল যে, তারা কি করে কাফিরদের বেষ্টনীতে অবস্থান করেছে। তখন এ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া হল যে, ঈমানের দাবী করা এত সহজ নয় বরং ঈমানদরদেরকে জিহাদ ইত্যাদির মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে। বিস্তারিত জানার জন্য বাহরুল মুহীত কিতাবটি অধ্যয়ন প্রয়োজন।

তাফসীরে কাবীরে আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাপারে জিহাদের সম্পর্কে বহু আশ্চর্যকর মূল্যবান আলোচনা করেছেন পাঠকদেরকে তাফসীরে কাবীর থেকে তা বিস্তারিত দেখে নেয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ وَ مَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

তরজমা.

যে কেউ আল্লাহ তা'আলার সাথে মুলাকাতের আকাংখা রাখে তার জেনে রাখা উচিত যে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে, তিনি সব কিছু শ্রবণ করেন, সব কিছু জানেন।

আর যে সাধনা করে সে তা তার নিজের জন্যেই করে থাকে; সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কারোরই মুখাপেক্ষী নন।[৪৮১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত নিশ্চিত আর এর জন্য প্রস্তুতি নিতে গেলে অধিক পরিমাণ নেক আমল করা অপরিহার্য এবং নেক আমলের মধ্যে সর্বাধিক কার্যকরি ও ফলপ্রসু আমল হল যাতে কষ্ট-মেহনত ও মুজাহাদা অধিক পরিমাণ হয়ে থাকে। কিছু সংখ্যক মুফাসসিরীনে কিরাম এ আয়াতে উল্লেখিত جَاهَدَ এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অর্থাৎ সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও মুজাহাদা করা। কারণ এ আয়াতটি মাক্কী তখনও শরয়ী জিহাদের বিধান আসেনি। আর কিছু সংখ্যক মুফাসসিরীনে কিরাম এটাকে মাদানী সূরা বলে এ শব্দের শরয়ী অর্থই গ্রহণ করেছেন।

৪৮১. সূরা আনকাবুত-৫-৬

ইমাম কুরতুবী (রহ.) লিখেন-

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اى ومن جاهد فى الدين وصبر على قتال الكفار واعمال الطاعات فانمايسعى لنفسه اى ثواب ذلك كله ولايرجع الى الله نفع من ذلك

তাদের উপর আযাব আসবে অতর্কিতভাবে

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَلَوْ لَاۤ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

তরজমা.

আর হে রাসূল! আপনার কাছে তারা আযাবের জন্যে তাড়াহুড়া করে, যদি একটি স্থির সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের উপর আযাব এসে পড়ত, নিশ্চয় তাদের উপর আযাব আসবে অতর্কিতভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে।[৪৮২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন-

এ উম্মতের কাফির সম্প্রদায় যারা আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করত তাদের দুনিয়াবী আযাব তো হল মুসলমানদের হাতে হত্যা হওয়া ও বন্দী হওয়া। অতএব, মক্কা বিজয়ের সময় মক্কার লোকজন অত্যন্ত গাফেল ছিল আর এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহিনী তাদের মাথার উপর চেপে বসে।

ইমাম নসফী (রহ.) লিখেন-

وَلَوْلا أَجَلٌ مُسَمًّى وهويوم القيمة اويوم بدر اووقت فنائهم بأجالهم (المدارك)

আলোচ্য আয়াতে নির্ধারিত দিন দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো কিয়ামতের দিন, অথবা বদরের দিন অথবা তাদের মৃত্যুর দিন।

৪৮২. সূরা আনকাবুত-৫৩

আল্লাহ তা'আলা খাঁটি লোকদের সাথে রয়েছেন

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

তরজমা.

যারা আমার পথে সাধনা করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা খাঁটি লোকদের সাথে রয়েছেন।[৪৮৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك اذارأيت الناس قداختلفوفعليك بالمجاهدين واهل الثغور فان الله تعالى لَنَهْدِيَنَّهُمْ

হযরত সুফয়ান ইবনে ইয়ানা (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে বললেন, যখন আপনি সমাজে কোন প্রকার ফাসাদ ও ইখতিলাফ দেখতে পান তখন মুজাহিদীন ও যুদ্ধের ময়দানে চলে যান কেন? আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বলেন, তাদের সাথে হিদায়েতের ওয়াদা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- لَنَهْدِيَنَّهُمْ আমি অবশ্যই অবশ্যই তাদের হিদায়েত দান করব।

হযরত লাহোরী (রহ.) বলেন,

যে সমস্ত লোক আমার দীনের সাহায্যার্থে মুশরিকদের সাথে জিহাদ করবে তোমার জন্য অপরিহার্য হয়ে যায় তাকে সাহায্য করা। (হাশিয়ায়ে লাহোরী)

অধিকাংশ মুফসসিরীনে কিরামের মতে যেহেতু এ আয়াতটি মাক্কী এজন্য এখানে উদ্দেশ্য হল কষ্ট করা, চেষ্টা করা ও মেহনত করা। আর জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ হল সর্বোচ্চ পর্যায়ের মুজাহাদা তাই আয়াতের ওয়াদা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মুজাহিগণ পাবেন।

৪৮৩. সূরা আনকাবুত-৬৯

পুনরায় তারা শীঘ্রই বিজয় লাভ করবে

الٓمّٓ ۝١ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝٢ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝٣ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۭ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۭ وَيَوْمَىِٕذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝٤ بِنَصْرِ اللّٰهِ ۭ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٥ وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٦ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٧

তরজমা.

আলিফ, লাম, মীম ।

রোমানরা পরাজিত হয়ে গেল ।

নিকটবর্তী এলাকায়, এ পরাজয়ের পর পুনরায় তারা শীঘ্রই বিজয় লাভ করবে ।

কয়েক বছরের মধ্যেই, পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত এক আল্লাহ তা'আলারই, আর সেদিন মুমিনগণ অত্যন্ত আনন্দিত হবে ।

আল্লাহ তা'আলার সাহায্য লাভ করে । তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য করেন, আর তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী অতীব দয়াবান ।

এটি আল্লাহ তা'আলারই প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ তা'আলা কখনও তাঁর প্রতিশ্রুতির বরখিলাফ করেন না । তবে অনেক লোকই তা জানে না ।

তারা পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য দিকটি সম্বন্ধেই অবগত, আর আখেরাত সম্পর্কে তারা খবরই রাখে না ।[৪৮৪]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লামা লাহোরী (রহ.) বলেন, এ সূরাতে ইসলামের বিজয়ের কথা উল্লেখ করেছেন । যেদিন রোমবাসী ইরানের উপর বিজয়ী হয়েছিল সে দিনই মুসলমানগণ বদর যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের উপর বিজয় অর্জন করেছিলেন ।

২-৩নং আয়াত, রোমরা পরাজিত তো হবে কিন্তু অতি নিকটে তারা বিজয় অর্জন করবে ।

৪ নং আয়াত, দশবছরের পূর্বেই তারা বিজয় অর্জন করে নিবে এবং সেদিন মুসলমানগণও আনন্দিত হবে । গাযওয়ায়ে বদরের দিন এদিকে মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয়েছে মুশরিকদের উপর আর রোমিওদের বিজয় অর্জন হয়েছে ইরানের উপর ।

৪৮৪. সূরা রুম-১-৭

৫নং আয়াত, এ বিজয় আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে অর্জিত হয়েছে।

৬নং আয়াত, আল্লাহ তা'আলার এ ওয়াদা বাস্তবায়িত হবেই যদিও কাফিররা এটা মানতে নারাজ।

৭নং আয়াত, কাফিরদের দৃষ্টি কেবলমাত্র জাগতিক বস্তুর উপর রয়েছে। খোদায়ী শক্তি সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই।

কিছু সংখ্যক মুফস্সিরীনে কিরাম বলেন, রোমানদের বিজয় অর্জন হয়েছিল হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন। ঐ দিনটিও মুসলমানদের জন্য ফাতহে মুবিনের দিন ছিল।

وجاء الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية (البغوى)

لماكان يوم بدر ظهرت الروم على فارس (القرطبى)

وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية على رأس تسع سنين (القرطبى)

আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۴۷

তরজমা.

আর হে রাসূল! নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বে রসূলগণকে প্রেরণ করেছি তাদের নিজ নিজ জাতির নিকট, তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল; এরপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম; আর মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য।[৪৮৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ على الكافرين باهلاكهم وانجاء المومنين (جلالين)

ইমাম বাগবী (রহ.) তাফসীরে বাগবীতে লিখেন-

৪৮৫. সূরা রুম-৪৭

ففى هذا تبشير للنبى صلى الله عليه وسلم بالظفر بالعاقبة والنصر على الاعداء (البغوى)

অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিজয় ও সফলতার সুসংবাদ প্রদান করেন।

প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর

اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّ قَدِّرْ فِی السَّرْدِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ۝۱۱

তরজমা.

এবং তাকে বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি।[৪৮৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

১. আল্লাহ তা'আলার নবী হযরত দাউদ (আ.) নিজ হাতে যুদ্ধের বর্ম তৈরী করেছেন। **২.** বর্ম জিহাদের একটি আত্মরক্ষার বস্তু। ৩. কিছু সংখ্যক মুফাসসিরীনে কিরাম বলেন, বর্মের আবিষ্কারক হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছেন এবং তাঁকে বর্ম তৈরীর পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

ইমাম বাগবী (রহ.) লিখেন-

فالان الله تعالى له الحديد وعليه صنعة الدرع وانه اول من اتخذها (البغوى)

৪৮৬. সূরা সাবা-১১

সমুদ্রের মিঠা পানি ও লবণাক্ত পানি যেমন এক নয় তদ্রুপ ইসলাম ও কুফর কখনো এক হতে পারে না

وَ مَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَ مِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲﴾

তরজমা.

দু'টি সমুদ্র সমান হয় না, একটি মিঠা ও তৃষ্ণানিবারক এবং অপরটি লোনা। উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা গোশত (মৎস্য) আহার কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য গয়নাগাটি আহরণ কর। তুমি তাতে তার বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[৪৮৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মাওজুউল কুরআন ও তাফসীরে উসমানীতে উল্লেখ রয়েছে-

পূর্ব থেকে তাওহীদের অকাট্য প্রমাণাদি এবং দীন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার পাশাপাশি সূক্ষ্মভাবে ইসলামের বিজয়ের প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন-

ইসলাম ও কুফর কখনো এক ও সমান নয়, আল্লাহ তা'আলা সর্বদা ইসলামকে বিজয়ী রাখবেন আর কাফিরকে করবেন পরাজিত। যদিও উভয় শ্রেণী থেকেই তোমাদের উপকার আসবে। মুসলমানদের দ্বারা দীন ইসলামের শক্তি অর্জন আর কাফিরদের দ্বারা জিযিয়া ও খিরাজ যা অর্থনৈতিক শক্তি।

নিশ্চয় আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী

وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۷۱﴾ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿۱۷۲﴾ وَ اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿۱۷۳﴾

৪৮৭. সূরা ফাতির-১২

তরজমা.

আমার প্রেরিত বান্দাগণের সম্পর্কে পূর্বেই স্থির হয়ে রয়েছে যে, তারা অবশ্যই সাহায্য লাভ করবে। আর নিশ্চয় আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী।[৪৮৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কিরামের বিস্তারিত বর্ণনাকে দুটি বর্ণনার মাঝে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হল।

এক.

আম্বিয়ায়ে কিরামদের সাহায্য করা আমাদের সিদ্ধান্ত। আর আমাদের বাহিনীই সর্বদা হবে বিজয়ী। (হাশিয়ায়ে লাহোরী)

দুই.

আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত এমনই যে বিরুদ্ধাচরণকারীদের মোকাবেলায় তিনি তার পয়গাম্বরদেরকে সাহায্য করে থাকেন এবং সবর্দা আল্লাহ তা'আলার এ বাহিনীই বিজয় অর্জন করে। মধ্যখানে তাদের উপর যত ঝড়ই আসুক না কেন শেষ পর্যন্ত বিজয় মুখলিসিনদের হবেই। বিজয় দলীল প্রমাণের ভিত্তিতেও হবে আবার বহ্যিক আসবাবের দ্বারাও হবে তবে শর্ত হল তাদেরকে সত্যিকারের 'জুন্দুল্লাহ' তথা আল্লাহ তা'আলার সৈনিক হতে হবে।

আপনি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝١٧٤ وَّ اَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ۝١٧٥

তরজমা.

অতএব, হে রাসূল! কিছুকালের জন্যে আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন। আপনি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন, অচিরেই তারা পরিণতি প্রত্যক্ষ করবে।[৪৮৯]

৪৮৮. সূরা সফফাত-১৭১,১৭২,১৭৩

৪৮৯. সূরা সফফাত-১৭৪,১৭৫

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জিহাদের বিধান আসার পর আপনি সামান্য সময় অপেক্ষা করলে দেখতে পাবেন তারা কিভাবে কতল ও গ্রেফতার আযাবের সম্মুখীন হতে থাকে ।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ اعرض عن كفار مكه حَتَّى حِينٍ تومر فيهم بقتالهم وَأَبْصِرْهُمْ اذانزل عليهم العذاب بالقتل والاسر (جلالين)

وقال ابن عباس يعنى ببدر (القرطبى)

যখন শাস্তি তাদের আঙ্গিনায় নেমে আসবে

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾

তরজমা.

অতঃপর যখন শাস্তি তাদের আঙ্গিনায় নেমে আসবে, তখন সতর্কিতদের প্রভাত হবে অত্যন্ত মন্দ ।[৪৯০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

এটা ঐ আয়াত যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবরের যুদ্ধে হামলা করার সময় স্লোগানের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন ।

الله اكبر خربت خيبر

انااذانزلنابساحة قوم فساء صباح المنذرين (البغوى)

একটি বর্ণনায় রয়েছে যে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত نَزَلَ এর (জমির) সর্বনাম সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত যার উদ্দেশ্য হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতহে মক্কার দিন মক্কাতুল মোকাররমায় উপর দিক থেকে অবতরণ করেন ।

৪৯০. সূরা সফফাত-১৭৭

وقيل ضمير نزل للنبى ﷺ ويراد حينئذ نزوله يوم الفتح (روح المعانى)
হযরত শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন এটি ফাতহে মক্কার দিনই হয়েছিল ।

তার সম্মুখে উত্তম উৎকৃষ্ট অশ্বগুলো পেশ করা হয়

اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ۙ﴿۳۱﴾ فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ
رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۖ﴿۳۲﴾ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۭ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿۳۳﴾

তরজমা.

যখন বিকাল বেলা তার সম্মুখে উত্তম উৎকৃষ্ট অশ্বগুলো পেশ করা হয় ।

তখন তিনি বলেন, আমি যে আমার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি এমনকি অবশেষে সূর্য অস্তমিত হয়ে যায় ।

এগুলোকে পুনরায় আমার নিকট হাজির কর, এরপর তিনি তাদের পা এবং গলদেশ ছেদন করতে লাগলেন ।[৪৯১]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

একদা হযরত সুলাইমান (আ.) জিহাদের জন্য উপস্থিত অশ্বগুলোর তত্ত্বাবধান করছিলেন, দ্রুতগামী এ অশ্বগুলো দেখতে ছিল অতি সুন্দর, সময়টা ছিল বিকেল, অশ্বের তত্ত্বাবধানে সময় অতিবাহিত হয় এমনকি, সূর্য অস্তমিত হয় এবং হযরত সুলাইমান (আ.)-এর আছরের নামায কাযা হয়ে যায় । আলোচ্য আয়াতে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর অশ্বগুলোর যে গুণের কথা উল্লেখ রয়েছে তা হল অশ্বগুলো ছিল উত্তম এবং দ্রুতগামী ।

তাফসীরকারকগণ বলেন, হযরত সুলাইমান (আ.) দামেশক এবং নাসিবাঈন নামক স্থানের অধিবাসীদের সাথে জিহাদ করেছিলেন, এ অশ্বগুলো সে জিহাদ থেকে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ হিসেবেই পেয়েছিলেন । হযরত কালবী (রহ.) বলেন, হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সে অশ্বের সংখ্যা ছিল এক হাজার ।

৪৯১. সূরা সদ-৩১,৩২,৩৩

হযরত ইবনুল মুনজির আউফের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত হাসান বসরী (রা.) বলেছেন যে এ অশ্বগুলো ছিল ডানা বিশিষ্ট। সমুদ্র থেকে এগুলো আনা হয়েছিল হযরত সুলাইমান (আ.)-এর জন্য। ইকরামা (রা.) বর্ণনা করেন এ উত্তম দ্রুতগামী এবং ডানা বিশিষ্ট সামুদ্রিক অশ্বগুলোর সংখ্যা ছিল বিশ হাজার।

হযরত সুলাইমান (আ.) তাঁর কুরসীতে উপবিষ্ট ছিলেন। সারিবদ্ধভাবে আশ্বগুলো তাঁর সম্মুখ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, নয়শ অশ্ব দেখার পর হঠাৎ তাঁর আছরের নামাযের কথা মনে হয়, কিন্তু তখন সূর্য অস্তমিত হয়ে পড়েছিল, তাঁর সম্মানের কথা বিবেচনা করে কেউ তাঁকে নামাযের কথা স্মরণ করে দেয়নি। যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে, অশ্বের তত্ত্বাবধানে থেকে তাঁর নামায কাযা হয়ে গেছে, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও অনুতপ্ত হন।

حُبَّ الْخَيْرِ আলোচ্য আয়াতে ঐ অশ্বগুলোর উদ্দেশে **الخير** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল 'কল্যাণ' কেননা অশ্বের সাথে কল্যাণ জড়িত রয়েছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন কিয়ামত পর্যন্ত অশ্বের ললাটে কল্যাণ জড়িত থাকবে। আর কল্যাণ হলো জিহাদের সাওয়াব, জিহাদ ও যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ।

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) লিখেন এর দৃষ্টান্ত হল পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত খন্দকের যুদ্ধে মশগুল থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আছরের নামায আদায় করতে পরেননি। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

رُدُّوهَا عَلَيَّ অনুতপ্ত ও দুঃখিত অন্তরে হযরত সুলাইমান (আ.) নির্দেশ দিলেন ঐ অশ্বগুলোকে পুনরায় আমার নিকট হাজির কর, এরপর তিনি তাদের পা এবং গলদেশ ছেদন করতে লাগলেন। অর্থাৎ হযরত সুলাইমান (আ.) ঐ অশ্বগুলোকে জবাই করে দিলেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, জিহাদ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত আর জিহাদের প্রস্তুতিতে অশ্বের তত্ত্বাবধানও ইবাদত এর অন্তর্ভুক্ত। একটি ইবাদতে মশগুল থাকার কারণে হযরত সুলাইমান (আ.) আরেকটি ইবাদতের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিষয়টি হল ঈমানের পর নামায যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, অশ্বের তত্ত্বাবধানের কারণে নামাযের কথা ভুলে যাওয়া একজন মনোনীত নবীর জন্য উচিৎ ছিল না। তাই হযরত সুলাইমান (আ.) অশ্বগুলোকে আল্লাহ তা'আলার রাহে কুরবানী করে দিলেন।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, হযরত সুলাইমান (আ.) যখন অশ্বগুলোকে আল্লাহ তা'আলার রাহে কুরবানী করে দিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা অশ্বের পরিবর্তে তাকে এমন যানবাহন প্রদান করলেন যা অশ্ব থেকে

অনেক দ্রুতগামী। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বাতাসকে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর অনুগত করে দিলেন।

সমস্ত কিছুই আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধিন

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝

তরজমা.

নিশ্চয় আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করি এবং তাঁর সিংহাসনে ফেলে দেই একটি ধড়, এরপর তিনি রুজু হয়ে যান।[৪৯২]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

তাফসীরে উসমানীতে বর্ণিত হয়েছে-

সহীহ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সুলাইমান (আ.) একদা শপথ করে বললেন, আমি আজ রাতে সকল স্ত্রীদের নিকট যাব (যার সংখ্যা সত্তর, নব্বই বা একশতের নিকটবর্তী কোন সংখ্যা) ফলে প্রত্যেক স্ত্রী একটি করে পুত্র সন্তান জন্মাবে যারা আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করবে। ফিরিশতা অন্তরে জাগ্রত করে দিলেন ইনশা আল্লাহ বলার কথা। হযরত সুলাইমান (আ.) এর অন্তরে ইনশা আল্লাহ শব্দের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও তিনি তা মুখে উচ্চারণ করেননি। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় হযরত সুলাইমান (আ.)-এর একজন স্ত্রীর গর্ভেও কোন বাচ্চা হয়নি কেবলমাত্র একজন স্ত্রীর গর্ভ থেকে অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চা হল। এখানেই প্রমাণিত হয় মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বিস্ময়কর লীলাখেলা, আল্লাহ তা'আলা দান না করলে কেউ সন্তান লাভ করতে পারবে না। যে যত বড় মর্যাদাসম্পন্ন হোক না কেন, বা যত বড় শক্তিধরই হোক না কেন, সমস্ত কিছুই আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধিন। এ পৃথিবীতে যা কিছু হয় তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও মর্জিতেই হয়, আর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও মর্জি না হলে কিছুই হয় না।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে বুঝা গেল যে, সর্বদা এ নিয়ত রাখা চাই আল্লাহ তা'আলা যা চাবেন তাই হবে, আল্লাহ তা'আলা যে কয়জন সন্তানকে চাবেন জিহাদের আমলে নিযুক্ত করবেন।

৪৯২. সূরা সদ-৩৪

রাসূলগণকে এবং মুমিনদেরকে সাহায্য করবো

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝

তরজমা.

নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে এবং মুমিনদেরকে সাহায্য করবো পার্থিব জীবনে এবং সেদিনও, যে দিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে।[৪৯৩]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত লাহোরী (রহ.) লিখেন-

হযরত আম্বিয়া (আ.) ও মুমিনদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সাহায্য দুনিয়ার এ জগতে এবং আখেরাতের অনন্ত অসীমকালেও।

يعنى انه يغلبهم فى الدارين جميعا بالحجة والظفر على مخالفيهم وان غلبوافى الدنيافى بعض الاحايين امتحانامن الله والعاقبة لهم ويتيح الله من يقتص من اعداهم ولو بعدحين (المدارك)

قال ابن عباس بالغبة والقهر (البغوى)

হে রাসূল! আপনি অবিচলিত থাকুন, সবর অবলম্বন করুন,

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِبْكَارِ ۝

তরজমা.

অতএব হে রাসূল! আপনি অবিচলিত থাকুন, সবর অবলম্বন করুন, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য, এবং নিজের ত্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আর সকাল সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের স্বপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকুন।[৪৯৪]

৪৯৩. সূরা মু'মিন-৫১
৪৯৪. সূরা মু'মিন-৫৫

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দীন ইসলামের যে বিজয় এবং দুশমনদের ধ্বংসের যে ওয়াদা করেছিলেন তা সম্পূর্ণ সত্য। আলোচ্য এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে আর হিজরতের পর মদীনায় জিহাদের মাধ্যমে বিজয় অর্জিত হয়েছে ও দুশমন ধ্বংস হয়েছে।

ইমাম বাগবী (রহ.) লিখেন-

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ فى اظهار دينك واهلاك اعدائك حَقٌّ (البغوى)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ من قوله انا لننصر رسلنا فلابدمن نصرك على اعدائك (البحر المحيط)

يعنى ان ماسبق به وعدى من نصرتك واعلاء كلمتك حق (المدارك)

যারা আক্রান্ত হলে বদলা নিয়ে থাকে

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ۝٣٩

তরজমা.

আর যারা আক্রান্ত হলে বদলা নিয়ে থাকে।[৪৯৫]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন-

যারা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।

ইমাম বাগবী (রহ.) লিখেন-

قال عطاء هم المومنون الذين اخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم ثم مكنهم الله فى الارض حتى انتصروا ممن ظلمهم (البغوى)

ইমাম কুরতুবী (রহ.) লিখেন-

قال ابن عباس رضي الله عنه وذلك ان المشركين بغوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه

৪৯৫. সূরা শুরা-৩৯

واذواهم واخرجوهم من مكة فاذن الله لهم بالخروج ومكن لهم فى الارض ونصرهم على من بغى عليهم وذلك قوله فى سورة الحج

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ○ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ

এসম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে কুরতুবী ও তাফসীরে উসমানী অধ্যয়ন করা যেতে পারে ।

আমি তোমাদেরকে পাকড়াও করবো ভীষণভাবে

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ⑯

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ○

তরজমা.

স্মরণ কর সেদিনকে যেদিন আমি তোমাদেরকে পাকড়াও করবো ভীষণভাবে, সেদিন তোমাদের রক্ষা নেই । নিশ্চয় আমি প্রতিশোধ গ্রহণকারী ।[৪৯৬]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

কয়েকজন মুফসসিরীনে কিরামের মতে আয়াতের মাঝে বর্ণিত, الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى তথা বড় পাকড়াও দ্বারা উদ্দেশ্য হল গাযওয়ায়ে বদরের দিন । আর অনেকের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল কিয়ামতের দিন ।

ইমাম বাগবী (রহ.) লিখেন-

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى وهو يوم بدر إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه واكثر العلماء وقال الحسن يوم القيامة

---

৪৯৬. সূরা দুখান-১৬

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ هو يوم بدر (جلالين)

هى يوم القيامة او يوم بدر (المدارك)

তাফসীরে উসমানীতে উল্লেখ করা হয়েছে-

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট বড় পাকড়াও দ্বারা উদ্দেশ্য হল কিয়ামতের সময় যা সংঘঠিত হবে আখেরাতের আযাব নয়। এবং ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট বড় পাকড়াও দ্বারা বদর যুদ্ধের ঘটনা উদ্দেশ্য, বদর যুদ্ধেই তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া হয়েছে।

পাপীষ্ঠদের জন্যে অন্য আযাবও রয়েছে

وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾

তরজমা.

এ পাপীষ্ঠদের জন্যে এছাড়া অন্য আযাবও রয়েছে, তবে তাদের অনেকেই তা জানে না।[৪৯৭]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

ঐ সমস্ত জালিমদের জন্য কিয়ামতের পূর্বেই এক আযাব নির্ধারিত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট এর দ্বারা বদরের দিন কাফিরদের পাওয়া শাস্তি উদ্দেশ্য।

قال ابن عباس يعنى القتل يوم بدر (البغوى)

دون يوم القيامة وهو القتل ببدر والقحط سبع سنين وعذاب القبر (المدارك)

গাযওয়ায়ে বদর ইসলামী জিহাদের এমনই একটি শুভসূচনা যা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করা পর্যন্ত জারি থাকবে বিধায় সকল জিহাদের আলোচনাতেই এর ইশারা পাওয়া যায়।

৪৯৭. সূরা তূর-৪৭

আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল

اَمۡ يَقُوۡلُوۡنَ نَحۡنُ جَمِيۡعٌ مُّنۡتَصِرٌ ﴿۴۴﴾ سَيُهۡزَمُ الۡجَمۡعُ وَيُوَلُّوۡنَ الدُّبُرَ ﴿۴۵﴾

তরজমা.

অথবা তারা কি বলে? আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল। এ দল অচিরেই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে। ।[৪৯৮]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

মুশরিকদের নিজেদের ঐক্যবদ্ধতা ও শক্তির উপর অধিক অহংকার ছিল। তাদের ব্যাপারেই বলা হল তারা পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। হযরত উমর (রা.) বলেন যখন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল তখন আমার বুঝে আসেনি যে কারা পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। অতঃপর যখন বদরের দিন দেখলাম যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি তিলাওয়াত করছেন তখন এর উদ্দেশ্য আমার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

أَمۡ يَقُولُونَ يعنى كفار مكة نَحۡنُ جَمِيعٌ يعنى مُنۡتَصِرٌ يعنى من اعدانا والمعنى نحن يدواحدة على من خالفنا منصورون ممن عادانك

وقال سعيد بن المسيب سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لمانزلت سَيُهۡزَمُ الۡجَمۡعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ كنت لاادرى اى جمع يهزم فلماكان يوم بدر رايت النبى صلى الله عليه وسلم يثب فى درعه ويقول سَيُهۡزَمُ الۡجَمۡعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ فعلمت تأويلها (البغوى)

أَمۡ يَقُولُونَ اى كفار قريش نَحۡنُ جَمِيعٌ اى جمع مُنۡتَصِرٌ على محمد ولماقال ابوجهل يوم بدر انا جمع منتصر نزل سَيُهۡزَمُ الۡجَمۡعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ فهزموا ببدر ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم (جلالين)

৪৯৮. সূরা ক্বমার-৪৪,৪৫

আল্লাহ তা'আলাকে 'করজে হাসানা' দিতে থাক

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَ نِصْفَهٗ وَ ثُلُثَهٗ وَ طَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَ اللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَ اٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَ اٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۟ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

তরজমা.

হে রাসূল! নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক জানেন, আপনি এবং আপনার সঙ্গী কিছু লোক রাতের দুই তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধরাত অথবা এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে থাকেন, আল্লাহ তা'আলাই রাত-দিনের পরিমাপ করেন, আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারবে না, তাই তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। আতএব, কুরআনে কারীমের যতটুকু তিলাওয়াত করা তোমার পক্ষে সহজ হয় ততটুকুই তিলাওয়াত কর। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোক রুগ্ন হয়ে পড়বে, আর অন্যান্য কিছু লোক জীবিকার সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কিছু লোক আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করতে থাকবে। অতএব, তোমরা পবিত্র কুরআনের যতটুকু সহজ বোধ কর, পাঠ কর এবং নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর, আর আল্লাহ তা'আলাকে 'করজে হাসানা' দিতে থাক আল্লাহ তা'আলার রাহে দান করতে থাক, আর তোমরা নিজেদের উপকারার্থে যা কিছু কল্যাণকর কাজ করে পাঠাবে, তা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার নিকট পাবে, আর যা পাবে তা হবে উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর, আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।[৪৯৯]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فهى بشارة بما يستقبل (ابن كثير)

ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) লিখেন, এটা ভবিষ্যতের জন্য সুসংবাদ যে সামনে তোমাদের উপর কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ ফরয করা হবে।

৪৯৯. সূরা মুয্যামিল-২০

আল্লাহ তা'আলা লক্ষ্য করলেন যে, তোমাদের মধ্যে অসুস্থ ব্যক্তি, মুসাফির ব্যক্তি রয়েছে এবং রয়েছে এমনও ব্যক্তি যারা রুটি রুজী ও ইলম অর্জনের জন্য ঘুরা-ফেরা করছে তারাই আবার দীনের জন্য মরদে মুজাহিদে রূপান্তরিত হবে। আল্লাহ তা'আলার রাহে জান বাজি রেখে জিহাদ করবে তাদের জন্য আবার রাত্রি জেগে ইবাদত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাবে তাই তাতে কিছুটা শিথিল করা হয়েছে।

এই নগরীতে আপনার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই

وَاَنۡتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الۡبَلَدِ ۙ﴿۲﴾

তরজমা.

এবং এই নগরীতে আপনার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।[৫০০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.

আলোচ্য এ আয়াতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মক্কাতুল মুকাররমায় কিতালের বৈধতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একসময় মক্কায় কিতাল করাও হালাল করা হবে।

وحلال لك ان تقتل بمكة من شئت وذلك ان الله تعالى فتح عليه مكة واحلها له

মক্কাতুল মুকাররামায় সকলের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ বা কাউকে হত্যা করা হারাম কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হারাম ছিল না। যারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুকাবেলা করতে এসেছে তাদের হত্যা করা হয়েছে আর বিশেষ অপরাধীদের কা'বা ঘরের দেয়ালের পাশেও হত্যা করা হয়েছে। আবার সে দিনের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য তা হারাম হয়ে গিয়েছে। এ আয়াতে মক্কা শহরের শপথ এমন সময় করা হয়েছে যখন দুনিয়ার বুকে সর্বাধিক সম্মানিত ও বুযুর্গ

৫০০. সূরা বালাদ-২

ব্যক্তি মক্কায় অবস্থান করছে দুশমনের বেষ্টনিতে, যখন তাঁর উপর জেল-জুলুম আর নির্যাতনের স্টিমরুলার চলছিল তখন (জুমলায়ে মুতারিজা হিসাবে) অপ্রাসঙ্গিক বাক্য হিসাবে সান্ত্বনা হিসাবে বলে দেয়া হল। তবে সম্ভবত ঐ দিকেই ইশারা করা হয়েছে যে, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ 'নগরীতে আপনার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।' বর্তমানে যদিও এ শহরের অজ্ঞ সব লোক আপনার মূল্যায়ন করছে না কিন্তু একটি সময় এমন আসবে যে, আপনি বিজয়ী বেশে এ শহরে প্রবেশ করবেন। এ সম্মানিত স্থানটি পবিত্র করণ, পরিশুদ্ধ করণ এবং এখানকার অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করার অনুমতি আপনাকে প্রদান করা হবে। এ ভবিষ্যতবাণীটি অষ্টম হিজরীতে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে পুরা হয়েছিল।

কেউ কেউ আয়াতের অর্থ এভাবেও করেছেন যে, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ এর অর্থ হল انت نازل অর্থাৎ ঐ শহরের শপথ খাচ্ছি যে শহরে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন বা অবস্থান করেছেন। (তাফসীরে উসমানী)

বিস্তারিত সূচি

বিষয়	নাম্বার
সূরা বাকারা	**০৯-৩৮**
জিহাদ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ	১১
তদপেক্ষা অত্যাচারী কে?	১২
সবর এবং নামায দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর	১৩
আল্লাহ তা'আলার রাহে মৃত্যু বরণ করা মৃত্যু নয়	১৩
নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব	১৫
আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় দৃঢ় থেকে জিহাদ করতে থাকা	১৬
তোমরা আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করো	১৭
তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করো	১৮
যদি ঐ ব্যক্তি কুফরী ও শিরকী থেকে ফিরে আসে	১৯
যুদ্ধ করো যতক্ষণ না অশান্তি দূরীভূত হয়	১৯
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কোন প্রকার অন্যায় হবে না	২০
জিহাদকে পরিত্যাগ করে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা	২১
নিজের জীবন পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়	২২
তোমরা কি ধারণা করছ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে	২২
অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইখলাসের প্রতি লক্ষ রাখবে	২৩
তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হলো	২৪
যারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে ব্যর্থ হলো	২৫
ঈমানের পর হিজরত এবং জিহাদ অত্যন্ত বড় নিয়ামত	২৬
আরোহী অবস্থায়ই নামায কায়েম কর	২৭
নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য পলায়ন করা	২৭
আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ কর	২৮
আলাহ তা'আলাকে উত্তম ঋণ প্রদান করা	২৯
তাদের সকলেই পশ্চাদ অবলম্বন করল	৩০
আমীর ও বাদশাহ 'তালুত'	৩১
তালুতের নেতৃত্বের নিদর্শন	৩২
বহু ছোটদল বড় দলের উপর জয়ী হয়েছে	৩২
জিহাদের ময়দানে দৃঢ়পদ থাকা	৩৪
জালুত ও তার বাহিনীর পরাজয়	৩৫
শক্তিশালী দুশমনের উপর বিজয় অর্জন করতে হবে	৩৬

বিষয়	নাম্বার
জিহাদের ময়দানে অর্থ ব্যয়	৩৬
শংকা ও চিন্তা মুক্ত থাকা	৩৭
নিজের ধন-সম্পদ ঐ সমস্ত লোকদের জন্য খরচ করো	৩৭
কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর	৩৮
সূরা আলে ইমরান	**৩৯-৮৩**
অচিরেই তারা দুনিয়ার বুকে পরাভূত হবে	৪১
আল্লাহ যাদের সাথে বিজয় তাদেরই পক্ষে	৪১
কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা	৪২
পৃথিবীতে তোমরাই সর্বোত্তম ফল	৪৩
কাফেররা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেও অবশেষে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে	৪৪
অপমান ও লাঞ্ছনা তাদের জন্য অবধারিত	৪৪
তারা সর্বদাই তোমাদের অকল্যাণ প্রত্যাশা করে	৪৫
তারা কিন্তু তোমাদেরকে ভালবাসে না	৪৬
তোমাদের কল্যাণে তারা দুঃখিত হয়	৪৭
জিহাদের উদ্দেশে আপন গৃহ থেকে বের হওয়া	৪৮
শত্রুর শক্তি দেখে ভীত না হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করা	৪৮
বদরে তোমাদেরকে সাহায্য করা হয়েছিল	৪৯
ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করা	৫০
আল্লাহ কর্তৃক বদরে পাঁচ হাজার ফিরিশতা প্রেরণ	৫০
ফিরিশতা প্রেরণ সুসংবাদ মাত্র প্রকৃত সাহায্য তারই	৫১
তোমাদেরে শক্তিদানের উদ্দেশ্য কাফিরদের শক্তি খর্ব করা	৫২
মুসলমান ঈমান ও জিহাদের উপর অবিচল থাকবে	৫২
তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন	৫৩
প্রকৃত মুমিন যারা বিজয় তাদেরই	৫৩
তোমাদের কিছু সংখ্যককে তিনি শহীদ রূপে গ্রহণ করেন	৫৪
উহুদ যুদ্ধে বাহ্যিক পরাজয়ের হিকমত	৫৫
উহুদ যুদ্ধে বাহ্যিক পরাজয়ের আরেকটি হিকমত	৫৫
তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে?	৫৬
শাহাদাতেরই প্রত্যাশা কর	৫৭
তবে কি তোমরা জিহাদ ও ইসলাম থেকে ফিরে যাবে?	৫৭

বিষয়	নাম্বার
জিহাদের কারণে মৃত্যু আসে?	৫৮
জিহাদের কাজে শক্তি, সাহস, ধৈর্য হিম্মতের সাথে অটল অবিচল থাকা	৫৯
জিহাদের ময়দানে দৃঢ়পদ ছিলেন	৫৯
মুখলেস মুজাহিদগণের দৃঢ়তা	৬০
আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের হেফাজতকারী	৬১
অচিরেই আমি কাফিরদের অন্তরে ভয়-ভীতির সঞ্চার করবো	৬১
নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর অঙ্গীকারকে পূর্ণ করেছেন	৬২
যখন তোমরা নির্লজ্জের ন্যায় পালাচ্ছিলে	৬৩
সত্যিকার মুজাহিদগণের চক্ষু শীতল করেছেন	৬৪
আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন	৬৬
আল্লাহ তা'আলাই জীবন ও মৃত্যু দান করেন	৬৬
আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা ও রহমত প্রদান করেন	৬৭
জীবন বাচানোর চিন্তা পরিহার করো	৬৮
যুদ্ধ-জিহাদের বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ করা	৬৮
জয়-পরাজয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে	৭০
খিয়ানত একটি মস্তবড় গুনাহ	৭০
খিয়ানত কারী আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি অর্জন করে	৭১
তিনি যাবতীয় কার্যাবলী খুব ভাল করেই লক্ষ্য করেন	৭২
মুমিনদের প্রতি বিশেষ এহসান	৭২
পরাজয় তোমাদের নিজেদের তরফ থেকেই	৭৩
উহুদ যুদ্ধ আল্লাহর অনেক বড় হিকমত	৭৪
আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করো	৭৪
জিহাদের ময়দানে গেলে মৃত্যু হয়	৭৫
তারা প্রতিপালকের কাছ থেকে জীবিকাও গ্রহণ করছে	৭৬
শাহাদাতের মর্যাদায় মুজাহিদগণ উৎসাহিত হয়	৭৬
আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পরও জিহাদে যাওয়া	৭৭
সাহায্যের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট	৭৮
শয়তান তার বন্ধুদেরকে ভয় দেখায়	৭৯
বিজয় ও আখেরাতের সফলতার ওয়াদা	৭৯
জিহাদের ময়দানে আহত বা শহীদ হওয়া	৮০
কাফিরদের শহরে বন্দরে গমনাগমন যেন প্রতারিত না করে	৮১
যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করবে	৮২

বিষয়	নাম্বার
আয়াতসমূহকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করা	৮২
ঈমানের হিফাজত ও দুনিয়া-আখিরাতের সফলতার বস্তু	৮৩
সূরা নিসা	**৮৪-১১৪**
উত্তম ও উৎকৃষ্ট বন্ধু	৮৬
আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করা	৮৬
জিহাদের ন্যায় কর্তব্য পালনে অবহেলা করা	৮৭
পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রি করা	৮৮
দূর্বল পুরুষ, অসহায় নারী ও বচ্চাদের জন্য জিহাদ করা	৮৮
ঈমানদার তারাই যারা আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করে	৮৯
যখন তাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হলো	৯০
সুরক্ষিত দূর্গ ঠেকাতে পারবে না মৃত্যুকে	৯১
বান্দার সকল কল্যাণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই	৯২
রাসূলের তাবেদারী বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলারই তাবেদারী	৯৩
কার্য সম্পাদক রূপে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট	৯৪
তারা কি কুরআনের মধ্যে চিন্তা করেনা?	৯৫
সংবাদ প্রচারে তারা ছিল তৎপর	৯৫
মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উৎসাহ প্রদান করা	৯৬
ভাল কাজের অনুরোধকারী ভাল অংশ পাবে	৯৭
মুনাফিকদের ব্যাপারে দু'দলে বিভক্ত হওয়া	৯৭
কাফিররা প্রত্যাশা করে তোমরাও তাদের ন্যয় হয়ে যাও	৯৮
চুক্তি সম্পাদনকারীদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ না করা	৯৯
অবশ্যই তোমরা তাদের বন্দি করবে এবং হত্যা করবে	১০০
তোমরা উত্তমরূপে অনুসন্ধান করে জিহাদ কর	১০১
গৃহে অবস্থানকারী ও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কখনো সমান নয়	১০২
যেসকল মানুষ হিজরত ও জিহাদ পরিহার করে	১০৩
যে সমস্ত দুর্বল পুরুষ নারী হিজরত করতে সক্ষম নয়	১০৪
যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার পথে হিজরত করে	১০৪
নামায সংক্ষেপ করার দরূন কোন গুনাহ নেই	১০৫
আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অস্ত্র সঙ্গে রাখা	১০৬
কাফিরদের অনুসন্ধান করে বের করা ও তাদের বন্দি করা	১০৭

বিষয়	নাম্বার
মুনাফিকদের সুসংবাদ প্রদান করুন	১০৮
মুনাফিকরা কি কাফিরদের নিকট সম্মান চায়?	১০৯
আল্লাহর নির্দেশ অস্বীকার কারীদের মজলিসে কস্মিকালেও না বসা	১০৯
মুনাফিকরা তোমাদের অবস্থার উপর সুক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে	১১০
নিশ্চয় মুনাফিকরা চরম ধোকাবাজ	১১১
মুনাফিকরা থাকে সর্বদা দোদুল্যমান	১১২
মুসলমাদের সঙ্গ পরিহার করে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা	১১৩
নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে বাস করবে	১১৩
শর্তসাপেক্ষে মুসলিম জামা'আতে শরীক হওয়ার সুযোগ রয়েছে	১১৪

সূরা মায়েদা **১১৫-১৩২**

বদলা নেয়ার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত না করা	১১৭
কাফিররা তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে নিরাশ হয়েছে	১১৮
তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে নিয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর	১১৯
আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল থেকে জিহাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন	১২০
হযরত মূসা (আ.) নিজ কওমকে জিহাদের দাওয়াত দিয়েছেন	১২১
জিহাদ না করার পরিণতি	১২৩
ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রকাশ করা	১২৩
তুমি আর তোমার রব যাও আমরা বসে থাকবো	১২৪
আমি শুধু আমার ও আমার ভ্রাতার উপর অধিকার রাখি	১২৫
জিহাদ পরিত্যাগকারী সম্প্রদায়ের জন্য শাস্তির ঘোষণা	১২৬
আল্লাহর পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জনের মাঝেই সফলতা	১২৬
যারা ইহুদী ও নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে তারাও তাদেরই অন্তর্ভূক্ত	১২৭
যাদের অন্তরে মুনাফিকী রয়েছে তারা দৌড়ে গিয়ে ইহুদী ও নাসারাদের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে	১২৮
মুসলমানদের বিজয়ে মুনাফিকদের নিফাকী প্রকাশ পেয়ে যাবে	১২৮
কোন মুসলমান মুরতাদ হওয়ার দ্বারা ইসলামের কোনই ক্ষতি হবে না	১২৯
মুসলমানদের প্রকৃত বন্ধু	১৩০
আল্লাহ তা'আলার দলই বিজয়ী	১৩১
মুসলমানদের সবচেয়ে কঠিন দুশমন ইহুদী ও মুশরিকীন	১৩১

বিষয়	নাম্বার
সূরা আনফাল	**১৩৩-১৭৮**
যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই	১৩৫
আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সম্পদ থেকে তার রাহে ব্যয় করবে	১৩৫
ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহর জন্য নিজ গৃহ থেকে বের হওয়া	১৩৬
সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা সাব্যস্ত কর	১৩৭
এক হাজার ফিরিশতা প্রেরণ	১৩৮
তন্দ্রার মাধ্যমে সাহায্য করা	১৩৯
ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ প্রদান	১৪০
তারা বিরুদ্ধাচরণকারী, দুশমন ও বাগী	১৪০
মুমিনের জন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা নিষেধ	১৪১
আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে হত্যা করেছেন	১৪২
কাফিরদের সংখ্যা যত বেশিই হোক তারা পরাভূত হবে	১৪২
জিহাদের হুকুম শোনার পর পিছ পা হওয়া যাবে না	১৪৩
কাফিরগণ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট	১৪৪
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও সবার আগে	১৪৫
তোমরা পাপ কার্য থেকে বেঁচে থাক	১৪৫
জিহাদ করার ক্ষেত্রে দূর্বলতা প্রকাশ করোনা	১৪৬
খিয়ানত ও বিশ্বাস ঘাতকতা থেকে বেঁচে থাকা	১৪৭
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা	১৪৮
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে জিহাদের পথে অন্তরায় বানাবে না	১৪৮
আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত শক্তিশালী ও উত্তম কৌশলী	১৪৯
তৎকালীন মক্কার মুশরিকরা কুরআনে পাকের অস্বীকারকারী	১৫০
হে আল্লাহ! আমাদের উপর পাথর বৃষ্টি দাও	১৫০
তাদের প্রত্যাশিত আযাব প্রদান করা হল	১৫১
তারা তো মানুষকে মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দেয়	১৫১
মুশরিকরা তো মসজিদে হারামের হক্বদারই নয়	১৫২
কাফিররা তাদের সম্পদ খরচের দরুন আক্ষেপ করবে	১৫৩
পবিত্র মাল আল্লাহর জন্য আর অপবিত্র মাল শয়তানের জন্য	১৫৩
মুসলমানদের সাহায্য এবং কাফিরদের ধ্বংস করবেন	১৫৪
কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাও	১৫৫
মুসলমানদের হতভাক হওয়ার কিছু নেই	১৫৫

বিষয়	নাম্বার
মালে গনীমতের বন্টন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর ইচ্ছা অনুযায়ী	১৫৬
আল্লাহ তা'আলা উভয় দলকে রণক্ষেত্রে সমবেত করলেন	১৫৭
কাফেরদের সংখ্যা অল্প স্বপ্নে দেখা	১৫৮
যুদ্ধকালীন সময় অটল অবিচল থাকা	১৬০
আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সা.-এর হুকুম মেনে চলা	১৬০
জিহাদে নিয়্যতকে খাটি রাখা ও নমনীয়তা অবলম্বন করা	১৬১
বদর যুদ্ধে মুশরিকদেরকে শয়তানের উৎসাহ প্রদান	১৬২
মুনাফিকদের পক্ষ থেকে মুমিনদের নিরুৎসাহিত করণ	১৬৩
আগুনের হাতুড়ি দ্বারা কাফিরদের মুখ ও পিঠে আঘাত করা	১৬৪
মক্কার মুশরিকদের দৃষ্টান্ত ফিরাউন সম্প্রদায়ের ন্যায়	১৬৪
আল্লাহ তা'আলা কাউকে অন্যায় ছাড়া শাস্তি প্রদান করেন না	১৬৫
তাদের পাপাচারের কারণেই আমি তাদের ধ্বংস করেছি	১৬৬
কাফিরদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা	১৬৬
ঘোষণা দিয়ে সন্ধিচুক্তি বাতিল করা	১৬৭
কাফির কিছুতেই আল্লাহ তা'আলার আযাব থেকে রক্ষা পাবে না	১৬৮
দুশমনদের সাথে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নেয়া	১৬৮
কাফির সম্প্রদায়ের সাথে সন্ধি করার অনুমতি	১৬৯
কাফিরদের সন্ধির আড়ালে ধোকা মনে হলেও সন্ধি করে নেয়া	১৭০
আল্লাহ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট	১৭১
মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা	১৭১
আল্লাহ তা'আলা আখেরাতের কল্যাণ চান	১৭৩
ফিদ্ইয়ার মালও গনীমতের ন্যায় হালাল ও পবিত্র	১৭৩
বন্দীদের মধ্যহতে যারা সরলমনে ঈমান আনবে	১৭৪
মুহাজির ও আনসার পরস্পর একে অপরের বন্ধু	১৭৫
সূরা তাওবাহ	**১৭৯-২৭২**
মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হল	১৮২
মুশরিকদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন সম্পর্ক নেই	১৮৩
মুশরিকদের মধ্যে যাদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে	১৮৪
সর্বত্র তাদের জন্যে ওঁৎ পেতে থাক	১৮৪
মুশরিকদের মধ্যে যদি কেউ আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে	১৮৫

বিষয়	নাম্বার
মুশরিকদের চুক্তি কি করে বলবৎ থাকবে?	১৮৬
তারা শুধু মুখের কথায় তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়	১৮৭
মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা	১৮৮
ওরা গোটা মুসলিম জাতির দুশমন	১৮৮
তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই	১৮৯
তবে কাফের প্রধানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর	১৯০
তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না?	১৯১
আল্লাহ পাক তোমাদের হাতেই তাদেরকে শাস্তি দেবেন	১৯১
তোমরা কি মনে কর আল্লাহ তোমাদের এমনি এমনি ছেড়ে দেবেন?	১৯৩
মসজিদ আবাদ করা মুশরিকদের কাজ নয়	১৯৪
মসজিদ কেবল মুমিনরাই আবাদ করবে	১৯৫
আল্লাহ তা'আলা জালেম সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না	১৯৬
আল্লাহ পাকের দরবারে রয়েছে তাদের উচ্চ মর্যাদা	১৯৭
কাফির নিকটাত্মীয় হলেও তাকে বন্ধু বানিও না	১৯৮
আল্লাহ পাক পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না	১৯৮
সংখ্যা গরিষ্ঠতায় উৎফুল্ল হওয়া চলবে না	১৯৯
যারা মুশরিক তারা নাপাক	২০১
ইহুদী ও নাসারাদের সাথে যুদ্ধ কর	২০২
ইহুদী-নাসারাদের সঙ্গে জিহাদের আরেকটি কারণ	২০৪
ইহুদী-নাসারাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আরেকটি কারণ	২০৪
মুখের ফুৎকারে আল্লাহ পাকের নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়	২০৫
ভ্রান্ত ধর্মের উপর সত্য ধর্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়া	২০৬
মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দেয়া	২০৬
আল্লাহর বিধানে মাসের সংখ্যা বারো	২০৭
সম্মানিত মাসকে রহিতকরণ	২০৯
আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উপভোগ অতি নগণ্য	২১০
জিহাদের কাজে অলসতা করার ব্যাপারে সতর্কতা	২১০
জিহাদে বাধা প্রদানকারী ব্যাধির চিকিৎসা	২১১
তোমরা তাঁর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না	২১১
নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমাদের সাথে রয়েছেন	২১২
তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়	২১৩
তারা নিশ্চয় আপনার অনুসরণ করত	২১৪

বিষয়	নাম্বার
আল্লাহ পাক আপনাকে ক্ষমা করেছেন	২১৫
জিহাদ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের একটি অন্যতম মাধ্যম	২১৬
আপনার নিকট শুধু তারাই অব্যাহতি প্রার্থনা করে	২১৭
যদি তারা অভিযানে বের হওয়ার ইচ্ছা করতো	২১৭
তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাদের চর	২১৮
তারা পূর্ব থেকেই ফেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল	২১৯
দোযখ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে	২২০
নবীজীর কষ্টে মুনাফিকরা খুশি হয়	২২১
আল্লাহ পাকের প্রতিই মুমিনদের ভরসা করা উচিত	২২২
বিজয় অর্জন কিংবা শাহাদাত বরণ দুটিই উত্তম	২২২
তোমাদের অর্থ-সম্পদ আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়	২২৩
মুনাফিকদের অর্থ ব্যয় অগ্রহণীয় হওয়ার কারণ	২২৪
তাদের পরবর্তী আযাবও অত্যন্ত ভয়াবহ	২২৪
মুনাফিকরা আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে	২২৫
বাঁধন ছেড়ে ক্ষিপ্রগতিতে সেদিকে পালিয়ে যায়	২২৬
যারা সদকা বন্টনে তোমাদের প্রতি দোষারোপ করে	২২৬
যারা যাকাত পাওয়ার হক্বদার	২২৭
তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয়	২২৯
তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করে	২২৯
মুনাফিকদের অন্তরের কথা আল্লাহ প্রকাশ করে দেন	২৩০
তোমরা শাস্তির জন্য অপেক্ষা কর	২৩১
মুনাফিক নারী হোক কিংবা পুরুষ সকলের আচরণই এক	২৩২
দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে যাদের সাধনা ব্যর্থ	২৩৪
মুমিন নর এবং নারীগণ একে অন্যের সাহায্যকারী	২৩৫
হে নবী! কাফের এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন	২৩৬
তারা যদি তাওবা করে তবে তা তাদের জন্য ভাল	২৩৯
আল্লাহ তা'আলা জানেন তাদের গোপন রহস্য	২৪০
আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য লোকদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না	২৪২
হে রাসূল! আপনি বলুন দোযখের আগুন অধিকতর উত্তপ্ত	২৪৩
যারা পিছনে পড়ে থাকে তাদের সঙ্গেই বসে থাক	২৪৪
তার জানাযার নামায পড়াবেন না	২৪৫
আমরা তাদের সঙ্গে থেকে যাই যারা বসে আছে	২৪৬

বিষয়	নাম্বার
তাদের জন্যেই রয়েছে কল্যাণ	২৪৭
সঙ্গত কারণ ছাড়া জিহাদ থেকে অব্যাহতি চাওয়া	২৪৮
যারা জিহাদে বের না হলেও কোন অসুবিধা নেই	২৪৯
সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও জিহাদ থেকে অব্যাহতি চায়	২৫০
আপনার নিকট বাহানা পেশ করবে	২৫১
আল্লাহ তা'আলার রাহে ব্যয় করাকে জরিমানা স্বরূপ মনে করা	২৫৩
মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী	২৫৪
পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ লোকদের মধ্যে কেউ কেউ মুনাফিক	২৫৫
ভাল কাজের সঙ্গে মন্দ কাজ মিশ্রিত করা	২৫৫
কিছু লোকের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইল	২৫৭
জেদের বশবর্তী হয়ে মসজিদ নির্মাণ করা	২৫৮
আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন	২৬০
আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান করুন	২৬১
মুশরেকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নয়	২৬২
আসমান জমিনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই	২৬৩
যারা সংকট মুহূর্তে তাঁর অনুগমন করেছিল	২৬৪
তারা এ সত্য উপলব্ধি করে	২৬৪
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর	২৬৫
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ত্যাগ করা করো পক্ষে শোভনীয় নয়	২৬৬
মুমিনদের সকলকে এক সঙ্গে অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়	২৬৮
নিকটবর্তী কাফির যেন তোমাদের কঠোরতা উপলব্ধি করতে পারে	২৬৮
যারা মুমিন সূরাটি তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করেছে	২৬৯
আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট	২৭১
সূরা হজ্ব	**২৭৩-২৮৩**
নিজ নিজ ধর্মের জন্য লড়াই কারী দুটি দল	২৭৫
নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য মুমিনদের সাথে থাকবে	২৭৬
যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল	২৭৬
তারা এক আল্লায় বিশ্বাসী এই তাদের অপরাধ	২৭৭
জিহাদের ময়দানে সাহায্য করা সমগ্র মানব জাতির উপর অনুগ্রহ করা	২৭৮

বিষয়	নাম্বার
তাদের নিকট অতর্কিতভাবে কিয়ামত উপস্থিত হবে	২৭৯
আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করবেন	২৮০
নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মার্জনাপ্রিয়	২৮০
জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত	২৮২
সূরা নূর	**২৮৪-২৯১**
মুনাফিকরা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে আল্লাহর নামে শপথ করে	২৮৬
জিহাদের নির্দেশ আসলে ততক্ষণাৎ বের হয়ে যাব	২৮৭
তাদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করবেন	২৮৮
আয়াত সম্পর্কে সামান্য আলোচনা	২৮৯
সত্যিকারের ঈমানদার তারাই যারা জিহাদ ইত্যাদি আমলে রাসূলুল্লাহ সা.এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে	২৯০
সূরা আহযাব	**২৯২-৩১১**
তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ূ	২৯৪
তোমাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল	২৯৫
ওটাই তো মুমিনদের যাচাই করার স্থান	২৯৬
মুনাফিকরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রতারক আখ্যা দিয়েছে	২৯৬
আমাদের বাড়ী ঘর অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে	২৯৭
ঘর অরক্ষিত, এটা নিছক বাহানা মাত্র	২৯৮
কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে	২৯৯
তোমাদের পলায়ন কোন প্রকার উপকারে আসবে না	২৯৯
যারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয়	৩০১
যদি তারা যাযাবর মরুবাসীদের সঙ্গে থাকতো	৩০২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ	৩০৩
যখন মুমিনগণ সম্মিলিত হানাদার বাহিনীকে দেখলো	৩০৪
তাদের অঙ্গীকারে সামান্যও পরিবর্তন করেনি	৩০৫
সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে সত্যবাদিতার জন্যে পুরষ্কৃত করা	৩০৬
তাদের হাতে কোন কল্যাণই আসেনি	৩০৭
তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন	৩০৮

বিষয়	নাম্বার
আল্লাহ তা'আলার রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না	৩১০
সূরা মুহাম্মদ	**৩১২-৩৩৮**
আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্মকে ব্যর্থ করেছেন	৩১৪
তাদের গর্দানে আঘাত কর, হত্যা কর	৩১৫
তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলাকে সাহায্য কর	৩১৮
তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না?	৩১৮
নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের অভিভাবক	৩১৯
দোযখই হবে তাদের আবাসস্থল	৩২০
তাদের সাহায্য করার কেউ ছিলনা	৩২০
যার কুকীর্তিগুলো তার নিকট শোভনীয় মনে হয়	৩২১
যা তাদের নাড়ী-ভুড়িকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে	৩২২
যারা তাদের প্রবৃত্তির পেছনে ছুটে চলেছে	৩২৩
কিয়ামতের আলামতসমূহ তো এসেই পড়েছে	৩২৪
জিহাদের নির্দেশ আসলে মুনাফিকরা মুমূর্ষের ন্যায় তাকিয়ে থাকে	৩২৫
যদি তারা আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার পুরা করত!	৩২৬
যদি তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ কর	৩২৭
শয়তানই তাদের কাজকে শোভনীয় করে দেখায়	৩২৮
আল্লাহ মুনাফিকদের গোপন চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত	৩২৯
ফিরিশতাগণ তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে প্রহার করবে	৩৩০
তাদের কথার ধরনে তাদেরকে আপনি চিনতে পারবেন	৩৩১
আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো	৩৩২
তারা আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না	৩৩৩
নিজেদের আমলকে বিনষ্ট করো না	৩৩৩
আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না	৩৩৪
তোমরা কাপুরুষ হয়ো না	৩৩৫
দুনিয়ার জীবন তো খেলাধূলা ব্যতীত আর কিছুই নয়	৩৩৫
তোমাদের কোন কোন লোক কার্পণ্য করছে	৩৩৬
সূরা ফাত্হ	**৩৩৯-৩৬২**
সুস্পষ্ট বিজয় প্রদান করেছি	৩৪১

বিষয়	নাম্বার
আল্লাহ যেন আপনাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন	৩৪১
তাদের ঈমানের সঙ্গে আরো ঈমান বৃদ্ধি পায়	৩৪৩
তিনি তাদের ক্ষমা করে চির জান্নাতে প্রবেশ করাবেন	৩৪৪
যারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে	৩৪৪
আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী রূপে	৩৪৬
রাসূলের নিকট বাই'আত গ্রহণ বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট বাই'আত	৩৪৭
তারা মুখে যা বলে, তাদের অন্তরে তা নেই	৩৪৮
তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতিকে পরিবর্তন করতে চায়	৩৫০
তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে	৩৫১
অন্ধ, খোঁড়া এবং রুগ্ন ব্যক্তির জিহাদে শরীক না হওয়া	৩৫২
বৃক্ষ-তলে আপনার নিকট বাই'আত গ্রহণ করলো	৩৫৩
আল্লাহ প্রচুর গনীমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন	৩৫৪
যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি	৩৫৪
যদি কাফিররা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতো	৩৫৬
তোমাদের হাতকে তাদের থেকে সংযত রেখেছেন	৩৫৬
আমি তাদের থেকে কাফিরদেকে কঠিন শাস্তি দিতাম	৩৫৭
বর্বরতার যুগের অহমিকা	৩৫৮
রাসূলের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন	৩৫৯
সকল ধর্মের উপর সত্য ধর্মকে বিজয়ী করেন	৩৬০
তাঁর সঙ্গী সাথীগণ কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর	৩৬০
সূরা হুজুরাত	**৩৬৩-৩৭২**
পাপাচারীর সংবাদ যাচাই করে নেয়া উচিত	৩৬৫
মুসলমানদের পরস্পরে যুদ্ধ বন্ধ করা	৩৬৬
যদি তোমাদের নিকট কোন পাপাচারী সংবাদ নিয়ে আসে	৩৬৮
কয়েকটি ফিকহী বিধান	৩৬৯
ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি	৩৭১
জিহাদ ঈমানের আলামত	৩৭১
সূরা হাদীদ	**৩৭৩-৩৮২**
মক্কা বিজয়ের পূর্বে জিহাদ ও অর্থ ব্যয়ের একটি ভিন্ন মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে	৩৭৫

বিষয়	নাম্বার
কে আছে যে আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ দেবে	৩৭৬
করজে হাসানার দশটি গুণাবলী	৩৭৬
সাতশ'গুণ বৃদ্ধি পাওয়া	৩৭৭
সীমাহীন সাওয়াব	৩৭৮
আল্লাহ তা'আলার রহমতের গোপন খাযানা	৩৭৯
যে ব্যক্তি কোন গাযীকে জিহাদের সরঞ্জাম যোগান দিল	৩৭৯
জান্নাতে অভ্যর্থনা করা হবে	৩৮০
জান্নাতের প্রত্যেক দরজা যাকে আহবান করবে	৩৮০
তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট ছিদ্দীক ও শহীদ	৩৮১
আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, তাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি	৩৮১
সূরা মুজাদালাহ	**৩৮৩-৩৯২**
মিথ্যা শপথকে আত্মরক্ষার ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করছে	৩৮৫
ইসলামের শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব রাখা	৩৮৭
কাফিরদের নিকট মুসলমানদের গোপন তথ্য দেয়া	৩৮৭
ইসলাম ও জিহাদ থেকে বাধা প্রদানকারী	৩৮৭
তারা হবে সর্বাপেক্ষা লাঞ্ছিত লোকদের অন্তর্ভূক্ত	৩৮৯
আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট	৩৯০
সূরা হাশ্‌র	**৩৯৩-৪০৬**
তারা ভেবেছিল, দুর্গগুলো তাদেরকে রক্ষা করবে	৩৯৫
নির্বাসন না হলে দুনিয়াতেই শাস্তি অবধারিত ছিল	৩৯৬
খেজুর বৃক্ষ আল্লাহর হুকুমেই কাটা হয়েছে	৩৯৭
'মালে ফাই' বা যুদ্ধ ছাড়া প্রাপ্ত সম্পদ	৩৯৮
যাতে শুধু বিত্তবানদের মধ্যেই ঐশ্বর্য সীমাবদ্ধ না থাকে	৩৯৮
এ সম্পদ বিতাড়িত মুহাজিরদের জন্য	৪০০
আনসারগণ মুহাজিরদেরকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন	৪০০
ঈমানের ব্যাপারে যারা অগ্রণী সেই ভাইদেরকেও ক্ষমা কর	৪০২
মুনাফিকরা তাদেরকে সাহায্য করবে না	৪০৩
তোমাদের ভয় আল্লাহ তা'আলার ভয়ের চেয়েও অধিকতর	৪০৪

বিষয়	নাম্বার
সকলে একত্রিত হয়েও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না	৪০৫
তাদের কথা শয়তানের কথার মতোই	৪০৫
সূরা মুমতাহিনাহ	**৪০৭-৪১৮**
তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো	৪০৯
তবে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে	৪১০
আল্লাহ পাক তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন	৪১০
তোমাদের জন্যে রয়েছে ইবরাহীম (আ.) এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ	৪১১
তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন	৪১৩
যারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে	৪১৪
তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না	৪১৫
তারা যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে	৪১৬
আপনি তাদের বাই'আত গ্রহণ করুন	৪১৭
তাদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব করো না	৪১৮
সূরা সফ	**৪১৯-৪৩০**
তোমরা এমন কথা কেন বল, যা তোমরা করোনা	৪২১
আল্লাহ নাফরমান জাতিকে হিদায়েত করেন না	৪২২
আমার পরবর্তী আগমনকারী রাসূল সম্পর্কে সুসংবাদ দান করি	৪২৩
আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না	৪২৪
নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেনই	৪২৫
যেন এ সত্য ধর্মকে সকল ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন	৪২৬
আমি কি তোমাদেরকে উৎকৃষ্ট ব্যবসার সন্ধান দেব?	৪২৭
আমরাই আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকারী	৪২৯
সূরা মুনাফিকূন	**৪৩১-৪৪০**
আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য প্রদান করছেন যে, নিশ্চয় মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী	৪৩৩
তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভের ন্যায়	৪৩৪
মুনাফিকদের পরিচয়	৪৩৫

বিষয়	নাম্বার
তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়	৪৩৫
আল্লাহ তা'আলার নিকটই রয়েছে ধন-ভান্ডার	৪৩৬
সেখান থেকে অপমানিত ব্যক্তিদেরকে বের করে দেবে	৪৩৮
যারা এমন কাজ করবে তারাই সর্বস্বান্ত হবে	৪৩৯
কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন	৪৪১
আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) লিখেন	৪৪১
আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাস রাজী (রহ.) লিখেন	৪৪১
শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান সেই অশ্বগুলোর	৪৪৩
যখন আসবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং বিজয়	৪৪৫
নুসরাত ও ফাতাহ	৪৪৫
মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য	৪৪৬
আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন	৪৪৬
শাহ আব্দুল কারেদ দেহলভী কর্তৃক বর্ণিত ২৩টি আয়াত	**৪৪৭-৪৬০**
আল্লাহ তা'আলা তাদের রোগ আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন	৪৪৯
কাফিরদের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ	৪৫০
দ্বীনের ব্যাপারে কোন প্রকার জবরদস্তি নেই	৪৫১
আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের অভিভাবক	৪৫২
মুশরিকদের মধ্যে যদি কেউ আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে	৪৫২
ভাল কাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে	৪৫৩
সেই জাহান্নামকে ভয় করো যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে	৪৫৫
মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে	৪৫৮
এভাবেই আল্লাহ তা'আলা হক্ব ও বাতিলের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন	৪৫৮
তাদের কৃতকর্মের পরিণামে তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে	৪৫৯
মাক্কী সূরাসমূহে জিহাদের প্রতি ইশারা	**৪৬১-৫০৯**
সীরাতে মুস্তাকীমের দু'আ চাওয়া	৪৬৪
তোমাদেরকেও জমিনে খিলাফত প্রদান করা হবে	৪৬৪
তারা যা কিছু করে আল্লাহ তা'আলাই এর সাক্ষী	৪৬৫
হযরত শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন	৪৬৫
প্রভাত তাদের জন্যে প্রতিশ্রুতির সময়, প্রভাত কি খুব নিকটবর্তী নয়?	৪৬৬

বিষয়	নাম্বার
হযরত শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন	৪৬৭
যারা পাপীষ্ঠ ছিল তারা আরাম-আয়েশের পথেই ছিল	৪৬৭
উৎপীড়িত হওয়ার পর যারা হিজরত ও জিহাদ করে	৪৬৮
যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও	৪৬৯
জাহান্নাম কাফিরদের জন্যে কারাগার	৪৭১
ইমাম বাগবী (রহ.) লিখেন	৪৭১
হযরত শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন	৪৭১
আমি কোন নবীকে কোন নবীর উপর মর্যাদা দান করেছি	৪৭২
হযরত শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন	৪৭২
সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিদায় নিয়েছে	৪৭৩
জমিনের উপর জুলকারনাইনের বিজয় অর্জন	৪৭৪
যারা বিভ্রান্তি ও গোমরাহীতে পড়ে থাকে	৪৭৬
আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত হানি	৪৭৮
তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে এনেছি	৪৭৮
হে আমার প্রতিপালক! তুমি ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে দিও	৪৮০
হযরত লাহোরী (রহ.) লিখেন	৪৮০
তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দেব	৪৮১
তাফসীরে উসমানীতে বলা হয়েছে	৪৮১
পূর্ণ শক্তিতে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকুন	৪৮২
হযরত লাহোরী (রহ.) লিখেন	৪৮২
নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই সর্বশক্তিমান	৪৮৩
হযরত শাহ সাহের (রহ.) লিখেন	৪৮৩
হুদহুদ কর্তৃক জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান	৪৮৩
নিশ্চয় তিনি আপনাকে মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন	৪৮৭
শুধু মাত্র ঈমান এনেছি বললেই রেহাই পেয়ে যাবে?	৪৮৮
আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন	৪৯০
ইমাম কুরতুবী (রহ.) লিখেন	৪৯১
তাদের উপর আযাব আসবে অতর্কিতভাবে	৪৯১
হযরত শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন	৪৯১
আল্লাহ তা'আলা খাঁটি লোকদের সাথে রয়েছেন	৪৯২
পুনরায় তারা শীঘ্রই বিজয় লাভ করবে	৪৯৩
আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম	৪৯৪

বিষয়	নাম্বার
প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর	৪৯৫
সমুদ্রের মিঠা পানি ও লবণাক্ত পানি যেমন এক নয়	
তদ্রুপ ইসলাম ও কুফর কখনো এক হতে পারে না	৪৯৬
মাওজুউল কুরআন ও তাফসীরে উসমানীতে উল্লেখ রয়েছে	৪৯৬
হযরত শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন	৪৯৬
নিশ্চয় আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী	৪৯৬
আপনি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন	৪৯৭
যখন শাস্তি তাদের আঙ্গিনায় নেমে আসবে	৪৯৮
তার সম্মুখে উত্তম উৎকৃষ্ট অশ্বগুলো পেশ করা হয়	৪৯৯
সমস্ত কিছুই আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধিন	৫০১
রাসূলগণকে এবং মুমিনদেরকে সাহায্য করবো	৫০২
হে রাসূল! আপনি অবিচলিত থাকুন, সবর অবলম্বন করুন	৫০২
যারা আক্রান্ত হলে বদলা নিয়ে থাকে	৫০৩
আমি তোমাদেরকে পাকড়াও করবো ভীষণভাবে	৫০৪
পাপীষ্ঠদের জন্যে অন্য আযাবও রয়েছে	৫০৫
আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল	৫০৬
আল্লাহ তা'আলাকে 'করজে হাসানা' দিতে থাক	৫০৭
এই নগরীতে আপনার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই	৫০৮